Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

طِبُّ القُلُوب গ্রন্থের অনুবাদ

রূহের চিকিৎসা

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে
নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হউন ~

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

অনুবাদ : আল-আমিন ফেরদৌস, ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ
সম্পাদনা : আসলাফ সম্পাদনা পর্ষদ
প্রুফ সমন্বয় : আসলাফ টিম
পৃষ্ঠাসজ্জা : আসলাফ টিম
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না, মহিউদ্দিন রূপম

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

طِبُّ الْقُلُوب গ্রন্থের অনুবাদ

রুহের চিকিৎসা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.

মাকতাবাতুল আসলাফ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রুহের চিকিৎসা
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০২১

ISBN : 978-984-94066-8-6

অনলাইন পরিবেশক

নিয়ামাহ বুক শপ
www.niyamahshop.com

ওয়াফিলাইফ
www.wafilife.com

রকমারি
www.rokomari.com

মূল্য : ৪৬০ টাকা

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Ruher Chikitsha by Imam Ibnu Taimiya rahimahullah, published by Maktabatul Aslaf, Dhaka, Bangladesh.

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং-৪০, প্রথম তলা
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

আমাদের কথা (১০-১৩)

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ. (১৪-১৬)

অন্তরের রোগব্যাধি (১৭-২৬)

শারীরিক অসুস্থতার আলামত........২০

অন্তরের ব্যাধি : আলামত ও প্রতিকার........২১

অন্তর ও শরীরের রোগের মধ্যে পার্থক্য........২৪

কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা অন্তরকে অন্ধ করে দেয় (২৭-৪৪)

নফসের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা........২৯

কামনাবাসনা ও লোভলালসা : পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত........৩৪

লালসা কুমন্ত্রণা দেয়, বাস্তবায়নের পথ দেখায় প্রবৃত্তি........৩৭

লালসা ও হিংসা : স্বরূপ ও প্রকৃতি........৩৮

লালসা ও কামনার স্তরবিন্যাস........৪৩

প্রবৃত্তির কাছে অন্তর পরাস্ত হয়, অতঃপর হয় নিহত (৪৫-৬২)

অন্তর যেন কামনার খাঁচায় বন্দী........৪৭

দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে অন্তর পথভ্রষ্ট হয়........৪৯

আল্লাহর গোলামি : স্বরূপ ও প্রকৃতি........৫২

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করে........৫৪

প্রবৃত্তির ফিতনায় অন্তরের চিকিৎসা........৫৭

কৃপণতা, প্রবৃত্তি ও প্রেমাসক্তি (৬৩-৮০)

অবজ্ঞা ও অন্যায় হিংসারই প্রতিফল........৬৫

কামনা ও আসক্তি : করণীয় ও বর্জনীয়........৭০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রেমাসক্তির ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়..৭১
স্বভাব-প্রকৃতি ও অন্তরের ব্যাধি..৭৬
কিছু উপকারী প্রতিষেধক ও কার্যকর ওষুধ..৭৯
হিংসা ও ঈর্ষা (৮১-৯৬)
হিংসার স্বরূপ ও প্রকার..৮৩
সৎ কাজে প্রতিযোগিতা হিংসা নয়..৮৬
হিংসার নানা কারণ..৮৮
সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে..৯২
অন্তর্দাহ অনিষ্টের আধার (৯৭-১০৯)
হিংসাবৃত্তি এক সার্বজনীন আর্তি..৯৯
ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক সহনশীলতা..১০২
পরহিংসার প্রতিষেধক..১০৫
পদাধিকারীদের পরশ্রীকাতরতা..১০৭
মানুষ মানসিক দাসত্বের শেকলে বন্দী (১১০-১২৫)
মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী..১১১
একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ..১১৪
আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা উত্তম ধৈর্যের পরিপন্থী নয়..১১৯
আল্লাহর গোলামির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা নিহিত..১২১
দেহের তুলনায় মনের স্বস্তি-অস্বস্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ (১২৬-১৪৪)
অন্তরের আরোগ্য আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত..১২৭
মনোব্যাধি যেমন ক্ষতিকর শিফাও তেমনি কল্যাণকর..১৩১
প্রবৃত্তি হলো মনোব্যাধির আঁতুড়ঘর..১৩৫
তাকওয়াই মনোব্যাধির সর্বোত্তম প্রতিষেধক..১৩৬
দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও থাকে শিফা..১৪১
অন্তরের আরোগ্য ও শুশ্রূষা (১৪৫-১৫৪)

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্তরের আরোগ্য ও প্রতিষেধক..১৪৬

অন্তরের জীবনীশক্তি (১৫৫-১৭০)

আত্মশুদ্ধি বাড়ায় মনের প্রাণশক্তি..১৫৬

ঈমান ও নিফাক আত্মিক শুদ্ধাশুদ্ধির জনক..১৬১

জীবিত ও মৃত অন্তরের ব্যবধান..১৬৩

মনোব্যাধির জন্য কুফরি আবশ্যক নয়..১৬৬

অন্তর সর্বদাই হিদায়াতের মুখাপেক্ষী (১৭১-১৮২)

সুপথ অবলম্বনে সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষিতা..১৭৪

প্রাণবন্ততা অন্তরকে মন্দ বিষয় থেকে দূরে রাখে..১৭৭

যে মন নিজ-গহনে পোষে আল্লাহর প্রেম (১৮৩-২০১)

আল্লাহর প্রতি মনের একনিষ্ঠতা সব অনিষ্টকর বস্তু ও প্রবৃত্তির প্রতিরোধক..১৮৫

সম্পদের অজিফা এবং মনের দাসত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক..১৮৮

আল্লাহপ্রেমের প্রকৃতি ও তাৎপর্য..১৮৯

আল্লাহপ্রেমের আলামত..১৯১

আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব..১৯৫

আল্লাহর দাসত্বের স্তরসমূহ..১৯৭

হৃদয়ের আশা-প্রত্যাশা আল্লাহর নিকটে হওয়াতেই নিরাপত্তা ও মুক্তি (২০২-২২৮)

আশা-প্রত্যাশা কেবল আল্লাহর নিকটেই করা..২০৪

শিরককারীর জন্য তার শিরকটা ভয়ের কারণ..২০৬

আশার উপায়-মাধ্যম..২০৯

কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম অনুধাবন : মানুষের শ্রেণিভেদ..২১২

ইখলাস : জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়..২১৩

আল্লাহর 'জন্য' এবং আল্লাহর 'সঙ্গে' ভালোবাসা..২১৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্তরের 'কথা-কাজে'ও শিরক হয় ২২৩
অন্তরের নিজস্ব সত্যায়ন অনুসারে আমল করার আবশ্যকতা........ ২২৩

নিষ্ঠা-ইখলাস ও আত্মবিলীনেই আছে আত্মার আবেহায়াত (২২৯-২৪৪)

ইখলাসের স্বাদ ও সুফল........ ২৩১
সুপথ ও বিপথের নেতা যারা........ ২৩৩
ফানা বা আত্মবিলোপের সঙ্গে ইখলাসের সম্পর্ক ও তার প্রকারভেদ ... ২৩৫
তাসাউফের কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা........ ২৪০

আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসাই প্রতিটি কবুল-আমলের প্রাণসঞ্জীবনী (২৪৫-২৭৬)

ইখলাস : নববি দাওয়াতের সারাংশ........ ২৪৭
আল্লাহর পূর্ণ ভালোবাসাই দ্বীনের মূল ভিত........ ২৪৯
ভালোবাসলে প্রেমাস্পদকে সন্তুষ্ট করতে হয়........ ২৫৩
বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসার বিনিময় হয়........ ২৫৯
একটি ভুল ধারণার সংশোধন........ ২৬৫

হৃদয়ের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব (২৭৭-২৯৩)

ভালোবাসার শীর্ষ চূড়া........ ২৭৮
ঈমানের মিষ্টতা : আল্লাহর প্রতি বান্দার উপচানো ভালোবাসার নির্যাস ২৮১
দাসত্বের হাকিকত ও স্বরূপ........ ২৮৩
আল্লাহপ্রেমিকদের নানারকম হালত........ ২৮৪
আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভালোবাসার নীতি........ ২৮৬
বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসার বিনিময়........ ২৮৯

আত্মার পরিশুদ্ধিই মহাসাফল্য (২৯৪-৩১২)

অসৎকর্ম বর্জন আর সৎকর্ম সম্পাদনেই আত্মার পরিশুদ্ধি........ ২৯৭
আত্মাকে প্রবৃত্তির খপ্পর থেকে বাঁচানোই হলো প্রকৃত ইবাদত ও মুজাহাদা........ ৩০৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবাদতে নিষ্ঠা ও ইখলাস সব সন্দেহ-সংশয় ও প্রবৃত্তিপূজার অবসান ঘটায়..৩০৬
আল্লাহর ভালোবাসায়ই লাভ হয় ঈমানের মিষ্টতা........................৩০৮
ভালোবাসার টান (৩১৩-৩২৩)
আল্লাহর মহান সত্তার প্রতি ভালোবাসা................................৩১৫
গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অশুভ পরিণতি........................৩১৯
তাওহিদি ভালোবাসার কয়েকটি আবশ্যক প্রতিক্রিয়া..................৩২২
আত্মার আমল (৩২৪-৩৪৩)
আত্মার আমল ও তাতে মানুষের স্তরভেদ................................৩২৫
আল্লাহপ্রেমিকরাও কখনো কখনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে................৩২৮
সততা : মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্যরেখা................................৩৩৪
কথা ও কাজের সততা..৩৩৯
আত্মিক বিষয়াদিই দ্বীনের মূল অংশ....................................৩৪১
প্রতিটি মানুষ হৃদয়ের কর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে (৩৪৪-৩৬৬)
প্রতিটি মানুষ হৃদয়ের বিশেষ ক্রিয়াকলাপের জন্য আদিষ্ট................৩৪৭
সংশোধনযোগ্য কিছু ভুল..৩৫০
ভাগ্য নির্ধারিত থাকাটা আমলের পরিপন্থী নয়..........................৩৫৫
সৃষ্টি সংক্রান্ত ও দ্বীন-সংশ্লিষ্ট বিষয়......................................৩৫৮
প্রশংসনীয় আত্মবিলোপ (৩৬৭-৩৮১)
সর্বোতভাবে আল্লাহমুখী হোন..৩৬৯
তাওয়াক্কুল ও রবের আনুগত্য : দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের আবশ্যকতা..৩৭০
হৃদয়ের ভাঙন : আল্লাহর জন্য তার খুলুস ও একনিষ্ঠতার প্রমাণ.......৩৭৩
প্রাণবিশিষ্ট কেউই ইচ্ছাশক্তি-বিহীন নয়................................৩৭৪
ইচ্ছাশক্তির বিবেচনায় মানুষের প্রকারভেদ..............................৩৭৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য; যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। ইসলামে তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাযকিয়াতুন নাফস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরকে যাবতীয় ভাল গুণে ভূষিত করা এবং সব ধরনের মন্দ স্বভাব থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা। মানুষমাত্রই আমরা নানা ধরনের আত্মিক রোগে আক্রান্ত। ফলে এই আত্মিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা ও সংশোধনের জন্য ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—তাযকিয়াতুন নফসের অর্থ হচ্ছে—"রাসূল মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন। বিভিন্ন শিরক, পাপাচার ও ভ্রান্তি থেকে তাদের অন্তরকে মুক্ত করবেন। আর যার অন্তর পরিশুদ্ধ হবে, বিভিন্ন শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত থাকবে সে উভয় জগতে সাফল্য লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

> *"সে-ই তো সফল হয়ে গেছে, যে (নিজের) আত্মা পরিশুদ্ধ করেছে।"*[১][২]

এটি সূরা আশ-শামসের আয়াত। এই সূরায় মোট এগারোটি শপথবাক্য এসেছে। শপথবাক্যের দিক দিয়ে এটি কুরআনের দীর্ঘতম সূরা। তাযকিয়াতুন নফস এই সূরার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে—আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। এবং অন্তরকে মন্দ স্বভাব ও নিন্দনীয় কর্ম থেকে পবিত্র রাখা। ইমাম কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরিমা ও সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে এমন ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।"[৩]

[১] সূরা আশ-শামস, আয়াত-ক্রম; ৯

[২] লাতাইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা; ১৬৮

[৩] তাফসিরু ইবনি কাসির; ৮/৩৯৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের কথা

নবুওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাযকিয়াতুন নফস। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

> *"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন—যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাবে ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখাবে।"* [১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—"আত্মশুদ্ধি রাসূলদের কাছে একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে যে সমস্ত উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন—তারমধ্যে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি অন্যতম। নবীরা প্রেরিত হয়েছেন বিভিন্ন জাতির অন্তরসমূহ পরিশুদ্ধ করার জন্য। শরীরের রোগের চিকিৎসা করা যতোটা সহজ, অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা করা ততোটা সহজ বিষয় নয়। শারীরিক রোগের চিকিৎসা মনমতো করলে মানুষ যেমন সুস্থ হয় না, একইভাবে রাসূলদের আনীত পদ্ধতিতে অন্তর পরিশুদ্ধ না করলে অন্তর সুস্থ হবে না।" [২]

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত পদ্ধতিতে অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হবে। এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না যেটি কুরআন-সুন্নাহ সমর্থন করে না।

আমরা এমন একটি সময় অতিক্রান্ত করছি—যখন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীজুড়ে নানা দুশ্চিন্তা ও হতাশার শিকার। উম্মাহর এই অবনতির প্রধানতম একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে গেছে। এক অপরিসীম দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তারা বাস করছে। বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে দূরে সরে উম্মাহ বিভিন্ন পন্থায় স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে। নুসূস বা কুরআন-সুন্নাহর মূলভাব থেকে যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান করছে আজকের মুসলিম উম্মাহ। একশ্রেণির ভ্রান্ত সূফিবাদীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তাযকিয়াতুন নফসের দাবিদার হয়ে বসে আছে। এদের পথভ্রষ্টতা দেখে অধিকাংশ মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে

---

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম; ১৬৪

[২] মাদারিজুস সালিকীন, ২/৩৫৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবহেলা করছে।

অথচ এটি আমাদের ঈমান, ইবাদাহ, আখলাক—সবকিছুর প্রাণশক্তি। আজ আমাদের হৃদয়গুলোতে প্রাণ নেই। আমরা ইবাদত করি কিন্তু তৃপ্তি পাই না। তাহাজ্জুদ পড়ি তবে গুনাহ ছাড়তে পারি না। হজ্ব-উমরা করি আবার একইসঙ্গে অন্যের হক নষ্ট করি। নফসকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমরা আজ বড্ড উদাসীনতা দেখাচ্ছি। আমরা একে গুরুত্বহীন ভাবছি। অথচ তাযকিয়াতুন নফস বা তাসাউফ নিয়ে আমাদের সালাফরা অসংখ্য কাজ করে গেছেন। এই বিষয়ে সালাফদের রেখে যাওয়া অমূল্য সব গ্রন্থ মাকতাবাতুল আসলাফ বাঙালি পাঠকদের জন্য প্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সঙ্গে উম্মাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য মাকতাবাতুল আসলাফের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। রূহের চিকিৎসা বইটি তারই ধারাবাহিকতার অংশ। এছাড়াও খুব শীঘ্রই মাকতাবাতুল আসলাফ প্রকাশ করবে—

১. তাহকীককৃত সংক্ষিপ্ত ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন (মূল-ইমাম গাযালি, সংক্ষেপণে যথাক্রমে ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম ইবনু কুদামা)

২. আল-জাওয়াবুল কাফি (ইমাম ইবনু কাইয়্যিম)

৩. মাদারিজুস সালিকীন (ইমাম ইবনু কাইয়্যিম)

৪. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা (ইমাম কুশাইরি)

৫. বাহরুদ দুমু (ইমাম ইবনুল জাওযি)

৬. রিসালাতুল মুসতারশিদীন (হারিস ইবনু আসাদ আল মুহাসিবী)

তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ'র বিপুল রচনাবলি রয়েছে। তিনি যেমন কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত তাযকিয়াতুন নফসের গুরুত্ব ও বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, একইসঙ্গে কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত তাযকিয়াতুন নফস নিয়ে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। আমরাযুল কুলূব, আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহসহ এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি মাজমুউল ফাতাওয়ার একটা দীর্ঘ খণ্ডই রয়েছে তাসাউফ সংক্রান্ত। অন্তরের ব্যাধি ও তার সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি উম্মাহকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডক্টর আজীল জাসিম আন নাশমি এই বইয়ের সংকলন করেন। তিনি মোট একুশটি মজলিসে এই বইটি বিন্যস্ত করেন। পাঠকদের সহজবোধ্যতার জন্য ডক্টর আজীল একটা কাল্পনিক মজলিসের অবতারণা করেন। যেখানে স্বয়ং তিনি শাইখ ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য শ্রবণ করছেন। কোথাও তাঁর মনে কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সেটাও শাইখকে নির্দ্বিধায় করছেন। ফলে ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য বোঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি পাঠকের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও সহজবোধ্য হয়েছে।

অবশ্য ডক্টর আজীল এ ক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যের মধ্যে কোনো হেরফের করেননি। তিনি কেবল সহজবোধ্যতার জন্য ইবনু তাইমিয়ার বিভিন্ন বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন। যেখানে যে বক্তব্য জরুরী ও উপযোগী, সেখানে পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থের বিন্যাস সাজিয়েছেন। বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সন্দেহ নেই, এরজন্য ডক্টর আজীলকে প্রচুর চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর কর্মের উত্তম বিনিময় দান করুন।

হাদিসের উৎস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। মূল উৎস থেকে ঘেঁটে হাদিসের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। কোথাও যদি শব্দগত তারতম্য থাকে সেটাও আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি। ক্ষেত্রবিশেষ হাদিসের হুকুম নিয়ে মতভেদ থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা গ্রহণযোগ্য মত উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। হাদিস সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা থাকলে সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরেছি। সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করে মূল আরবি হাদিস হরকতসহ দেয়া হয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় শেষের দিকে কিছু হাদিসের মূল আরবি দেয়া সম্ভব হয়নি।

বইয়ের সার্বিক সৌন্দর্যের জন্য আসলাফ সম্পাদনা পর্ষদ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। আমরা আশাকরি, বইয়ের মান ও উন্নতি দেখে পাঠক সন্তুষ্ট হবেন। এই বইয়ের পেছনে যারা কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ.

ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন মনীষী মুসলিম উম্মাহর ওপর অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং উম্মাহর সেবায় বহুমাত্রিক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮ হি.)। মৃত্যুর প্রায় সাত শতাধিক বছর পরেও আজ তিনি প্রাসঙ্গিক। তাঁর রেখে যাওয়া অসংখ্য গ্রন্থ আজও পঠিত হচ্ছে। তাঁর চিন্তা পূর্বে ও পশ্চিমে চর্চিত হচ্ছে।

বিভিন্ন ভাষায় ইবনু তাইমিয়া রহ. এর জীবনের ওপর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। তাঁর জীবন ও কর্মের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা নিজেরা তার জীবনী আলোচনা না করে তাঁর ব্যাপারে বিখ্যাত কিছু ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করবো। এতে একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তাঁর অবস্থান জানা যাবে অপরদিকে অন্যান্য ইমামগণ তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন সেটাও স্পষ্ট হবে।

• আল্লামা ইবনু দাকীক-আল-ঈদ (৭০২ হি.) বলেন, 'আমি ইবনু তাইমিয়াকে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে জগতের সকল ইলম তাঁর সামনে রাখা। তিনি সেখান থেকে ইচ্ছামতো গ্রহণ করছেন, বলছেন, লিখছেন।' (আর-রাদ্দুল ওয়াফির পৃ. ৫৯)

• আল্লামা ইবনু সাইয়্যিদিন নাস (৭৩৪ হি.) বলেন, 'জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। তিনি যখন তাফসীর শাস্ত্রে কথা বলতেন মনে হতো তিনি বিখ্যাত মুফাসসির। ফিকহ নিয়ে কথা বললে মনে হতো তিনি একজন মুহাক্কিক ফকীহ। হাদীস শাস্ত্রে কথা বললে মনে হতো হাদীসে তাঁর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। বিভিন্ন ধর্ম ও মাযহাব সম্পর্কে তাঁর মতো গভীর জ্ঞানের অধিকারী কেউ ছিল না। সমকালীন সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। যে চোখ তাঁকে দেখেছে তাঁর মতো আর কাউকে দেখেনি। সম্ভবত তাঁর চোখও তাঁর নিজের মতো কাউকে দেখেনি'! (যায়ল-তাবাকাতে হানাবিলাহ ৪/৫০০)

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

• আলামুদ্দীন বিরযালী (মৃ. ৭৩৯ হি.) লেখেন, 'ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, তাফসীর, হাদীসসহ জ্ঞানের সকল শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইজতিহাদের সকল শর্ত তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল, ফলে তিনি ছিলেন সে যুগের মুজতাহিদ। তিনি যখন তাফসীর করতেন, মানুষ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো! ইলমের পাশাপাশি ইবাদাত, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। জীবনের ভোগবিলাসের পরিবর্তে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাই ছিল তাঁর জীবনের ব্যস্ততা। (আল-উকূদুদ-দুররিয়্যাহ পৃ. ১৩-১৪)

• হাফিয যাহাবী (৭৪৮ হি.) লিখেছেন, 'আমাদের শাইখ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. ছিলেন নিজ যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তিনি কুরআন-হাদীসে ব্যাপক পাণ্ডিত্য লাভ করেন। নিজ শাইখদের জীবদ্দশাতেই তিনি বড় আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। ফিকহ এবং বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের উসূল ও বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর মতো কেউ ছিল না। আকীদা, ধর্ম ও বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে তাঁর মতো বিদগ্ধ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আরবী ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি অগাধ জ্ঞান রাখতেন। ইতিহাস ও জীবনীশাস্ত্রে তিনি ছিলেন ঋদ্ধ। বীরত্ব এবং ময়দানে জিহাদের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। দানশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। অথচ ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ মানুষ।' (আর-রাদ্দুল ওয়াফির পৃ. ৬৯, যায়ল-তাবাকাতে হানাবিলাহ ৪/৪৯২-৪৯৩)

• ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) লিখেছেন, 'ফিকহ, হাদীস, উলূমুল হাদীসসহ প্রত্যেকটি শাস্ত্রে তিনি নিজ যুগের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও লেখনিশক্তিতে তিনি ছিলেন বিস্ময়পুরুষ। সালাফ ও খালাফের বক্তব্য আত্মস্থ এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না।' (আদ-দুরারুল কামিনাহ ১/১৬৮-১৬৯)

• ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.) লিখেছেন, 'তিনি জ্ঞানের সাগর ছিলেন। তাঁর মতো মেধাবী মানুষ খুব কমই জন্ম নেয়। দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিনশত খণ্ড। দীনের জন্য তিনি একাধিকবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।' (তাবাকাতুল হুফফায, পৃ. ৫১৬-৫১৭)

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

• মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইবনুল কাইয়্যিমের *মাদারিজুস সালিকীন* পড়বে, সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে ইবনু তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যিম রহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রথম পর্যায়ের আকাবির আলিম হিসেবে গণ্য এবং তারা আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত।' (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/১৪৮)

এভাবে যুগে যুগে উম্মাহর ইমাম ও আলিমগণ ইবনু তাইমিয়া রহ. এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হ্যা, অল্প সংখ্যক তাঁর সমালোচনাও করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোর কারণ ছিল ব্যক্তি কিংবা মতাদর্শগত পার্থক্য। ফলে এর বাইরে দল-মত নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন আল্লামা ইবনু আবিদীনও (১২৫২ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' এ ইবনু তাইমিয়া রহ. এর নামের শুরুতে 'শাইখুল ইসলাম' উপাধি ব্যবহার করেছেন (রদ্দুল মুহতার ৪/২১৪)। ইমাম ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, শিবলী নোমানী রহ. তাঁর ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর 'রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ' গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র খণ্ড ইবনু তাইমিয়া রহ. এর জীবনীর ওপর উৎসর্গ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এই মহান ইমামের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমাদেকে তাঁর ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করুন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম মজলিস

অন্তরের রোগব্যাধি

- শারীরিক অসুস্থতার আলামত
- অন্তরের ব্যাধি : আলামত ও প্রতিকার
- অন্তর ও শরীরের রোগের মধ্যে পার্থক্য

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম মজলিস

অন্তরের রোগব্যাধি

মসজিদের ভেতর-বাহির লোকে লোকারণ্য। কানায় কানায় ভরে গেছে চারপাশ; তিল ধারণের ঠাঁই নেই যেন। উপস্থিত হয়েছেন সমসাময়িক অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, ভক্ত-অনুরক্ত, আলিম, তালিবুল ইলমসহ অগণিত জনসাধারণ। জ্ঞানের প্রতি এক-বুক পিপাসা নিয়ে চাতক পাখির মতো চেয়ে আছেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দিকে। তিনি আর কেউ নন—শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়া।

শাইখ আলোচনা শুরু করলেন। সকলেই যেন সমানভাবে শুনতে পায়—তাই আসন ঠিক মধ্যখানে। উপস্থিত প্রত্যেকের হাতেই কাগজ ও কলম। সকলেই প্রস্তুত তাঁর মূল্যবান কথামালা কাগজের খাতায় এবং হৃদয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার জন্য। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে চারদিকে। নিস্তব্ধতা ও গম্ভীরতার চাদর যেন ছেয়ে আছে পুরো মজলিস। সহসাই এমন পিনপতন নীরবতা ভেঙে শাইখের সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَه ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُه ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর; আমরা তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও মন্দ কাজের অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছেই পরিত্রাণ চাই। আল্লাহ যাকে সুপথে পরিচালিত করেন,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর তিনি যাকে বিপথে নেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।'

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন—

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

> 'তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি; অনন্তর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[১]

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

> 'এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষেপণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণহৃদয়।'[২]

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً

> 'মুনাফিকরা এবং অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা এবং মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সক্ষমতা দান করব। অতঃপর এই শহরে তারা আপনার প্রতিবেশী হয়ে অল্প দিনই থাকতে পারবে।'[৩]

وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০
[২] সূরা হজ, আয়াত-ক্রম : ৫৩
[৩] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৬০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'আহলে কিতাব ও মুমিনগণ যেন কোনো সন্দেহে পতিত না হয়। আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে যে, আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন!'*[১]

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

> *'তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী এসেছে এবং মুমিনদের জন্য এসেছে অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমত।'*[২]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا

> *'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি যা রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য রহমত। পাপীদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।'*[৩]

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

> *'তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহ প্রশমিত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।'*[৪]

শারীরিক অসুস্থতার আলামত

শারীরিক অসুস্থতা মূলত সুস্থতার বিপরীতার্থক। এটি দেহাভ্যন্তরে সৃষ্ট এমন এক সমস্যা, যার কারণে মানুষের অনুধাবনশক্তি কিংবা প্রাকৃতিক সঞ্চালনশক্তিতে বিঘ্ন ঘটে। অনুধাবনশক্তিতে বিঘ্ন ঘটার অর্থ হলো—দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলা অথবা কোনোকিছুর বিপরীত অবস্থা অনুভব করা। যেমন : মিষ্টি দ্রব্যকে মনে হলো তিক্ত, কিংবা এর উল্টো। এমনও হতে পারে—সে এমন কিছু আঁচ করতে পারছে, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্বই নেই।

[১] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত-ক্রম : ৩১
[২] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৫৭
[৩] সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-ক্রম : ৮২
[৪] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাকৃতিক সঞ্চালনশক্তিতে বিঘ্ন ঘটার অর্থ হলো—হজমশক্তি হ্রাস পাওয়া, কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী খাবারের প্রতি অনীহা তৈরি হওয়া। পাশাপাশি ক্ষতিকর খাবারের ওপর আকর্ষণ অনুভব করা। খাবারের এমন অনিয়মের জন্য মানুষ কষ্টে ভুগলেও প্রাণনাশের ঘটনা সাধারণত ঘটে না। কিন্তু মানুষ প্রায়ই জেনে-বুঝে ক্ষতিকর খাবার খেয়ে এমন ঘটনা ঘটায়। এ-থেকে বোঝা যায়—ইচ্ছাশক্তির ওপর মানুষের এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে কখনো কখনো সে নিজ দেহে নিজেই যন্ত্রণা তৈরি করে। এই যন্ত্রণা সাধারণত দুটি কারণে হয়ে থাকে। এক. পরিমাণগত সমস্যার কারণে; দুই. অবস্থাগত সমস্যার কারণে। পরিমাণগত সমস্যার অর্থ হলো—মানবদেহে কোনো বিশেষ উপাদানের স্বল্পতা দেখা দেওয়া; এমন অবস্থায় স্বল্পতা পূরণে প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করতে হয়। অথবা কোনো উপাদানের বাহুল্য ঘটা; তখন আবার সুস্থতার জন্য অতিরিক্ত উপাদান কমিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে। অবস্থাগত সমস্যার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় মানবদেহের তাপমাত্রার বিষয়টি। দেহের তাপমাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম কিংবা বেশি থাকলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়।

অন্তরের ব্যাধি : আলামত ও প্রতিকার

আমি বললাম, 'শ্রদ্ধেয় শাইখ! এ ক্ষেত্রে আমার কোনো দ্বিমত নেই যে, শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার আলামত হচ্ছে—শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করা অথবা দেহাভ্যন্তরে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়া, যেমনটি আপনার থেকেও জানলাম। কিন্তু দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধির মধ্যে সাদৃশ্যবিধান ঠিক কীভাবে সঙ্গত?'

শাইখ ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ! দেহের মতো মনেরও কিছু রোগ আছে। রোগের কারণে মানুষের অন্তরে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যাতে তার চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

'খুলে বলি—বিভিন্ন রকম সংশয় ও সন্দেহের দ্বারা মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়। এর প্রভাবে কখনো সে সত্য অনুধাবনে অসমর্থ হয়, কখনো-বা মিথ্যাকে সত্য মনে করে। পরবর্তী সময়ে নষ্ট হয় তার ইচ্ছাশক্তিও। তখন উপকারী কিছু তার আর ভালো লাগে না, মন ঝুঁকতে থাকে সকল মন্দ জিনিসের দিকে।

'আগেই বলেছি দেহের মতো মনেরও কিছু রোগ আছে। এবার চলো, বিস্তারিত

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থে مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে شَكٌّ শব্দ দিয়ে, আবার কখনো-বা করা হয়েছে رَيْبٌ শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ, যে শব্দ দিয়ে দেহের রোগ বোঝানো হয়, ঠিক একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মনের ব্যাধি বোঝাতে। যেমন : মুজাহিদ ও কাতাদাহ রাহিমাহুমাল্লাহ কুরআনের আয়াত—فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ-এর তাফসিরে مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন شَكٌّ শব্দ দিয়ে। আবার কখনো কখনো مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন— شَهْوَةُ إِلَى الزِّنَى। বা ব্যভিচারের প্রতি আসক্তি দিয়ে। যেমনটি দেখা যায় কুরআনের আয়াত فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ-এ مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যায়। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম—দেহের মতো মনেরও রোগ আছে। কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে সন্দেহ, সংশয় বা পরনারীর প্রতি আসক্তি।[১]

'আরও একটি বিষয় খেয়াল করা যাক। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই—অসুস্থ মানুষ যে কারণে কষ্ট পায়, সুস্থ কেউ হয়তো তাতে কষ্ট পায় না। এজন্য দেখা যায়—সামান্য শীত, গরম কিংবা ছোটোখাটো কাজে অসুস্থ মানুষটি কষ্ট পাচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সুস্থ কারও জন্য এসব কিছুই না। অসুস্থ লোকটির এই অক্ষমতার কারণ হলো—অসুস্থতার দরুণ সৃষ্ট দুর্বলতা। রোগব্যাধি মূলত শারীরিক শক্তি হ্রাস করে মানুষকে দুর্বল করে দেয়। এই অবস্থায় সে একজন সুস্থ ও শক্তিশালী মানুষের মতো সবকিছু করতে সক্ষম থাকে না।

'একজন মানুষকে সুস্থ থাকতে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হয়। রোগব্যাধির সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে নতুন কোনো রোগ প্রবেশ করলে অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। তবে কোনো প্রতিষেধক দেয়া গেলে অসুখ কমে যায়।

'সহজ কথায়—যে কারণে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই কারণ বৃদ্ধি পেলে তার রোগ ও দুর্বলতা বাড়তে থাকে, কমতে থাকে শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা। এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে এক পর্যায়ে হয়তো সে মারাই যায়। এমতাবস্থায় যদি সে এমন কোনো পথ্য বা প্রতিষেধক গ্রহণ করে যা তার অসুস্থতা দূর করতে সক্ষম, তাহলে সে সুস্থ হতে থাকে এবং ফিরে পেতে থাকে হারানো শক্তি ও সামর্থ্য। ঠিক একই ঘটনা ঘটে মনের রোগের ক্ষেত্রেও।'

[১] নোট : مرض، شك، ريب অর্থ যথাক্রমে 'ব্যাধি', 'সন্দেহ' ও 'সংশয়'।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার আরজ করলাম, 'মুহতারাম, আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, অন্তরের ব্যাধি মূলত সন্দেহ, সংশয় কিংবা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেয়। কিন্তু অন্তরের ব্যাধি এবং দৈহিক রোগের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। তা হলো—দৈহিক রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ শরীরে ব্যথা অনুভব করে, অপরদিকে অন্তরের ব্যাধির কোনো ব্যথা নেই। আমার ধারণা উভয়ের মধ্যে এটি একটি মৌলিক ব্যবধান।'

শাইখ ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'না, বিষয়টি তেমন নয়। বরং অন্তরের ব্যাধির কারণেও ব্যথা অনুভব হয়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, কুরআনুল কারিম থেকে প্রমাণও পেশ করছি। দেখো, ক্রোধ বা রাগ এক ধরনের অনুভূতি। আমরা এটিকে কলবের একটি সমস্যা বা ব্যাধি হিসেবে ধরে নিতে পারি। শত্রুপক্ষ তোমাকে পরাস্ত করলে তুমি ক্রুদ্ধ হও। এবং এই পরিস্থিতি তোমার হৃদয়ে একরকম কষ্টও তৈরি করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

> *"তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন। তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করবেন।"*[১]

'বক্ষ্যমাণ আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—মন থেকে ক্রোধ দূরীকরণকেই কুরআনে শিফা বা সুস্থতা বলা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে—فُلَانٌ شَفَى غَيْظَهُ অর্থাৎ, অমুকের রাগ প্রশমিত হয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাই—নিহতের আত্মীয়রা হত্যার বিচার পেলে খুশি হয়, এতে তারা আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে, তাদের ক্রোধ প্রশমিত হয়। এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে।

'এই যে মনের অশান্তি দূর হওয়া এবং প্রশান্তি লাভ করা—এটাই হলো ক্রোধ, দুশ্চিন্তা কিংবা মনের যাতনার মতো রোগ থেকে সুস্থতা। এই সবগুলো সমস্যার কারণেই মানুষ মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করে, যন্ত্রণায় ভোগে। এমনিভাবে شَكٌّ (সন্দেহ) ও جَهْلٌ (অজ্ঞতা)-এর রোগও মানুষকে ব্যথিত করে। দেখো, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

هلاَّ سألوا إذْ لم يَعْلَمُوا فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ

> "কোনো বিষয়ে যখন তাদের অবগতি না থাকে, তখন জিজ্ঞেস করে নেয় না কেন? অজ্ঞতা থেকে আরোগ্য লাভের উপায়ই তো জিজ্ঞাসা।"[১]

'এভাবে একজন সন্দিহান ও সংশয়গ্রস্ত মানুষ মানসিক কষ্টে ভোগে, যতক্ষণ-না সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যেমন : বিজ্ঞজনের জবাবে আশ্বস্ত হয়ে প্রশ্নকারী বলে, "তিনি আমাকে সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।"'

অন্তর ও শরীরের রোগের মধ্যে পার্থক্য

আমি বললাম, 'শাইখ যদি আমাদের জন্য আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরতেন, তাহলে হয়তো অন্তর ও শরীরের রোগের পার্থক্যটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হতো। শাইখ হয়তো খেয়াল করে থাকবেন—অসুস্থতার দরুণ শরীর একসময় প্রাণ হারায়, কিন্তু অন্তরের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না।'

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'এটি নিঃসন্দেহে যথাযোগ্য জিজ্ঞাসা। আমি চেষ্টা করব এমন আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে, যাতে সকলের সংশয় কেটে যায়।

'আমরা জানি—মৃত্যু হচ্ছে রোগের পরবর্তী ধাপ। অর্থাৎ, প্রথমে মানুষ অসুস্থ হয়, তারপর হয়তো মারা যায়। এ হিসেবে চরম মূর্খ ও অজ্ঞ একজন মানুষের হৃদয় হচ্ছে মৃত; আর এক বা একাধিক বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় ঠিক মৃত না, তবে অসুস্থ। দেহের মতো মানুষের মনেরও জীবন, মরণ, রোগ ও আরোগ্য আছে। শুধু তাই নয়, বরং দেহের জীবন, মরণ, রোগ ও আরোগ্যের তুলনায় মনের জীবন, মরণ, রোগ ও আরোগ্যের বিষয়টি বৃহত্তর, বিস্তৃত। এজন্য ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরে যখন কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা স্থান পায়, তখন রোগ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। অপরদিকে সে যখন জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৩৩৬; এটি মূলত হাদিসের একটি অংশ। হযরত জাবিরের সূত্রে বর্ণিত সনদে হাদিসটি যঈফ। আবু দাউদে একই অর্থে কাছাকাছি শব্দে ইবনে আব্বাসের সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত আছে। শুয়াইব আরনাউত ইবনু আব্বাসের সনদকে হাসান বলেছেন। হযরত জাবিরের বর্ণনায় هَلاَّ এর স্থলে ألاَّ এসেছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ শোনে, তখন অন্তর রোগমুক্ত হয়, অগ্রসর হয় কল্যাণের দিকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

> *"এ কারণে যে, শয়তান যা প্রক্ষেপণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে।"*[১]

'বক্ষ্যমাণ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ এমন লোকদের ব্যাপারে ফিতনার কথা বলছেন, যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। আর শয়তান মূলত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরেই সন্দেহের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়। এদিকে ঈমান থেকে দূরে সরার কারণে তাদের হৃদয় শুষ্ক ও পাষণ্ড হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত হওয়ায় এইসকল লোকদের অন্তর থাকে দুর্বল। তাই শয়তান তাদের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেওয়ার সুযোগ পায় এবং তা তাদের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে মুমিনদের উপহাস করতে করতে ঈমান আনার ব্যাপারেও তাদের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। তাই ঈমান আনা তাদের জন্য হয়ে যায় নিদারুণ পরীক্ষা। এ-সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنٰفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

> *"মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়।"*[২]

وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

> *"এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা বলে যে..."*[৩]

'উল্লিখিত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো—এখানে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত বলা হয়েছে, তাদের হৃদয় কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের অন্তরের মতো একেবারে মৃত না। আবার মুমিনদের অন্তরের মতো সুস্থও না। বরং সন্দেহ ও কামনার রোগে তাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

[১] সূরা হজ, আয়াত-ক্রম : ৫৩
[২] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৬০
[৩] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত-ক্রম : ৩১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

“ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।”[১]

‘এখানে ব্যাধি অর্থ প্রবৃত্তির লালসা। কেননা রোগব্যাধিমুক্ত কারও সম্মুখ দিয়ে কোনো নারী হেঁটে গেলে সে হয়তো তার দিকে তাকাবেই না। অপরদিকে লালসাগ্রস্ত মানুষ লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। এবং সে তার আত্মার দুর্বলতা ও হৃদয়ের রোগের স্তর অনুপাতে মন্দ কর্মের দিকে ধাবিত হবে। তাই নারীরা যখন কোমল কণ্ঠে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে, তখন অসুস্থ হৃদয়ের মানুষেরা কুচিন্তায় নিমজ্জিত হয়।’

এতটুকু বলে শাইখ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বিষয়টি কি স্পষ্ট হলো? তোমাদের আপত্তি কি কাটল?’

আমি বললাম, ‘জি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।’

শাইখ বললেন, ‘আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এ মজলিসে আমরা আত্মার ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করলাম। ইনশাআল্লাহ, আগামী মজলিসে এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।’

[১] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৩২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় মজলিস

কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা অন্তরকে অন্ধ করে দেয়

- নফসের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা
- কামনাবাসনা ও লোভলালসা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত
- লালসা কুমন্ত্রণা দেয়, বাস্তবায়নের পথ দেখায় প্রবৃত্তি
- লালসা ও হিংসা : স্বরূপ ও প্রকৃতি
- লালসা ও কামনার স্তরবিন্যাস

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় মজলিস

কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা অন্তরকে অন্ধ করে দেয়

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়া ইতোমধ্যে মজলিসে তাশরিফ এনেছেন। সেদিনের মতো আজও কানায় কানায় ভরে গেছে মসজিদ। ভেতর, বাহির, আঙ্গিনা—কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। লোকে লোকারণ্য মজলিস দেখে মনে হবে এ-যেন মধু-ফুলে মৌমাছির সমাগম। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, মজলিসের মধ্যমণি হয়ে যিনি বসে আছেন, তিনি একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির; তিনি 'জ্ঞানাঙ্গনে' যেমন অসামান্য বোদ্ধা, তেমনি 'রণাঙ্গনে' জুলুম ও কুফরের বিরুদ্ধে নির্ভীক যোদ্ধা, জনসাধারণের বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ্য ফায়সাল, ইলমি সমস্যার সমাধানে আলিম ও তালিবুল ইলমের তীর্থস্থল। বিপদে মুসিবতে একাকী কিংবা সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ তার কাছেই ছুটে আসে। মানুষের মধ্যকার যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ কলহ-সংঘাত দূর করতে তিনি যেন বদ্ধপরিকর।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে ইমাম ইবনু তাইমিয়া উপস্থিত সকলকে এক নজর দেখে নিলেন। তাঁর চাহনিতে ছিল মায়া, মমতা, দরদ আর ভালোবাসা। হয়তো তিনি অনুধাবন করতে পারছিলেন, অন্তরের ব্যাধি ও প্রতিকার বিষয়ক এই আলোচনায় শ্রোতাদের কিছুটা হলেও উপকার হচ্ছে। কতজনের অন্তর কত রোগে আক্রান্ত—তা কি কেউ বলতে পারে! অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা-স্বার্থপরতাসহ আরও কত রোগ বাসা বেঁধে আছে মানুষের মনে। ভয়ংকর এসব ব্যাধি এত সহজে সারবার নয়; তবুও তিনি আশায় বুক বাঁধেন—হয়তো সামান্য এ-কথাগুলোই কারও অসামান্য উপকার বয়ে আনবে, কেউ হয়তো নিজের অন্তরের অজানা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রোগব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হবে, সেই সঙ্গে এসব অসুখ থেকে সুস্থ হতে চাইবে, খুঁজে নেবে প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য ও প্রতিষেধক। আনমনে এসব ভাবছিলাম। সহসা কানে বাজল শাইখের চিরচেনা কণ্ঠে হামদ-না'ত ও দরূদ-সালাম। এরপর আলোচনা শুরু করলেন, বললেন—

'উপস্থিত সম্মানিত আলিম, স্নেহের তালিবুল ইলম ও প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা জানেন, গত মজলিসে আমি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, তথা মানব-মনের রোগব্যাধি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম—কীভাবে তা মানব-অন্তরে সংক্রমণ ঘটায়, অতঃপর একটু একটু করে তাকে ধরাশায়ী করে এবং একপর্যায়ে একেবারে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু এই মারাত্মক পরিস্থিতি এবং পরবর্তী পরিণতির সম্মুখীন হলে করণীয় কী—তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ইনশাআল্লাহ, এই মজলিসে আমরা প্রবৃত্তির নানা রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা শুনব; সেই সঙ্গে জানব—আমাদের কী করণীয় এবং বর্জনীয়। শুরুতে আমি নূহ আলাইহিস সালাম-এর ভাষ্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করছি। ইরশাদ হচ্ছে—

وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ

> *"আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও তা তোমাদের কাজে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান।"*[১]

'আয়াতের মর্মার্থ হলো—আল্লাহ যা চান, তা-ই ঘটে; যদিও মানুষ তা চায় না। আবার আল্লাহ যা চান না, তা কোনোভাবেই ঘটে না; যদিও মানুষ তা ঘটাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

নফসের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা

'বক্ষ্যমাণ আয়াতে নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতকে এমনসব লোকের অনুসরণ থেকে সতর্ক করেছেন, যারা প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নফসের পূজারি। অর্থাৎ নূহ আলাইহিস সালাম যেন বলতে চান—আমি তোমাদের কল্যাণকামী, আর এরা তোমাদেরকে বিপথগামী করবে। শয়তান যেমন তোমাদের ক্ষতি করতে

[১] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৩৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চায়, পথভ্রষ্ট করতে চায়, তার এসব অনুসারী ও অনুগামীরাও তোমাদের জন্য ঠিক তা-ই চায়। সুতরাং তোমরা আমাকে ছেড়ে শয়তান ও তার অনুসারীদের কাছে ঘেঁষো না, তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। বরং সত্যের পথে চলো, সরল-সঠিক পন্থা অবলম্বন করো; অকল্যাণ ও অনিষ্টের রাস্তায় কখনো যেয়ো না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْقٰی

> *"তবে যে আমার বাতলানো পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।"*[১]

'কুরআনে প্রবৃত্তির অনুসরণ বিষয়ক আলোচনায় اَلشَّهْوَةُ এবং اَلْهَوٰی শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। মৌলিকভাবে শব্দ দুটির মধ্যে তেমন তফাত নেই; বলা যায় উভয়টি প্রায় একই অর্থবোধক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ اَنَّمَا یَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَیْرِ هُدًی مِّنَ اللّٰهِ

> *"তবে জেনে রাখুন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে!"*[২]

وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِیْهِنَّ

> *"হক যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।"*[৩]

وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ

> *"আর তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না, যারা পূর্বে*

[১] সূরা ত্বহা, আয়াত-ক্রম : ১২৩
[২] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ৫০
[৩] সূরা মুমিনুন, আয়াত-ক্রম : ৭১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[১]

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ

> *"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান হতে পারে, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?"*[২]

وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

> *"আপনি মূর্খদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"*[৩]

'পবিত্র কুরআনে এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে প্রবৃত্তির অনুসারীদের অনুকরণ থেকে ঈমানদারদেরকে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।'

'উল্লিখিত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআনে "প্রবৃত্তির অনুসরণ" অর্থে اَلْهَوٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল হলেও এটি দিয়ে মূলত কর্মপদ তথা অনুসৃত বিষয়ই বোঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَ لَا تَتَّبِعُوْٓا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ

> *"আর তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে।"*[৪]

اَلْهَوٰى শব্দটি সম্পর্কে উপরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, اَلشَّهْوَةُ শব্দটি সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ—اَلشَّهْوَةُ-এর অনুসরণ করার অর্থ হলো, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মন যা চায় এবং অন্তর যা কামনা করে, বাছবিচারহীনভাবে তা বাস্তবায়ন করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৭৭
[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-ক্রম : ১৪
[৩] সূরা জাসিয়া, আয়াত-ক্রম : ১৮
[৪] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৭৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *"যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবেন।"*[১]

وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

> *"নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলবে না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"*[২]

لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

> *"আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না।"*[৩]

'উল্লিখিত আয়াতসমূহে اَلْاِتِّبَاعُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কখনো কোনো কিছু অনুসরণের আদেশ দেয়া হচ্ছে, আবার কখনোবা অনুসরণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, আবার হয়তো অনুসৃত বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কথা হচ্ছে। মূল কথা হলো—সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল-সঠিক পথের অনুসরণ। আর এটা যেমন হতে পারে সুপথে চলার মাধ্যমে, আবার হতে পারে বিপথ থেকে দূরে সরার মাধ্যমে।'

আলোচনার এ পর্যায়ে শাইখ একটু দম নিলেন। উদ্দেশ্য—কারও মনে প্রশ্ন জাগলে সে যেন তা বলার সুযোগ পায়। তখন আমি আরজ করলাম, 'মুহতারাম, কুরআনের আয়াত—وَ لَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ—থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রবৃত্তির চাহিদা কখনো ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। এটা কি সঠিক?'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের উপলব্ধি সঠিক। কেননা প্রবৃত্তির চাওয়া ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয়টি হতে পারে। এটি মূলত "নফস"-এর আদেশ দেওয়া কিংবা নিষেধ করার ওপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ 'নফস' কখনো ভালো

[১] সূরা লোকমান, আয়াত-ক্রম : ১৫
[২] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১৫৩
[৩] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাজ থেকে নিষেধ করে, আবার কখনো মন্দ কাজের আদেশ দেয়।)

'কুরআনের এই আয়াতের দিকে লক্ষ করো; ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> "নিশ্চয় মানুষের মন বারবার মন্দ কাজের আদেশ দেয় কিন্তু আমার রব যার প্রতি অনুগ্রহ করেন সে তা থেকে মুক্ত। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[১]

'কিন্তু নফস যে মন্দ কাজগুলোর প্রতি প্ররোচিত করে, এগুলো একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। যেমন : কারও কোনো আদেশ পালনের অর্থ হলো—আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদিষ্ট কাজটি সম্পাদন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নফসের আদেশ পালন বলতে বোঝায় নফসের যাবতীয় কামনা-বাসনা পূরণ করা। এ থেকে বোঝা যায়—মানুষ তার যে কামনা-বাসনা পূরণ করে, লোভ-লালসা চরিতার্থ করে, এটি মূলত তার নফসের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ। আর নফসের এই অনুসরণ বাস্তবায়িত হয় প্রবৃত্তির চাওয়া পূরণের মাধ্যমে।

'এভাবেও বলা যায়—নফসের অনুসরণ মূলত إِتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ শব্দমালার মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়। কেননা, মানুষের মন যা কামনা করে তা হয়তো কেবল কল্পনার মাধ্যমেই একরকম অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু মানুষকে এর কারণে দোষারোপ করা হয় না, বরং দোষারোপ করা হয় কল্পিত মন্দ বিষয়টি বাস্তবায়ন করলে। এমতাবস্থায় তাকে আর বলা হয় না, তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না; বরং বলা হয় এমন কাজ করো না।

'একইভাবে, মানুষের কল্পনায় যে কাজগুলো চিত্রায়িত হয়, এগুলো তার ইচ্ছার অনুগামী হয়ে থাকে। ইচ্ছাগুলো কাজের অনুগামী হয় না। সুতরাং, ইচ্ছার অনুগামী হওয়াই হলো নফসের কামনার অনুসারী হওয়া।

'তবে হ্যাঁ, যদি তুমি اَلشَّهْوَةُ (আকাঙ্ক্ষা)-কে اَلْمُشْتَهٰى (কাঙ্ক্ষিত বস্তু)-র অর্থে ধরে নাও, তাহলে উল্লিখিত বিষয়টি উল্টোভাবে চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ, তখন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবে এমন কিছু কাঙ্ক্ষিত বস্তু ধরে নিতে

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-৫৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে, মানুষ যার অনুসারী হবে। যেমন : কাঙ্ক্ষিত নারী, পানাহার ইত্যাদি। আর চাইলে তুমি নারী কিংবা খাবারকেই আকাঙ্ক্ষা বলতে পারো, যেমনটি হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে; নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ ، فَإِنَّهُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ وَ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ

> *“বনি আদমের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান যথারীতি পেয়ে যাবে, তবে সিয়াম ব্যতীত; কেননা, সিয়াম আমার জন্য, আমি নিজে এর প্রতিদান দেবো। সে আমার জন্য পানাহার ও প্রবৃত্তির কামনা থেকে বিরত থেকেছে।”*[১]

‘প্রবৃত্তির কামনা থেকে বিরত থাকার অর্থ হলো, তা ত্যাগ করা। আবার কামনা বা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ বলতে বোঝায়, কাঙ্ক্ষিত জিনিস পরিহার করা। যেমন খাবার একটি কাঙ্ক্ষিত বস্তু, এটি কোনো আকাঙ্ক্ষা নয়। রোজাদার খাবার থেকে বিরত থাকার মানে—নফসে বিদ্যমান আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা নয়। কেননা, তা-তো নফস থেকেই সৃষ্ট এবং নফস তা দ্বারা বেষ্টিত। আর মানুষকে প্রতিদান দেয়া হবে কেবল তখন, যখন সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ত্যাগ করবে।

কামনাবাসনা ও লোভলালসা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত

‘বাস্তবতা হলো, প্রবৃত্তির কামনা ও অন্তরের লালসা একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেখো, কেউ যখন নিজ-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—প্রবৃত্তি তার মধ্যে যে চাহিদাগুলো তৈরি করে, তা-ই পূরণ করা। কারণ মানুষ বাস্তবে যে কাজগুলো করে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো তার ঐ সকল ইচ্ছারই প্রতিফলন, যেসবের উৎপত্তিস্থল হলো প্রবৃত্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে—ইচ্ছাপূরণই এক পর্যায়ে হয়ে যায় প্রবৃত্তির আদেশ পালন। ঠিক যেমনটি ঘটে একজন কর্মচারী, তার কর্তার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে। তবে কাজ বাস্তবায়নের পূর্বে অবশ্যই কর্তাকে মনে মনে তার উদ্দেশ্য তথা কামনা-বাসনা

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৯০৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম :১১৫১ মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ৭৪৯৪; (হাদিসটিতে শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে)।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঠিক করে নিতে হয়।

'বিষয়টিকে আরও একটি উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায়। যেমন : মুসল্লিরা ইমাম সাহেবকে সার্বিকভাবে অনুসরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে যদিও বাহ্যত দেখা যায় মুসল্লি ইমাম সাহেবের প্রকাশ্য অঙ্গভঙ্গির অনুসরণ করছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো আনুগত্যটা হচ্ছে মূলত ইমাম সাহেবের মনে-সাজানো কিছু কর্মের। সুতরাং আমরা বলতে পারি—নফসের ভেতর চাওয়া-পাওয়ার যে কল্পচিত্রগুলো তৈরি হয়, সেগুলোই মূলত মানুষের যাবতীয় কর্মের পেছনে কলকাঠি নাড়ে বা সেগুলোই হলো তার আসল সঞ্চালক।

'এজন্য বলা হয়—উদ্দেশ্যমূলক হেতুই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হেতু। কেননা মানুষ মূলত উদ্দেশ্যমূলক হেতু বা নিজের কল্পনা ও ইচ্ছাকে সামনে রেখেই যাবতীয় কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এই যে মানুষের মনে বিদ্যমান কল্পনাশ্রিত ইচ্ছা, এটিই তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এবং এভাবেই সে তার ইচ্ছার একান্ত অনুগত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

'শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে ঠিক এই সুযোগটিই গ্রহণ করে। প্রথমে সে মানুষের মনে একটি কল্পচিত্র তৈরি করে, এরপর ধীরেধীরে এর প্রতিক্রিয়া বাড়াতে থাকে এবং একপর্যায়ে এর বাস্তবায়ন আকর্ষণীয় করে তুলে ধরে। অতঃপর কল্পনার সেই চিত্রটি চোখের তারায় দেখা দেয়া—কখনো কোনো সুন্দর মুখাবয়ব কিংবা মজাদার পানাহারে। সবশেষে বাকি রইল কাজটি বাস্তবায়ন করা বা কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি উপভোগ করা। শয়তান এবং নফস ঠিক এটিই চায়। এভাবে যখনই মানুষের কল্পনায় নতুন কিছুর উদ্রেক হয়, সে তা বাস্তবায়ন করতে চায় এবং গুনাহে লিপ্ত হয়। সবকিছুর শুরু হয় চিন্তা-ভাবনা দিয়ে আর শেষ হয় কাজে রূপান্তর দিয়ে। শুরুতে যা কেবলই কামনা থাকে, শেষে তা পাওয়ার জন্য মানুষ হয়ে ওঠে মরিয়া।

'দিনশেষে দেখা যায়, মানুষ তার প্রবৃত্তির পূজারি, স্বীয় ইচ্ছার শিকলে বন্দী; প্রবৃত্তি তার ওপর এমন মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে যে, তার ওপর এতটা ক্ষমতাধর আর কিছু যেন নেই। প্রবৃত্তির এমন ক্ষমতাসীন হওয়ার পেছনে যে কারণটি বিদ্যমান, তা হলো—মানুষের অভ্যন্তরেই এর অবস্থান। বলতে গেলে, এটি এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। এদিকে নফসের কাজই হলো কল্পচিত্রকে বাস্তবরূপ দিতে চেষ্টা করা। কারণ এটাই তার কাছে প্রিয়। আর পছন্দের কিছু সে পেতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

'এজন্য সে মানুষের মনে পছন্দের বিষয়াবলির রূপরেখা তুলে ধরে, যাকে আমরা বলতে পারি ইরাদা বা ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়েই মানুষ হয়ে যায় প্রবৃত্তির অনুসারী। তবে হ্যাঁ, কল্পচিত্র বলতে এখানে ঐ সকল বিষয়াবলি উদ্দেশ্য, যা মানুষের মনে স্থান পায়।

'আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো—মানুষের কাঙ্ক্ষিত যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়, সেগুলোর পেছনে কমপক্ষে দুটি অনুঘটক থাকে। একটি হলো তার কল্পনা, অপরটি তার আকাঙ্ক্ষা। প্রথমটি তার মধ্যে চাহিদা তৈরি করে। আর দ্বিতীয়টি তা বাস্তবায়নের আদেশ দেয়। প্রবৃত্তির আনুগত্য এই সবকটি ধাপের সমন্বয়ে সাধিত হয়। যেহেতু এই সবকিছু মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি, তাই মানুষ এসবের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হতে পারে না। অপরদিকে বাইরের কেউ যদি তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তবে সে চাইলে আপন অবস্থায় বহাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে সে নিজের মনকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হলেও অন্যের প্রভাব থেকে বের হতে পারে। কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে এত সহজে পেরে ওঠা যায় না। এ সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنَى، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَا

> *"তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক : অনুগত কৃপণতা, অনুসৃত প্রবৃত্তি এবং আত্মগরিমা। আর তিনটি বিষয় রক্ষাকবচ : গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর ভয়, স্বচ্ছলতা কিংবা অস্বচ্ছলতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং ক্ষোভ কিংবা আনন্দের সময় সত্যের পক্ষে কথা বলা।"'*[১]

[১] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি, হাদিস-ক্রম: ৭৪৫; মুসনাদুল বাযযার, হাদিস-ক্রম; হিলইয়াতুল আওলিয়া, হাদিস-ক্রম: ৬/২৬৮; হাদিসটিতে সনদগত দুর্বলতা আছে। কারো কারো মতে এটি হাসান পর্যায়ের হাদিস। বিদ্যমান হাদিসে শব্দগত তারতম্য রয়েছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লালসা কুমন্ত্রণা দেয়, বাস্তবায়নের পথ দেখায় প্রবৃত্তি

আমি বললাম, 'হে আমাদের ইমাম! অনুগত লালসা এবং অনুসৃত প্রবৃত্তি—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? কেনই-বা নবীজি شُحٌّ (লালসা) শব্দের বিশেষণ হিসেবে مُطَاعٌ (অনুগত) শব্দ ব্যবহার করেছেন আর هَوًى শব্দের বিশেষণ হিসেবে مُتَّبَعٌ (অনুসৃত) শব্দটি ব্যবহার করেছেন? বিষয়টি আমি বুঝতে পারছি না।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'হাদিসের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ هَوًى ও مُتَّبَعٌ-এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হলো এই যে, اَلْمُتَّبَعُ বলা হয় এমন বিষয়কে যা মানুষের অন্তরেই অবস্থান করে। অপরদিকে اَلْمُطَاعُ বলতে তেমন কিছু বোঝানো হয় না। দেখো, اَلشُّحُّ শব্দের সঙ্গে اَلْمُطَاعُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ, এটি অন্তরের বাইরে থেকে মানুষকে মন্দ কাজের আদেশ দেয়। আবার اَلْهَوَى শব্দের সঙ্গে اَلْمُتَّبَعُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ اَلْمُتَّبَعُ হলো এমন জিনিস, যার পক্ষ থেকে কোনো আদেশ ছাড়াই মানুষ তার অনুসরণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا ،
وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

> *"তোমরা লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এই লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছে। লালসা তাদেরকে কার্পণ্যের আদেশ দিয়েছে, তারা তাই করেছে; তাদেরকে জুলুম করতে আদেশ দিয়েছে, তারা তাই করেছে; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছে, তারা তাই করেছে।"* [১]

'আমরা দেখতে পাচ্ছি—اَلشُّحُّ বা লালসা মানুষকে কৃপণতা, জুলুম ও সম্পর্ক ছিন্নের আদেশ দেয়। اَلْبُخْلُ বা কৃপণতা নিজের জান ও মাল দিয়ে মানুষকে উপকার করতে বাধা দেয়। আর اَلظُّلْمُ বা জুলুম হলো লোকদের ওপর অবিচার করা।

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম:১৬৯৮; হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত। শাইখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটি সহিহ বলেছেন। আবু দাউদে أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا এর স্থলে أَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا এসেছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'প্রথমটি হলো আবশ্যিক বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন। কেননা কৃপণতা করতে গিয়ে মানুষ এমন কিছু ছেড়ে দেয়, যা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। যেমন : যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি। এরপর অন্যের ওপর জুলুম ও অবিচার করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি যদিও উল্লিখিত দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তবুও অধিক গুরুত্বের বিবেচনায় এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'যদি বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর বাণী—وَ مَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ—(যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত)-এর উদ্দেশ্য কী হবে?'

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে এমন বান্দা উদ্দেশ্য, যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে মুক্ত থাকে। এবং আল্লাহর আদেশ পালনে কখনো পিছপা হয় না। সুতরাং اَلشُّحُّ বা লালসা এমন জিনিস, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশের বিপরীত নির্দেশ দেয়। যেমন : আল্লাহ জুলুম থেকে নিষেধ করেছেন, সদাচার করতে আদেশ করেছেন, অথচ اَلشُّحُّ মানুষকে জুলুমের নির্দেশ দেয়, সদাচার থেকে নিরুৎসাহিত করে।

লালসা ও হিংসা : স্বরূপ ও প্রকৃতি

'আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কিংবা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে, বেশি বেশি দুআ করতেন, বলতেন—اَللّٰهُمَّ قِنِيْ شُحَّ نَفْسِيْ—"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অন্তরের কার্পণ্য ও লালসা থেকে রক্ষা করুন।" এই দুআর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যদি আমি অন্তরের লালসা ও কার্পণ্য থেকে বাঁচতে পারি, তবে তো জুলুম, কৃপণতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো বড় বড় গুনাহ থেকে এমনিই বেঁচে যাব।"

'অন্য রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক সাহাবী বলেন, "আমি তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।" তখন তাঁকে তিনি (আবদুর রহমান ইবনু আউফ) বললেন, "তুমি এমনটা কেন ভাবছ?" সাহাবী উত্তরে বলেন, "কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ—যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত। আর আমি এতটাই কৃপণ, যার হাত থেকে কানাকড়িও খসে না।" তখন তিনি বলেন, "কুরআনে যে اَلشُّحُّ-এর কথা বলা হয়েছে, তা তোমার বেলায় তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তুমি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে; অন্যথায় নয়। তবে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন জঘন্য কাজের পেছনে আসল ভূমিকা রাখে কার্পণ্যই। কৃপণতাই মানুষের মনে নিজ-সম্পদের প্রতি প্রীতির পাশাপাশি অন্যের সম্পদের ওপর লালসার জন্ম দেয়। এভাবে একজন মানুষ প্রথমে কৃপণ, অতঃপর লোভীতে পরিণত হয়। কৃপণতা কতই-না নিকৃষ্ট স্বভাব।" [১]

'আল্লাহ তাআলা কুরআনে اَلشُّحُّ বা লালসার বিষয়টি উল্লেখ করার পূর্বে اَلْحَسَدُ তথা হিংসা এবং اَلْإِيْثَارُ তথা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে বান্দার নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে বলেন—

وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

> *"মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।"* [২]

'এরপর কার্পণ্য সম্পর্কে বলেন—

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

> *"যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"* [৩]

'এ-থেকে আমরা বুঝতে পারি—যে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, সে হিংসা এবং অন্যের ওপর জুলুম করা থেকেও মুক্ত। হিংসার শিকার ব্যক্তির ওপর বিদ্বেষ থেকেই মূলত হিংসার জন্ম। আর কার্পণ্য মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে লোভ-লালসা, সম্পদ-লিপ্সা, ঘৃণা-অবজ্ঞা ও জুলুমের মতো জঘন্য স্বভাবের জন্ম দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ

[১] মুখতাসারু তাফসিরি ইবনি কাছির : ৩/৪৭৫
[২] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ৯
[৩] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ

> *"আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন—তোমাদের মধ্যে কারা (যুদ্ধে যেতে) বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। তারা খুব কমই রণাঙ্গনে যায়। তারা তো বরং তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। আবার যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন—মৃত্যুর ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকায়। অনন্তর যখন বিপদ কেটে যায় তখন ধন-সম্পদ লাভের আশায় তারা তোমাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তারা মুমিন নয়, তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"*[১]

'সবশেষে বলা যায়—মুমিনদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ এবং প্রকৃত কল্যাণের প্রতি অবজ্ঞা মানুষের মানসিকতা নষ্ট করে দেয়, মন্দ চিন্তা তৈরি করে। এই মন্দ চিন্তাই তাদেরকে মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে। যেমন : কারও মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকলে তাকে তা অন্যের প্রতি জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দিকে নিয়ে যায়। ঠিক একই কাজ করে হিংসা। হিংসাও মানুষকে হিংসার শিকার ব্যক্তির ওপর জুলুম করতে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্ররোচনা দেয়। যেমনটি ঘটেছিল আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ভাইদের মধ্যে। আমরা জানি, হিংসার বশবর্তী হয়েই মূলত আদম আলাইহিস সালাম-এর এক পুত্র অপর পুত্রকে হত্যা করেছিল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল।'

কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য

আমি বললাম, 'শ্রদ্ধেয় শাইখ! আমরা আপনার বিশ্লেষণ থেকে اَلْحَسَدُ, اَلْهَوٰى اَلشُّحُّ-এর অর্থ বুঝতে পারলাম। কিন্তু এ-সবের মধ্যে কি বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে?'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার! এখানেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। اَلْحَسَدُ (হিংসা) ও اَلشُّحُّ(লালসা)-এর মধ্যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিহিত থাকে।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ১৮,১৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই দুটি স্বভাব যার আছে, তাকে এরা ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে। তবে এদের থেকে যে আচরণ প্রকাশ পায়, তা মূলত বিদ্বেষমূলক হয়ে থাকে। এদিকে اَلْهَوٰى (প্রবৃত্তির কামনা)-এর বিষয়টি ভিন্ন। কারণ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ যা করে, তা মূলত তার পছন্দের হয়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রথমে কোনো কিছু তার ভালো লাগে কিংবা মনে ধরে, এরপরই সে কেবল তা বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ, প্রথমটি বিদ্বেষ ছড়ায়, পরেরটি বাড়ায় কামনা-বাসনা। তো, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন কিছু করে, তখন কাজ সম্পাদনের পূর্বে তার উদ্দিষ্ট বিষয়টি যদিও অস্তিত্বহীন থাকে, কিন্তু ইচ্ছেটা অস্তিত্বের বাইরে নয়। তাই মানুষ যা করে, তা প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন বা নফসের অনুসরণ।'

'ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু اَلشُّحُّ ও اَلْبُخْلُ শব্দদুটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন। আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اَلشُّحُّ মানুষকে اَلْبُخْلُ তথা কার্পণ্যের প্রতি প্ররোচিত করে।

'কেউ কেউ আবার উল্লিখিত বিষয় দুটিকে এক ও অভিন্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন করেছেন আল্লামা ইবনু জারির ﷬। তিনি বলেন, আরবরা বলে থাকে—اَلشُّحُّ হলো اَلْبُخْلُ তথা কৃপণতা বা সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করা।'

শাইখ থামলেন, সুযোগে আমি প্রশ্ন করলাম—'ইবনু জারিরের বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

তিনি বললেন, 'আমরা এ ক্ষেত্রে বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যই গ্রহণ করব। তাছাড়া ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

'দেখো, একজন কৃপণের কার্পণ্যের পেছনে প্রথমত দুটি কারণ থাকে। এক. সম্পদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসাটা আবার তৈরি হয় সম্পদ ভোগ করা কিংবা উপকৃত হওয়ার ফলে। দুই. সম্পদ তার তেমন কোনো কাজে আসে না, তবুও সে কার্পণ্য করে শুধু এজন্য যে, সম্পদ খরচ করতে তার ভালো লাগে না, বরং খরচ হচ্ছে দেখলে তার কষ্ট লাগে। এজন্য অঢেল সম্পদ থাকতেও অনেক কৃপণ তা ভোগ করতে পারে না, এমনকি ভোগ করাটা সে বলতে গেলে অপছন্দই করে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কার্পণ্যের এই দ্বিতীয় অবস্থার পেছনে আবার দুটি কারণ থাকে। এক. সম্পদ জমা করতে ও দেখতে ভালো লাগা। দুই. সম্পদ জমা করায় কোনো আনন্দ বা নিরানন্দ নেই, তবু সে কৃপণ। কারণ অন্যের ভালো দেখতে তার ভালো লাগে না। অর্থাৎ, নিজে তো দান করবেই না, কেউ অন্যকে দান করবে, এটাও সে সইতে পারবে না। তার এই অপছন্দের কারণ দাতা কিংবা গ্রহীতার প্রতি অপছন্দ নয়, বরং মৌলিকভাবে যে কোনো কল্যাণকর কাজই তার খারাপ লাগবে। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো এটা দাতা ও গ্রহীতার ওপর বিদ্বেষবশতও হয়ে থাকে। আর এই যে দাতা-গ্রহীতার ওপর বিদ্বেষ—এটাই হলো اَلشُّحُّ (ইতোপূর্বে একশব্দে আমরা যার অর্থ করেছি 'লালসা' বা 'কৃপণতা')। اَلشُّحُّ-এর অনুভূতিই মূলত সম্পূর্ণরূপে মানুষকে কৃপণতার দিকে নিয়ে যায়। তবে প্রত্যেক কৃপণ 'শাহীহ' তথা লালসাগ্রস্ত না হলেও, প্রত্যেক 'শাহীহ' কৃপণ হয়ে থাকে।

'ইমাম খত্তাবি ﷬ বলেন, 'اَلشُّحُّ বা লালসা اَلْبُخْلُ তথা কৃপণতার চেয়েও মারাত্মক। কেননা কৃপণতা হলো একটি একক বিষয়। অপরদিকে লালসা একটি ব্যাপক বিষয়। এটা এতটাই মারাত্মক যে, যা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে যায়।

'ইমাম খত্তাবি ﷬ সালাফের কারও কারও থেকে বর্ণনা করেন—اَلْبُخْلُ তথা কৃপণতা হলো—সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করা। আর اَلشُّحُّ তথা লালসা হলো—সম্পদ ব্যয়ের পাশাপাশি দানের ক্ষেত্রেও কুণ্ঠাবোধ করা। এমনও বলা হয়েছে যে, اَلشُّحُّ বা লালসা হলো—নিজে দান করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যকে দান করতে দেখলে তাতেও মনঃকষ্টে ভোগা। আর কৃপণতা হলো—স্বাভাবিকভাবে অন্যকে দান করতে দেখে কুণ্ঠাবোধ করা।

'যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী এবং লালসার অনুগামী তাদের কাছে এই মন্দ স্বভাবগুলোই ভালো লাগে। তাই তারা না-জেনে না-বুঝে নিজের পছন্দ অনুযায়ী চলে, ইচ্ছা পূরণ করতে থাকে। কখনোই চিন্তা করে না—তার এসবের প্রতিফল ভালো, নাকি মন্দ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ

> "জেনে রাখুন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।"[১]

[১] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ৫০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ

> *"আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে!"*[১]

লালসা ও কামনার স্তরবিন্যাস

আমি বললাম, 'শাইখের আলোচনায় اَلْهَوٰى তথা 'প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা'-এর অর্থ আমাদের কাছে ঝকঝকে কাচের মতো পরিষ্কার। কিন্তু আরও একটি বিষয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তা হলো—اَلْهَوٰى-এর কি স্তর-বিন্যাস আছে?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনারও বিভিন্ন স্তর আছে। প্রবৃত্তির অনুসারীরাও নানা ভাগে বিভক্ত। যেমন : তাদের কতক হলো মুশরিক, কতক আবার আল্লাহকে ভুলে না-জেনে না-বুঝে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো বিভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

> *"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশি মতো উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?"*[২]

'অর্থাৎ, তারা এমন কিছুর উপাসনা করে, যা কেবল তাদের পছন্দমতো নির্ধারিত। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো—কুরআন সরাসরি তাদের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বলেনি। তাছাড়া প্রবৃত্তির সকল চাহিদার উপাসনাও তারা করে না। কেননা, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনেকগুলো ভাগ আছে। বরং বক্ষ্যমাণ আয়াতে এটাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা যে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, এটি নিতান্তই তাদের ধারণাপ্রসূত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উপাসনা নিতান্তই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ বৈ কী! কেননা, আল্লাহ যার ইবাদত করা

[১] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ৫০
[২] সূরা জাছিয়া, আয়াত-ক্রম : ২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পছন্দ করেন, তারা তো তা করেনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট পদ্ধতিতেও করেনি।

'এদের সঙ্গে বিদআতিদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এক বিবেচনায় তাদের ইবাদতও গাইরুল্লাহর[১] ইবাদত বলা যায়। কেননা তারা নিজেরা নিজেরাই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করে নেয় এবং মনে করে তারা খুব ইবাদত করছে। অথচ এসব প্রবৃত্তির অনুসরণ বৈ কিছু নয়। তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন, তারা কেবল নিজের খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-ইরাদা অনুসারেই এসব করে থাকে। এ-ক্ষেত্রে না-আছে তাদের কোনো দলিল, না কোনো প্রমাণ। অথচ দলিল-প্রমাণ সামনে রাখলে তারা শুধু তা-ই করত, যা আল্লাহ পছন্দ করেন, বিদআতের সংস্পর্শেও কখনো যেত না।'

আজকের মজলিস এখানেই শেষ হলো। পরবর্তী মজমায় শাইখের সান্নিধ্য লাভের আশা রাখছি। ইনশাআল্লাহ।

[১] আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই গাইরুল্লাহ।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় মজলিস

প্রবৃত্তির কাছে অন্তর পরাস্ত হয়, অতঃপর হয় নিহত

- অন্তর যেন কামনার খাঁচায় বন্দী
- দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে অন্তর পথভ্রষ্ট হয়
- আল্লাহর গোলামি : স্বরূপ ও প্রকৃতি
- প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করে
- প্রবৃত্তির ফিতনায় অন্তরের চিকিৎসা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় মজলিস

প্রবৃত্তির কাছে অন্তর পরাস্ত হয়, অতঃপর হয় নিহত

জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা হলো। ইমামতি করলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন—শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া। এতক্ষণ যারা ছিল মুসল্লি, তাদের সকলেই এখন ইলম-অন্বেষী। পুরো মসজিদ এখন কেবলই দ্বীনি ইলম চর্চার হালকা।[১] আলোচনার শুরুতে শাইখ নিঃশব্দে কিছু দুআ পাঠ করলেন। অতঃপর উঁচু আওয়াজ ও গম্ভীর গলায় হামদ-নাত, দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন, বললেন—'প্রিয় তালিবুল ইলম, সম্মানিত আলিমে দ্বীন ও প্রিয় বন্ধুগণ! নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ আমাদের মুসলমান করেছেন। এজন্য সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে এই দুআ করছি, আল্লাহ যেন আমাদের এই মজমাকে ফেরেশতা-বেষ্টিত উত্তম মজলিস হিসেবে কবুল করেন। আমিন!

'আজ আমরা আলোচনা করব এক বিশেষ সংঘাত ও সংঘর্ষ নিয়ে। যা বাইরের কিছু নয়, বরং তা আমাদের অন্তরকে কেন্দ্র করে বৃত্তের ভেতর আবর্তিত হয়। এই সংঘাত হলো—অন্তরের সঙ্গে কামনা-বাসনা ও অন্যায়-অনিষ্টের সংঘাত। অন্তর সংঘাতে পরাজিত হলে দুনিয়া ও আখেরাতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আবার বিজয় লাভ করলে ইহকালে ও পরকালে কতটা লাভবান হতে পারে—এ দুটি বিষয় আজকে আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। আলোচনাটি যাতে প্রাণবন্ত হতে পারে, এজন্য সকলের সর্বোচ্চ মনোযোগ এবং একাগ্রতা কামনা করছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফিক দাতা।

[১] 'হালকা' এখানে মজলিস অর্থে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্তর যেন কামনার খাঁচায় বন্দী

'যারা প্রবৃত্তির চাহিদা, তথা রূপ-সৌন্দর্য, পান-আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির পেছনে পড়ে থাকে, এসব তাদের ওপর একটু একটু করে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে ক্ষমতার বিস্তার করতে করতে একসময় তাদেরকে বশীভূত করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং কামনা ও লালসার বেড়াজালে বন্দী করে ফেলে। এমতাবস্থায় নিজের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সব চলে যায় প্রবৃত্তির কব্জায়। এবার প্রবৃত্তি তাদেরকে যেভাবে চলতে বলে, চোখ বুজে সেভাবেই চলতে থাকে। এজন্যই সালাফের কেউ কেউ বলেছেন—"কোনো সুশ্রী বালকের পাশে যদি কোনো হিংস্র প্রাণী এবং ধার্মিক যুবক থাকে, তবে আমি ওই বালকের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে হিংস্র প্রাণী অপেক্ষা যুবকের ওপর বেশি আশঙ্কা করি। আর বালকের জায়গায় যদি কোনো সুন্দরী রমণী থাকে, তবে তো কথাই নেই।"

এই আশঙ্কা এজন্যই যে, আল্লাহর কোনো বান্দা, যার অন্তর মোটামুটি পরিশুদ্ধ এবং কিছুটা আধ্যাত্মিক সাধনাও সে করেছে, তবে এখনো আল্লাহর ভালোবাসা ও ইবাদতের সামনে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দেয়নি, আল্লাহর ভয় এখনো তার মধ্যে স্থিতি লাভ করেনি; এমতাবস্থায় প্রবৃত্তি যদি কোনোভাবে তাকে কোনো লোভনীয় বস্তুর পেছনে ফেলতে পারে, তাহলে তার ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, ঠিক যেমন কোনো হিংস্র প্রাণী শিকারের ওপর থাবা বসায়। হিংস্র প্রাণীটি বলপূর্বক শিকারের ওপর আক্রমণ করে, আর অসহায় প্রাণীটি কোনোভাবেই থাবা থেকে ছুটতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষের অন্তর যখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পেছনে পড়ে যায়, প্রবৃত্তি তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, আর এই অবস্থা থেকে সে কোনোভাবেই বের হতে পারে না। এভাবে সে প্রবৃত্তির কাছে হেরে যায়, হারিয়ে যায় কামনার অতল গহ্বরে। ঠিক যেমন শিকারকৃত প্রাণীটি মিশে যায় হিংস্র প্রাণীর পাকস্থলীতে। এসব কিছু এজন্যই ঘটে যে, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই নফসের উদ্দেশ্য, আর সেটি করার জন্য প্রবৃত্তি থাকে অত্যন্ত উদগ্রীব, যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন।'

'মানুষের মনে যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে, সবকিছুর কাছেই সে পরাস্ত হয়। হোক সেটা আকাঙ্ক্ষার কিংবা আশঙ্কার। আকাঙ্ক্ষার তালিকায় রয়েছে—ধন-

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পদ, যশ-খ্যাতি, রূপ-সৌন্দর্য ইত্যাদি। একইভাবে ভীতসন্ত্রস্ত কারও মন-মস্তিষ্ক ভয়ের মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়, যেমন কেউ পানিতে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। কারণ, অন্তরকে বেষ্টন করে আছে যে শরীর, তাতে কোনো আঘাত পড়লে সে প্রভাব অন্তরেও পড়বে, এটাই তো স্বাভাবিক। এভাবে অন্তরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যাবতীয় আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়াবলি। আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দের সবকিছু সে পেতে চায়, আবার আশঙ্কা ও অপছন্দের সবকিছু দূরে ঠেলে দেয়। আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক প্রিয় জিনিসের সঙ্গে, আর আশঙ্কার সম্পর্ক অপ্রিয় জিনিসের সাথে। তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ ভালো কিছু দিতে পারে না, তিনি ছাড়া কেউ অনিষ্টও দূর করতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

> *“আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করতে চান, তাহলে কেউ নেই তা দূর করার তিনি ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ দান করেন, তবে তার অনুগ্রহকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।”* [১]

وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ

> *“তোমাদের কাছে যেসকল নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে নিপতিত হও তখন তাঁরই নিকট ফরিয়াদ জানাও।”* [২]

‘বান্দা যখন আশা পূরণ এবং আশঙ্কা দূরীকরণের দুআ করে, তখন আল্লাহ ওই বান্দাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, তাঁর মারেফাত, তাওহিদ এবং তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা দান করেন; বান্দার অন্তরের প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দেন, ঈমানের আলোয় করেন আলোকিত—এই সব কখনো কখনো বান্দার কাঙ্ক্ষিত

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ১০৭
[২] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৫৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি উপকারী হতে পারে। এ-তো গেল পার্থিব কোনোকিছু কামনার কথা। বান্দা যদি এমন কিছু প্রার্থনা করে—যা তার যিকির, শোকর, ইবাদত, ইত্যাদি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সহযোগী হবে, তবে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির তুলনায় আকাঙ্ক্ষাই তার জন্য বেশি উপকারী। আকাঙ্ক্ষাটি হচ্ছে—দুআ। আর কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো হচ্ছে—আল্লাহর যিকির, শোকর এবং সর্বোত্তম পন্থায় তাঁর ইবাদত। আর দুআকে বলা হয়েছে সকল ইবাদতের প্রাণ।’

দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে অন্তর পথভ্রষ্ট হয়

এরপর শাইখ তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী কথার মধ্যে সামান্য বিরতি দিলেন। এভাবে তিনি আসলে সুযোগ দেন—কারও মনে খটকা থাকলে যেন তা দূর করা সম্ভব হয়। সুযোগটা আমি কাজে লাগাই, বলি, ‘হে আমাদের ইমাম! আমরা আপনার কথা থেকে অন্তরের পছন্দ-অপছন্দ ও প্রিয়-অপ্রিয়’র দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা এ-ও জানতে পারলাম যে—এগুলো জয়ী হলে অন্তর পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। যদি বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে তাহলে অন্তরের এই দুরবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে ‘اَلْغَمْرَةُ’[১] শব্দটিই কি কেবল প্রযোজ্য? আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন—‘اَلْغَمْرَةُ’ শব্দটি কুরআনে চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।’

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, ‘প্রশ্নটি খুবই চমৎকার হয়েছে। হ্যাঁ, প্রিয় ছাত্ররা আমার! নিশ্চয় মানুষ যা পছন্দ করে কিংবা ভয় করে—তা যা-ই হোক না কেন—অন্তরকে নিমজ্জিত করে ফেলে এবং তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَ لَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ

> *“বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও আমল রয়েছে, যা তারা করছে।”*[২]

‘তো, যা থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, কলব ঠিক তাতেই নিমজ্জিত হয়। এরপর এই অসতর্কতা তাকে আল্লাহর যিকির, পরকালের নিয়ামত ও আযাবের স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] নোট : الغمرة অর্থ ‘অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, ভীষণতা, ভয়াবহতা, প্রচণ্ডতা
[২] সূরা মুমিনুন, আয়াত-ক্রম : ৬৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَذَرۡهُمۡ فِیۡ غَمۡرَتِهِمۡ حَتّٰی حِیۡنٍ

> *"অতএব তাদেরকে কিছু কালের জন্যে নিজেদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন।"*[১]

'অর্থাৎ তাদের অন্তর নিমজ্জিত থাকুক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততিসহ আরও পছন্দের যা কিছু আছে তাতে; যদিও কল্যাণ ও নেক আমলের দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এসব তাদের জন্য অনেক বড় বাধা। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

قُتِلَ الۡخَرّٰصُوۡنَ ، الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ غَمۡرَةٍ سَاهُوۡنَ

> *"অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, যারা কিনা উদাসীন, ভ্রান্ত।"*[২]

'তো, তারা দুনিয়ার ভালোবাসায় নিমজ্জিত, আখেরাতের সবকিছু তাদের থেকে আচ্ছাদিত। তাই পরকাল ও পরকালের সবকিছুর ব্যাপারে তারা চরম উদাসীন।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম—শাইখ যে তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে 'اَلْغَمْرَة' শব্দটি আছে এবং সবখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও একটি আয়াতে শব্দটি আছে, কিন্তু অর্থগত বৈপরীত্যের কারণে হয়তো শাইখ সেই আয়াত উল্লেখ করেননি। আয়াতটি হলো—

وَ لَوۡ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوۡنَ فِیۡ غَمَرٰتِ الۡمَوۡتِ

> *'যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে।'*[৩]

ভাবনা ফেলে শাইখের কথায় মন দিলাম। তিনি বললেন, 'তাদের গাফলতির বিষয়টি কুরআনের একটি আয়াতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আয়াতটি এই—

وَ لَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ کَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا

> *"যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে,*

---

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত-ক্রম : ৫৪

[২] সূরা জাসিয়া, আয়াত-ক্রম : ১০-১১

[৩] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৯৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *আপনি তার আনুগত্য করবেন না।”[১]*

‘সুতরাং বলা যায়, الْغَمْرَةُ তথা উদাসীনতাও প্রবৃত্তি-অনুসরণের মধ্যে পড়ে। আবার السَّهْوُ তথা ভুলে যাওয়া হচ্ছে এক ধরনের উদাসীনতা। এজন্য কেউ কেউ বলেছে— السَّهْوُ হলো—কোনো কিছু সম্পর্কে উদাসীন বা বেখবর হওয়া। আর সকল অনিষ্টের কেন্দ্র হলো—গাফলত তথা উদাসীনতা এবং শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা।

‘কারণ আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতা কল্যাণের দ্বার বন্ধ করে দেয়, যা কিনা যিকির এবং সতর্কতার মধ্যে নিহিত।’

‘এদিকে, প্রবৃত্তির প্ররোচনা অকল্যাণ, বিস্মরণ ও আশঙ্কার দরজা খুলে দেয়। এতে অন্তর একরকম খেয়ালখুশির জিন্দেগিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এরপর ধাপে ধাপে সে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন হয়, গাইরুল্লাহর অনুসরণ করতে শুরু করে, আল্লাহর যিকির ভুলে যায়। এমনকি গাইরুল্লাহর মধ্যে এতটাই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, যাকে বলে যারপরনাই বেপরোয়া। এদিকে মনের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাও তৈরি হয়ে যায় সীমাহীন। যেমনটি বুখারি-সহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি ﷺ বলেন—

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ و عَبْدُ الدِّرْهَمِ و عَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، تَعِسَ
وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ

> *“লাঞ্ছিত হোক দিনার-পূজারি, দিরহাম-পূজারি এবং রেশমি শাল-পূজারি। লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। কাঁটা বিঁধলে কেউ তা তুলে দেবে না। (জিহাদের ময়দানে) কিছু পেলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।”[২]*

‘নবীজি ﷺ মানুষকে ওইসবের গোলাম আখ্যায়িত করেছেন, যা পেলে মানুষ আনন্দিত হয় এবং যা হারালে দুঃখিত হয়। এমনকি যেসবের গোলামি মানুষ

[১] সূরা কাহফ, আয়াত-ক্রম : ২৮

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৮৮৭; ইবনু হিব্বান, হাদিস-ক্রম: ৩২১৮। হাদিসটিতে শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে বলে এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন রেশমি শাল—যদিও মানুষ তা পরিধান করে, বস্তুত সে যেন উল্টো ওই শালের খাদেম। কতক সালাফ যেমনটি বলেছেন, "এমন পোষাক পরিধান করো, যা তোমার খাদেম হয়; এমন পোষাক পরো না, তোমাকে যে পোষাকের খেদমত করতে হয়।" প্রথমটির উদাহরণ হলো—এমন চাদর, যার ওপর প্রয়োজনে বসাও যায়। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো—মখমলের এমন শাল, যা গায়ে জড়িয়ে রাখতে হয়। (এমনকি নষ্ট হওয়ার ভয়ে একরকম পেরেশানি পোহাতে হয়।) এ তো গেল সামান্য বস্তুর প্রতি মহব্বতের কথা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সতর্ক করেছেন, তা তো আরও মারাত্মক। তিনি সোজা গোলাম বা পূজারিই বলে দিয়েছেন। আর তারা যদি এসবের গোলাম বা পূজারি হয়, তবে ওইসব তো তাদের প্রভু-তুল্য। যা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং পরস্পর অংশীদারত্ব নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত।

'এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তাদের দেওয়া হলে খুশি হয়", "তাদের না দিলে বেজার হয়"। তো, যা হাসিল করতে পেরে মানুষ আনন্দিত হয় এবং গচ্ছা গেলে ব্যথিত হয়, মানুষ তো বলতে গেলে ওই জিনিসেরই গোলাম। যদিও আরও নিম্নস্তরের গোলাম বলা হয় তাকে, যে উভয়টি পেলেই খুশি হয় এবং উভয়টি হারালে দুঃখ পায়। অপরদিকে মা'বুদে হক তথা যথাযোগ্য উপাস্য তো তিনি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মুমিন বান্দা যখন তাঁর ইবাদত করে, তাঁকে ভালোবাসে, তখন তার অন্তরে ঈমান, তাওহিদ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, যিকির ও ইবাদতের স্পৃহা অর্জিত হয়। এবং সে এতেই আনন্দিত হয়। আর ইবাদত থেকে বঞ্চিত করা হলে সে ক্রোধান্বিত হয়।'

আল্লাহর গোলামি : স্বরূপ ও প্রকৃতি

'এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, কারও কাছে যখন কিছু ভালো লাগে, তখন সে মনে মনে ওই জিনিসের কল্পনা করতে থাকে এবং সাধ্যানুযায়ী সেটি পেতেও চায়। বিখ্যাত সূফি জুনাইদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বান্দা কেবল তখনই খাঁটি বান্দা হতে পারে, যখন সে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর আসক্তি ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে।" তাঁর এই বক্তব্য উল্লিখিত হাদিসের সঙ্গেও

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম হতে পারে না, তার দ্বীন-ধর্ম আল্লাহর জন্য খাঁটি হতে পারে না, যতক্ষণ-না সে গাইরুল্লাহর গোলামি থেকে বের হতে পারে। শুধু তাই নয়, বরং যদি তার মধ্যে গাইরুল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদতের সামান্য হিসসাও বিদ্যমান থাকে, তবে সে একনিষ্ঠ বান্দা হতে পারল না। গাইরুল্লাহ যদি বান্দার হাসি-খুশি কিংবা আনন্দ-বেদনার উপলক্ষ হয়, তবে এ থেকে অনুমিত হয় যে, সে যেন গাইরুল্লাহরই দাস; তার অন্তরে গাইরুল্লাহর প্রতি মহব্বতের অনুপাতে তার অংশীদারত্বও আছে; বাড়িয়ে বললে—ইবাদতও।

'বিখ্যাত আবিদ ও মুহাদ্দিস ফুযাইল ইবনে ইয়ায ﵀ বলেন, "আল্লাহর কসম, ওই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতে সক্ষম হয়নি, যার কাছে কোনো মাখলুক প্রতিপালকের মর্যাদা পায়।" যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল বলেন—

"এক প্রভু বিশ্বাস করো, নাকি অসংখ্য?

এক দ্বীন মানো, তবে দাসত্ব কেন বিক্ষিপ্ত!"

'ইমাম তিরমিযি ও তাবারানি ﵀ আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ بَغَى وَ اعْتَدَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا وَالْمُنْتَهَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ وَ يُزِيلُهُ عَنْ الْحَقِّ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ

> *"সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যে নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে আর আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ, যে জালিম হয়ে জুলুম করে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ, যে সত্যবিমুখ হয়ে অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং*

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোরস্তান ও মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ, যে বিদ্রোহী হয়ে অবাধ্যতা করে এবং তার শুরু ও শেষ ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া হাসিলের পথ অবলম্বন করে। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যে সন্দেহজনক বিষয়ের ওপর আমল করে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যাকে প্রবৃত্তির চাহিদা লাঞ্ছিত করে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত করে। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যে লালসার গোলাম হয়ে যায়, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি কতই-না খারাপ যাকে তার প্রবৃত্তি ভুল পথে পরিচালিত করে।”[১]

‘ইমাম তিরমিযি এ হাদিসটিকে গরিব বলেছেন। যদিও উল্লিখিত অন্যান্য সহিহ হাদিস, এই হাদিসটির সমর্থন করায় এটিও শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। (আল্লাহই সর্বজ্ঞানী)।

‘এটি ছাড়া আরও অসংখ্য হাদিস ও আসার রয়েছে, যেগুলো অর্থগত দিক থেকে এই হাদিসের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। কুরআনের আয়াতও আছে। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

“আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।”’[২]

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করে

এই বিষয়ে শাইখের আলোচনা শেষ হলে তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক আরও কিছু বিষয় যুক্ত করলেন। যে বিষয়গুলো চিন্তা-ভাবনার নিরিখে,

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ২৪৪৮; মুহাদ্দিসগণের মতে হাদিসের সনদ যঈফ।
[২] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশিষ্টজন তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এ পর্যায়ে শাইখ আমাদের এমন এক প্রাণবন্ত আলোচনার দিকে নিয়ে গেলেন, যা আমাদের অন্তরে স্পন্দন সৃষ্টি করল।

শাইখ বললেন, 'এতক্ষণ তোমাদেরকে আমি যে কথাগুলো বললাম, এই কথাগুলো হুবহু প্রযোজ্য হবে এমন সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যারা কিনা জোর করে হলেও ক্ষমতায় যেতে চায়। সম্মানজনক কথা বললে তারা খুব খুশি হয়, যদিও তা মিথ্যা হয়। আবার একটু অপমানজনক কথা বললে খুব রেগে যায়, যদিও তা সত্য হয় । কিন্তু একজন মুমিন বান্দা সবসময়ই সত্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকে, সেটা তার পক্ষে যাক কিংবা বিপক্ষে। এবং মিথ্যায় সে ক্ষুব্ধ হয়, সেটাও তার পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে। কেননা সে জানে—আল্লাহ সত্য, সততা ও ইনসাফ পছন্দ করেন, মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচার অপছন্দ করেন।

'একজন মুমিনকে যখন বলা হয়—সত্য, সততা ও ইনসাফ তো আল্লাহর পছন্দের, তখন সেও তা নিজের পছন্দের করে নেয়। যদিও সেসব তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। কেননা সে তো তার নিজস্ব ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে নবীজির আনীত শরিয়তের সামনে কুরবান করে দিয়েছে। একইভাবে যখন তাকে বলা হয়—মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচার তো আল্লাহর অপছন্দের, তখন সেও তা ঘৃণা করতে শুরু করে, যদিও কোনো কারণে সেটা তার মনঃপূত হয়।

'ঠিক একই কথা প্রযোজ্য হবে এমন ব্যক্তির বেলায়, যে অসদুপায় অবলম্বন করে হলেও সম্পদশালী হতে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ

> *"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সাদাকাহ বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। তারা তা থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়।"*[১]

'এরাই ওই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ —ধ্বংস হোক দিনার-পূজারি।

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

‘এ তো গেল সম্পদ উপার্জনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তির কথা, তাহলে এবার চিন্তা করে দেখো, ওই ব্যক্তির অবস্থা কতটা আশঙ্কাজনক হতে পারে, যার অন্তরের ওপর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, যাকে ধরাশায়ী করে রেখেছে এমনসব লোভনীয় বস্তু যা আল্লাহর মহব্বত ও ইবাদত থেকে বিমুখ করে দেয়। যেহেতু তার অন্তর নানারকম অনিষ্ট ও মাখলুকের মহব্বতে নিমজ্জিত, তাই আপন রবের ইবাদত, প্রীতি ও ভীতি থেকে সে দূরে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কেননা প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে নিজের দিকে টানে এবং অন্যের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এভাবেই সকল অনিষ্ট মানুষকে আল্লাহর উপাসনা ও সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে দূরে বরং বহুদূরে নিক্ষেপ করে।’

‘এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন—

اَلْفَقْرَ تَخَافُوْنَ ؟ لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ. وَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، حَتَّى إِنَّ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِذَا زَاغَ لَا يُزِيغُهُ إِلَّا هِيَ

> *“তোমরা কি দারিদ্র্যের ভয় করছ? আমি তো বরং তোমাদের ওপর দুনিয়াদারির ভয় করছি। এমনকি তোমাদের কারও অন্তর যদি ভ্রষ্ট হয়, তবে তা কেবল দুনিয়ার কারণেই হবে।”*[১]

‘আরও একটি বিষয় খেয়াল করা যাক—মানুষ বন্ধুকে ভালোবাসে, শত্রুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে; ভালোবাসার মানুষকে কাছে টানে, শত্রুকে দূরে রাখে। তার এই ভালোবাসা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়, তবে এটিই তার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্নকারী হতে পারে। একইভাবে, শত্রুর সঙ্গে মন্দ আচরণ— তথা ঘৃণা করা, কষ্ট দেওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়া—কখন যে মানুষকে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়, তা সে টেরও পায় না। শুধু তাই নয়, উদ্দেশ্যহীনভাবে ভালোবাসে এমন বন্ধুরা যদি কারও সঙ্গে সদাচার করে, তাহলে বন্ধুদের এই সদাচার তার মনেও একরকম ভালোবাসার জন্ম দেয়;

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ৫; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ২৩৯৮২; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের। ইবনু মাজাহ ও মুসনাদু আহমাদের বর্ণনার সাথে এই বর্ণনার অর্থগত মিল থাকলেও শব্দগত তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেটা যদি খুব দৃঢ় নাও হয়ে থাকে তবুও এটি একটু একটু করে তাকে তাদের সমপর্যায়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

প্রবৃত্তির ফিতনায় অন্তরের চিকিৎসা

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কারও অন্তর যদি কামনা-বাসনা, পদমর্যাদা, ধনসম্পদ বা ভীতিকর কিছুর ফিতনায় পড়ে যায়, তাহলে এ থেকে উত্তরণের উপায় কী?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'বান্দা যতক্ষণ-না তার দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করবে, ততক্ষণ সে এই ধরনের ফিতনা থেকে রেহাই পাবে না। সুতরাং বান্দার ভালোবাসা হতে হবে এক আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন, সে-জন্য। তার ঘৃণাও হতে হবে আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ যা ঘৃণা করেন, সে-জন্য। বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও একই কথা। যদি এমনটি না হয়, তাহলে মাখলুকের প্রতি তার মহব্বত এবং তার প্রতি মাখলুকের ভালোবাসা—উভয়টি একটি অপরটির দিকে আকর্ষণ করবে। এ ক্ষেত্রে হয়তো প্রথমটির আকর্ষণ শক্তিশালী হবে, অথবা দ্বিতীয়টির। যদি সে নিজে শক্তিশালী হয় এবং নিজ প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে কোনো প্রিয় বস্তু তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। কেননা সে নিজেই নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং এর প্ররোচনা থেকে হেফাজতকারী। আর এই আত্মিক শক্তির উৎস হলো—আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা, যা তাকে যাবতীয় প্রিয় জিনিসের আকর্ষণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে।

'এবার আসি কারও প্রতি অন্যের ভালোবাসা প্রসঙ্গে। কাউকে যদি অন্যরা ভালোবাসে, তাহলে এই ভালোবাসার শক্তি তাকে আকর্ষিত করতে পারে। এমতাবস্থায় যদি তার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা-নিঃসৃত শক্তি সঞ্চিত থাকে, যা দিয়ে সে নিজেকে হেফাজত করতে পারে, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় তারা তাকে নিজেদের দলে নিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রীর ভালোবাসার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই নারীর ফাঁদে পা দেননি। কেননা তাঁর ঈমানি শক্তি, আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও ইখলাস বাদশাহর স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য এবং যুবক ইউসুফের প্রতি তার আসক্তির তুলনায় অনেক অনেক বেশি প্রবল ছিল। এই অবস্থা তখন হতে পারে, যখন কেউ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার রূপ-সৌন্দর্যের প্রেমে পড়বে; বস্তুত এখানে প্ররোচনা তৈরির আরও অনেক উপলক্ষ রয়েছে, যা উভয় পক্ষের চেয়ে শক্তিশালী। তাছাড়া, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা তো স্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা নবী হিসেবে তিনি নিষ্পাপ, যার হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ। তা না-হলে দেখা যায়, মানুষের প্রেম-ভালোবাসা সাধারণত দ্বিপাক্ষিক হয় এবং তাদের মধ্যে মন্দ কিছু ঘটেই যায়। এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

> *"দুজন নারী-পুরুষ একান্তে মিলিত হলে তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।"*[১]

শাইখ ইবনু তাইমিয়া এই সমাজেরই একজন। তাই তিনি আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাছাড়া তিনি বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও ধীসম্পন্ন। তাঁর জীবনযাপন কুরআন ও সুন্নাহর সাজে সজ্জিত। সমাজের ভেতর-বাহির সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান রাখায় শাইখ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আরও প্রাঞ্জল আলোচনা পেশ করলেন। আমরাও অভিভূত হয়ে শুনতে থাকলাম।

শাইখ বলছিলেন—'একজন মানুষকে কখনো কখনো তার জ্ঞান, দ্বীন, সদাচার বা অন্য কোনো কারণে ভালোবাসা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা থাকে আরও ভয়াবহ। হ্যাঁ, যদি তার মধ্যে ঈমানি শক্তি, পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি এবং তাওহিদি চেতনা বিদ্যমান থাকে, তবে ভিন্ন কথা। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি, যশ-খ্যাতি, রূপ-সৌন্দর্য সবার জন্যই ফিতনা। আসলে কি, বন্ধুরা সাধারণত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে থাকে। যদি কোনো কারণে সেটা না হয়, তবে ভালোবাসায় ভাটা পড়ে; সূচনা হয় ঘৃণার। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো সম্পর্কের ইতি টেনে প্রাণের বন্ধু হয়ে যায় জানের দুশমন। তো, মানুষকে তার বন্ধুরা সাধারণত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শুধু ব্যবহারই করতে চায়; এমনকি কখনো কখনো শুধু বন্ধুত্ব তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, তারা পেতে চায় দাসত্ব। এদিকে শত্রুরা সবসময় কষ্ট দিতে চায়, ক্ষতি করতে চায়। আর বন্ধুরা চায় উপকৃত হতে। তাদের এই উপকার যদি তার নিজের বা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকরও হয়, তবুও এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আসলে খুব কম বন্ধুই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম-১১৭১। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তো, মৌলিকভাবে কী বন্ধু, কী শত্রু—কেউই উপকার করতে চায় না, চায় না ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে। বরং সবাই চায় নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যদি আল্লাহর প্রকৃত আবেদ তথা দাস না হয়, আল্লাহর ওপর ভরসা না রাখে, তাঁকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে এবং সকল বন্ধুত্ব ও শত্রুতা আল্লাহর ওয়াস্তে না হয়, তবে উভয় পক্ষই নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা হতে পারে নিজেদের দোজাহানের বরবাদির কারণ।

'এটি বনি আদমের খুবই স্বাভাবিক চরিত্র। তাদের মধ্যে যখনই কোথাও ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয়, তখন কিছু মানুষ যায়েদ (কাল্পনিক চরিত্র)-এর পক্ষ নেয়। আবার আরও কিছু মানুষ আমর (কাল্পনিক চরিত্র)-এর বিরুদ্ধে যায়। আর কিছু মানুষ নেয় আরেক পক্ষ। পক্ষ বিভিন্ন হলেও সবার উদ্দেশ্য থাকে অভিন্ন—নিজের স্বার্থ হাসিল করা। তো, যায়েদের পক্ষ যারা নিয়েছিল, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে তারাই আবার আমরের দলে যোগ দেয়। একই ঘটনা ঘটে আমরের সঙ্গে। আর এটাই মানুষের চিরায়ত অভ্যাস।

'একই পরিস্থিতি হতে পারে যখন কোনো নেতাকে কেন্দ্র করে দুটি পক্ষ তৈরি হয়। এমতাবস্থায় যারা তাকে সমর্থন করে, সে সাধারণত ওই দিকে ঝুঁকে। কিন্তু সমর্থকদের এই সমর্থন যদি আল্লাহর ওয়াস্তে নাহয়, তবে তারা নেতার জন্য প্রতিপক্ষের চেয়েও ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা প্রতিপক্ষ হয়তো বিভিন্ন উপায়ে তার দুনিয়াবি ক্ষতি করতে চাইবে। যেমন : তাকে হত্যা করা, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা পদচ্যুত করা ইত্যাদি। এই সবগুলোই পার্থিব বিষয়। এসবের কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যদি নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে। নিরাপদ রাখার উপায় হলো—নিজেকে এমন অবস্থায় রাখা, যা দুনিয়াদারদের অবস্থার ঠিক উল্টো। দুনিয়াদাররা দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ধর্মীয় ক্ষতিকে তারা কিছু মনেই করে না। তো, বান্দা যদি দ্বীনকে গুরুত্ব দেয়, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না, কেননা দ্বীন হলো বান্দা ও রবের মধ্যে এমন এক সেতুবন্ধন, যার ওপর কারও কোনো ধরনের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা নেই।

'অপরদিকে যারা নিজেদের বিভিন্ন স্বার্থ হাসিল করার জন্য নেতাকে সমর্থন জানিয়েছিল, নিজেদের সেই স্বার্থ পূরণ করতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এতে যদি নেতার দ্বীনের বড় কোনো ক্ষতিও হয়ে যায়, তবুও তারা পিছপা হবে না।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি তারা ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুহূর্তেই তাদের সমর্থন শত্রুতায় রূপ নেয়। এমতাবস্থায় সে দুটি কারণে কষ্টে নিপতিত হতে পারে, এক. তাদের অনুপস্থিতি, দুই. তাদের শত্রুতা।

'এদের শত্রুতা আরও মারাত্মক হওয়ার আশঙ্কা রাখে। কারণ বন্ধুত্বের সুযোগে তার দুর্বল সব দিক সম্পর্কে তারা অবগত হতে পেরেছে, জানতে পেরেছে এমন কিছু, যা শত্রুরা হয়তো জানে না। ফলে এবার নতুন ও পুরাতন শত্রুরা মিলে খুব সহজেই তার সর্বনাশ ডেকে আনতে পারবে।'

'যদি তার পক্ষে ওই সমর্থকদের সঙ্গ ত্যাগ করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মন রক্ষা করে চলতে হবে, তাদের যাবতীয় ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও তাকে ধর্মীয়ভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সে যদি শর্তসাপেক্ষে তাদের সকল পার্থিব চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়, তবে সে-ও হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত পদ পেয়ে যাবে। তবে এজন্য তাকেও তাদের অন্যায় অবিচার ও জুলুমের পরিপূর্ণ অংশীদার হতে হবে। এবং তারাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে ব্যবহার করতে থাকবে। যদি এতে সে পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবুও তারা সরে আসবে না। ধর্মীয় ক্ষতি তো বিবেচনায়ই নেবে না। বস্তুত মানুষ যেমন জালেম, তেমনি জাহেলও; নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

'তাদের এইসব দুরভিসন্ধি যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন যদি সে তাদের সঙ্গে যথাসম্ভব সদাচার করে, তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহকে সামনে রেখে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে, তাদেরকে সাহায্য করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখে, তবে হয়তো তার কোনো ক্ষতি হবে না; আর নয়তো তারা তার দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে দেবে। যেমনটি প্রায়ই দুনিয়াদার ক্ষমতালোভীদের বেলায় ঘটে থাকে। কারণ ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভ করার জন্য তাকে অন্যায়-অবিচার করতে বলা হয়, এর প্রয়োজনও তাকে বোঝানো হয়; যদি তা না করে, তার দিকে শত্রুতার তির নিক্ষেপ করা হয়। যেমনটি অধিকাংশ সময় ঘটে থাকে।

'হুবহু একই ঘটনা ঘটতে পারে, যদি কেউ কাউকে তার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ভালোবাসে। কেননা সে যদিও তার খিদমত করবে, তাকে সম্মান করবে, পারতপক্ষে সবই করবে তার জন্য, কিন্তু বিনিময়ে এমন 'হারাম' বা নিষিদ্ধ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু দাবি করবে, যা তার দ্বীনের জন্য ধ্বংসাত্মক। যেমন : বিদআতের দিকে আহ্বানকারী কোনো বিদআতির ভক্ত যদি কেউ হয়ে যায়, তাহলে সে তাকে একসময় জেনে-বুঝে বাতিলের সাহায্য করতে বাধ্য করে। অন্যথায় তার প্রতি শত্রুতা করতে শুরু করে। এ কারণেই বিজ্ঞ কাফের ও জ্ঞানী বিদআতিরা জানে যে তারা মিথ্যার ওপর আছে, তবুও সেই মিথ্যার পথেই চলে। এমনকি অনুসারীদের ধরে রাখতে তারা সত্যানুসারীদের বিরোধিতাও করে।'

'কেউ যখন গাইরুল্লাহকে ভালোবাসে, বন্ধু বানায়, সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহর আশিক ও প্রেমিকদেরও অপছন্দ করতে শুরু করে। আর যখন গাইরুল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা হয়, তখন তার বন্ধুপক্ষের ক্ষতি শত্রুপক্ষের ক্ষতি থেকেও ভয়ংকর হতে পারে। কেননা শত্রুদের সর্বোচ্চ ক্ষতি এটাই হবে যে, তারা তার এই পার্থিব বন্ধুর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, দূরত্ব তৈরি করবে। আর বন্ধু ও তার মধ্যকার এই দূরত্ব তার জন্য বলতে গেলে রহমত। আর অন্য বন্ধুরা চাইবে এই রহমত দূর করতে, এ থেকে বঞ্চিত করতে। তাহলে তোমরাই বলো, এটা কোন ধরনের বন্ধুত্ব?'

'তারা আরও চাইবে—যেন এই বন্ধুত্ব বাকি থাকে এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে পারে। আর এই উভয়টিই তার জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا العَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

> *"অনুসৃতরা যখন অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।"*[১]

'এ সম্পর্কে ফুযাইল ইবনে ইয়ায বর্ণনা করেন লাইছ রহিমাহুল্লাহর সূত্রে, তিনি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহর সূত্রে, যে, এখানে الْأَسْبَابُ। তথা সম্পর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল ভালোবাসা, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। এবং ওই সকল সম্পর্ক, যার ভিত্তি ছিল কেবলই দুনিয়া। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ

> "আর অনুসারীরা বলবে, কতই-না ভালো হতো, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো! তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। আর তারা কস্মিনকালেও জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"[১]

'তাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে ওই সকল আমলের কারণে যা তারা দুনিয়াতে একে অন্যের জন্য করত এবং তাতে বিন্দুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছে থাকত না। এর অন্তর্ভুক্ত হবে—বিশেষ ব্যক্তির সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই। মোটকথা—কল্যাণ শুধুই এক আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, তার সঙ্গে শিরক করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে। বস্তুত তিনি ছাড়া আর কোনো উপায়-অবলম্বন নেই, নেই কোনো সহায়-সম্বলও।'

কথা বলতে বলতে শাইখ এবার সকলের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমরা সকলেই হা করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। পাঠক, বলুন তো! কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বাস্তবতা-নির্ভর এমন তেজোদ্দীপ্ত আলোচনা শুনে এভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপায় আছে?

এরপর ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'যা-কিছু আমরা শুনলাম, এ-থেকে আল্লাহ আমাদের উপকৃত করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ﷺ-এর ওপর। আগামী মজলিসে সাক্ষাত হবে, এই আশা নিয়ে মহান আল্লাহর হাতে তোমাদেরকে সোপর্দ করছি, যাঁর ওয়াদা কখনো অপূরণীয় থাকে না।'

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ মজলিস

কৃপণতা, প্রবৃত্তি ও প্রেমাসক্তি

- অবজ্ঞা ও অন্যায় হিংসারই প্রতিফল
- কামনা ও আসক্তি : করণীয় ও বর্জনীয়
- প্রেমাসক্তির ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়
- স্বভাব-প্রকৃতি ও অন্তরের ব্যাধি
- কিছু উপকারী প্রতিষেধক ও কার্যকর ওষুধ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ মজলিস

কৃপণতা, প্রবৃত্তি ও প্রেমাসক্তি

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া নামাজের ইমামতি করছিলেন। সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন। আজ মুসল্লি হিসেবে আছেন দূরের ও কাছের অসংখ্য আগন্তুক। তাঁদের কেউ শামের ভেতরের, কেউ ভিন্ন দেশের। শাইখের আলোচনা শোনার উদ্দেশে সকলেই একাগ্র হয়ে বসলেন। উপস্থিত হয়েছেন অসংখ্য ইলম-অন্বেষী এবং দ্বীন-দরদী সাধারণ মানুষ; উদ্দেশ্য একটাই—জ্ঞানার্জন। শাইখের একেবারে পাশেই বসেছেন কয়েকজন দ্বীনি ব্যক্তিত্ব, যাঁরা তাঁর সমসাময়িক বা সতীর্থ। এর পরের সারিতে আছেন নিয়মিত শিক্ষার্থীবৃন্দ, যাঁরা সকল মজলিসেই উপস্থিত থাকেন। এরপর অন্যরা। শাইখ পূর্ণ বিনয় ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে আসনে বসে আছেন।

চলাফেরা, নড়াচড়া ও আওয়াজ বন্ধ হয়ে এলে, উঁচু অথচ বিনয়ী গলায় শাইখ হামদ-নাত, দরূদ ও সালাম পাঠ করে আলোচনা শুরু করলেন—'সম্মানিত বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি। আপনাদের মধ্যে যাঁকে আমি চিনি, যাঁকে চিনি না, যাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁর সঙ্গে হয়নি—সকলেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা জানবেন। কেননা একাধিক আত্মা যখন একত্রে সন্নিবেশিত হয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেখানে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়; আর বিক্ষিপ্ত থাকলে তৈরি হয় বিভেদ।

'আপনাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাই আমাকে অন্তর সম্পর্কিত আলোচনা করতে উৎসাহিত করে। আমি চেষ্টা করব খুব সাবলীলভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরতে, যেন সকলেই নিজ নিজ অন্তরের ভালো-মন্দ দিকগুলো চিহ্নিত করে নিতে সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে ভালো কিছু দেখলে আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হব; মন্দ কিছু ধরা পড়লে তা সংশোধনে সচেষ্ট হব। তবে বাস্তবতা হলো—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অসংখ্য রোগাক্রান্ত অন্তর আছে, আমরা যাকে সুস্থ মনে করি। রোগব্যাধি এসব অন্তরকে এমনভাবে কুড়েকুড়ে খাচ্ছে, তেমনটা কোনো পাহাড়ের সঙ্গে ঘটলে হয়তো তা ধ্বসে পড়বে।

'আল্লাহ সহায় হলে, আমি আপনাদের সামনে অন্তরের রোগব্যাধি সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা খুব খেয়াল করে শুনবেন। আল্লাহ আপনাদের তাওফিক দিন, আপনাদের সাহায্যকারী হোন।

'অন্তরের যত রোগ আছে, তারমধ্যে অন্যতম হলো—অবজ্ঞা, প্রেমাসক্তি এবং কৃপণতা।'

অবজ্ঞা ও অন্যায় হিংসারই প্রতিফল

'ঘৃণা-অবজ্ঞা ও হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে সহাবস্থানকারী দুটি রোগ। এজন্যই হাদিসে হিংসার পরপরই ঘৃণার কথা এসেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ

> *"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে; তা হলো পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা-অবজ্ঞা।"* [১]

'আল্লাহ কারও প্রতি অনুগ্রহ করলে, হিংসুক প্রথমত তার নিয়ামত-প্রাপ্তি অপছন্দ করে, এরপর সে নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কারও কিছু ভালো না লাগলে, একসময় তাকেও ভালো লাগে না—এটাই তো স্বাভাবিক। যেহেতু আল্লাহর নিয়ামত এখানে বান্দার সঙ্গে জুড়ে আছে, আর তার কামনা হলো, নিয়ামত-বিলুপ্তি; এদিকে বান্দার ক্ষতি ছাড়া তো তা সম্ভব না, তাই এখন সে ওই বান্দাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তার ক্ষতি চায়।

'শুধু তাই নয়, হিংসা 'অন্যায়, অবিচার ও বিদ্বেষে'রও জনক। আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতবিরোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫১০; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ১৪৩০। এটি মূলত হাদিসের একটি অংশ। শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদিসটি হাসান লিগায়রিহি।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

> *"তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত।"*[১]

তাদের মতবিরোধ অজ্ঞতাবশত ছিল না, বরং তারা সত্য সম্পর্কে অবগতই ছিল। কিন্তু এরপরও একে অপরের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। যেমন হিংসুক হিংসার শিকার কোনো ব্যক্তির সঙ্গে করে থাকে। বুখারি ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

وَلاَ تَحَاسَدُوا ،لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُواوَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ : يَلْتَقِيَانِ ، فَيَصُدُّ هَذَا وَ يَصُدُّ هَذَا ، وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

> *"তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, এবং পরস্পর বিমুখ থেকো না, সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার (অন্য মুসলিম) ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে। তারা পরস্পর মিলিত হওয়ার পর হয়তো ফিরে যাবে, কিন্তু তাদের মধ্যে উত্তম তো সেই, যে প্রথমে সালাম দেয়।"*[২]

'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণিত ইমাম বুখারি ও মুসলিম উভয়ই সহিহ বলেছেন এমন এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

وَ الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

> *"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে,*

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৯

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬০৭৬,৬২৩৭; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৫৬৯,২৫৬০ হযরত আনাসের সূত্রে বুখারি ও মুসলিমে يَلْتَقِيَانِ থেকে নেই। বরং আবু আইয়ুব আনসারীর সূত্রে ভিন্ন হাদিসে এই অংশটুকু বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য মুসানাদু আহমাদে (১৩৩৫৪) হযরত আনাসের সূত্রে পূর্ণ হাদিস বর্ণিত আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"*[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا . وَ لَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا .

> *"তোমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে যে বিলম্ব করবে এবং তোমরা কোনো বিপদ পড়লে বলবে—আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, ভাগ্যিস তাদের সাথে যাইনি। পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ এলে তারা এভাবে বলতে শুরু করবে, যেন তোমাদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। (বলবে) হায়, যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম!"*[২]

'আয়াতে যাদেরকে বিলম্বকারী বলা হয়েছে, তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করত মুমিনদের জন্য তা পছন্দ করত না, বরং মুমিনরা যদি কোনো বিপদে পড়ত, তখন তারা আনন্দিত হতো। আবার মুমিনদের নিয়ামতপ্রাপ্ত হতে দেখলে তারা দুঃখ পেত, আবার নিজেদের জন্য সেখান থেকে একটি অংশ কামনাও করত। তারা চাইত দুনিয়ার সবকিছু শুধু তাদের জন্যই হোক, দুনিয়ার বিপদ-আপদ তাদের থেকে দূরে থাকুক। এর কারণ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের কোনো ভালোবাসা নেই, নেই পরকালের প্রতি কোনো আশা বা আশঙ্কা। যদি তারা প্রকৃত মুমিন হতো, তবে নিজেরা যা কিছু পেয়েছে, মুমিনদের জন্যও তাই পছন্দ করত, তারা বিপদগ্রস্ত হলে নিজেরাও ব্যথিত হতো। মুমিনদের আনন্দে যে আনন্দিত হয় না এবং মুমিনদের ব্যথায় ব্যথিত হয় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৩; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৫ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ নেই।

[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৭২,৭৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

> *"মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সহানুভূতির বিবেচনায় একটি দেহের মতো, যখন তার একটি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন তার সর্বাঙ্গে বয়ে আনে জ্বর ও অনিদ্রা (অস্বস্তি)।"[১]*

'বুখারি ও মুসলিম শরিফের অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন—

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعه

> *"এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারত-তুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে। এ সময় তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।"[২]*

আমি বললাম, 'হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম! হিংসা এবং কার্পণ্যের মধ্যে কোনটি বেশি ক্ষতিকর?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'হিংসা, কৃপণতা থেকেও মারাত্মক। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবু দাউদ (তাঁর সনদে) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ
كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ .

> *"হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ জ্বালিয়ে দেয়। দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"[৩]*

'কেননা কৃপণ যাবতীয় ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করে, আর হিংসুক আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কারও নিয়ামত-প্রাপ্তি অপছন্দ করে। মানুষ কখনো দান করে, যা তার

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম :-২৫৮৬; বুখারি হাদিস-ক্রম :-৬০১১
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬০২৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৫৮৫
[৩] ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ৪২১০; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদিসটি যঈফ।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়; অথচ এমনটি কাউকে করতে দেখলে হিংসুক তাকে হিংসা করে। হ্যাঁ, এমনও হতে পারে যে, সে শুধুই কুণ্ঠাবোধ করছে, এতে হিংসার কিছু নেই। আর এর মূলে হলো الشُّحُّ তথা লালসা। যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

> *“যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।”*[১]

‘বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে—

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.

> *“তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্বতীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, তাই তারা সম্পর্কও ছিন্ন করেছে।”*[২]

‘আবদুর রহমান ইবনু আউফ যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতেন কিংবা আরাফায় অবস্থান করতেন, তখন বেশি বেশি দুআ করতেন, বলতেন— اَللّٰهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অন্তরের কার্পণ্য ও লালসা থেকে রক্ষা করুন। এই দুআর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, “যদি আমি অন্তরের লালসা ও কার্পণ্য থেকে বাঁচতে পারি, তবে তো আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জুলুম, কৃপণতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো বড় গুনাহ থেকে বেঁচে গেলাম।[৩] কেননা ‘হিংসা’ জুলুম আবশ্যক করে।”

‘কৃপণতা ও হিংসা এমন ব্যাধি যা অন্তরের মধ্যে উপকারী সবকিছুর প্রতি ঘৃণা তৈরি করে এবং ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে। এজন্যই হিংসার

[১] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ৯
[২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম:১৬৯৮; হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত। শাইখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটি সহিহ বলেছেন। আবু দাউদে أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا এর স্থলে أَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا এসেছে।
[৩] মুখতাসার তাফসির ইবনু কাসির, ২/৪৭৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশাপাশি ঘৃণা ও ক্রোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'

কামনা ও আসক্তি : করণীয় ও বর্জনীয়

আমি বললাম, 'এতক্ষণ আমরা কৃপণতা ও হিংসা সম্পর্কে জানলাম। প্রবৃত্তির কামনা ও প্রেমাসক্তি সম্পর্কেও কিছু জানতে চাই, জানতে চাই এ দুটোর স্বরূপ এবং এসব সমস্যায় পড়লে একজন মুসলিমের করণীয় সম্পর্কে।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ! এটি খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সতর্কতা আবশ্যক। আমি আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও সাহায্য কামনা করছি, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে শুরু করছি—প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও প্রেম-ভালোবাসা এমন রোগ, যা নফসের খুবই প্রিয়, যদিও এসব তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন কিছু অপছন্দ করতে শুরু করে, যা তার জন্য উপকারী।'

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এই সুযোগে আমি বললাম, 'অন্তরের এসব ব্যাধি কি শরীরে কোনো প্রভাব ফেলে?'

শাইখ বললেন, 'অবশ্যই! যদি অন্তরের ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করে, তাহলে তা মানুষের শরীরেও রোগ সৃষ্টি করে। এটি হতে পারে মানসিকভাবে। যেমন বিষাদগ্রস্ত হওয়া। আবার হতে পারে শারীরিকভাবে। যেমন দুর্বলতা অনুভব করা, উদ্যমহীনতা অনুভব করা ইত্যাদি। আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্য অন্তরের রোগ; যা নফসের জন্য ক্ষতিকর আসক্তির উৎস। যেমন : শারীরিকভাবে অসুস্থ কোনো ব্যক্তির কাছে এমন জিনিসিই ভালো লাগে, যা তার জন্য উপকারী তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর। যদি তাকে পছন্দের সেই খাবার না দেওয়া হয়, তাহলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। আবার সেই খাবার দেওয়া হলেও তার রোগ বৃদ্ধি পায়; কখনো-বা আবার মারাত্মক আকার ধারণ করে। একইভাবে প্রেমিক যখন তার প্রেমাস্পদের সংস্পর্শে যায়, তাকে দেখে, স্পর্শ করে—তার জন্য তা ক্ষতির কারণ হয়। এমনকি প্রেমাস্পদকে নিয়ে চিন্তাভাবনা বা কল্পনা করাও প্রেমিকের জন্য ক্ষতিকর; যদিও সে এতেই আনন্দ লাভ করে। যদি তাকে তার প্রেমাস্পদ থেকে দূরে রাখা হয়, সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়, ব্যথিত হয়। আবার প্রেমাস্পদের কাছে যেতে দিলে তার রোগ বৃদ্ধি পায়। এবং পরবর্তী সময়ে এটি তার যন্ত্রণা আরও

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাড়িয়ে দেয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا ، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

> *“আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে হেফাজত করেন, যেভাবে তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে (ক্ষতিকর) পানাহার থেকে বিরত রাখো।”*[১]

‘আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম-এর একান্ত আলাপনে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার প্রিয় বান্দাদের দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে এমনভাবে বিরত রাখি, যেমন একজন দায়িত্বশীল রাখাল তার উটকে আশঙ্কাজনক চারণভূমি থেকে দূরে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তি থেকে এমনভাবে দূরে রাখি, যেভাবে রাখাল তার উটকে ঝুঁকিপূর্ণ আস্তাবল থেকে হেফাজত করে। আর এটি কেবল অনুগত বান্দাদের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ নিরাপদে নিশ্চিন্তে তারা পেয়েই যায়। পাশাপাশি দুনিয়া ও প্রবৃত্তির ছোবল থেকে রেহাই পায়।[২]

‘তাই বলব, অসুস্থতা দূর হওয়ার মাধ্যমেই কেবল রোগী সুস্থ হতে পারে বরং বলা যায় এর একমাত্র উপায় হলো অন্তর থেকে এমন মন্দাসক্তি দূর করা।’

প্রেমাসক্তির ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়

‘প্রেমাসক্তি কি মানুষের ইচ্ছাধীন কিছু? নাকি স্রেফ কল্পনা?’—জানতে চাইলাম আমি।

শাইখ বললেন, ‘প্রেমাসক্তির ব্যাখ্যায় মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। এক পক্ষের বক্তব্য হলো—এটি ইরাদা বা ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। এটিই প্রসিদ্ধ মত। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হলো—এটি কল্পনার আওতাধীন বিষয়। তবে এটি কেবলই অহেতুক কল্পনা। এজন্যই তো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদ সম্পর্কে এতসব কল্পনা করে বসে থাকে, যার সবই বাহুল্য। যারা এই মতের প্রবক্তা, তারা বলে থাকেন—আল্লাহর সঙ্গে

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ২৩৬২২; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদিসটি সহিহ। হাদিসটিতে শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

[২] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইশক তথা আসক্তি শব্দটি যায় না। কেননা তিনি কারও প্রতি আসক্ত হন না। বরং তিনি এসব থেকে পবিত্র। এ ছাড়া কেউ যদি আল্লাহর সম্পর্কে যাচ্ছেতাই কল্পনা করে, তবে তার প্রশংসা তো দূরের কথা বরং নিন্দা করা হয়।

'আর প্রথম মতের প্রবক্তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন—আল্লাহর সঙ্গেও ইশক শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই শব্দটি হলো পরিপূর্ণ ভালোবাসা-প্রকাশক। আর আল্লাহকে যেমন ভালোবাসা যায়, তেমন তিনি নিজেও ভালোবাসেন। আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়েদ থেকে বর্ণিত এক আসারে আছে, তিনি বলেন—"আমার বান্দা আমার কাছে আসে, আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাকে ভালোবাসি।" এটি মূলত কতক সূফির বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে জমহুর তথা অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই শব্দ আল্লাহর 'শানে' ব্যবহার করার পক্ষে নন। কেননা ইশক হলো বাড়াবাড়িরকমের ভালোবাসা। যাকে বলে মাত্রাতিরিক্ত। আর আল্লাহর ভালোবাসায় কোনো সীমারেখা নেই। তাই এমন কোনো সীমা নির্ধারণই ঠিক না, যা অতিক্রমের প্রসঙ্গ আসতে পারে। এই মতের প্রবক্তারা আরও বলেন—ইশক তথা আসক্তিমাত্রই অপছন্দনীয়। সৃষ্টিকর্তা কিংবা সৃষ্টি—কারও ক্ষেত্রেই এটি শোভা পায় না। কেননা আসক্তি হলো এমন ভালোবাসা, যা মাত্রাতিরিক্ত, সীমালঙ্ঘিত। এ ছাড়া ইশক শব্দটি সাধারণ একজন নারী কিংবা না-বালেগ বাচ্চার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ কিংবা পদমর্যাদার প্রতি টান বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় না। নবী-রাসূলদের প্রতি ভালোবাসা বোঝাতেও এমন প্রয়োগ চোখে পড়ে না। তাছাড়া এটির সঙ্গে আরও অনেক হারাম কাজের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : কোনো নারী বা বালকের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে দেখা, স্পর্শ করা, ইত্যাদি।

'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কখনো কখনো তাকে ইনসাফ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন স্ত্রীর প্রেমে অন্ধ হয়ে সে এমন কাজ করে, যা করা বৈধ নয়, আবার এমন কাজ থেকে বিরত থাকে, যা করা আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায়—নতুন স্ত্রীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে সে তার পূর্বের স্ত্রীর সন্তানের ওপর জুলুম করছে; নতুনজনকে খুশি করতে এমন সব কাজ করে যাচ্ছে, যা তার দ্বীন-দুনিয়া উভয়টির জন্যই ক্ষতিকর। যেমন : তাকে এত পরিমাণ উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক করে দিচ্ছে, যেটুকুর প্রাপক সে না; অথবা তার পরিবারকে এই পরিমাণ সম্পদ ও ক্ষমতা দিচ্ছে, যা কিনা শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করে;

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অথবা তার জন্য খরচ করতে গিয়ে অপচয়, অপব্যয় করছে; কিংবা তাকে এমন সব হারাম কাজের সুযোগ দিচ্ছে, যা তার উভয় জাহানের জন্যই ক্ষতিকর। এ-সব তো সে করছে এমন নারীর জন্য, যার সঙ্গে তার সহবাস বৈধ, অথচ এগুলো সবই হারাম। তাহলে এবার বলো, কতটা খারাপ হতে পারে, যদি অচেনা নারী বা বালকের জন্য গুনাহে লিপ্ত হয়, যেখানে ভালোর ছিটেফোঁটাও নেই, বরং এত পরিমাণ অনিষ্ট রয়েছে, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না। এটা হলো এমন এক রোগ, যা আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ধ্বংস করে দেয়। আবার কখনো কখনো বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে শরীরও খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

> *“তবে তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে রয়েছে ব্যাধি।”*[১]

‘তো, যার অন্তরে এই ধরনের কামনা-বাসনা ও জল্পনা-কল্পনা রয়েছে, কাঙ্ক্ষিত বস্তু অনুকূলে এলে সে আরও বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে। তার আসক্তি, ইচ্ছা ও কামনাকে শক্তিশালী করে। এবং এর মাধ্যমে তার রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। তবে এর বিপরীতটি ঘটে যদি তার মনে আশার বদলে ‘নিরাশা’ দেখা দেয়।’

‘নিরাশা কি তখন এমন কারও জন্য ওষুধ হিসেবে কাজ করবে?’—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, ‘হ্যাঁ, নিরাশা আকাঙ্ক্ষাকে দূর করে। এর কারণে ইচ্ছাটা দুর্বল হতে থাকে, ভালোবাসাটাও শিথিল হয়ে যায়। কেননা সাধারণত মানুষ নিরাশা নিয়ে কোনোকিছুর পেছনে ছুটে না। তাছাড়া অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকলে ইচ্ছাটা একসময় এমনিতেই মরে যায়। কেবল মনের নড়বড়ে কিছু অনুভূতি থাকে। এমতাবস্থায় যদি সে আবার প্রেমাস্পদকে দেখার কিংবা কথা বলার সুযোগ পায়, তাহলে পরিস্থিতি ফের পাল্টে যেতে পারে।’

‘কেউ যদি এ ধরনের ফিতনায় পড়ে আল্লাহকে ভয় করে এবং সব ধরনের কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই এর প্রতিদান দেবেন। বর্ণিত

[১] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৩২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আছে— مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَ كَتَمَ وَ صَبَرَ ثُمَّ مَاتَ كَانَ شَهِيْدًا "কেউ যদি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ার পর নিজেকে হেফাজতের চেষ্টা করে, বিষয়টি গোপন রাখে, মনের কষ্ট বুকে চেপে ধৈর্যধারণ করে এবং এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।"[১] হাদিসটি আবু ইয়াহইয়া আল-কাত্তাতের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন মুজাহিদ রহ.-এর সূত্রে থেকে, তিনি ইবনু আব্বাসের সূত্রে। এই বর্ণনাটিতে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। তাই এটি দলিলযোগ্য নয়। তবে শরিয়তের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে যে বিষয়টি অনস্বীকার্য, তা এই যে—কেউ যদি পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার পর নিজের চোখ, মুখ ও হাতকে এ সম্পর্কিত যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, বিষয়টি গোপন রাখে এবং এ সম্পর্কে অন্যায় কথা না বলে, কারও কাছে কোনো অভিযোগ না করে, তার প্রতি কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করে, কিংবা তার এই প্রেমাস্পদকে পেতেও চেষ্টা না করে, সর্বোপরি আল্লাহর আনুগত্য ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্যধারণ করে, ধৈর্যধারণ করে নিজের বুকে জমে থাকা কষ্টের ওপর, যেভাবে ধৈর্যধারণ করা হয় অন্য সকল বিপদ-আপদের ওপর, তাহলে নিঃসন্দেহে সে ওই ব্যক্তির মতো বলে গণ্য হবে, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন—

مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

> *"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, (তারা সৎকর্মশীল) নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"*[২]

'ঠিক একইভাবে ওই সকল ব্যক্তিও প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে, যারা হিংসা-বিদ্বেষসহ অন্তরের নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে।'

আমি বললাম, 'শাইখ! আমাদের হৃদয় যদি এমন কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে যা আল্লাহ অপছন্দ করেন, সে ক্ষেত্রে আমরা কী করব? এবং কীভাবে নিজের মনকে মানিয়ে নেব?'

শাইখ বললেন, 'আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে এমন কিছুর প্রতি কেউ আসক্ত

[১] মুহাদ্দিসগণ এই হাদিস যঈফ হওয়ার ব্যাপারে একমত—শুয়াইব আরনাউত; ৪/২৫৩ তাখরিজু যাদিল মাআদ।

[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৯০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলে তার ওপর আবশ্যক হলো, নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা, যেন সে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হতে পারে—

وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

> *"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"*[১]

'নফস যখন কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয়, তখন সে সাধ্যানুযায়ী সকল উপায়ে তা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে। এমন অনেক কৌশলও সে খুঁজে বের করে, যা ধরে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে। আর যদি কারও ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা ন্যায়সঙ্গত না হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। গুনাহগার হওয়ার আরও কিছু কারণ হলো—কাউকে হিংসাবশত ঘৃণা করা, তার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন লোকদেরও কষ্ট দেওয়া। যেমন : তাদেরকে কোনো ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, কিংবা অযথা শত্রুতা পোষণ করা, অথবা নিতান্তই নফসের প্ররোচনায় পড়ে কোনো হারাম কাজ করা; বা আল্লাহ তাআলা-নির্দেশিত কোনো কাজই করা, তবে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে নফসের চাহিদা পূরণার্থে করা।'

'নফসের মধ্যে এমন আরও অসংখ্য ব্যাধি রয়েছে। যেমন : মানুষ অনেক সময় নির্দিষ্ট কিছু ঘৃণা করে, এরপর এর পেছনে পড়ে আরও অনেক কিছু ঘৃণা করতে থাকে; এক্ষেত্রে সে কোনো যুক্তি খোঁজে না, বরং নফসের ধোঁকায় পড়েই এমন করতে থাকে। আবার কোনো জিনিস হয়তো তার ভালো লাগলে প্রাসঙ্গিক আরও অনেক কিছু পছন্দ করতে থাকে, এক্ষেত্রেও সে বিবেক কাজে লাগায় না, বরং নিজের ইচ্ছা আর কামনার বশবর্তী হয়েই এমন করতে থাকে। যেমন জনৈক কবি বলেছেন—

أُحِبُّ لِحُبِّهَا السُّوْدَانَ حَتَّى + أُحِبُّ لِحُبِّهَا سُوْدَ الْكِلَابِ

> *"তার প্রেমে পড়ে আমি কালো সবকিছু ভালোবাসি*
>
> *প্রেমে তার ভালোবাসি কুকুরের কালো রঙ এমনকি।"*

'লোকটির প্রেমাস্পদ হয়তো কালো ছিল। তাই সে পৃথিবীতে কালো বলতে যা

[১] সূরা নাযিআত, আয়াত-ক্রম : ৪০-৪১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু আছে, সবকিছুর প্রেমে পড়ে গেছে। এমনকি কালো কুকুরও বাদ পড়েনি। এই সবই মানুষের অন্তরের রোগ—চিন্তা-ভাবনা ও খেয়াল-কল্পনার অসুখ। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে সকল রোগ থেকে সুস্থ রাখেন। এবং তাঁর কাছেই প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও বদচরিত্রের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।'

স্বভাব-প্রকৃতি ও অন্তরের ব্যাধি

আমি বললাম, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্তরের রোগের শাখাপ্রশাখা অনেক। হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, প্রেমাসক্তি—আরও কত কী! আমরা এবার অন্তরের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাই, যে প্রকৃতিতে আল্লাহ অন্তর সৃষ্টি করেছেন।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'যথার্থ জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে আমি আরও কিছু আলোচনা করছি, আশা করি এতে যাবতীয় সংশয় ও অন্তর সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যাবে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে শুরু করছি।'

'দেখো, অন্তর সৃষ্টিই করা হয়েছে কেবল আল্লাহকে ভালোবাসার উদ্দেশে। আল্লাহর ভালোবাসাই হলো অন্তরের আসল স্বভাব-প্রকৃতি, যার ওপর বান্দাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে, এ সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه — {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ.

> "প্রত্যেক নবজাতক আপন ফিতরাতের (প্রকৃতি) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। (পরে সেগুলোর নাক-কান কাটা হয়) তোমরা কি এসবকে (জন্মগতভাবে) কানকাটা দেখেছ? পরে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিলাওয়াত করেন—(فِطْرَةَ اللهِ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) *অর্থ : আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"*[১]

'আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে তাঁর মহব্বত ও ইবাদতের গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেভাবেই তাদের স্বভাব-প্রকৃতি গঠন করেছেন। যদি অন্তরের মধ্যে কোনো রকম অনিষ্ট প্রবেশ না-করে, তবে সে একসময় আল্লাহর পরিচয় পেয়েই যায়। হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা তৈরি হয়। কিন্তু যদি বান্দা অন্তরের রোগে আক্রান্ত হয়—যেমন : মা-বাবা কর্তৃক ইহুদি কিংবা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হলো—তবে আল্লাহ তাকে যে স্বভাব-প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছিলেন, তা আর বাকি থাকে না। অবশ্য এটিও হয়ে থাকে তাকদির অনুসারে। যেমন : উটের আকৃতি নাক-কান কেটে দেওয়ার মাধ্যমে বিকৃত হয়। তবে কেউ কেউ আবার আল্লাহর দেওয়া স্বভাব-প্রকৃতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যদি সে নিজে চেষ্টা করে এবং আল্লাহও তার জন্য সহজ করে দেন।'

'নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন কেবল সেই স্বভাবগত প্রকৃতিকে সুদৃঢ় ও সুসম্পন্ন করতে, পাল্টে দিতে কিংবা পরিবর্তন করতে নয়। কারও অন্তরে যদি আল্লাহর ভালোবাসা থেকে থাকে, তার দ্বীন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে রাখে, তবে সে কখনো মাখলুককে ভালোবাসে না; প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়া তো অনেক দূরের কথা। আর যখনই কেউ কারও প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে, তার দিল থেকে আল্লাহর ভালোবাসা অনুপস্থিত হতে থাকে। আল্লাহর নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহপ্রেমী, তাঁর দ্বীন ছিল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ, এজন্য তিনি এধরনের ফিতনায় পড়েননি। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেন—

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ ۭاِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

> *"এমনিভাবে তার থেকে আমি যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সরিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।"*[২]

'মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী ও স্ত্রীর পরিবার ছিল মুশরিক। এজন্যই সে

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ১৩৮৫ ও ১৩৫৮; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ২৬৫৮
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ধরনের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত এ ধরনের প্রেমে যে আসক্ত হবে, নিঃসন্দেহে তার তাওহিদ ও ঈমানে অপূর্ণতা রয়েছে। অপরদিকে যে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁকে ভয় করে, তার মধ্যে অন্তত দুটি এমন শক্তি বিদ্যমান থাকবে, যা তাকে এ ধরনের আসক্তি থেকে হেফাজত করবে।'

'এক. আল্লাহমুখী হওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। কারণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হলো পৃথিবীর অন্য সবকিছুর প্রতি আসক্তির চেয়ে আনন্দের। তো, যার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে, তার মনে অন্য কিছুর প্রতি আকর্ষণ হতেই পারে না।'

'দুই. আল্লাহর ভয় ও ভীতি। কেননা আল্লাহর ভয় বান্দার অন্তরকে এসব থেকে দূরে রাখে।

'কেউ যখন কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে—এটা হতে পারে প্রেম, ভালোবাসা কিংবা অন্য কোনো কারণে—একই সঙ্গে যদি আরও কিছুর প্রতি তার আসক্তি থাকে এবং বিষয় দুটির মধ্যে বৈপরীত্য পাওয়া যায়, তবে সাধারণ পন্থা হলো—একটি তার কাছে প্রাধান্য পাবে এবং অপরটি থেকে সে সরে দাঁড়াবে। কেননা হতে পারে উভয় ভালোবাসা বহাল রাখতে গিয়ে যে ক্ষতি হবে, তা সে মেনে নিতে পারবে না। সুতরাং যদি বান্দার কাছে আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য পায় এবং আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভয় থাকে, তবে তার মধ্যে এ ধরনের প্রেম-ভালোবাসা বা আসক্তি স্থান পাবে না। অবশ্য যদি তার মধ্যে উদাসীনতা কাজ করে, এবং শরিয়তের বিধান অমান্য করায় আল্লাহর প্রীতি ও ভীতি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে সে হয়তো ওই ধরনের আসক্তিতেই নিমজ্জিত থেকে যাবে। কারণ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়, অবাধ্যতায় দুর্বল হয়। এজন্য বান্দা যখনই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভীতি থেকে কোনো নেক কাজ করে, তার এই ভালোবাসা ও ভীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। একইসঙ্গে এটি তার অন্তর থেকে অন্য সবকিছুর প্রীতি ও ভীতি দূর করে দেয়।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু উপকারী প্রতিষেধক ও কার্যকর ওষুধ

আমি বললাম, 'মুহতারাম! দেহের রোগব্যাধির যে প্রক্রিয়ার কথা আমরা জানলাম, তা কি মনের রোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, বিষয়টি শারীরিক অসুস্থতার মতোই। কেননা সুস্থতা রক্ষিত হয় রোগমুক্তির মাধ্যমে। আবার রোগ দূর হয় রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। ঠিক এভাবে অন্তরের সুস্থতা রক্ষিত হয় ঈমানের মাধ্যমে। উপকারী জ্ঞান ও কল্যাণকর শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে ঈমান অন্তরে বিশ্বাস ও প্রত্যয় বৃদ্ধি করে। এগুলোই হলো অন্তরের খাদ্য। (এতে সে শক্তি সঞ্চয় করে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।) এ প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য, তা হলো—

إِنَّ كُلَّ آدِبٍ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَأْدُبَتُهُ ، وَإِنَّ مَأْدُبَةَ اللهِ هِيَ الْقُرْآنُ

> *"প্রত্যেক মেজবান চায় তার তার ভোজসভায় মানুষ আসুক, মেহমানদারি গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর মেহমানদারি হলো কুরআন।"*[১]

'কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য বিশেষ মেহমানদারি। তাই একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো—আল্লাহর কাছে দুআ করা, বিশেষ করে শেষরাতে, আজান ও ইকামতের সময়, সিজদায় এবং প্রত্যেক নামাজের পরে। এর সঙ্গে বেশি বেশি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা। কেননা যে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করে, আল্লাহ তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখে রাখেন। এর সঙ্গে আবশ্যক হলো—দিনে-রাতে এবং ঘুমের সময় মাসনূন দুআসমূহ পাঠ করা, কোনো বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করা; কেননা এতে অন্তর দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় হবে, ঈমান মজবুত হবে। এর সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ খুব সুন্দর ভাবে আদায় করতে আগ্রহী হওয়া; কারণ নামাজই হলো দ্বীনের ভিত্তি। বেশি বেশি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করা; কেননা এর মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা দূর হবে এবং কঠিন ও জটিল কাজ খুব সহজ ও সরলভাবে সমাধা হবে। দুআ থেকে কখনো নিরাশ হতে নেই।

[১] ফাযায়েলে কুরআন, ইমাম দারেমি (২৩২৪)। হাদিসের রাবীরা বিশ্বস্ত হলেও সনদে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নতা আছে। এই বর্ণনার সাথে ইমাম দারেমির বর্ণনার শব্দগত পার্থক্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেননা বান্দা তাড়াহুড়ো না করলে একসময় তার দুআ কবুল করা হয়। এদিকে সে বলে ফেলে আমি বারবার দুআ করেছি কিন্তু আল্লাহ তা কবুল করেননি। এটাও মনে রাখা উচিত যে, সাহায্য আসে ধৈর্যের পরে, সফলতা আসে কষ্টের পরে, আর সহজতা আসে কাঠিন্যের পরে। ধৈর্যের পরীক্ষা না দিয়ে কেউ ভালো কিছু অর্জন করতে পারে না; যেখানে নবিরাই পারেননি সেখানে অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁরই, যিনি আমাদেরকে ইসলাম এবং সুন্নাহর অনুসারী করেছেন। প্রশংসা আদায় করছি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল নিয়ামতের ওপর, তাঁর শান অনুযায়ী। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথি-সঙ্গী এবং পত্নীগণের ওপর; আরও সালাম বর্ষিত হোক শেষ দিবস পর্যন্ত যারা একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে যাবে, তাদের ওপর।’

‘আগামী মজলিসে সাক্ষাত হবে ইনশাআল্লাহ! সেই আশা রেখে আপনাদেরকে আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদাপূরণকারী।’

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চম মজলিস

হিংসা ও ঈর্ষা

- হিংসার স্বরূপ ও প্রকার
- সৎ কাজে প্রতিযোগিতা হিংসা নয়
- হিংসার নানা কারণ
- সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চম মজলিস

হিংসা ও ঈর্ষা

অন্তর সংক্রান্ত আলোচনা সহজ কিছু নয়। এর অলিতে গলিতে বিচরণ করা, শাখা-প্রশাখায় আরোহণ করা, যার-তার পক্ষে অসম্ভব। কেউ চাইলে, অবশ্যই তাকে এমন আলিমে রব্বানির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারস্থ হতে হবে, যিনি কুরআন-সুন্নাহর সজ্জায় নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছেন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে গ্রহণ করেছেন আঁধারের আলোকবর্তিকা হিসেবে; যার মাধ্যমে তার সামনে অন্তরের ভেতর-বাহির উন্মোচিত হয়; তিনি অনুধাবন করতে সমর্থ হন অন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো, ধরতে পারেন যাবতীয় রোগব্যাধি। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো কুরআন-সুন্নাহ থেকে বাতলে দেন উপযুক্ত চিকিৎসাও। আর কুরআন-সুন্নাহই তো হলো ইসলামি শরিয়তের 'ফার্মাসিস্ট'।

আজকের মজলিসের আলোচ্যবিষয় খুবই কঠিন ও জটিল। এ বিষয়ে জানতে হলে শাইখ ইবনু তাইমিয়ার আলোচনার জুড়ি নেই। বিষয়টি হলো—অন্তরের মরণব্যাধি। যাকে আমরা বলি 'হিংসা'। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

বরাবরের মতো আজও শাইখের এই গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন অসংখ্য আলিম ও তালিবুল ইলম। শাইখের আলোচনা লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সকলে। অনেকেই এখানে উপস্থিত হতে পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ পথ, সয়েছেন নানারকম কষ্ট-ক্লেশ। গাম্ভীর্যপূর্ণ এই মজমায় সকল তালিবুল ইলমের হাতে হাতে এখন কাগজ ও কলম। এমন সময় শাইখের হৃদয়-শীতল-করা সুমধুর কণ্ঠ কানে বেজে উঠল; হামদ-নাত, দরূদ ও সালাম; তারপর বললেন—'উপস্থিত সম্মানিত আলিম ও প্রিয় তালিবুল ইলম! সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের সামনে আমি এমন এক জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যে বিষয়ে কথাবার্তা কারোরই খুব একটা ভালো লাগে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। কিন্তু ভালো না লাগলেও এ বিষয়ে আলোচনা শুনতে হবে, যাতে করে কারও মনে এসব রোগব্যাধি থাকলে, সে তা বুঝতে পারে এবং তা থেকে মুক্ত হতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে শুরু করছি।'

হিংসার স্বরূপ ও প্রকার

'হিংসা হলো মানব-মনে সৃষ্ট এক বিশেষ যন্ত্রণা, যার কারণ হতে পারে জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা বা ধনীর সুখ-সাচ্ছন্দ্য। এজন্য মহৎ কারও জন্য হিংসা করা শোভা পায় না। কেননা তিনি তো সর্বাবস্থায়ই ভালো থাকেন, তুষ্ট থাকেন।'

'হিংসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন—হিংসা হলো, কারও নিয়ামত বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা করা, যদিও অনুরূপ নিয়ামত হিংসুকের অর্জিত হোক বা না-হোক। পক্ষান্তরে ঈর্ষা হলো এর উল্টো। অর্থাৎ, ঈর্ষা হলো—কারও সমপরিমাণ নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষা করা, এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির নিয়ামত বিনষ্টের কোনো কামনা তার থাকে না। বাস্তবতা হলো—হিংসার মধ্যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা বিদ্যমান থাকে। মৌলিকভাবেই হিংসুক অন্যের সুখ সাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারে না।'

'হিংসা প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার : কোনো কারণ ছাড়াই অন্যের ভালো দেখতে না-পারা। এটা হলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের হিংসা। এ-ক্ষেত্রে সে অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপছন্দ করে, অন্যের সুখে নিজে কষ্ট পায়, যন্ত্রণায় ভোগে। এক পর্যায়ে এই স্বভাব তার অন্তরের রোগে পরিণত হয়ে যায়। তখন সে কাউকে সুখ-বঞ্চিত দেখলে আনন্দিত হয়। যদিও এর সাথে তার বিন্দুমাত্র লাভ-ক্ষতির সম্পর্ক নেই।'

আমি বললাম, 'কারও নিয়ামত দূরীভূত হতে দেখে যে হিংসুকের ভালো লাগে, এটাও তো তার লাভের মধ্যে ফেলা যায়।'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিকই বলেছ। কিন্তু হতে পারে হিংসার শিকার ওই ব্যক্তি আরও বড় নিয়ামত প্রাপ্ত হলো। তখন কিন্তু সেই হিংসুকের জ্বালা আরও বেড়ে যাবে।'

'দ্বিতীয় প্রকার : নিজের ওপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব সহ্য করতে না পারা। অর্থাৎ, কেউ তার থেকে আগে বেড়ে যাবে, এটা সে সইতে পারবে না। বরং সে সবসময় অন্যের সমপর্যায়ে কিংবা অগ্রে থাকতে চাইবে। এটিও একধরনের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিংসা। যেটাকে অনেকে 'গিবত্বা' বা ঈর্ষা বলেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে 'হাসাদ' বা 'হিংসা'ই বলেছেন। হাদিসটি কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহাবী বর্ণনা করেছেন। যদিও তাঁদের বর্ণনাগুলোর মধ্যে শব্দগত সামান্য তারতম্য রয়েছে।

প্রথম হাদিস :

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

> *"দুই ব্যক্তির ওপর হিংসা করা বৈধ; এক. সে ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং বৈধ পন্থায় অকাতরে সে তা ব্যয় করে; দুই. এমন ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তা প্রয়োগ করে ফয়সালা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"*[১]

দ্বিতীয় হাদিস :

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

> *"দুটি ব্যাপার ছাড়া হিংসা করা যায় না। এমন লোক যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী রাত-দিন আমল করে। আরেকজন সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দান করেছেন এবং রাত-দিন সে তা (আল্লাহর পথে) খরচ করে।"*[২]

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৩

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৫২৯ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৮১৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় হাদিস :

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

> *“দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে হিংসা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তেলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা বলে, হায়! আমাদেরকেও যদি তার মতো এমন জ্ঞান দেওয়া হতো, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম। আর একজন এমন লোক, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ হকের পথে খরচ করে। এমনটা দেখে অন্য কেউ বলে হায়! আমাকেও যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো, আমিও তার মতো ব্যয় করতাম।”*[১]

‘উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে প্রতিভাত হয়, হিংসার দুটি ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন। কেউ কেউ এটাকে ঈর্ষা বলে থাকেন। ঈর্ষা হলো—অন্যের অনুরূপ নিয়ামত কামনা করা, সাথে নিজের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব অপছন্দ করা।’

আমি বললাম, ‘যেহেতু এখানে একজনের আকাঙ্ক্ষা কেবলই অপরজনের সমপরিমাণ নিয়ামত লাভ করা, তাহলে এটাকে হিংসা বললে কি আপত্তি করা যায় না?’

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, ‘হ্যাঁ, করা যায়। কেউ কেউ তো প্রশ্নও তুলেছেন—“সে তো কেবল নিজের জন্য নিয়ামত কামনা করেছে, তাহলে এটাকে হিংসা কেন বলা হলো!” এর জবাবে বলা হয়—তার এই কামনার সূচনা হয়েছে অন্যের

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫০২৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ামত দেখে। মূলত নিজের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভালো লাগেনি। অন্যের এই নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি না থাকলে, সে নিজের জন্যও হয়তো এটি কামনা করত না। যেহেতু সূচনাটা হলো—নিজের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অপছন্দ করার কারণে, তাই এটিও একরকম হাসাদ বা হিংসা। কেননা এর শেষটা ভালো দেখালেও, শুরুটা মন্দই ছিল। হ্যাঁ, কেউ যদি অন্যের অবস্থার কোনো বিবেচনা না রেখে নিজের জন্য নিয়ামত কামনা করে, তবে এতে হিংসার কিছু থাকবে না। দ্বিতীয় প্রকারটিকে মানুষ হিংসা মনে করে না, তাই এতেই বেশি লিপ্ত হয়।'

সৎ কাজে প্রতিযোগিতা হিংসা নয়

আমি বললাম, 'তাহলে তো সৎ ও কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা হিংসার অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাই না?'

শাইখ বললেন, 'মানুষ যখন অন্যের দিকে না তাকিয়ে নিজে কিছু অর্জন করতে চেষ্টা করে, তখন সেটা হয় মুনাফাসাহ বা 'সৎ কাজে প্রতিযোগিতা'। এতে মন্দের কিছু নেই। পছন্দের কোনো এক বিষয় যদি একাধিক ব্যক্তি অর্জন করতে চায়, এবং প্রত্যেকেই শুধু নিজের দিকটা চিন্তা করে, তবে সমস্যার কিছু নেই। আর উপরে যে বিষয়ে আলোচনা হলো, সেটা হচ্ছে নিজের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অপছন্দ করা, যেমনটি সাধারণ যে কোনো প্রতিযোগিতায় দেখা যায়—একজন অপরজনের বিজয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। প্রতিযোগিতা মৌলিকভাবে মন্দ নয়। বরং কল্যাণের প্রতিযোগিতা উত্তমও। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ . تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّخْتُوْمٍ . خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

"নিশ্চয় সৎলোকেরা থাকবে পরম আরামে; সিংহাসনে বসে তারা (এদিক-সেদিক) অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। যার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিযোগিতা করা উচিত।"[১]

'কুরআনে প্রতিযোগীদেরকে (পরকালের) নিয়ামতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে আদেশ করা হয়েছে, পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী কোনো কিছুর জন্য নয়। হাদিসের সঙ্গেও এই বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দুই ব্যক্তির ওপর হিংসার অনুমতি দিয়েছেন। প্রথমত এমন ব্যক্তি, যাকে ইলম দেওয়া হয়েছে, সে তা অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়ত এমন লোক, যাকে সম্পদ দেওয়া হয়েছে এবং সে তা (আল্লাহর রাহে) খরচ করে। অপরদিকে এর বিপরীত অবস্থা হলো—ইলম দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে তা অনুযায়ী আমল করে না এবং অন্যকে শিক্ষাও দেয় না কিংবা সম্পদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে তা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে না। এমতাবস্থায় এদের হিংসা করার কোনো সুযোগ নেই। এসব কাজ কল্যাণকর নয়, তাই এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করা যাবে না। বরং এসব তার আজাবের কারণ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রাখে।'

'কাউকে যদি বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়, এবং সে ইলম ও ইনসাফের সঙ্গে তা পালন করে, সকল আমানত যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেয়, জনগণের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করে, তবে নিঃসন্দেহে তা অনেক বড় মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু এভাবে দায়িত্ব পালন করা কঠিনতর জিহাদের সমতুল্য। সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদই করছে।'

আমি বললাম, 'শাইখ, নবীজি হিংসার ক্ষেত্রে শুধু দুটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। জিহাদ, হজ, সালাত, সওমসহ কত আমল আছে, সেগুলো উল্লেখ করেননি কেন?'

শাইখ বললেন, 'নবীজি ওইগুলো উল্লেখ করেননি এজন্য যে, মানুষের নফস এমন কাউকে হিংসা করে না, যে কষ্টে আছে; যদিও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে জিহাদ বেশি উত্তম। অপরদিকে দাতা কিংবা শিক্ষকের সাধারণত কোনো শত্রু থাকে না। যদি এমন হয়ে থাকে যে, তাদেরও শত্রু আছে এবং তাদেরকেও শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করতে হয়, তবে আবার তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে। এজন্য নবীজি ﷺ নামাজি, রোজাদার কিংবা হাজিদের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা

[১] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত-ক্রম: ২২-২৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত, হজ্জ কিংবা সওমের মতো আমলে বাহ্যত কেউ উপকৃত হয় না; যেমন হয়ে থাকে কোনো শিক্ষক কিংবা দাতার ক্ষেত্রে। দেখা যায় জ্ঞান বিতরণের জন্য সম্মান করা হয় শিক্ষককে, আর দান-সদকার জন্য দাতাকে।'

হিংসার নানা কারণ

আমি বললাম, 'শাইখ, মানুষ হয়তো পদমর্যাদা ও ধনসম্পদের জন্যই অন্যকে বেশি হিংসা করে, তাই না?'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, নিজের চেয়ে অপরের কর্তৃত্ব কিংবা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব থেকেই মূলত হিংসার উৎপত্তি ঘটে। এমনকি এটা হতে পারে খাবার-দাবার কিংবা বিবাহ-শাদির বিবেচনায়ও। এ ছাড়া সাধারণত কোনো "আমেল" অন্যকে হিংসা করে না। তবে ওপরের ওই দুই প্রকার ব্যতিক্রম। কেননা ওই দুই ক্ষেত্রে মানুষকে প্রচুর হিংসা করতে দেখা যায়। এজন্য আলিমদের অনুসারীদের মধ্যেই এমন অনেক আছে, যারা (ঈর্ষার নামে) তাকে হিংসা করে। এমনটা অন্যদের বেলায় ঘটে না। আবার যারা বিশিষ্ট দানশীল, তাদের বেলায়ও এমনটি ঘটতে পারে।'

'ইলম মানুষের অন্তরের খাদ্য হিসেবে কাজ করে, আর সম্পদ কাজ করে দেহের খাবার হিসেবে। দেহ ও মনের কাজে আসে—এমন সবকিছুর প্রতিই মানুষ মুখাপেক্ষী। এজন্য আল্লাহ দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি উদাহরণে তিনি বলেন—

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

> *"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একদিকে কারও মালিকানাধীন গোলাম, যে কোনো কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখে না এবং এমন একজন, যাকে*

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *আমি আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট রিজিক দিয়েছি। সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উভয়ে কি সমান হতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু অধিকাংশই এসব বিষয় জানে না। আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন— দুজন লোক, তাদের একজন বোবা, কোনো কাজ করতে পারে না; বরং সে তার মালিকের জন্য একটা বোঝা। মনিব তাকে যেদিকেই পাঠায়, ভালো কিছু সে করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে অন্যকে ইনসাফের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে অবিচল থাকে।"*[১]

'উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি উপমা পেশ করেছেন। একটি তাঁর আপন সত্তার সঙ্গে এবং অপরটি তিনি ছাড়া অন্য যেসকল উপাস্যের উপাসনা করা হয়, সে-সবের সঙ্গে। কেননা মূর্তি না পারে কোনো দরকারি কাজ করতে, না পারে কোনো উপকারী কথা বলতে।'

'যদি দুজন লোককে চিন্তা করা হয়, যাদের একজন হচ্ছে গোলাম, যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই; অপরজন স্বাধীন এবং তাকে আল্লাহ উত্তম রিযিক দান করেছেন এবং সে তা থেকে গোপনে প্রকাশ্যে দান করে; এমতাবস্থায় এই অক্ষম গোলাম ও গোপনে-প্রকাশ্যে দানশীল ব্যক্তি কি সমপর্যায়ের হবে? আর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তো এমন সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে সক্ষম; তিনি তো সর্বদা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেই যাচ্ছেন। তাহলে কীভাবে তাঁর সঙ্গে এমন অক্ষম গোলামের সাদৃশ্য দেওয়া যেতে পারে, যে সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে সক্ষম না! তো, এ হলো ওই ব্যক্তির উদাহরণ, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন, আর সে সবসময় তা থেকে খরচ করে।'

'দ্বিতীয় উদাহরণ : যদি এমন দুজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করা হয়, যাদের একজন বোবা ও বধির, যে কিছুই বুঝে না, বলতেও পারে না, করতেও পারে না, বরং সে নিজেই তার মালিকের ওপর একটা বোঝা। সে মালিকের কোনো কাজেই আসে না, কোনোভাবেই মালিক তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, বরং তার মালিকানা যার হাতে ন্যস্ত হয়েছে, সে তার ওপরই ঝামেলা তৈরি করে আছে; অপর ব্যক্তির আছে ইলম ও ইনসাফ। সে ইনসাফের আদেশ দেয়, তদনুযায়ী আমলও করে এবং সে আছে সরল সঠিক পথে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ওই

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৭৫-৭৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যক্তির মতো, যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, যে নিজে তদনুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।'

'আল্লাহ তাআলা নিজেকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন এজন্য যে, তিনি ইলম ও ইনসাফের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, তিনি ইনসাফের আদেশদাতা এবং তিনিই সরল-সঠিক পথের রূপরেখা নির্ধারণকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

> *"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"*[১]

হুদ আলাইহিস সালামের ভাষ্যে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

> *"আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। নিঃসন্দেহে আমার পালনকর্তা সরল পথে।"*[২]

'সাহাবীরা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আলিম ও মুআল্লিম (শিক্ষক), তাঁর ভাই ছিলেন বিশিষ্ট দানশীল। এজন্য লোকেরা তাঁদের সম্মান করত। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, লোকেরা ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে হজের মাসআলা জিজ্ঞেস করে, তখন তিনি বললেন, "নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় মর্যাদার বিষয়।"

'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৮

[২] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৫৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঙ্গে দানের প্রতিযোগিতা করেছিলেন। যেমনটি হাদিসের কিতাবে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ . قُلْتُ مِثْلَهُ . قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ -رضى الله عنه- بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ. قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا

> *"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদাকাহ করতে নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবু বকর থেকে অগ্রগামী হব, কোনোদিন দানের ব্যাপারে তাঁর অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?' আমি বললাম, 'যা এনেছি তার সমপরিমাণ।' উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এদিকে আবু বকর নিজের সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আর তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।' তখন আমি বললাম, 'কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে আমি পেছনে ফেলতে পারব না।'"[১]*

'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেটি করলেন, তা হলো সৎ কাজে প্রতিযোগিতা, যা বৈধ ঈর্ষার অন্তর্ভুক্ত।'

আমি বললাম, 'এই বিষয়টি যদি বৈধ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে, তাহলে এখানে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কোনো ব্যাপার আছে কি?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'এখানে সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র অবস্থা বেশি

---

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ১৬৭৮; শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তম। কেননা তিনি সবধরনের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত। তিনি অন্যের অবস্থা বিবেচনায় নেননি। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আমরা মেরাজের হাদিসে জেনেছি, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈর্ষা বোধ করেন, এমনকি নবীজি যখন তাঁকে অতিক্রম করেন, তখন তিনি কেঁদেই ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি কাঁদছি, কারণ আমার পর এমন কাউকে নবুওয়াত দান করা হয়েছে, যাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে বেশি জান্নাতি হবে।"'

সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে

আমি বললাম, 'শাইখ! আমরা কি এ বিষয়টিকে একটি মূলনীতির অধীনে বিবেচনা করতে পারি? যেমন—কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা কিংবা ঈর্ষা ব্যাতিরেকে যে কল্যাণকর কাজের আকাঙ্ক্ষা রাখবে সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যার মধ্যে প্রতিযোগিতা কিংবা ঈর্ষা রয়েছে।'

শাইখ ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই এমনটা ধরে নিতে পার। আমি বরং তোমাদের সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করছি, যা বিষয়টিকে আরও মজবুত করবে। দেখো, সাহাবীদের মধ্যে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর মতো আরও অনেক সাহাবী ছিলেন, যাঁরা এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা ওই সকল সাহাবীর তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ছিলেন, যাঁরা এরকম প্রতিযোগিতা কিংবা ঈর্ষার মনোভাব রাখতেন, যদিও এটি নিতান্তই একটি বৈধ বিষয়। এজন্যই তো আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু أمين هذه الأمة। তথা "এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি" খেতাব পেয়েছিলেন। কেননা যদি কাউকে কোনো জিনিস হেফাজতের জন্য বিশ্বস্ত মনে করা হয়, আর তার ওই জিনিসের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকে, তবে সে আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক উপযুক্ত বলে গণ্য হবে, যার কিনা ওই জিনিসের প্রতি আগ্রহ আছে। এ জন্যই (যুবতীর সঙ্গে) নারী, শিশু ও হিজড়াদের ওপর বিশ্বাস করা যায়। ছোটখাটো দায়িত্বের বেলায় বিশ্বাস করা যায় এমন ব্যক্তিকে, যার বড় দায়িত্বের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সম্পদের বেলায় বিশ্বাস করা যায় এমন ব্যক্তিকে, যার ব্যাপারে জানা যায়, তার ওই সম্পদ গ্রহণের কোনো ইচ্ছে নেই। যে মনে মনে বিশ্বাসঘাতকতা লালন করে, তাকে বিশ্বাস করা আর ছাগল রক্ষণাবেক্ষণের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য নেকড়েকে বিশ্বাস করা সমান কথা। তাই, কারও মনে কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকলে, সে ওই বিষয়ে আমানত রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, তিনি বলেন—

كنا يومًا جلوسًا مع رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يطلُعُ عليكم مِن هذا الفجِّ رجلٌ مِن أهلِ الجنة ، فطلَع رجلٌ منَ الأنصارِ تنطِفُ لحيتُه مِن ماءِ وضوئه قد علَّق نعلَيه يدَه بشمالِه فسلَّم ، فلما كان منَ الغدِ ، قال النبيُّ ﷺ مِثلَ ذلك فطلَع ذلك الرجلُ مِثل حالِه الأولى ، فلما أن كان في اليومِ الثالثِ ، قال النبيُّ ﷺ مِثلَ مقالَتِه فطلَع ذلك الرجلُ على مِثلِ حالتهِ الأولى ، فلما قام النبيُّ ﷺ تبِعه عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاص ، فقال: إني لاحَيتُ أبي فأقسَمتُ عليه أني لا أدخُلُ عليه ثلاثًا فإن رأيتَ أن تؤويَني إليكَ حتى تَمضِيَ الثلاثةُ أيامٍ فعَلتَ: فقال: نعَم ، قال أنسٌ: فكان عبدُ اللهِ يحدِّثُ أنه كان معه ثلاثَ ليالٍ فلم يرَه يقومُ منَ الليلِ شيئًا ، غيرَ أنه إذا تعارَّ ، أو قال: انقلَب على فراشِه ، ذكَر اللهَ ، عزَّ وجلَّ ، وكبَّر حتى يقومَ ، لصلاةِ الفجرِ ، قال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: غيرَ أني لم أسمَعْه يقولُ إلا خيرًا ، فلما مضَتِ الثلاثُ الليالي كِدتُ أن أحتقِرَ عملَه ، قلتُ: يا عبدَ اللهِ ، لم يكُنْ بيني وبين والدي غضبٌ ، ولا هجرةٌ ولكني سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ لكَ ثلاثَ مراتٍ يطلُعُ عليكم الآنَ رجلٌ مِن أهلِ الجنةِ ، فطلَعتَ أنتَ الثلاثَ مراتٍ فأردتُ أن آويَ إليكَ لأنظُرَ عملَكَ فأقتديَ بكَ ، فلم أرَكَ تعمَلُ كبيرةً فما الذي بلَغ بكَ ما قال رسولُ اللهِ ﷺ ؟ قال: ما هو إلا ما رأيتَ فلما ولَّيتُ دَعاني ، فقال: ما هو إلا ما رأيتَ غيرَ أني لا أجِدُ في نفسي على مسلمٍ غشًّا ، ولا أحسدُ أحدًا على خيرٍ أعطاه اللهُ تعالى إيّاه ، قال عبدُ اللهِ: قلتُ: هي التي بلَغَتْ بك وهي التي لا نُطيقُ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আমরা একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, 'তোমাদের সামনে এই গিরিপথ দিয়ে একজন জান্নাতি মানুষের আগমন ঘটবে।' তিনি বলেন, তখন একজন আনসারি সাহাবী উপস্থিত হলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ওজুর পানি ঝরছিল এবং জুতোজোড়া ছিল তাঁর বাঁ হাতে; অতঃপর তিনি এসে সালাম দিলেন। পরের দিন নবীজি ﷺ একই কথা বললেন। সেদিনও ওই সাহাবী এই অবস্থায় উপস্থিত হলেন। তৃতীয় দিনও নবীজি ﷺ একই কথা বললেন এবং সেই সাহাবী একই অবস্থায় উপস্থিত হলেন। এরপর নবীজি ﷺ উঠে গেলে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিছু নিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার বাবা আমার ওপর রেগে আছেন। আমি কসম করেছি যে, তিনদিন পর্যন্ত ঘরে ফিরব না। যদি আপনি আমাকে তিনটা দিন আপনার কাছে থাকতে অনুমতি দিতেন, তবে আমি থেকে যেতাম।' তিনি রাজি হলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি তিনরাত সেখানে ছিলেন। এরমধ্যে কোনোদিন তিনি তাঁকে রাত-জেগে ইবাদত করতে দেখেননি। তবে তিনি যখন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছেন, তখন মুখে আল্লাহর জিকির ছিল, এভাবে থাকতে থাকতে ফজরের সময় হলে উঠে পড়েছেন।

আবদুল্লাহ বলেন, "তবে আমি তাঁকে সবসময় ভালো কথা বলতে শুনেছি। এভাবে যখন তিনদিন কেটে গেল এবং আমার কাছে তাঁর আমল খুবই সাদাসিধে মনে হলো, তখন আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা! আমার ও আমার বাবার মধ্যে কোনো ঝগড়া হয়নি, কিন্তু আমি তিনবার নবীজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতি মানুষ উপস্থিত হবে। (আর সেই মানুষটি ছিলেন আপনি।) এজন্য আমি ইচ্ছে করেছিলাম আপনার কাছে থাকতে, যেন আপনার আমল দেখতে পারি। এজন্য আপনার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো খুব বেশি আমল করতে দেখলাম না। তাহলে কী সে কারণ, যা আপনাকে নবীজির উক্ত বক্তব্যের উপযোগী করে দিয়েছে?' তিনি বললেন, 'তা আর তেমন কিছু না, বরং আপনি যা দেখেছেন ওটুকই। তবে ব্যতিক্রম হতে পারে এই যে,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *আমি আমার মনে কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছে রাখি না এবং আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের ব্যাপারে কাউকে হিংসা করি না।' আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাহলে এই হলো সেই আমল, যার মাধ্যমে আপনি এতদূর পৌঁছে গেছেন, আর আমরা সেটি করতে পারছি না!'"*[১]

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর যে বললেন—"এই হলো সেই আমল, যার মাধ্যমে আপনি এতদূর পৌঁছে গেছেন, আর আমরা সেটি করতে পারছি না।" এতে এ-দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকার হিংসা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রশংসা করে বলেন—

وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

> *"মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, সেজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।"*[২]

'অর্থাৎ, ওই সম্পদের ব্যাপারে যা তাদের মুহাজির ভাইদের দেওয়া হয়েছে। মুফাসসিরগণ বলেন, তারা তাদের মনে কোনো 'হাজত' অর্থাৎ হিংসা বা ক্রোধ অনুভব করেন না ওই সম্পদের ব্যাপারে যা মুহাজিরদের দেওয়া হয়েছে।'

'কেউ কেউ বলেছেন, সম্পদ দ্বারা এখানে জিহাদলব্ধ সম্পদ উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন, সাধারণ দান কিংবা হাদিয়া-তোহফা উদ্দেশ্য। তো, মুহাজিরদেরকে যে সম্পদ কিংবা মর্যাদা দেওয়া হতো, সে ব্যাপারে আনসারগণ কোনো প্রয়োজনই বোধ করতেন না। আর হিংসা তো এভাবেই হয়।

'আউস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাদের একপক্ষ যখন এমন কিছু করত, যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে মর্যাদা লাভ করা যায়, তখন অপরপক্ষও চেষ্টা করত তেমন কিছু করতে। এটি এমন প্রতিযোগিতা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৬।
[২] সুরা হাশর, আয়াত-০৯।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَ فِىْ ذٰلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

> *“এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।”*[১]

আমি বললাম, ‘মুহতারাম, আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কতক হিংসা মন্দ নয়। তাহলে হিংসা মাত্রই মন্দ কেন বলা হয়?’

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, ‘এ বিষয়ে আল্লাহ চাইলে আগামী মজলিসে বিস্তারিত আলোচনা করব।’

[১] সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ক্রম : ২৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠ মজলিস

অন্তর্দাহ অনিষ্টের আধার

- হিংসাবৃত্তি এক সার্বজনীন ব্যাধি
- ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক সহনশীলতা
- পরহিংসার প্রতিষেধক
- পদাধিকারীদের পরশ্রীকাতরতা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠ মজলিস

অন্তর্দাহ অনিষ্টের আধার

গত মজলিসে যে আলোচনা আমরা শুনেছি, তা ছিল 'পরশ্রীকাতরতার প্রথম প্রকার' প্রসঙ্গে। একে ঈর্ষাও বলা হয়। প্রতিশ্রুতি ছিল—এ মজলিসে দ্বিতীয় প্রকার তথা হিংসা সম্পর্কে কথাবার্তা হবে। ঈর্ষার মধ্যে প্রীতিকর দু-একটি দিক খুঁজে পাওয়া গেলেও হিংসার আগাগোড়া ঘৃণ্য, নিন্দনীয়; এতে ভালোর লেশমাত্র নেই। শুধু তাই নয়, এটি একটি ভয়ংকর ব্যাধি; যা একবার কোনোভাবে মানব-মনে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হলে অনিষ্ট ছড়িয়ে অবস্থা এতটাই দুর্বল করে দেয় যে, সে-অবস্থায় রোগীর সেবা-শুশ্রূষা চালিয়ে যাওয়া যারপরনাই কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ে।

যদিও আলোচ্য সবগুলো বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, তবু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাইখ আজ যে বিষয়ে আলোচনা করবেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এজন্য মসজিদের ভেতর-বাহির, আঙিনা-বারান্দা মিলেও লোকসংকুলান হচ্ছে না। এত মানুষ—তবুও কোনো উচ্চবাচ্য নেই, কেবল দুআ-দরূদের সুমধুর গুঞ্জন ভেসে আসছে কানে। শাইখ মসনদে বসলেন; সহসা পাল্টে গেল দৃশ্যপট—সকল কণ্ঠরোল থেমে গেল, কর্ণকুহর উন্মুক্ত হলো, দিলের দুয়ার প্রসারিত হলো, অন্তঃকরণ সমর্পিত হলো মজলিসের মধ্যমণি ও তাঁর মর্মভেদী মধুকণ্ঠের প্রতি—যে কণ্ঠ নিঃসৃত হয়েছে এক খাঁটি মুমিনের হৃদয় থেকে। সেই সুকণ্ঠে হামদ-নাত, দরূদ ও সালামের পর ধ্বনিত হলো—

'সম্মানিত সুধী! পরশ্রীকাতরতার প্রথম প্রকার তথা ঈর্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা গত হয়েছে। আজকের আলোচনায় থাকছে এর দ্বিতীয় প্রকার, তথা হিংসা। কয়লার যেমন সবটুকু ময়লা, তেমনি হিংসায় কেবলই কদর্যতা। যাই হোক, আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে বলার ও মনোযোগের সঙ্গে শোনার তাওফিক দিন,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাঁর হেফাজতে নিয়ে নিন।

হিংসাবৃত্তি এক সার্বজনীন ব্যাধি

'নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় হিংসাবৃত্তির উদাহরণ আমরা কুরআনে কারিম থেকে দেখে নিতে পারি; মুসলিমদের প্রতি ইহুদিদের পরশ্রীকাতরতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًاۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ*

> *"আহলে কিতাবদের কাছে হক উন্মোচিত হওয়ার পরও তাদের অনেকে মনে মনে প্রতিহিংসাবশত কামনা করে—ঈমান আনয়নের পর যদি কোনোভাবে তোমাদেরকে কুফরির দিকে ধাবিত করা যেত!"*[১]

অর্থাৎ, ইহুদিরা হিংসাত্মক মানসিকতা থেকে প্রত্যাশা করে, যেন মুসলিমরা মুরতাদ হয়ে যায়। তাই হিংসাকেই তাদের এই কুপ্রত্যাশা-উদ্রেককারী আখ্যায়িত করা হয়েছে। সবকিছু জেনে-বুঝেও তাদের এমন নিকৃষ্ট আচরণের কারণ শুধু এই যে, মুসলিমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নিয়ামত পেয়েছে, তা তারা পায়নি। এসব দেখে তারা সইতে না পেরে পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের মনের এই বিদ্বেষ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا . فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَ كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا.

> *"নাকি তারা এ কারণে মানুষের প্রতি হিংসা করে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেন। আমি তো ইবরাহিমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজত্ব। অতঃপর তাদের কতক তার প্রতি ঈমান এনেছে আবার কতক তার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। বস্তুত (তাদের জন্য) জাহান্নামের*

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট।”[১]

‘আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

> *“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়, যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয় তাদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়।”[২]*

‘মুফাসসিরদের অনেকের মতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল নবীজি ﷺ-এর প্রতি ইহুদিদের হিংসুটেপনা প্রসঙ্গে। তাদের হিংসাবৃত্তি এতটাই প্রকট ছিল যে, লাবিদ ইবনু আমাস নামক জনৈক ইহুদি নবীজিকে জাদু করেছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে নিয়ামত দান করেন, তাকে হিংসা করা, তার ভালো দেখতে না পারা নিঃসন্দেহে উৎপীড়ন, সীমালঙ্ঘন। অনুরূপভাবে ভালোবেসে যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন, তার মতো হতে চেয়ে তাকে অবজ্ঞা করা কিংবা অপছন্দ করাও অবৈধ; আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হলে অবশ্য শৈথিল্যের অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, যে উপায় অবলম্বন করলে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়, অন্যকে দেখে তা নিজের জন্য কামনা করায় দোষের কিছু নেই। তবে সবচেয়ে ভালো হয়—মনটাকে একেবারে বিমুখ রাখা। অর্থাৎ অন্যের ভালো-মন্দে যেন তার কিছু আসে-যায় না।’

‘পরকথা হলো—কারও মনে হিংসার উদ্রেক হলে এবং তা প্রশ্রয় দিলে সে পাপাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে বিবেচিত হবে। এবং তাওবা না করলে এই অপরাধে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর হিংসার শিকার ব্যক্তি যেহেতু অত্যাচারিত, তাই তার কর্তব্য হলো—ধৈর্য ধরা, তাকওয়া অবলম্বন করা। অর্থাৎ হিংসুকের দেওয়া কষ্টে সে ধৈর্যধারণ করবে এবং তাকে ক্ষমা করে দেবে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন—

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৫৫-৫৬

[২] সূরা ফালাক, আয়াত-ক্রম : ১-৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ

> *"আহলে কিতাবদের কাছে হক উন্মোচিত হওয়ার পরও তাদের অনেকে মনে মনে প্রতিহিংসাবশত কামনা করে—ঈমান আনয়নের পর যদি কোনোভাবে তোমাদেরকে কুফুরির দিকে ধাবিত করা যেত। তবে তোমরা আল্লাহর আদেশ আসা অবধি ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করে চলো।"*[১]

'ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের হিংসার শিকার হয়েছিলেন। কুরআনের বর্ণনায়—

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ

> *"যখন তারা বলল—ইউসুফ ও তার ভাই তো আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সুসংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন।"*[২]

'ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহোদর বিনইয়ামিনকে অন্য ভাইয়েরা হিংসা করত। এটা বুঝতে পেরে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন—

لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

> *"তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কোরো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"*[৩]

'কিন্তু বালক ইউসুফ এত শত বুঝতে না পেরে ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা বলে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় তাঁর প্রতি নানারূপ চক্রান্ত এবং বহুমুখী অত্যাচার।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০৯
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৮
[৩] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমে তারা তাঁকে হত্যার নীল নকশা আঁকে, পরে তা না পেরে কূপে নিক্ষেপ করে, এরও পরে তিনি কাফের রাষ্ট্রে গমনোদ্যত ব্যক্তির নিকট গোলাম হিসেবে বিক্রীত হন; যে-কারণে তিনি কাফেরদের গোলামে পরিণত হন—এর সবই ছিল তাঁর প্রতি জুলুম-অত্যাচারের নিকৃষ্ট নমুনা।

'সহোদরদের অত্যাচার শেষ না হতেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম নানারকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন জনৈকার কারণে, সে তাঁকে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করেছে, অপকর্মের জন্য ফুঁসলিয়েছে, এমনকি মনোবাসনা পূরণ করতে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যের সাহায্য পর্যন্ত নিয়েছে। তখন তিনি কেবল আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়েছেন, অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে 'জেলজীবন' ভালো মনে করেছেন, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন। প্রবৃত্তির কুবাসনা চরিতার্থ করতে যে নারী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল, তার পক্ষ থেকে তিনি এভাবেই একের পর এক জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।'

ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক সহনশীলতা

'এই যে প্রেমাসক্তি—প্রেমাস্পদের মন পাওয়া ছিল যেখানে কাম্য, সেখানে এই সম্পর্কের ভালো-মন্দ নির্ভর করছিল তাঁর সম্মতির ওপর। ওদিকে তাঁর প্রতি ভাইদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার ফলশ্রুতিতে তিনি কুয়োয় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর হয়েছিলেন গোলামে পরিণত—এর সবই ছিল 'ইচ্ছাবহির্ভূত'। তো, এই ভাইয়েরাই তাঁকে স্বাধীনতার উন্মুক্ত পরিসর থেকে বের করে এনে নিতান্তই 'অনিচ্ছায়' দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এরপর 'ইচ্ছাকৃতভাবেই' তিনি উল্লিখিত কারণে কারাজীবন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কারাবদ্ধতাই ছিল তাঁর জন্য 'মন্দের ভালো'। এক্ষেত্রে তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিল 'ঐচ্ছিক ধৈর্য'। নিঃসন্দেহে তাতে ছিল তাকওয়া ও খোদাভীতির সংমিশ্রণ। অপরদিকে ভাইদের অন্যায়-অবিচারে তাঁর থেকে যে সহনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে, তা ছিল এর উল্টো। অর্থাৎ, সেটা ছিল—'আবশ্যিক বা অনৈচ্ছিক ধৈর্য'। কারণ ওই সব জুলুম-অত্যাচার সাধারণ বিপদ-আপদের মতো। এরকম পরিস্থিতিতে সকলকে নিরুপায় হয়েই ধৈর্য ধরতে হয়; তাছাড়া এমতাবস্থায় মনে মনে সান্ত্বনা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো উপায়ও থাকে না। ধৈর্যের দ্বিতীয় প্রকার, তথা 'ঐচ্ছিক ধৈর্য' হলো সর্বোত্তম ধৈর্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

> *"নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে, (সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে) কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"*[১]

'ঈমান আনার কারণে কোনো মুমিনকে যদি কষ্ট দেওয়া হয়, ইসলাম পরিত্যাগ করে কুফরি করতে বলা হয়, অথবা বলা হয় পাপ ও পঙ্কিলতায় লিপ্ত হতে; অবাধ্যতা করলে তার ওপর নেমে আসে আরও জুলুম, আরও অত্যাচার। তাকে কারাবরণ করতে হয় কিংবা দেশান্তরিত হতে হয়, তবুও সে দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকতে সবধরনের কষ্ট-ক্লেশ মাথা পেতে নেয়, তবে অবশ্যই সে পরহেজগার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল মুহাজির সাহাবীদের বেলায়—তাঁরা একবুক কষ্ট নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন, সয়েছিলেন অকথ্য নির্যাতন আর নিপীড়ন, তবুও নবীজি ﷺ-এর আনীত দ্বীন থেকে সরে দাঁড়াননি, বরং আমৃত্যু অবিচল ছিলেন দ্বীন ইসলামের ওপর।

'স্বয়ং নবীজি ﷺ কতভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েছেন, তারও ইয়ত্তা নেই। তবে তিনি এসব নিপীড়নের ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন স্বেচ্ছায়। কেননা তাঁকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল—ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ তিনি করে যাচ্ছেন, তা থেকে যেন বিরত থাকেন। কিন্তু তা তিনি করেননি বরং দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন মক্কার ঘরে ঘরে। এজন্য বলা যায়—নবীজি ﷺ-এর ধৈর্য ছিল ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ধৈর্যের তুলনায় বৃহত্তর।'

'এটা ঠিক কীভাবে?'—জানতে চাইলাম আমি।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'দেখো, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাছে অশ্লীলতা কামনা করা হয়েছিল, অমান্য করায় তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। আর এদিকে নবীজি ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে বলা হয়েছিল কুফরি করতে। অবাধ্যতার সাজা ছিল—জীবন বিসর্জন; সাথে অন্যান্য শাস্তি তো আছেই। তাছাড়া তাঁর কারাবরণ অপেক্ষাকৃত ছিল সহজ। কেননা মুশরিকরা নবীজি ﷺ ও হাশেমিদেরকে দীর্ঘদিন গিরিখাদে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। নবীজির চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করলে তো তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। আগে তারা সাহাবিদের হিজরত করতে একরকম বাধ্য করত। কিন্তু যখন

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৯০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানতে পারল আনসারি সাহাবীরা নবীজি ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন তখন হিজরতের পথেও তারা বাধা হয়ে দাঁড়াল। এরপর আর প্রকাশ্যে কেউ মক্কা ছাড়তে পারেননি। যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর মতো কিছু সাহসী সাহাবী মুশরিকদের এসব হুমকি-ধমকি থোড়াই কেয়ার করে মাথা উঁচু করে সদর্পে মদিনার পথে যাত্রা করেছিলেন।'

'আসলে কাফিররা প্রথম দিকে সাহাবীদেরকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করত। কিন্তু যখন দেখল এতে বরং মুসলমানেরা ভিনদেশে গিয়ে নিরাপদে নিজেদের ধর্মকর্ম করবার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, তখন কতক সাহাবীকে হিজরত করতে তারা বাধা দিল, তাঁদেরকে আটকে রাখল, সংযুক্ত করল নির্যাতনের নতুন মাত্রা। এহেন পরিস্থিতিতে মুমিনগণ যে নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন, বিপদে আপদে আক্রান্ত হয়েছেন, এর কারণ ছিল শুধু স্বেচ্ছায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া। এসময় তাঁরা যে-সকল বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা আসমানি বিপদের মতো ছিল না, যেমন ছিল ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কারাবরণ এবং তাঁদের পিতা-পুত্রের মধ্যকার বিচ্ছেদ। তো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হলে স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করাই হলো সর্বোত্তম ধৈর্য। এমন ধৈর্যশীলরা অধিক মর্যাদার অধিকারী হবেন। যদিও বালা-মুসিবতে সন্তুষ্টচিত্তে সহনশীল বিপদগ্রস্তমাত্রই পাপমুক্ত হন, সওয়াবের অধিকারীও হন। তবে আল্লাহর আনুগত্যই যাদের কষ্টের একমাত্র কারণ, তারা স্বয়ং মুসিবতের ওপর সওয়াব লাভ করবেন; বিপদের বিনিময়ে তাদের আমলনামায় যুক্ত হয় পুণ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

> *"তা একারণে যে—আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় অথবা তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে কিংবা শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করে—এর প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লেখা হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ*

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৎকর্মশীলদের কোনো কর্ম বৃথা যেতে দেন না।”[১]

‘অর্থাৎ যে-সকল বিপদে মানুষের কোনো হাত থাকে না—যেমন অসুখ-বিসুখ, স্বজন হারানো, কোনো কিছু খোয়ানো—এসব ক্ষেত্রে কেবল ধৈর্যের প্রতিদানই পাওয়া যাবে। স্বয়ং বিপদ কিংবা পারিপার্শ্বিক কারণে কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। আর যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য স্বীকার করতে গিয়ে নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন, নানামুখী সমস্যায় পড়েছেন—আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, কারাবন্দী কিংবা দেশান্তরিত হয়েছেন, আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, হারিয়েছেন পরিবার-পরিজন, পদ ও সম্পদ, সহ্য করে নিয়েছেন ক্রোধ ও কটূক্তি—তাঁরা নিঃসন্দেহে নবিদের পথে রয়েছেন এবং তাঁদের অনুসারীরা প্রথম যুগের মুহাজিরতুল্য। এঁরা সকল কষ্টের বিনিময়ে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবেন, তাঁদের ত্যাগসমূহ নেক আমল বলে গণ্য হবে। যেমন- একজন মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা ও কাফেরীয় ক্রোধ সহ্যের কারণে সওয়াব লাভ করেন। যদিও এসব কাজ সরাসরি বান্দা কর্তৃক সম্পাদিত আমলের মধ্যে পড়ে না, তবে এসবের অনুঘটক তার ইচ্ছাধীন কিছু আমল। এজন্য সেগুলোকে বলা হয় স্বয়ংক্রিয় নেকি।

‘কিন্তু এসব আমলের মৌলিক সম্পাদনকারী কে? এসব কি হেতু সৃষ্টিকারী কর্তৃক সম্পাদিত, নাকি আল্লাহ কর্তৃক, নাকি এর কোনো কর্তাই নেই—এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো—এগুলো হেতু সৃষ্টিকারী ও অন্যান্য হেতুর সাথে সম্পৃক্ত বলে গণ্য হবে। এজন্যই এর বিনিময়ে নেক আমল লেখা হয়।

পরহিংসার প্রতিষেধক

‘আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো—সকলের কাছে যেন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়—মানব-মন যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, হিংসাবৃত্তি তার অন্যতম। খুব কম মানুষই এই মহামারি থেকে বাঁচতে পারে। তাই তো লোকমুখে প্রচলিত—مَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ অর্থাৎ “হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত নয় কোনো মানুষ।” হিংসা সার্বজনীন ব্যাধি হলেও মন্দ লোকেরাই কেবল আচরণ ও উচ্চারণে তা

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১২০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশ করে; ভালো মানুষেরা তা মনেই চেপে রাখে। বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহকে বলা হয়েছিল, "মুমিন কি হিংসুটে হতে পারে?" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের কথা ভুলে গেছ? তাছাড়া তোমার মনে বুঝি এর উদ্রেক ঘটে না? হ্যাঁ, এটাকে যদি নিজ-মনে চেপে রাখতে পার, কখনো আচরণ-উচ্চারণে প্রকাশ না কর, তবে ক্ষতির কিছু নেই।"'

আমি বললাম, 'মুহতারাম, আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে—কোনো মুসলিমের মনে হিংসা যদি এসেই যায়, তবে তার করণীয় কী?'

শাইখ বললেন, 'কেউ যখন বুঝতে পারবে, তার মনে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কাজ করছে, তখন তার সঙ্গে যাবতীয় আচার-ব্যবহারে আরও বেশি ধৈর্যের পরিচয় দেবে, তার ব্যাপারে আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করবে। কিছুদিন এই অনুশীলন করতে পারলে একসময় আপনা-আপনিই মনে হিংসাত্মক মানসিকতার ওপর ঘৃণা তৈরি হবে।'

'অনেক মানুষ আছে এমন, যারা কোনোভাবে দায়গ্রস্ত হওয়ায় যার প্রতি তাদের হিংসা তার ওপর কখনো জুলুম করে না, আবার তার প্রতি কেউ জুলুম করলে জালিমের পাশেও দাঁড়ায় না। কিন্তু তাদের যা করণীয় ছিল, তাও তারা ঠিকমতো করে না। যেমন : তাদের সামনে কেউ ওই ব্যক্তির অযথা নিন্দা করলে প্রতিবাদ করে না, তার সম্পর্কে ভালোকথা বলে না; এমনকি কাউকে তার প্রশংসা করতে দেখলেও বোবা বনে যায়। এসকল লোকেরা অপরের হক আদায়ের ক্ষেত্রে দায়গ্রস্ত, সীমালঙ্ঘনকারীদের মতো। তাই তাদের প্রতিফল হবে ওই লোকদের মতো, যারা অন্যের হক নষ্ট করে, বিভিন্নভাবে মানুষের সঙ্গে বে-ইনসাফি করে, বিপদে-আপদে জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমকে সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, ঠিক যেমন সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে হিংসার শিকার ব্যক্তির বিপদে।'

'মোটকথা, আচরণ-উচ্চারণে বিদ্বেষ প্রকাশ করে কেউ সীমালঙ্ঘন করলে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, সহনশীলতার পরিচয় দেবে, সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত তো হবেই না, বরং আল্লাহ তাকে পরহেজগারিতার কারণে উপকৃত করবেন। যেমনটা ঘটেছিল যাইনাব বিনতু

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ক্ষেত্রে। কেননা নবিপত্নীদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মধ্যে একরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া এমনিতেই দেখা যায় নারীকুল যথেষ্ট ঈর্ষাপরায়ণ; সঙ্গে যদি থাকে পরস্পর সতীনের সম্পর্ক, তবে তো কথাই নেই। কারণ স্বামীর ওপর স্ত্রীর যে অধিকার তাতে নারীরা কারও অংশীদারত্ব মেনে নিতে পারেন না কোনোভাবেই। কীভাবেই বা পারবেন! এতে যে নিজের ভাগে কম পড়ে যায়।'

পদাধিকারীদের পরশ্রীকাতরতা

'যাদের প্রতি হিংসা করা হয় তারা কি পরস্পর হিংসাশ্রয়ী হয়?'—জিজ্ঞেস করলাম।

শাইখ বললেন, 'পদমর্যাদা কিংবা ধনসম্পদে একাধিক ব্যক্তি সমপর্যায়ে থাকাকালে তাদের একজন যদি আগে বাড়ে কিংবা পেছনে পড়ে, তবে তাদের মধ্যেও হিংসার উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে একজনের অগ্রগামিতাই হয় আরেকজনের অন্তর্দাহের কারণ। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভাইদের হিংসার ঘটনা, আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্রের মধ্যে একজনের প্রতি অপরজনের হিংসার ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনায় বিদ্বেষের কারণ ছিল—তাদের একজনের কুরবানি আল্লাহ কবুল করেছিলেন এবং অন্যজনেরটা করেননি। তখন ঈমান ও তাকওয়ার বিবেচনায় আল্লাহর তরফ থেকে একজন মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ায় আরেকজন পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছিল। ঠিক একই কারণেই আজীবন ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। কিন্তু হিংসুটে ভাই হিংসার মধ্যেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং ঈর্ষানল নেভাতে গিয়ে ভাইয়ের প্রাণও কেড়ে নিয়েছিল। এজন্য বলা হয়ে থাকে—সর্বপ্রথম আল্লাহর নাফরমানি ঘটে তিনটি গুনাহের মাধ্যমে—লোভ, দাম্ভিকতা ও পরশ্রীকাতরতা। লোভ প্রকাশ পেয়েছিল আদম আলাইহিস সালাম থেকে, দম্ভ ইবলিস শয়তান থেকে আর পরশ্রীকাতরতা আদমপুত্র কাবিল থেকে; যে কারণে সে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে ফেলেছিল। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ثَلَاثٌ لَا يَنْجُو مِنْهُنَّ أَحَدٌ: اَلْحَسَدُ ، وَ الظَّنُّ ، وَ الطِّيَرَةُ. وَ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَخْرُجُ مِنْ ذٰلِكَ : إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِضْ ، وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَ إِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ

> "তিনটি জিনিসি থেকে কেউ রেহাই পায় না—হিংসা, অনুমান ও কুধারণা। তবে আমি তোমাদেরকে এসব থেকে বাঁচার উপায় বলে দিচ্ছি; কারও প্রতি মনে হিংসা এলে তাকে অবজ্ঞা করবে না, অনুমেয় কিছু যাচাই করতে যাবে না এবং কুধারণাকে কখনো প্রশ্রয় দেবে না।"[১]

'হাদিসটি ইবনু আবিদ দুনইয়া তাঁর সনদে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া একাধিক হাদিসগ্রন্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

> "পূর্ববর্তী উম্মাতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো—হিংসাবৃত্তি ও বিদ্বেষ। এই রোগ হলো মুণ্ডনকারী। আমি চুল মুণ্ডনের কথা বলছি না। বরং এসব তো তোমাদের দ্বীনকেই নিঃশেষ করে দেবে।"[২]

'নবীজি ﷺ হিংসাবৃত্তিকে রোগ বলেছেন, যেমন বলেছেন কার্পণ্যকেও। হাদিসে এসেছে—

أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

> 'কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কী হতে পারে?'[৩]

উল্লিখিত হাদিস থেকে আমরা জ্ঞাত হলাম—এগুলোও রোগ, অন্তরের রোগ।'

[১] তাখরিজু ইহইয়াই উলূমিদ্দিন,যাইনুদ্দিন ইরাকি, হাদিস-ক্রম :৩/২৩১। তাখরিজু মিনহাজিল কাসিদীন, শুয়াইব আরনাউত, হাদিস-ক্রম :১৮৬; উভয়ের মতেই হাদিসটি যঈফ।

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫১০; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ১৪৩০। এটি মূলত হাদিসের একটি অংশ। শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদিসটি হাসান লিগায়রিহি।

[৩] আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-ক্রম :-২৯৬।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

أعوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخلَاقِ وَالأَهْوَاءِ و الأَدْوَاءِ

> *"(নবীজি বলেন, হে আল্লাহ) আমি আপনার কাছে মন্দ চরিত্র, প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও রোগব্যাধি থেকে পানাহ চাই।"*[১]

'উল্লিখিত হাদিসে الأَدْوَاءِ শব্দটি الأَخْلَاقِ ও الأَهْوَاءِ শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে—মানুষের মৌলিক চরিত্র কখনো স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায় না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

> *"(হে নবী!) নিঃসন্দেহে আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।"*[২]

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ইবনু উয়াইনাহ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন— خُلُقٌ عَظِيْمٌ তথা সুমহান চরিত্র-এর উদ্দেশ্য হলো— دِيْنٌ عَظِيْمٌ তথা সুমহান ধর্ম। ইবনু আব্বাসের সূত্রে অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে— عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ তথা ইসলাম ধর্মের ওপর। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "তাঁর (নবীজির) চরিত্র ছিল কুরআনেরই বাস্তবরূপ।" হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআন নিঃসৃত শিষ্টাচারই হলো সুমহান চরিত্র।'

আজকের মজলিস এখানেই সমাপ্ত। শাইখের পরবর্তী মজলিসে সাক্ষাতের আশা রাখছি। সে মজলিসে আমরা অন্তরের রোগব্যাধি প্রসঙ্গে আরও আলোচনা শুনব ইনশাআল্লাহ।

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৫৯১। হাদিসটি ইমাম তাবারানি, ইমাম হাকেম, ইমাম ইবনু হিব্বানও বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি الأَدْوَاءِ শব্দের বদলে الأَعْمَالُ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[২] সূরা আল-ক্বলাম, আয়াত-ক্রম : ৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তম মজলিস

মানুষ মানসিক দাসত্বের শেকলে বন্দী

- মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারি
- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ
- আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা উত্তম ধৈর্যের পরিপন্থী নয়
- আল্লাহর গোলামির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা নিহিত

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তম মজলিস

মানুষ মানসিক দাসত্বের শেকলে বন্দী

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া ﵀ প্রতিদিনের মতো আজও ঠিক সময়মতো মজলিসে এসে উপস্থিত। লোকসমাগমও আগের মতো। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর দিকে। যদিও সকলের মধ্যেই শাইখ বসে আছেন, তবুও গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি সমুন্নত, আবার বিনয় ও নম্রতার সাজে সুসজ্জিত। তাঁর মুখাবয়বের মাধুর্য ও চাহনির তীক্ষ্ণতায় ফুটে উঠছে অনন্যতা, গম্ভীরতা, সক্ষমতা, সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতা। সমবেত মানব কণ্ঠের গুঞ্জন মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল, যেই-না শাইখের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো হামদ-নাত, দরূদ ও সালাম। তারপর তিনি মূল আলোচনা শুরু করলেন, 'প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজ আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শুনব, যা আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। যেহেতু বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, সুতরাং দিলের দুয়ার খুলে মনের কানে শুনতে হবে। আল্লাহ তাওফিক দিলে আজ 'প্রকৃত দাসত্ব ও আনুগত্য' প্রসঙ্গে কথা হবে।

মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী

'মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিরূপক হলো তার ঈমানের স্বরূপ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের শ্রেণী দুটি—খাস ও আম, তথা বিশেষ ও সাধারণ। মুমিনদের এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে বান্দার ওপর রবের রবুবিয়্যাত তথা প্রভুর প্রভুত্বও বিভাজিত। অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ বান্দারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলার নেকনজর লাভ করে, আর অন্যরা থাকে উদাসীন। এজন্য উম্মতের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা আমরা আঁচও করতে পারি না। বুখারি ও মুসলিম শরিফে নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ و عَبْدُ الدِّرْهَمِ و عَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ

"লাঞ্ছিত হোক দিনার-পূজারি, দিরহাম-পূজারি এবং রেশমি শাল-পূজারি; লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক; তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে কেউ তা তুলে দেবে না। জিহাদের ময়দানে সে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয়, আর না-পেলে হয় ক্ষুব্ধ।"[১]

'আমরা দেখতে পাচ্ছি—যারা ধন-সম্পদ ও পোষাক-পরিচ্ছদের পেছনে পড়ে থাকে তাদেরকে নবীজি ﷺ দিনার, দিরহাম ও রেশমি শালের পূজারি বা দাস আখ্যায়িত করেছেন। তাদের সম্পর্কে হাদিসে বদ দুআ ও দুঃসংবাদ এসেছে। হাদিসের বাণী—تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ অর্থাৎ, "সে লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক; তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে কেউ তা তুলে দেবে না।"—থেকে তা-ই প্রতিভাত হয়। উক্ত হাদিসে ব্যবহৃত اَلنَّقْشُ শব্দের অর্থ পা থেকে কাঁটা তোলা। আর اَلْمِنْقَاشُ বলতে বোঝায় কাঁটা বের করার শলাকা।'

'এখানে এমন ব্যক্তির অবস্থা চিত্রায়িত হয়েছে, যার জন্য বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সুকঠিন এবং কোনো পরীক্ষায় সফল হওয়া অত্যন্ত জটিল। কেননা তার সম্পর্কে (নবীজির) পবিত্র জবানে উচ্চারিত হয়েছে—"লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক!" যেহেতু তার উদ্দেশে এমন তিরস্কার এসেছে, সুতরাং সে লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে, নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। তবে এতসব তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উদ্দীপক কেবল তার সম্পদলিপ্সা। কেননা "সে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না-পেলে ক্ষুব্ধ হয়।" সম্পদই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ

"তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৮৮৭; ইবনে হিব্বান, হাদিস-ক্রম: ৩২১৮। হাদিসটিতে শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয় বিক্ষুব্ধ।"[১]

'বক্ষ্যমাণ আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, নিজেদের খুশি ও অখুশিই তাদের কাছে মুখ্য ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি ছিল গৌণ। কিন্তু এই দৈন্যদশা শুধু তাদের একারই না, বরং তাদের দলভুক্ত ব্যক্তি সেও, যে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, রূপ-সৌন্দর্য আর মনোবাসনার পেছনে পড়ে থাকে লালায়িত কুকুরের মতো। তার এসব কামনা-বাসনা চরিতার্থ হলে আনন্দিত হয় আর না-হলে হয় ক্রোধান্বিত। এ জন্য তাকে বলা হয়—প্রবৃত্তির পূজারি বা নফসের গোলাম। গোলাম এজন্য যে, তার মধ্যে মানসিক বশ্যতা ও চৈত্তিক দাসত্ব প্রবলভাবে বিদ্যমান। আর প্রকৃত দাসত্ব ও গোলামি তো—দিলের দাসত্ব ও মনের গোলামি। কেননা মন দাসত্বের জিঞ্জিরায় আবদ্ধ হলে দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাসে পরিণত হয়। কবি বলেন—

اَلْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ + وَ الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ

অল্পে তুষ্ট হলে মানুষ থাকে স্বাধীন
নয়তো লোভের কাছে হয় পরাধীন।

'কবি আরও বলেন—

أَطَعْتُ مَطَامِعِي ، فَاسْتَبْعَدَتْنِي + وَ لَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا

মনোবাসনা পূরণ করতে চেয়েছিলাম,
তাই সে আমায় করে নিয়েছে গোলাম।
তবে যদি আমি অল্পে তুষ্ট থাকতাম,
স্বাধীনতা আমার কভু নাহি হারাতাম।

'জ্ঞানীজনেরা বলেন—"উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের গলায় বেড়ি ও পায়ে শেকলের মতো। গলা থেকে বেড়ি সরানো গেলে পা থেকে শেকলও খুলে যায়।' উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"আশা-আসক্তি দরিদ্রতা-উদ্দীপক, নিরাশা-নির্বেদ ধনবত্তা বিবর্ধক, আর নির্লিপ্ততা মানুষকে

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-সংখ্যা: ৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে স্বনির্ভর।”

‘এই বিষয়গুলো আসলে মানুষের অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা আমরা দেখি—কেউ কোনো বিষয়ে মোহমুক্ত হলে আর সেদিকে ছোটে না, তা পাবার আশাও রাখে না, এমনকি মনে আর সেটার প্রয়োজনও বোধ করে না। সেটা যার আয়ত্বাধীন, তাকেও আর আহামরি কিছু মনে হয় না। অপরদিকে কোনো কিছু পেতে মানুষ উদগ্রীব হলে মন সেদিকেই নিবিষ্ট হয়। তা কারও মালিকানাধীন হলে তার কাছে সে অবনতও হয়। বস্তুত মানুষের মন ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, বাড়ি-গাড়ি ও নারীর প্রতি আসক্তির আঁতুড়ঘর। অথচ নবীজি ﷺ-এর বক্তব্য, কুরআনের ভাষায়—

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ۥ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

> *“সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে রিজিক প্রার্থনা করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”*[১]

‘বান্দা রিজিকের মুখাপেক্ষী; রিজিক ছাড়া তার চলবেই না। তাই রিজিকের তাগিদে আল্লাহমুখী হলে তা হবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বান্দার দাসত্ব ও আনুগত্যজ্ঞাপক। আর যদি সে মাখলুকের দিকে হাত বাড়ায়, তাহলে তো সৃষ্টির প্রতি তাবেদারি ও গোলামিই প্রকাশ পেল।’

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ

‘শাইখ কি এ দিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, প্রয়োজনেও কারও কাছে চাওয়া যাবে না?’—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শাইখ বললেন, ‘না, তা-না; আমি বরং বলতে চাচ্ছি—মৌলিকভাবে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ এবং প্রয়োজনসাপেক্ষে বৈধ। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে একাধিক হাদিসগ্রন্থে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

[১] সূরা আনকাবুত, আয়াত ১৭।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম হাদিস :

لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

> "কেয়ামত পর্যন্ত কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করতেই থাকবে; এমনকি তাদের চেহারায় সামান্য মাংসও থাকবে না।"[১]

দ্বিতীয় হাদিস :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ جاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا أَوْ خُمُوْشًا أَوْ كُدُوْحًا فِيْ وَجْهِهِ

> "পর্যাপ্ত সম্পদ থাকতেও যে মানুষের কাছে ভিক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতের চিহ্ন থাকবে।"[২]

তৃতীয় হাদিস :

لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلاَّ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمْعٍ مُوْجِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ

> "ভিক্ষা করা শুধু তার জন্যই বৈধ, যে মারাত্মক ঋণগ্রস্ত, দুঃখ-দুর্দশায় পতিত অথবা অভাবে জর্জরিত।"[৩]

হাদিসটি অর্থগত দিক থেকে সহিহ।

চতুর্থ হাদিস :

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ فَيَحْتَطِبَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ

> "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে আনে, সে আমার

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১০৪০; মুসলিমে حتى يأتي يوم القيامة এর স্থলে حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ আছে।

[২] ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ১৮৪০; সহিহ—শুয়াইব আরনাউত।

[৩] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ১৬৪১; ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ২১৯৮; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১২১৩৪; এটি মূলত আনাস ইবনু মালেকের সূত্রে বর্ণিত হাদিসের একটি অংশ। হাদিসের সনদ যঈফ তবে বিভিন্ন শাওয়াহেদের ভিত্তিতে হাদিসের এই অংশটুকু হাসান পর্যায়ের—শুয়াইব আরনাউত। অন্যান্য বর্ণনায় دمع এর স্থলে دم এসেছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> কাছে ওই লোকের চেয়ে উত্তম, যে অন্যের কাছে হাত পাতে, অনন্তর কিছু পায় বা না-পায়।"[১]

পঞ্চম হাদিস :

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

> "কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা ব্যতীত যে সম্পদ তোমার হস্তগত হয়, তা গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। আর যদি এমনটি না-হয়, তবে তা থেকে নির্লিপ্ত হও।"[২]

'কিছু পাওয়ার জন্য মুখে বলা বা অন্তরে কামনা করা—উভয়টি নবীজি ﷺ অপছন্দ করেছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে—

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

> "যে চাওয়া থেকে বিরত থাকে, তাকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী করেন; যে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে আল্লাহ সম্পদশালী করেন; যে ধৈর্য ধরে, তার সহনশীলতা আল্লাহ বৃদ্ধি করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম নিয়ামত আর কী হতে পারে!"[৩]

'নবীজি ﷺ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে অসিয়ত করেছিলেন কারও কাছে কিছু না চাইতে। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে এসেছে—

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَقُوْلُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيْ إِيَّاهُ ، وَ يَقُوْلُ إِنَّ خَلِيْلِيْ أَمَرَنِيْ أَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا

> "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাত থেকে লাঠি পড়ে যাচ্ছিল, তবু তিনি কাউকে তা হাতে তুলে দিতে বলেননি। তিনি বলতেন—'আমার

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪৭০; শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ১৪৭৩; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১০৪৫; শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।
[৩] মুসলিম, হাদিস-ক্রম :১০৫৩; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ১৬৪৪।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> বন্ধু আমাকে কারও কাছে কিছু চাইতে নিষেধ করেছেন।'"[১]

'সহিহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে আউফ ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَهُ فِي طَائِفَةٍ وَ أَسَرَّ إِلَيْهِمْ كَلِمَةً خَفِيَّةً: أَلَّا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَكَانَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ النَّفَرُ يَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَقُوْلُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيْ إِيَّاهُ

> *"নবীজি ﷺ কতক সাহাবীকে বাইআত প্রদান করে তাঁদেরকে একটি গোপন কথা বলেন। তা হলো—'তোমরা কারও কাছে কিছু চাইবে না।' এ কারণে তাঁরা হাত থেকে লাঠি পড়ে গেলেও কাউকে তুলে দিতে বলতেন না।"[২]*

'উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, বান্দার উচিত সর্বদা স্রষ্টার কাছে চাওয়া; বিনা প্রয়োজনে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

> *"সুতরাং যখন অবসর পান তখন ইবাদতে পরিশ্রান্ত হোন এবং আপনার রবের দিকে মনোনিবেশ করুন।"[৩]*

'নবীজি ﷺ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

> *"যদি কিছু চাইতেই হয় তবে আল্লাহর কাছে চাও, যদি সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় তবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কোরো।"'[৪]*

শাইখ কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝ দিয়ে আমি বলে ফেললাম, 'এখানে হাদিস

[১] মুসনাদ, ৭/১৮২

[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১০৪৩; শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

[৩] সূরা নাশর, আয়াত-ক্রম : নং ৭-৮

[৪] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫১৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও কুরআনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?'

শাইখ বললেন, 'আরবি ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে 'যরফ'[১] বোঝায় এমন শব্দ বাক্যের শুরুতে উল্লেখিত হলে তা নির্দিষ্টতা ও বিশিষ্টতা বোঝায়। এ হিসেবে এখানে যেন বান্দাকে বলা হচ্ছে—"কারও কাছে রিজিক চাইবে না, যদি চাইতেই হয়, তবে আল্লাহর কাছে চাও।" এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ اسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ

> *"আর তোমরা আল্লাহর কাছেই তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"*[২]

'বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের জন্য জীবিকা উপার্জন যেমন অপরিহার্য, তেমনি বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকাও আবশ্যক। উভয় ক্ষেত্রেই বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করার অবকাশ রয়েছে। কোনো প্রয়োজনে যেমন বান্দা আল্লাহর কাছে চাইতে পারবে, তেমনি সমস্যায় পতিত হলে তাঁর কাছে ফরিয়াদও জানাতে পারবে। যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—কুরআনের ভাষায়—

اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

> *"আমি তো আমার মনোবেদনা ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।"*[৩]

'এরই প্রেক্ষিতে কুরআনে কারিমে বিভিন্ন স্থানে اَلْهَجْرُ الْجَمِيْلُ তথা উৎকৃষ্ট ত্যাগ, اَلصَّفْحُ الْجَمِيْلُ তথা সুন্দর মার্জনা ও اَلصَّبْرُ الْجَمِيْلُ তথা উত্তম ধৈর্যের উল্লেখ রয়েছে।'

আমি বললাম, 'শাইখ! আমরা জানি কুরআনের এই শব্দগুলো প্রায় সমার্থবোধক; এসবের মধ্যে কি তেমন কোনো পার্থক্য আছে?'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, কেউ কেউ পার্থক্যের কথা বলেছেন। যেমন : উৎকৃষ্ট ত্যাগ হলো—মনে যাতনাহীন ত্যাগ; সুন্দর মার্জনা হলো—অপরাধীকে নিন্দা না-করে ক্ষমা; আর উত্তম ধৈর্য হলো—সৃষ্টিকুলের কাছে অভিযোগহীন সহ্য।

[১] স্থান, কাল বা পাত্র
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩২
[৩] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৮৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এজন্যই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ অসুস্থ থাকাকালে যখন বলা হয়েছিল—তাউস রহিমাহুল্লাহ তো রোগীর ক্রন্দন-রোদন অপছন্দ করেছেন, তিনি বলেন এটি অধৈর্য-জ্ঞাপক।' এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনো একটু উহ-আহ শব্দও করেননি।'

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা উত্তম ধৈর্যের পরিপন্থী নয়

আমি বললাম, 'শাইখ! আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলে ধৈর্য তার উত্তমরূপ হারাবে—এমনটি কি ভাবার সুযোগ আছে?'

শাইখ ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'না, আল্লাহর কাছে অনুযোগ করা উত্তম ধৈর্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু না। কেননা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ "সুতরাং আমার কর্তব্য হলো উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ।" [১] আবার তিনিই বলেছিলেন—إِنَّمَا أَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْ إِلَى اللهِ অর্থাৎ "আমি তো আমার মনোবেদনা ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।" [২] যেহেতু কুরআন একই সঙ্গে তাঁর ফরিয়াদ ও উত্তম ধৈর্যের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই আমরা বলতেই পারি—অভিযোগ বান্দার কাছে করা না-হলে, ধৈর্য তার শোভা হারাবে না।'

'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাজে সাধারণত সূরা ইউনুস, সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল তিলাওয়াত করতেন। উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কখনো কখনো তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন। তাঁর ক্রন্দনধ্বনি একদম পেছনের কাতার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। হাদিসে এসেছে মূসা আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ ، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

> *"হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনার সমীপেই আমার সকল ফরিয়াদ, আপনি আমার সাহায্যকর্তা, আপনি আমার মদদদাতা, আপনি আমার আশাভরসা; আপনি ছাড়া আমার কোনো সামর্থ্য নেই, নেই*

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ১৮
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৮৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো সক্ষমতা।”

‘তায়েফের তৎকালীন অধিবাসীরা নবীজির সঙ্গে কী আচরণ করেছিল তা আমাদের সকলেরই জানা। সে সময় নবীজি যে দুআ করেছিলেন, তা হলো—

اللَّهمَّ إليكَ أشكُو ضَعفَ قُوَّتِي ، وقِلَّةَ حيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ ، أنتَ ربُّ المستضعفينَ ، وأنتَ ربِّي . اللَّهمَّ إلى من تَكِلُني ؟ إلى بعيدٍ يتجَهَّمُني ، أمْ إلى عدوٍّ ملَّكتَهُ أمري. إن لم يَكُن بِكَ غضبٌ عليَّ فلا أبالي ، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هيَ أوسعُ لي ، أعوذُ بنورِ وجهكَ الَّذي أشرَقت لهُ الظُّلماتُ ، وصلُحَ عليهِ أمرُ الدُّنيا والآخرةِ ، أن ينزلَ بي سخطُكَ ، أو يحلَّ عليَّ غضبُكَ. لَكَ العُتبى حتّى تَرضى ، فلا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بِكَ

“হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি আমার দুর্বলতা প্রকাশ করছি, দুরবস্থা স্বীকার করছি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে অনুযোগ জানাচ্ছি; আপনি দুর্বলদের রব, আপনিই তো আমার রব; হে আল্লাহ! আপনি আমার দায়িত্ব আর কার ওপর ন্যস্ত করবেন? কতদিন আর তারা আমার ওপর আক্রমণ করে যাবে! কিংবা শত্রুদের হাতে আর কতদিন আমার বিষয় ছেড়ে দেবেন! আমার ওপর যদি আপনার ক্রোধ না থেকে থাকে তবে আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। তবে যদি আপনি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তাহলে তা আমার জন্য সহজ। আমি আপনার সত্তার নূরের ওসিলায় পানাহ চাইছি, যে নূরে দূরীভূত হয় সকল আঁধার, সমাধা হয় দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়-আশয়; তবে হ্যাঁ, আমার প্রতি যেন আপনার অসন্তুষ্টি কিংবা ক্রোধ না হয়; আপনার সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি। কেননা আপনি ছাড়া আমার আর কোনো ভরসা নেই, নেই কোনো শক্তি ও সক্ষমতা।”[১]

[১] আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবরানি, হাদিস-ক্রম : ১৮১; হাদিসটিতে সনদগত দুর্বলতা আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর গোলামির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা নিহিত

'যখন রবের দয়া ও করুণার প্রতি বান্দার প্রত্যাশা দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় হয়, যখন বান্দার মনে এই প্রত্যয় স্থিতি লাভ করে যে, আল্লাহই তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করবেন, তিনিই যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন, তখন রবের প্রতি বান্দার দাসত্ব ও আনুগত্যের স্তর অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়, বহুগুণে বৃদ্ধি পায় সৃষ্টিকুল থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা ও নির্লিপ্ততা। কিন্তু কারও আশা-ভরসা মাখলুক কেন্দ্রিক হলে, মনে গাইরুল্লাহর প্রতি বশ্যতা ও বাধ্যতা সৃষ্টি হবে। অবশ্য কোনোভাবে এসব থেকে বিমুখ থাকতে পারলে অন্তরের স্বচ্ছলতা এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে, তখন আর নিজেকে কারও কাছে ছোট মনে হবে না। জ্ঞানীরা বলেন—"কারও সমকক্ষ হতে চাইলে তার থেকে অমুখাপেক্ষী হও; কারও কাছে বড় হতে চাইলে, তার প্রতি অনুগ্রহ করো; আর কারও অধীন হতে চাইলে, তার দিকে হাত বাড়াও।"

'মূল কথা হলো—বান্দার ভরসাস্থল আল্লাহ হলে তার দাসত্ব ও আনুগত্যের স্তর সমুন্নত হয়। আর গাইরুল্লাহর কাছে নতজানু হলে খোদাভক্তি ও বন্দেগি থেকে সে বহুদূরে সরে যায়। বিশেষত যার জীবনের লক্ষ্য খালেক নয়, বরং মাখলুক, তার কথা তো বলাই বাহুল্য। এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে যার ভরসাস্থল হলো তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পত্তি, সৈন্য-অনুসারী, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব; যে নির্ভরশীল তার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, রাজ্য-রাজত্ব, যোগ্যতা-সক্ষমতা, নেতা-সমর্থকসহ আরও অনেকের ওপর, যাদের কেউ হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ হয়তো করবে। অথচ সে আস্থা রাখতে পারত চিরঞ্জীব সত্তার ওপর। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۭ وَ كَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا

> *'আপনি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর ভরসা করুন, যিনি অমর এবং তাঁর প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করুন। বান্দার পাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।"'* [১]

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি মনে মনে বলছিলাম, সুবহানাল্লাহ! শাইখ তো এ যুগের অধিকাংশ মানুষের সার্বিক অবস্থা একেবারে হুবহু বলে দিলেন! নিঃসন্দেহে শাইখ যে কথাগুলো বলে গেলেন, সেসব কেবল কোনো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ফকীহর পক্ষেই বলা সম্ভব। এবং এমন কারো পক্ষেই সম্ভব, যিনি অন্তরের রোগব্যাধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। পাঠক! আসুন আমরা শাইখের কথা শুনতে থাকি। শুধু শুনলেই হবে না, বরং সম্ভব হলে সোনার হরফে লিখে খাঁটি সোনার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেষ্টা করি।

শাইখ বলছিলেন, 'কারও মনে যদি মাখলুকের প্রতি এই প্রত্যয় ও প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, তারা তাকে বিপদে সাহায্য করবে, প্রয়োজনে রিজিকের ব্যবস্থা করবে এবং সর্বদা দেখভাল করবে, তাহলে নিজের অজান্তেই সে তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং আশানুপাতে তার অন্তরে তাদের প্রতি বশ্যতা ও বাধ্যতা জন্ম নেয়। যদিও বাহ্যত তাকে মনে হবে নির্দেশক কিংবা পরিচালক, বস্তুত তার হৃদয়জুড়ে কেবলই অন্যের তোষামোদ। কিন্তু বুদ্ধিমান তো শুধু চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে না, দেখে অন্তর্চক্ষু দিয়েও। তাই তার কাছে বাস্তবতা ধরা পড়ে, যদিও তা থাকে হাজারও আবরণে ঢাকা।'

'দেখো! কারও মন যদি কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, যদি এটি তার জন্য বৈধও হয়, তবুও এই 'আসক্তিটা' ভালো নয়; বরং ক্ষতিকর। এই আসক্তির কারণে সে ওই নারীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে, যা বলবে তাই শুনবে, চোখের ইশারায় উঠবে, বসবে। বাহ্যত যদিও সে তার কর্তা, যেহেতু সে স্বামী, কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে তার কারাগারে বন্দী, বা টাকায় কেনা গোলামের মতো।

'আর যদি স্বামীর মন স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়, যদি সে তার প্রতি মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়, তার কোনো বিকল্প সে ভাবতেই না পারে, তখন এই স্ত্রী তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষমতাধর মনিব ও অত্যাচারী আমিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে কোনোভাবেই তার ওই বলয় থেকে বের হতে পারে না। এমনকি এর থেকেও ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে পারে। কেননা মানসিক গোলামি শারীরিক গোলামির চেয়েও ভয়ংকর; আত্মিক দাসত্ব দৈহিক দাসত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট। এর কারণ হলো কেউ যদি শারীরিকভাবে কারও গোলামে পরিণত হয়, অথচ মন তার দাসত্ব মেনে না নেয়, তবে দাসত্ব সত্ত্বেও তার মনে স্বস্তি ও শান্তি থাকবে; তার দিকে সে তেমন ভ্রুক্ষেপই করবে না। এমনকি, সে ওই দাসত্ব থেকে মুক্তি

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাওয়ার চেষ্টা-কৌশল অব্যাহত রাখবে। এজন্য মানুষের অন্তর, যা কিনা প্রকৃত মালিক—সেই অন্তরই যদি গাইরুল্লাহর দাসে পরিণত হয়, তবে সেটাই হবে চূড়ান্ত দাসত্ব ও বন্দিত্ব; কেননা অন্তর এই দাসত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে।'

'অন্তরের দাসত্ব ও বন্দিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাপ ও পুণ্যের হিসেবও হয়ে থাকে। কেননা কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরের হাতে বন্দী হয়, অথবা পাপাচারী যদি তাকে অন্যায়ভাবে গোলাম বানায়, প্রত্যক্ষভাবে এটি খারাপ দেখালেও পরোক্ষভাবে এতে ক্ষতির কিছু নেই, যদি সে তার সাধ্যমতো আবশ্যকীয় আমলগুলো করতে থাকে। আর যদি কেউ সঙ্গত কারণে গোলামে পরিণত হয় এবং এরপর সে আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। যদি কাউকে কুফরি-কালামের ওপর বাধ্য করা হয়, এদিকে তার মন-মস্তিষ্কে ঈমান ও বিশ্বাস থাকে ভরপুর, তবে এতে সমস্যার কিছু নেই। অন্যদিকে কারও মন যদি গাইরুল্লাহর দাসে পরিণত হয়, তবে সেটি নিতান্তই ক্ষতির, বাহ্যত সে যত বড় রাজা-বাদশাই হোক না কেন।'

সুতীক্ষ্ণ শব্দের ঝংকার ও অনুপম বাক্যের মালা গেঁথে শাইখ তাঁর প্রাঞ্জল আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথার মিষ্টতায় কখন যে হারিয়ে গেছি, নিজেই জানি না। চারপাশের নিস্তব্ধতায় মনে হলো, আমি বুঝি একাই এই মজলিসে। সত্যতা যাচাই করতে ডানে-বাঁয়ে তাকালাম, দেখি, আমি একা না, সবার অবস্থাই এমন। যেন সবার মাথায় পাখি বসে আছে। হবেই বা না কেন; শাইখের এই বক্তব্য যদি পৃথিবীবাসী শুনত, তবে সকলেই সকল সমস্যার সমাধান পেয়ে যেত।

শাইখ বলছিলেন, 'প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মনের স্বাধীনতা। এমনিভাবে প্রকৃত পরাধীনতাও হলো মনের পরাধীনতা। যেমন মনের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

> *"সম্পদের আধিক্য নয়, বরং অন্তরের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা।"*[১]

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৪৪৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ১০৫১; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ৭৩১৬; বুখারি ও মুসলিমে إِنَّمَا এর স্থলে وَلَكِنَّ রয়েছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমি কসম করে বলতে পারি—এই যে ক্ষয়ক্ষতির কথা আমি বললাম, এসব তো কেবল বৈধ কিছুর প্রতি আসক্তির ফলেই ঘটে, আর যদি কেউ অবৈধ কিছুর প্রতি আসক্ত হয়, যেমন কোনো পরনারী কিংবা না-বালেগ বালক, তাহলে সে দুনিয়াতেই এমন এমন শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা থেকে কোনোভাবেই রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যারা এই ধরনের ফিতনায় পতিত হয়, তারা একদিকে যেমন শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, অপরদিকে তাদের সওয়াবের ঝুলিও থাকে শূন্য। কেননা কোনো প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হয়, তার মন তখন সে-দিকেই ঝুঁকে থাকে। শুধু প্রেম বা আসক্তিই নয়, বরং সে তার দাসত্ব ও বশ্যতা বরণ করে নেয়। এতে করে তার থেকে এত পরিমাণ মন্দ কাজ ঘটতে থাকে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না। হ্যাঁ, হতে পারে সে কোনোভাবে নোংরামি ও অশ্লীলতা বেঁচে থাকল, কিন্তু দীর্ঘদিন (অবৈধ) প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা অশ্লীলতার চেয়েও ভয়ংকর। কেউ যদি কোনো গুনাহ করার পর তাওবা করে, তাহলে তার হৃদয় থেকে ওই গুনাহের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। কিন্তু এমন লোকদের অবস্থা হলো নেশাগ্রস্ত ও মানসিক ভারসাম্যহীন লোকদের মতো। কবি বলেন—

"প্রবৃত্তির নেশা ও মদের নেশা তো একই,
নেশাগ্রস্ত কারও হুঁশ ফিরে কি কখনোই?"

'কবি আরও বলেন—

"তারা বলে : প্রেমে পড়ে পাগল হয়ে গেছ তো তুমি!
আমি বলি : প্রেমাসক্তি তো পাগলামির চেয়েও বেশি।
প্রেমে পাগল যে, যুগযুগান্তরে পাগলামি কাটে না তার,
সাধারণ পাগলামি কেটে যাবে হয়তো আজ, নয়তো কাল।"'

একটানা দীর্ঘ আলোচনার পর শাইখ থামলেন। আমরা বুঝতে পারলাম, তিনি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাচ্ছেন। তবুও আমি বলে ফেললাম— 'মুহতারাম শাইখ! শেষোক্ত বিষয়টিতে যদি আরেকটু বিস্তারিত আলোকপাত করতেন, তবে হয়তো আমার মতো অনেকেই উপকৃত হতো। এ বিষয়ে আসলে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা সকলেই খুব কম জানি; কিন্তু বুঝি, জানাটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন।'

শাইখ বললেন, 'আল্লাহ সহায় হলে এ বিষয়ে তোমাদের নিয়ে আগামী মজলিসে সবিস্তর আলোচনা করব। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবীজির প্রতি।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টম মজলিস

দেহের তুলনায় মনের স্বস্তি-অস্বস্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- অন্তরের আরোগ্য আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত
- মনোব্যাধি যেমন ক্ষতিকর শিফাও তেমনি কল্যাণকর
- প্রবৃত্তি হলো মনোব্যাধির আঁতুড়ঘর
- তাকওয়াই মনোব্যাধির সর্বোত্তম প্রতিষেধক
- দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও থাকে শিফা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টম মজলিস

দেহের তুলনায় মনের স্বস্তি-অস্বস্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ

প্রতিদিনের মতো আজও শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু তাইমিয়া মজলিসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বসে আছেন পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে, অবনত মস্তকে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন; নূরানি বদন ফিরিয়ে সকলকে একনজর দেখে নিলেন। শাইখকে ঘিরে সমবেত সফেদ পোষাকের তালিবুল ইলমরা যেন মুক্তোর মালা। শাইখ আবার চোখ নামিয়ে নিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি শয়তানের ধোঁকা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছেন, রবের প্রশংসা আদায় করছেন, তাঁর দেওয়া ইলমি নিয়ামতের ওপর শোকরানা জ্ঞাপন করছেন; ইলমের হক যেন আদায় করতে পারেন, সেই তাওফিক কামনা করছেন। চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী আজও শাইখ হামদ-নাত-ইস্তেগফার দিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। হামদ-নাত-ইস্তেগফার পাঠের পর বললেন—'উপস্থিত সম্মানিত সুধী! আজ আমরা আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা করব। বিগত বিষয়গুলোর মতো এটিও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি হলো—মানসিক ও শারীরিক স্বস্তি-অস্বস্তি। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলে নিচ্ছি। আশা করি এতে কথাগুলো বুঝতে সকলের সুবিধা হবে। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

অন্তরের আরোগ্য আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত

'ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি বলতে চেয়েছি যে, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে তার ন্যায়-নিষ্ঠার ওপর। এবং ক্ষতি ও ভ্রান্তি নির্ভর করে জুলুম ও অত্যাচারের ওপর।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সুচারুরূপে ও সুসংহতভাবে মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের দৈহিক সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবল ও স্বাভাবিক থাকার ওপর। এর কোনোও রকম ব্যত্যয় ঘটলেই মানুষ হয়ে পড়ে অসুস্থ, রোগাক্রান্ত। অনুরূপভাবে মানুষের অন্তরস্থ ব্যাধি-আরোগ্যের বিষয়টিও তার আত্মিক সততা, সত্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অন্তরস্থ রোগ ও আরোগ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাদিসে নববীতেও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

> *"তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, অনন্তর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।"*[১]

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

> *"যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।"*[২]

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

> *"তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহ প্রশমিত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।"*[৩]

قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

> *"তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী এসেছে এবং এসেছে অন্তরস্থ রোগের নিরাময়।"*[৪]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫২
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫
[৪] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আর আমি কুরআনে এমন কিছু অবতীর্ণ করেছি, যা বিশ্বাসীদের জন্য শিফা ও রহমত।"[১]

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটি একটি পথনির্দেশ ও আরোগ্য-বিধান।"[২]

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"সুতরাং কথাবার্তায় তোমরা (নারীরা) কোমল হয়ো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এমন কেউ প্রলুব্ধ হবে।"[৩]

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ

"যদি মুনাফিকরা, অন্তরস্থ ব্যাধিগ্রস্তরা এবং শহরে গুজব রটনাকারীরা না থামে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে তাদের ওপর ক্ষমতাবান করে দেব।"[৪]

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

"আর স্মরণ করুন ওই সময়কে, যখন মুনাফিকরা ও হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাথে ওয়াদা নয়, বরং প্রতারণাই করেছেন।"[৫]

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৮২
[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ৪৪
[৩] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৩২
[৪] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৬০
[৫] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ১২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'নবীজি ﷺ এরশাদ করেন—

هلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

> *"কোনো বিষয়ে যখন তাদের অবগতি না থাকে, তখন জিজ্ঞেস করে নেয় না কেন? অজ্ঞতা থেকে আরোগ্য লাভের উপায়ই তো জিজ্ঞাসা।"*[১]

'বাদশাহ হারুনুর রশিদ একবার ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ.-কে বলেছিলেন, "হে ইমাম মালিক! আপনি এবার আমাকে রোগমুক্ত করলেন।" 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا ، فَشَفَاهُ ، وَأَوْشَكَ لاَ يَجِدُهُ ، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ

> *"তোমাদের কেউ ততক্ষণ ভালো থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে; যদি সে কোনো বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে, তবে যেন এমন কাউকে জিজ্ঞেস করে নেয়, যে তাকে সন্দেহমুক্ত করবে; খুব বেশিদিন তেমন কাউকে পাবেও না; শপথ সেই সত্তার যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই!"*[২]

'আল্লাহ তাআলা অন্তরস্থ রোগ ও আরোগ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অন্তরের জীবন-মরণ, দর্শন-শ্রবণ, বুঝ-অবুঝ, অন্ধত্ব-বধিরতার কথা বলেছেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আত্মিক রোগ-আরোগ্য আসলে কী? জবাবে আমি বলব—অসুস্থতা মূলত দুই প্রকার; মানসিক ও শারীরিক। প্রথমটি হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে। আর দ্বিতীয়টি দেখা দেয়, প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক শারীরিক প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে।

'দেহ কিংবা মন—কোনো একটা রোগাক্রান্ত হলে মানুষ ব্যথিত হয়, কষ্ট পায়। আবার ইন্দ্রিয়বোধ এবং প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক শারীরিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৩৩৬; এটি মূলত হাদিসের একটি অংশ। হযরত জাবিরের সূত্রে বর্ণিত সনদে হাদিসটি যঈফ। সুনানু আবি দাউদে একই অর্থে কাছাকাছি শব্দে ইবনে আববাসের সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত আছে। শুয়াইব আরনাউত ইবনু আব্বাসের সনদকে হাসান বলেছেন। হযরত জাবিরের বর্ণনায় هَلاَّ এর স্থলে أَلاَ এসেছে।

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৯৬৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সতেজ থাকলে দেহ-মনে ফুরফুরে আমেজ বিরাজ করে। এজন্য النعمة শব্দটি النعيم শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, তা-ই হলো নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

> *"এরপর সেইদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে।"*[১]

'অর্থাৎ সেগুলোর শুকরিয়া আদায় সম্পর্কে।'

আমি বললাম, 'শাইখ যদি এ বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলতেন যে, স্বস্তি কিংবা অস্বস্তির যে অনুভূতি, এসব কি হেতুপূর্ব বিষয়, না স্বয়ং কোনো কিছুর প্রতিফল?'

শাইখ বললেন, 'শোনো! আনুকূল্য মানুষের মনে স্বস্তি ও সুখের সঞ্চার করে, আর প্রতিকূলতা থেকে অস্বস্তি ও দুঃখ সৃষ্টি হয়। মৌলিকভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্বস্তি বা অস্বস্তির উৎস বা উদ্দীপক—কোনোটিই নয়। এসব তো বরং সেটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের মতো।'

'তাই রোগমাত্রই পীড়াদায়ক। কিন্তু কখনো হয়তো কোনো কারণে সেটা থেমে থাকে বা তার কষ্টটা অনুভূত হয় না। সুতরাং রোগের জন্য অবধারিত বিষয় হলো তাতে এমন উপাদান থাকবে যা সামান্য কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হবে। তাই রোগের মধ্যে যন্ত্রণার কারণ থাকবে অবশ্যই। তবে হ্যাঁ, এই যন্ত্রণা কখনো ভিন্ন কোনো কারণে অনুভূত নাও হতে পারে।'

মনোব্যাধি যেমন ক্ষতিকর শিফাও তেমনি কল্যাণকর

এবার আমি জানতে চাইলাম, 'মানসিক ও শারীরিক স্বস্তি ও অস্বস্তির মধ্যে কোনটি বেশি গুরুতর?'

শাইখ বললেন, 'মানসিক তথা আত্মিক স্বস্তি ও অস্বস্তি শারীরিক স্বস্তি ও অস্বস্তির তুলনায় বেশি গুরুতর। তবে দৈহিক অসুস্থতা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার

[১] সূরা তাকাসুর, আয়াত-ক্রম : ৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণে মনেও যে অস্বস্তি অনুভূত হয়, সেটি একটু ব্যতিক্রম। তাই চৈত্তিক সুস্থতা-অসুস্থতা দৈহিক সুস্থতা-অসুস্থতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংশয় ও সন্দেহ কখনো কখনো অন্তরস্থ রোগের আলামত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে। আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

> *"ফলে যার অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ সে প্রলুব্ধ হয়।"*[১]

'এ-কারণেই আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আল-খারায়িতি একটি কিতাব রচনা করেছেন; যার নাম দিয়েছেন 'কিতাবু ইতিলালিল কুলুব বিল-আহওয়া'[২]। মূলকথা হলো—মুনাফিকদের হৃদয় দুটি কারণে রোগাক্রান্ত। যথা : আকিদা বা বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতা এবং ইরাদা বা ইচ্ছাসংক্রান্ত বিভ্রান্তি।

'আবার দেখো, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তির মনেও একরকম রোগের সংক্রমণ ঘটে। যাকে বলা যায়—জালিমের জুলুম থেকে নিঃসৃত মাজলুমের মনোবেদনা। আমরা দেখি মাজলুমের মনঃকষ্ট কেবল পাওনা বুঝে পেলেই দূর হয়। অন্তরের কষ্ট ও অস্বস্তি দূরীকরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

> *"মুমিনদের অন্তরসমূহ প্রশমিত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।"*[৩]

'মনের বেদনা দূর হলে অন্তরের ক্ষোভ চলে যায়। আবার মনঃকষ্ট দূর হলে এবং প্রাপ্য বুঝে পেলে মাজলুমের মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। উল্লিখিত আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দেখো, কারও দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলা মানবদেহে মারাত্মক অসম্পূর্ণতা ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, এ অবস্থায় সে অগণিত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়, সম্মুখীন হয় অসংখ্য সমস্যার। অনুরূপভাবে কারও অন্তরচক্ষু যদি অন্ধ হয়, হৃদয়ের কান বধির হয়; ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল ও কল্যাণ-অকল্যাণ নিরূপণে

[১] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৩২

[২] অর্থ : প্রবৃত্তির কারণে অন্তর রোগাক্রান্ত

[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১৪,১৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্তর অসমর্থ হয়, তাহলে এসব সমস্যাও তার অন্তরস্থ ব্যাধি। সন্দেহ নেই এইসব ব্যাধি ওই ব্যক্তিকে একসময় কুপোকাত করে ফেলবে এবং এর প্রকোপে সে মানসিকভাবেও যন্ত্রণায় ভুগবে।'

'আবার দেখো, কারও মনে যখন কোনো বদ অভ্যাস স্থান পায়—যেমন : মাত্রাতিরিক্ত খাবার খাওয়া কিংবা অখাদ্য-কুখাদ্য প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখা, ইত্যাদি—এমতাবস্থায় এই বদ অভ্যাস একসময় তার রোগে পরিণত হয় এবং তাকে ফেলে উভয় সংকটে। অর্থাৎ, খাওয়ার পর যে যন্ত্রণায় সে ভোগে, সেটি তার আহারপূর্ব অবস্থার তুলনায় বেগতিক হয়; খাবার বেশি খেলেও অস্থির লাগে, আবার কম খেলেও পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে।'

'আরও একটি উদাহরণ দেখো। কেউ যদি এমন কারও প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, যে তার কোনো কাজেই আসবে না, যদিও এই প্রেমের কারণ হয় প্রেমাস্পদের রূপ-সৌন্দর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা ধন-সম্পত্তি, এমতাবস্থায় যদি কোনোভাবে প্রেমিক তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তাহলে সে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মতো অন্তর্দাহে জ্বলে। আর যদি কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত মানুষ আয়ত্তে এসেই যায়, তাহলে সমস্যা কতগুণ বৃদ্ধি পায়, তা বলাই বাহুল্য।'

'আবার, কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি উপকারী ও দরকারি খাবার-পানীয় অপছন্দবশত পরিহার করে চলে, তাহলে তার রোগ নিরাময় তো দূরের কথা, বরং বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এই দুর্দশা অব্যাহত থাকলে এক পর্যায়ে তার প্রাণনাশও ঘটতে পারে। আবার হতে পারে ওইসব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য পথ্য ও প্রতিষেধক সে এড়িয়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে সমস্যা কম থাকলেও পরে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যদি না আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন।'

'তো, আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি হিংসুকের অবজ্ঞা ঠিক সুস্থদের পানাহার করতে দেখে অসুস্থ কারও খারাপ লাগার মতোই। এমনকি তাদের এই খাবার-দাবার তো সে একরকম সহ্যই করতে পারে না। এদিকে হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি তার দায়-দায়িত্ব এমনভাবে এড়িয়ে চলে, যেমন রোগক্লিষ্ট কেউ উপকারী ও দরকারি পানাহার থেকে নিজেকে দূরে রাখে।'

আমি বললাম, 'শাইখ! বিষয়টি তো জনৈক কবির এই কবিতারই অনুলিপি—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(ভাবার্থ) "তারা আমাকে ওষুধের নামে 'অসুখ'ই খাইয়েছে; শুশ্রূষার নামে কুপথ্য দিলে রোগ কি আর নিরাময় হয়!" শাইখ, আমার কাছে মনে হয়, পরিমিতিবোধ নিঃসন্দেহ অনেক বড় নিয়ামত।'

শাইখ বললেন, 'সত্য বলেছ। তোমার সঙ্গে আমি আরও একটু যোগ করি—দেখো, আত্মিক সুস্থতা ও মধ্যমপন্থা বর্জিত যে আসক্তি ও অবজ্ঞা মানুষের মনে জন্ম নেয়, তা ঠিক দৈহিক সুস্থতা ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিরুদ্ধ আসক্তি ও অনাসক্তির মতো। অন্তরের চোখ ও হৃদয়ের কান যদি বাস্তবতা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা দৈহিক অন্ধত্ব ও বধিরতার অনুরূপ, যা কি-না মানুষকে শরীরী বস্তু-দর্শনের সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়; দূরীভূত করে দেয় ক্ষতিকর কিংবা কল্যাণকর জিনিসের পার্থক্য নিরূপণ ক্ষমতা।'

'একজন অন্ধ যদি তার চোখে আলো ফিরে পায়, তাহলে কতইনা খুশি হবে, তার জন্য এটা কত বড় পাওয়া হবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়া তার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। শুধু তাই নয়, অন্তরের চোখে দেখে কোনো কিছুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, আর চর্মচোখে তাকিয়ে থাকার মধ্যে যে কী বিশাল তফাৎ বিদ্যমান, তা কেবল আল্লাহ তাআলাই পরিমাপ করতে পারবেন।'

'আমরা এখানে কেবল উভয় প্রকার অসুস্থতার মধ্যে মিল ও অমিলগুলো তুলে ধরতে চেয়েছি। কেননা আত্মিক চিকিৎসা তো দৈহিক চিকিৎসার মতোই। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সমীপে চিঠিতে লিখেন—"শুনেছি আপনি চিকিৎসা-পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। সতর্ক থাকবেন, কোনো প্রাণনাশের ঘটনা যেন না ঘটে। আর হ্যাঁ, আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন বান্দার অন্তরস্থ রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য।" আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"কুরআনে আমি যা নাজিল করি, তা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> জন্য রহমত। আর জালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।”[১]

‘একই কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা অথচ কাফিরদের জন্য ব্যাধি! এর মূল কারণ হলো—বিশ্বাস ও অবিশ্বাস। সাধারণত ওষুধের ওপর বিশ্বাস রাখলে তা কাজে দেয়, অবিশ্বাস থাকলে হয়তো তা কোনো কাজেই আসে না। কুরআন কাফিরদের জন্য উপকারী না হলেও মুমিনরা তা থেকে উপকৃত হয়, কারণ তারা পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে অন্তরস্থ ব্যাধি নিরাময়ে এই ওষুধ প্রয়োগ করে।’

প্রবৃত্তি হলো মনোব্যাধির আঁতুড়ঘর

‘বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকবে, তাহলে মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির মূল হেতু কী?’ জানতে চাইলাম আমি।

শাইখ বললেন, ‘মানুষের প্রাকৃতিক কামনা-বাসনা বা ঘৃণা-অবজ্ঞা যখন পরিমিতিবোধের সীমা অতিক্রম করে, তখন তার মধ্যে দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়। এটি হতে পারে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কোনোকিছুর প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে, অথবা হতে পারে উপকারী কোনো কিছুর প্রতি কামনা-বাসনা থেকে। এ কারণে সে এমন কিছু অপছন্দ করতে থাকে যা তার জন্য উপকারী এবং পছন্দ করতে শুরু করে ক্ষতিকর সবকিছু। আর এর সবই হয়ে থাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সঞ্চালন-শক্তির দুর্বলতার কারণে।

‘অনুরূপভাবে পরিমিতিবোধ-বর্জিত প্রেম-ভালোবাসা বা ঘৃণা-অবজ্ঞা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত ব্যাধি সৃষ্টি করে। যাকে বলে অন্তর্লিপ্সা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

> “আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে!”[২]

‘আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৮২
[২] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ৫০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *"বরং যারা জালিম, তারা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।"*[১]

'চিকিৎসকের পরামর্শ বা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে কিছু করলে মানুষের দেহের স্বাভাবিক অবস্থাও এভাবে বিঘ্নিত হয়। অবশ্য মানসিক সক্ষমতা ও অক্ষমতা থেকেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ কারণে সে আর উপকারী পথ্য-প্রতিষেধক ঠিকমতো চিনতে পারে না।'

'অনেক নির্বোধ রোগী আছে, যারা অসুস্থাবস্থায়ও যাচ্ছেতাই খেতে চায়, ওষুধপত্র একটু মুখরোচক না-হলে বা অরুচিকর হলে আর খেতে চায় না। অথচ একটু কষ্ট করে ওষুধটা খেলে সাময়িক কষ্ট হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা উপকারী। কিন্তু এটুকু না করলে পরবর্তী সময়ে তাকে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটে। বনি আদমের অবস্থা ঠিক অনুরূপ—এরা মূর্খতাবশত নিজেদের ওপর জুলুম করে, চিত্তাকর্ষক যা দেখে তাই পেতে চায়, চাই তা ক্ষতিকরও হোক। আবার যা অপ্রীতিকর মনে হয়, তাই এড়িয়ে যায়, যদিও তাতেই কল্যাণ নিহিত। এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের কারণে একসময় মানুষকে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—দুনিয়াতে কিংবা আখেরাতে। আর আখেরাতের আজাব তো বড়ই ভয়ংকর।'

তাকওয়াই মনোব্যাধির সর্বোত্তম প্রতিষেধক

জানতে চেয়ে বললাম, 'শাইখ, আপনার আলোচনা শুনে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবছি, হৃদয়স্থ যে-সকল ব্যাধির কথা আমরা জানলাম, এতে কেউ আক্রান্ত হলে কী উপায় হবে তার? কীভাবে সে চিকিৎসা নেবে, সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করবে?'

শাইখ বললেন, 'তোমরা যদি একশব্দে এর সমাধান চাও, তাহলে তার জবাব হবে "তাকওয়া"। হ্যাঁ, তাকওয়া বা পরহেজগারিতাই এ-সকল রোগের সর্বোত্তম প্রতিষেধক। তাকওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো—উপকারী কর্মের মাধ্যমে ক্ষতিকর সবকিছু থেকে আত্মরক্ষা করা। অর্থাৎ একই সাথে ভালো জিনিস গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ জিনিস পরিহার করতে হবে। অপরন্তু যে অনিষ্ট থেকে বাঁচতে

[১] সূরা রূম, আয়াত-ক্রম : ২৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, তার জন্য উৎকৃষ্ট কিছু গ্রহণ করা অপরিহার্য। কখনো কখনো মানুষ ভালো কিছু গ্রহণ করার পাশাপাশি খারাপটাও চেখে দেখে। এমন হলে সেটাকে আর যা বলা তাকওয়া বলা যাবে না। আবার ভালো-মন্দ উভয়টা একত্রে পরিহার করাও সম্ভব না। কেননা মানুষ যখন দীর্ঘ সময় খাবারশূন্য থাকে, তখন ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য-কুখাদ্য যা-ই সামনে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে, যা হয়তো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি হতে পারে প্রাণনাশক। এমনটি করা যাবে না। এজন্যই আখেরাতের উত্তম প্রতিফল ও প্রকৃষ্ট প্রতিদান কেবল তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য। কেননা তারা নিজেদেরকে যাবতীয় কদর্য ও অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেছে। তাদের শেষ পরিণতি হলো আত্মসমর্পণ, মর্যাদা ও সম্মান। যদিও আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির পথে চলতে গিয়ে প্রথম দিকে তাদেরকে নানারকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সৎকাজ ও নেকআমলের ওপর অটল অবিচল থাকতে গিয়ে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

> "তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমাদের কাছে যা অপছন্দের, হতে পারে তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার কোনোকিছু হয়তো তোমাদের পছন্দের, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"[১]

অসৎকাজ ও বদআমল থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

> "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[২]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২১৬
[২] সূরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৪০,৪১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও ইরশাদ করেন—

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

> *"আর তোমরা কামনা করছিলে এমন জিনিস যাতে কোনো রকম কণ্টক নেই, তা-ই তোমাদের ভাগে আসুক।"*[১]

'আসলে কি, যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার পথ এড়িয়ে চলবে, তার জন্য নিকৃষ্ট পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর যে মন্দ বিষয়াবলি পরিহার করার পাশাপাশি ভালো কিছু গ্রহণ করেছে, সে ওই লোকের তুলনায় উত্তম, যে কেবল মন্দ ত্যাগ করলেও ভালো কিছু এখনো গ্রহণ করেনি। কেননা অখাদ্য ত্যাগ করতে বলায় যদি খাদ্য গ্রহণই কেউ ছেড়ে দেয়, তাহলে তো অসুস্থতা নিশ্চিত। হুবহু দশা তারও, যে কুপথ ছেড়েছে তো ঠিক, কিন্তু সুপথ এখনো ধরেনি।'

আমি বললাম, 'শাইখ, আলোচনা থেকে যা বুঝলাম—আমার মনে হয় অনেকের বুঝই এমন—ভালো-মন্দ উভয়টা একত্রে পরিহার করা সমপর্যায়ের। বিষয়টি কি এমনই?'

শাইখ বললেন, 'না, বিষয়টি এমন নয়। আমি যা বোঝাতে চাইছি, আমি নিজেও যা বিশ্বাস করি এবং যা আমার কাছে একটি শক্তিশালী মূলনীতি, তা হলো—ভালো কিছু গ্রহণ করা মন্দ কিছু পরিহার করার তুলনায় উত্তম। যেমন খাবার খাওয়া অনাহারে থাকার চেয়ে উত্তম। এখানে প্রথমটি অপরিহার্য বলে মুখ্য আর দ্বিতীয়টি পারিপার্শ্বিক হবার কারণে গৌণ। সুস্থতাকালে রোগসৃষ্টিকারী উপকরণ এড়িয়ে চলা এবং রোগাক্রান্ত হলে রোগমুক্তির তদবির করা যেমন আবশ্যক, ঠিক তেমনি অন্তরস্থ ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রথমত রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, উপরন্তু রোগাক্রান্ত হয়েই গেলে সুস্থ হওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।'

'লক্ষণীয় বিষয় হলো—সুস্থতা রক্ষিত হয় আরোগ্যের মাধ্যমে আর রোগ দূরীভূত হয় প্রতিষেধক প্রয়োগে। তাই ইলম ও ঈমান-পরিবর্ধক বিষয়াবলি মনে স্থান দিলে অন্তর সুস্থ থাকবে। যেমন : আল্লাহর স্মরণ, আখেরাতের ধ্যান ও অনুধাবন এবং শরিয়ত-নির্ধারিত কর্তব্য পালন। আবার এগুলো অন্তরের

[১] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রোগব্যাধির জন্যও প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। যেমন : বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে সংশয়-সন্দেহ দূর হয়, হকের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে বাতিলের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয় এবং এই ঘৃণার দরুণ বাতিলের প্রতি মহব্বত দূর হয়।

'ইয়াহইয়া ইবনু আম্মার বলেছেন—"ইলম বা জ্ঞান পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার হলো দ্বীনের প্রাণশক্তি স্বরূপ; যা কি না তাওহিদ তথা একত্ববাদের ইলম। দ্বিতীয় প্রকার হলো দ্বীনের খাদ্য স্বরূপ; যা কি না কুরআন ও হাদিস সংক্রান্ত ইলম। তৃতীয় প্রকার হলো দ্বীনের ওষুধ স্বরূপ; তা হলো সমসাময়িক সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত ইলম বা ফতোয়ার ইলম। চতুর্থ প্রকার হলো দ্বীনের ব্যাধি স্বরূপ। যেমন : বিদআতিদের কার্যকলাপ। পঞ্চম প্রকার হলো দ্বীন ধ্বংসের কারণ। আর তা হলো জাদুবিদ্যা বা জাদু-সংক্রান্ত ইলম।"

'তো, যে কথাটি বললাম—সুস্থতা রক্ষিত হয় আরোগ্যের মাধ্যমে আর রোগ দূরীভূত হয় প্রতিষেধক প্রয়োগে। এটি শরীরের প্রাকৃতিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি অন্তরের আত্মা, ধর্ম ও শরিয়ত সংক্রান্ত রোগের বেলায়ও সত্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه — {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الْآيَةَ.

> *"প্রত্যেক নবজাতক আপন ফিতরাতের (প্রকৃতির) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয় (পরে সেগুলোর নাক-কান কাটা হয়)। তোমরা কি এসবকে (জন্মগতভাবে) কানকাটা দেখেছ?" পরে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিলাওয়াত করেন—(فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) "আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"[১]*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ১৩৮৫ ও ১৩৫৮; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ২৬৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন—

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ . وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ . فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

"নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন, এরপর তিনিই সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন—তোমাদের আমি যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ ভয় নিজেদের লোককে কর? এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য সকল নিদর্শন সবিস্তার বর্ণনা করি। বরং যারা জালিম, তারা অজ্ঞতাবশত তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অতএব, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে! তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি), যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[১]

[১] সূরা রুম, আয়াত-ক্রম : ২৫-৩০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'উল্লিখিত হাদিস ও আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়—আল্লাহ বান্দাকে তাঁর দিকে অভিমুখী হওয়ার প্রাকৃতিক গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা—যার কোনো শরিক নেই।'

'এটাই হলো অন্তরের পরিমিত স্বাভাবিক ও সঠিক পদক্ষেপ। এর ব্যতিক্রম মহাঅন্যায়। কেউ তা করলে সে অজ্ঞাতসারেই প্রবৃত্তির অনুসারী বলে গণ্য হবে। এই ফিতরাত তথা স্বভাব ও প্রকৃতির জন্য এমন উপাদান অপরিহার্য যা তার নিজস্ব ইলম ও আমলকে পরিবর্ধন করবে। এজন্য সমগ্র দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ ফিতরাত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়তের সজ্জায় সুসজ্জিত। আর এটিই হলো আল্লাহর দস্তরখান। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ كُلَّ آدِبٍ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَأْدُبَتُهُ ، وَإِنَّ مَأْدُبَةَ اللهِ هِيَ الْقُرْآنُ

> *"প্রত্যেক মেজবান চায় তার ভোজসভায় মানুষ এসে মেহমানদারি গ্রহণ করুক; আর আল্লাহর মেহমানদারি হলো কুরআন।"*[১]

'উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। কুরআন ও হাদিসেও এই উপমা এসেছে। যা হোক, যারা স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অন্তরকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মনের ভেতর বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটায়। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন অন্তরের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শিফাস্বরূপ।'

দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও থাকে শিফা

আমি মনে মনে বললাম, 'শাইখ ফিতরাত সংক্রান্ত হাদিসের যে ব্যাখ্যা করলেন, এতে সূক্ষ্ম একটি আপত্তি রয়ে গেছে। বিষয়টি আসলে ভাবনারও বটে। এরই মধ্যে শাইখ আপত্তি উঠতে পারে এমন একটি বিষয়ে আলোচনা তুললেন। বিষয়টি হলো—আল্লাহ-প্রদত্ত ফিতরাত তথা স্বভাব-প্রকৃতির ওপর অবিচল থাকার পরও মুমিনরা কেন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়?

[১] ফাযায়েলে কুরআন, ইমাম দারেমি (২৩২৪)। হাদিসের রাবীরা বিশ্বস্ত হলেও সনদে সামান্য বিচ্ছিন্নতা আছে। এই বর্ণনার সাথে ইমাম দারেমির বর্ণনার শব্দগত পার্থক্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাইখ কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'মুমিনরা যে-সকল বিপদ-আপদ দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয় এর একটি ভালো দিক হলো, এর মাধ্যমে যাবতীয় পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে বান্দা জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হয়। যেমন হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا خَطَايَاهُ

> *"মুমিন যে দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা-ভাবনা, কষ্ট-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়, এমনকি তার পায়ে যদি একটি কাঁটাও ফুটে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।"*[১]

'এর সত্যায়ন পাওয়া যায় কুরআন খুললে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

> *"যে-কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে।"*[২]

'এখন কেউ যদি এতসব রোগব্যাধি থেকে দুনিয়াতে পরিশুদ্ধ না হয়, বরং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে আখেরাতে রোগমুক্ত হতে হবে। তাই আল্লাহ তাকে শুদ্ধির নিমিত্তে শাস্তি দেবেন। যেমন কেউ যদি একসঙ্গে একাধিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, উপরন্তু রোগ উপশমের জন্য কোনো ঔষধ সেবন না করে, অনন্তর আরও রোগ জমতে থাকে, তাহলে তার মৃত্যু দ্রুত অনিবার্য। আসারে বর্ণিত হয়েছে—

إِذَا قَالُوا لِلْمَرِيضِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ يَقُولُ اللهُ كَيْفَ أَرْحَمُهُ مِنْ شَيْءٍ بِهِ أَرْحَمُهُ

> *"রুগ্ন ব্যক্তির জন্য যখন দুআ হিসেবে অন্যরা বলে, 'হে আল্লাহ আপনি তার প্রতি রহম করুন!' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি যেভাবে তার প্রতি রহম করেছি, তা থেকে আবার কীভাবে রহম করব?'"*

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৫৬৪১, ৫৬৪২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৫৭৩।
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْمَرَضُ حِطَّةٌ يَحُطُّ الْخَطَايَا عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ وَرَقَهَا

> *"অসুস্থতা হলো অসুস্থ ব্যক্তির পাপমোচন করে, যেমন মৃত গাছ থেকে পাতাসমূহ ঝরে পড়ে।"*[১]

'বিভিন্ন শারীরিক রোগব্যাধি—যেমন প্লেগ, ডায়রিয়া, মানসিক, ভারসাম্যহীনতা, ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে শহিদি মর্যাদা লাভ করবে। অনুরূপভাবে কেউ পানিতে ডুবে কিংবা আগুনে পুড়ে অথবা ধ্বংসস্তুপের নিচে পড়ে মারা গেলেও শহিদ বলে গণ্য হবে।'

'তো, শারীরিক ব্যাধির মতো আত্মিক যে সকল ব্যাধি রয়েছে তাতে আক্রান্ত হয়ে যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করে ও ধৈর্যধারণ করে এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহিদি মর্যাদা পাবে, ঠিক যেমন একজন ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে রণাঙ্গনে ধৈর্য ধরে আমৃত্যু জিহাদ করে শহিদ হয়ে থাকে।'

'এর কারণ হলো—কার্পণ্য ও ভীরুতা আত্মিক ব্যাধি। কেউ এইসব ব্যাধিকে পাত্তা দিলে মনে একরকম যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, আবার না দিলেও যাতনা পোহাতে হয়। ঠিক যেমন শারীরিক রোগের বেলায় হয়ে থাকে। এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কথিত প্রেম-ভালোবাসা—সে আলোচনা যদিও গত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, কেউ যদি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে, তথাপি নিজেকে পবিত্র রাখতে চেষ্টা করে, বিষয়টি গোপন রাখে, ধৈর্যধারণ করে এবং এমতাবস্থায় মারাও যায়, তাহলে সে শহিদ বলে গণ্য হবে। এর কারণ হিসেবে এ-ও বলা হয়েছিল, এসব প্রেম-ভালোবাসা হলো অন্তরের ব্যাধি, যা মানুষকে ক্ষতির দিকে টেনে নেয়। ঠিক যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে রোগব্যাধি ক্ষতির মুখোমুখি করে। তো, কেউ যদি প্রেমাসক্ত হয় এবং সেই আসক্তিকে মনে স্থান দেয়, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতে তাকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, এই আশঙ্কা আছে। আর যদি সে এটাকে পাত্তা না দেয়, গোপন রাখে, নিজেকে হেফাজতে রাখে, তবুও তাকে কষ্ট পেতে হয়; কিন্তু এই কষ্টাবস্থায় মারা গেলেও শহিদি মৃত্যু হবার আশা করা যায়। এখানে মূলত যে বিষয়টি ঘটে তা হলো, এসব প্রেমাসক্তি তাকে জাহান্নামে নেওয়ার ব্যবস্থা করে, আর সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে তা

[১] আল-মুজামুল কাবির, তাবরানি, হাদিস-ক্রম : ১০০২; সহিহ—আলবানি। হাদিসটির বিভিন্ন শাওয়াহেদ আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে হেফাজত করে। ঠিক যেমন ভীরুতা মানুষকে জান্নাত থেকে বাধা দেয়, কিন্তু সে তা পরোয়া না করে নিজেকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যায় এবং শহিদ হয়ে নিজেকে জান্নাতের উপযুক্ত করে।'

'তো, এই সকল রোগে আক্রান্ত হয়েও যদি কেউ নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে সে ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে নবীজি ﷺ বলেছেন—

لَا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ

> *"মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে ফয়সালাই করুন না কেন, নিঃসন্দেহে তা কল্যাণকর। যদি সে কখনো সুসময় অতিক্রম করে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আবার যদি কখনো বিপদগ্রস্ত হয় এবং তাতে ধৈর্যধারণ করে, তবে সেটাও তার জন্য কল্যাণকরই হয়।"*[১]

'সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি ﷺ ও তাঁর সকল সাহাবীর ওপর।'

শাইখের মজলিস আজকের মতো এখানেই শেষ। কিন্তু মজলিস শেষ হলেও সকলের মনে একই কামনা—আল্লাহ তাআলা যেন আবার আমাদেরকে শাইখের মজলিসে সমবেত হওয়ার তাওফিক দেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

[১] জামিউল উসুল, হাদিস-ক্রম : ৭০১২; শব্দগত তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবম মজলিস

অন্তরের আরোগ্য ও শুশ্রূষা

অন্তরের আরোগ্য ও প্রতিষেধক

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবম মজলিস

অন্তরের আরোগ্য ও শুশ্রূষা

কথা ছিল আজ অন্তরস্থ রোগ নিরাময়ের ওষুধপত্র, প্রতিষেধক, উপাদান ও উপকরণ নিয়ে আলোচনা হবে। তাই আমরা প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়ার মজলিসে উপস্থিত হয়েছি। এর কারণ হলো, গত মজলিসে শাইখ হৃদয়স্থ ব্যাধির স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অন্তরের জীবন-মরণসহ বিভিন্ন রোগব্যাধি সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। আর আজকের মজলিসে থাকবে সেই সকল ব্যাধির চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা।

শাইখ মসনদে বসতে বসতেই পুরো মজলিস কানায় কানায় ভরে গেল। তিনিও গাম্ভীর্যপূর্ণ ও দীপ্তিময় বদনে উপস্থিত জনতার দিকে মায়াবী নজরে তাকালেন। তারপর হামদ-নাত দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন, বললেন—'প্রিয় সুধী! বিগত হালকায় আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আজ আমরা অন্তরস্থ রোগ নিরাময়ের উপায় ও উপকরণ বলে দেব। কারণ ইতোপূর্বে আমরা কেবল এসবের পরিচয়-প্রকৃতি, অনিষ্ট ও ক্ষতিই তুলে ধরেছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সহায় হোন, তাওফিক দিন।

অন্তরের আরোগ্য ও প্রতিষেধক

'প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, অন্তরের শিফা-শুশ্রূষার জন্য এমন ঈমানি প্রতিষেধক অপরিহার্য, যা পর্যাপ্ত কার্যকরী ও যথেষ্ট শক্তিশালী। এই চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী ও পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত-অন্তরের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষেধক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'**প্রথম প্রতিষেধক—আল-কুরআন** : কুরআন হলো অন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাধির জন্য শিফা স্বরূপ—বিশেষত সংশয় ও সন্দেহের মতো রোগের জন্য তো মহৌষধ। কুরআনের বাণী-বর্ণনা, আয়াত ও নিদর্শন হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনে দেয়; অনুভব-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিনষ্টকারী এবং সংশয় উদ্রেককারী যাবতীয় ব্যাধি এমনভাবে সমূলে ধ্বংস করে যে, এরপর আর বান্দার সত্য-মিথ্যা চিনতে, হক-বাতিল বুঝতে বেগ পেতে হয় না; প্রতিটা বিষয় সে নিজস্ব রূপ ও প্রকৃতিতে দেখতে সক্ষম হয়।'

'কুরআনে রয়েছে প্রজ্ঞা-হিকমত, ওয়াজ-নসিহত, ভীতি-প্রদর্শন, সুসংবাদ-জ্ঞাপন এবং শিক্ষণীয় ঘটনাবলির বিবরণ, যা অন্তরের রোগমুক্তিকে একরকম অপরিহার্য করে তোলে। কুরআনের সংস্পর্শে এলে অন্তর সকল সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং যাবতীয় অনিষ্টতা ও কদর্যতা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে; ভালোবাসতে শুরু করে সরল-সঠিক পথ, ঘৃণা ও অবজ্ঞা তৈরি হয় ভ্রান্ত পন্থার প্রতি, যদিও একসময় ভুলের প্রতিই তার আসক্তি ছিল, ভালোর প্রতি ছিল অনীহা।'

'কুরআন হলো চিত্ত-বিনষ্টকারী রোগব্যাধির জন্য এমন এক প্রতিষেধক, যা রোগপ্রতিরোধ করেই যাবে, যতক্ষণ-না অন্তর সুস্থ হয়, চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটে এবং ওই স্বভাব ও প্রকৃতিতে ফিরে আসে, যেমন শরীর সুস্থ হলে তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ফিরে পায়। মানুষের অন্তরের খোরাক হলো ঈমান ও কুরআন। এই আহার গ্রহণে আত্মা পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ব হয়। ঠিক যেমন পরিমিত পানাহারে মানুষের সুস্বাস্থ্য বহাল থাকে এবং স্থিতি লাভ করে। অধিকন্তু অন্তরের পরিশুদ্ধি দৈহিক সুস্বাস্থ্যের মতো।'

'**দ্বিতীয় প্রতিষেধক—যাকাত** : যাকাতের শাব্দিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, পরিপক্ব হওয়া। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। কিন্তু কীভাবে? যাকাত শব্দটিকে কর্তার সাথে সম্পৃক্ত করলে অর্থ দাঁড়ায়, কোনো কিছুর বৃদ্ধি ঘটা, সুপরিপক্ব হওয়া। দেহের মতো মনেরও উন্নতি-অগ্রগতির প্রয়োজন আছে। উপরন্তু পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ব হওয়া অবধি অন্তরের সমৃদ্ধি ও উন্নতি একান্ত প্রয়োজনীয়।'

'তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, দৈহিক উন্নতি ও ঋদ্ধি অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি যেমন ক্ষতিকর খাবার পরিহার করতে হয়, তেমনি

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনের বেলায়ও এটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ পরিমাণ মতো উপকারী খাবার খেলে এবং অখাদ্য-কুখাদ্য ত্যাগ করলে দৈহিক উন্নতি সাধিত হয়। অনুরূপভাবে আত্মিক ঋদ্ধি ও পরিশুদ্ধির জন্য উপকারী উপাদান গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকর সবকিছু পরিহার করা আবশ্যক। কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও এই পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচর্যা ছাড়া ভালো ফলন আশা করা নিছক বোকামি।'

'**তৃতীয় প্রতিষেধক—সাদাকাহ :** সাদাকাহ সাধারণ কিছু নয়। এটি গুনাহকে এমনভাবে মুছে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। সাদাকাহর মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া যাকাত শব্দটি গুনাহ থেকে পবিত্রতা হবার অর্থকে জোরালোভাব ফুটিয়ে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

> *"আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং যা তাদের পক্ষে বরকতের কারণ হবে।"'*[১]

'অনুরূপভাবে অশ্লীলতা-কদর্যতা, পাপাচার ও অনাচার ত্যাগ করলেও অন্তর পবিত্র হয়। মনের মধ্যে এসবের উপস্থিতি দেহের মধ্যে ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান থাকার মতো। যেমন বিষাক্ত রক্ত বের করে ফেললে শরীর ব্যথামুক্ত হয়, প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হয়, অনন্তর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়, একইভাবে বান্দা যখন গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তার আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, নেকআমলের প্রতি স্পৃহা জাগে এবং বিভিন্ন অনিষ্ট ও কদর্যতা থেকে মুক্ত থাকায় মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভূত হয়। তাই বলা হয়—অন্তরের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি হলো পরিশুদ্ধি ও পরিপক্বতার মধ্যে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

> *"যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারতে না।"*[২]

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১০৩
[২] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ২১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ.

"যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে—এটিই তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতার।"[১]

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য সর্বাধিক পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা সম্পর্কে অবহিত।"[২]

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ.

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং আপন রবের নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামাজ আদায় করে।"[৩]

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا.

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"[৪]

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ.

"আপনি কী জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো।"[৫]

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ . وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.

"সুতরাং (তাকে) বলুন, তোমার কি এ আগ্রহ আছে যে তুমি শুধরে যাবে? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে

[১] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ২৮
[২] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ৩০
[৩] সূরা আ'লা, আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫
[৪] সূরা শামস, আয়াত-ক্রম : ৯-১০
[৫] সূরা আবাসা, আয়াত-ক্রম : ৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> ভয় কর।"'[১]

আমি বললাম, 'শাইখের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পাপাচার ও অনাচার ত্যাগ করাই অন্তরের ঋদ্ধি ও পরিশুদ্ধির কারণ। তাছাড়া গুনাহ ও কুকর্ম যদিও বাস্তবতার বিবেচনায় একরকম কমতি ও ঘাটতি, কিন্তু যখন অন্তর গুনাহমুক্ত হয়, তখন এর পরিবর্তে তাতে বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি ঘটে।'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। অর্থাৎ যদিও তাযকিয়ার[২] মূলে হলো খাইর-বরকত বা বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি, তথাপি এটি অর্জিত হয় অকল্যাণ দূরীকরণের মাধ্যমেই। একারণেই তাকিয়া উভয়টির সমন্বয়ে সাধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

> *"আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত আদায় করে না।"*[৩]

'বক্ষ্যমাণ আয়াতে যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য—তাওহিদ ও ঈমান। অধিকন্তু এর মাধ্যমেই অন্তরের প্রাথমিক ও সর্ববৃহৎ পরিশুদ্ধি ঘটে। কেননা এটি ইসলামের এমন এক মূলমন্ত্র, যা অন্তরে আল্লাহর প্রভুত্বের ওপর দৃঢ়তা স্থাপন করে এবং সৃষ্টিকুলের দাসত্বের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। আর এটাই হলো পবিত্র কালিমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর হাকিকত তথা বাস্তবতা। আর এই প্রত্যয়ই কেবল আত্মশুদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে।'

'চতুর্থ প্রতিষেধক—তাযকিয়া : 'তাযকিয়ার শাব্দিক অর্থ হলো—কোনো কিছু পবিত্র করা। এই পবিত্রকরণ হতে পারে কারও ব্যক্তিসত্তায়। আবার হতে পারে কারও বিশ্বাস ও বর্ণনায়। প্রথমটির উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে—عدلته অর্থাৎ তাকে তুমি ন্যায়পরায়ণ বানালে; এভাবে তখন বলা যাবে, যখন তোমার ওসিলায় কারও নফস ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত হবে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো কুরআনের আয়াত—

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

[১] সূরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ১৮-১৯
[২] আত্মশুদ্ধি
[৩] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ৬-৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না।"'*[১]

'অর্থাৎ তোমরা নফসের পবিত্রতার বর্ণনা দিয়ো না। এই আয়াতের উদ্দেশ্য আর সূরা শামস-এর নবম আয়াত (তথা : قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا—'যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।'[২])-এর উদ্দেশ্য এক নয়। কেননা কে সত্যিকারের আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে, তা কেবল আল্লাহই বলতে পারেন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

> *"তিনি ভালো জানেন কে সংযমী।"'*[৩]

'যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ইসলামপূর্ব নাম ছিল বাররাহ। তাঁকে বলা হয়েছিল, "নিজেকে নিজেই পবিত্র দাবি করছ?" অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখেন যাইনাব। আর আল্লাহ তাআলার বাণী—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

> *"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন।"'*[৪]

'এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো—ওই সকল লোকের অবস্থা বর্ণনা করা, যারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং মানুষের কাছে সেটা বলে বেড়ায়। যেমন নাকি সত্যায়নকারী সাক্ষীদেরকে ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সত্যায়ন করে।'

'**পঞ্চম প্রতিষেধক—ন্যায়পরায়ণতা :** পরিমিতিবোধ, মধ্যপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, যেমন জুলুমের কারণে হয় নষ্ট ও ভ্রষ্ট। এ কারণে সকল গুনাহই বান্দার নিজের ওপর জুলুম ও অন্যায় হিসেবে বিবেচিত। আর জুলুম ও অন্যায় হলো ন্যায়ের উল্টো। তো, গুনাহের পরিস্থিতিতে মানুষ নিজের সঙ্গে ন্যায় নয় বরং অন্যায় আচরণ করে থাকে। উপরন্তু অন্তরের পরিশুদ্ধি ঘটে ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে; অন্যায়

[১] সূরা নাজম, আয়াত-ক্রম : ৩২
[২] সূরা শামস, আয়াত-ক্রম : ৯
[৩] সূরা নাজম, আয়াত-ক্রম : ৩২
[৪] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৪৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও অবিচারে তাতে অনিষ্টতা ও কদর্যতা ছড়ায়। যখন মানুষ নিজের ওপর জুলুম করে, তখন সে নিজেই একসাথে জালিম ও মাজলুম তথা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত হয়। অনুরূপভাবে, কেউ ইনসাফ করলে তা নিজের প্রতি সুবিচার বলা যায়। আসলে আমল যেহেতু তার থেকেই ঘটছে, তাই এর ফলাফলও তার দিকেই বর্তাবে—সহজ হিসেব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

> *“সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।”’*[১]

‘ষষ্ঠ প্রতিষেধক—আমল : ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ—সবধরনের আমলেরই দুটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। একটি বাইরে, আরেকটি ভেতরে, তথা অন্তরে। শুধু তাই নয়, বাইরের আগেই বরং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর নফস পরিশুদ্ধ হয় আদল ও ইনসাফের মাধ্যমে এবং খারাপ ও বিনষ্ট হয় জুলুমের কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِۦۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

> *“যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার ওপরই বর্তাবে।”*[২]

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

> *“তোমরা যদি ভালো কিছু কর, তবে নিজেদের জন্যই ভালো করবে; আর যদি মন্দ কিছু কর, তবে তাও নিজেদের জন্যই।”’*[৩]

‘পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন—“সৎকাজসমূহ অন্তরে আলো ছড়ায়, দেহের শক্তি বাড়ায়, চেহারা উজ্জ্বল করে, রিজিকে প্রশস্ততা আনে, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা জাগায়; আর বদকাজ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, চেহারায় কলঙ্ক লেপে, শরীরকে নিস্তেজ করে, রিজিকে সংকীর্ণতা আনে এবং মানুষের প্রতি

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৮৬
[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ৪৬
[৩] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘৃণা সৃষ্টি করে।” আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

> “প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।”[১]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

> “প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।”[২]

وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

> “তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কর্মের কারণে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী আর থাকে না; এমনকি যদি তারা বিনিময় হিসেবে জগতের সবকিছু প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। এরাই ওই সকল লোক যারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ধরা পড়ে গেছে।”’[৩]

‘تبسل শব্দের অর্থ হলো বন্ধককৃত, আবদ্ধ বা কারারুদ্ধ। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো—মানবদেহ যখন রোগমুক্ত হয়, তখন সে তার স্বাভাবিক রুচিবোধ ফিরে পায়। অসুস্থ হলে আবার এই রুচিবোধের অনুপস্থিতি দেখা দেয়। তো, একজন মানুষের অবস্থা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, সে তার সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ ভালো অবস্থানে যেতে চাইবে এটাই তো কাম্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

> “তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমতাবিধান করতে সক্ষম হবে না।”[৪]

[১] সূরা তুর, আয়াত-ক্রম : ২১
[২] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত-ক্রম : ৩৮
[৩] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৭০
[৪] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১২৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

> *"ন্যায্যভাবে ওজন ও মাপ পূর্ণ করো। তবে হ্যাঁ, আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কিছু চাপিয়ে দিই না।"'*[১]

'আল্লাহ তাআলা রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন এবং কুরআন নাজিল করেছেন, যেন তাঁরা মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসাফ হলো, এক আল্লাহর ইবাদত করা যার কোনো শরিক নেই; এর পরবর্তী ইনসাফ হলো, মানুষের হক আদায়েরে ক্ষেত্রে নিষ্ঠার আচরণ করা; সর্বশেষ নিজের প্রতি জুলুম না করা।'

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমি বললাম, 'মুহতারাম! আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইনসাফ, পরিমিতিবোধ ও ন্যায়পরায়ণতা হলো অন্তরের সুস্থতা ও নিরাপত্তার উপকরণ। কেননা জুলুম ও অন্যায় হলো আত্মিক ব্যাধির বাহন।'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। জুলুম ও অবিচার অন্তরের অন্যতম প্রধান রোগ। আর ইনসাফ হলো অন্তরস্থ যাবতীয় রোগের আরোগ্যসাধনের প্রতিষেধক।'

'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু মানুষকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "যদি তুমি নিজে সঠিক পথে থাক, তবে অন্যকে ভয় পাবে কেন?" বলার উদ্দেশ্য হলো—মাখলুককে ভয় করাও শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মতোই একটি আত্মিক ব্যাধি। সুতরাং এটি থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।'

আজ এখানেই শেষ হলো। আগামী মজলিসে আবারও আমরা অন্তরস্থ রোগব্যাধির চিকিৎসা নিয়ে শাইখের আলোচনা শুনব, ইনশাআল্লাহ।

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১৫২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দশম মজলিস

অন্তরের জীবনীশক্তি

- আত্মশুদ্ধি বাড়ায় মনের প্রাণশক্তি
- ঈমান ও নিফাক আত্মিক শুদ্ধাশুদ্ধির জনক
- জীবিত ও মৃত অন্তরের ব্যবধান
- মনোব্যাধির জন্য কুফরি আবশ্যক নয়

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দশম মজলিস

অন্তরের জীবনীশক্তি

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া মজলিসে উপস্থিত। সকলের মাঝামাঝি তাঁর মসনদ। নিবিড় গাম্ভীর্য, অনুপম ব্যক্তিত্ব ও সাদা দাড়ির শুভ্রতা তাঁকে সমুন্নত ও সুসজ্জিত করে রেখেছে। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দূরদর্শী চিন্তার ডানায় উপস্থিত জনতাকে নিয়ে যান ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, যার সবটুকু জুড়ে আছে তাঁর মেহনত, জিহাদ ও ইজতিহাদ। তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, যা লোকমুখে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি অর্জন করেছেন জনগণের ভালোবাসা, কেড়েছেন মানুষের হৃদয়, এক পর্যায়ে হয়েছেন উম্মতে ইসলামিয়ার আস্থার প্রতীক। এজন্য সমাধানের আশায় তাঁর কাছে পেশ করা হতো অসংখ্য অভিযোগ-অনুযোগ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-ফাসাদ। আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে নীরবতা ও নিস্তব্ধতা যেন সমগ্র মসজিদ ছেয়ে নেয়। এমন সুনসান নীরবতা ভেঙে শাইখের মধুকণ্ঠে ধ্বনিত হয় হামদ-নাত, দরূদ ও সালাম। অতঃপর তিনি বলেন—'সুধী! আমাদের আজকের আলোচ্যবিষয় হিসেবে থাকছে—অন্তরের প্রাণশক্তি ও পরিশুদ্ধি কী এবং কীভাবে তা অর্জিত হয়? আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন।'

আত্মশুদ্ধি বাড়ায় মনের প্রাণশক্তি

'চিত্তশুদ্ধির মূল হলো অন্তরের প্রাণশক্তি ও তেজোদ্বীপ্তি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

> *"আর সে ছিল মৃত অতঃপর তাকে আমি জীবিত করেছি এবং এমন এক আলো দিয়েছি তার জন্য, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না?"'[১]*

'এ কারণে আল্লাহ তাআলা অন্তরের জীবন-মরণ ও আলো-আঁধারির কথা কুরআন কারিমে একাধিকবার বলেছেন। যেমন দেখুন—

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.

> *"যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।"[২]*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

> *"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে তিনি এমন কাজের প্রতি আহ্বান করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যান। আর তোমরা সকলে তাঁরই নিকট সমবেত হবে।"[৩]*

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

> *"তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং জীবিত থেকে বের করেন মৃতকে।"'[৪]*

'আল্লাহ তাআলা মুমিনের ঘরে কাফির এবং কাফিরের ঘরে মুমিন সৃষ্টি করেন। এ বিষয়টিও উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক হাদিসে এসেছে—

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১২২
[২] সূরা ইয়াসিন, আয়াত-ক্রম : ৭০
[৩] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ২৪
[৪] সূরা রোম, আয়াত-ক্রম : ১৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَثَلُ الْبَيْتِ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

> *"যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় তা যেন জীবন্ত ঘর। আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না তা যেন মৃত ঘর।"[১]*

অন্য এক হাদিসে আছে—

اِجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

> *"তোমরা ঘরেও সালাত আদায় করো, ঘরকে কবর বানিয়ে রেখো না।" [২]*

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ

> *"যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা অন্ধকারের মধ্যে বোবা ও বধির।"[৩]*

'আলো ও আঁধার সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

> *"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি দীপাধার, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে স্থাপিত, কাচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ। তাতে পবিত্র জায়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও তার তেলই যেন আলো দিতে চায়।"[৪]*

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৭৭৯
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৪৩২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৭৭৭
[৩] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৩৯
[৪] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ৩৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এ হলো মুমিনদের হৃদয়স্থ ঈমানি নূরের উদাহরণ। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ .

> *"যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। তবে, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না; তবে পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের মতো, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে আছে। একের পর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তা যেন দেখতেই পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতিই নেই।"'*[১]

'প্রথমটি হলো ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তৎপরবর্তী আমলের উদাহরণ। এসব আমলকারীরা মনে করে তারা উপকারী কিছু করছে, কিন্তু পরে তাতে অপকার ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। তখন আল্লাহ তাদের ধারণাবিরুদ্ধ সব প্রাপ্য বুঝিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়টি হলো এমন গণ্ডমূর্খের উদাহরণ যার ঈমান-ইলম কোনোটিই নেই। এরা পরতে পরতে ঘিরে-রাখা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিছুই দেখতে পায় না তারা। আর দৃষ্টিশক্তির জন্য তো ঈমান-ইলম অপরিহার্য। তাদের তো তা নেই-ই। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

> *"যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে*

[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩৯-৪০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।"[১]

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

> "স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই তার (ইউসুফের) সঙ্গে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল এবং সেও তার প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছিল—যদি না সে আপন প্রতিপালকের মহিমা অবলোকন করত।"'[২]

'এখানে ঈমানের প্রামাণ্যশক্তির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যা মুমিনের অন্তরস্থ। এর কারণে আল্লাহ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন; তাঁর জন্য পরিপূর্ণ সওয়াব লেখা হয়েছে, কোনো গুনাহ তাঁর হয়নি। কারণ তিনি কেবল সৎকাজই করেছেন, অসৎ কিছু করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

> "যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।"[৩]

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

> "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নিয়ে যায়।"[৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ.

[১] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ২০১
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪
[৩] সূরা ইবরাহিম, আয়াত-ক্রম : ১
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ দান করবেন, এবং তোমাদেরকে দান করবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে।”*[১]

ঈমান ও নিফাক আত্মিক শুদ্ধাশুদ্ধির জনক

আমি বললাম, ‘শাইখ, উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে যে দিকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, তা হলো—কলবের প্রাণশক্তি দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, অর্থগত দিক থেকে যদিও সামান্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে বিষয় এখানে দুটোর বেশি নয়। প্রথমত হলো—পানি, যার অপর নাম জীবন। দ্বিতীয়ত হলো—নূর তথা আলো, যা সবকিছু আলোকিত করে।’

শাইখ বললেন, ‘তোমার কথা ঠিক আছে, যে আয়াতগুলো আমি উল্লেখ করেছি, তা স্পষ্টভাবেই সেদিকে ইঙ্গিত করছে। তবে এখানে মৌলিক বিষয়ের বাইরে তেমন কিছু নিয়ে বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আসলে বলতে চাই—ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়, আর নিফাকের কারণে তা বিনষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন—

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

> *“তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে, তারপর পানির ধারা স্ফীত ফেনারাশিকে ওপরে নিয়ে এসেছে। এমন ফেনা ওই সময়ও ওঠে যখন লোকে অলংকার অথবা পাত্র তৈরির জন্য যে আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা,*

[১] সূরা হাদিদ, আয়াত-ক্রম : ২৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তা বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এভাবেই দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।"'[১]

'মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ . صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

> *"তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো, যে কোথাও আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, ঠিক তখন আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। অথবা, তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মতো যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় তারা কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফিরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। মনে হয় যেন বিজলি তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। বিজলিতে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তারা কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।"'[২]*

'উল্লিখিত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—প্রথমত আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। যখনই আগুন আশপাশ আলোকিত করতে যাবে, তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়টি হলো

[১] সূরা রা'দ, আয়াত-ক্রম : ১৭

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭-২০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পানি বা বৃষ্টি সংক্রান্ত উদাহরণ। অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর সাথে থাকে বিদ্যুৎচমক ও বজ্রপাত। এসব উদাহরণ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা সময়সাপেক্ষ। আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য হলো অন্তরের জীবনীশক্তি ও দীপ্তি প্রসঙ্গে। দুআয়ে মাসুরায় আছে—

اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا

> *"হে আল্লাহ! কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত ও অন্তরের আলো করে দিন।"*[১]

'হাদিসে ربيع বা বসন্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরও একটি অর্থ হলো— এমন বৃষ্টি, যা দ্বারা ফল-ফসলের গাছের অঙ্কুরোদগম হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ

> *"বসন্তকালীন উদ্ভিদ পশুকে ধ্বংস করে কিংবা ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়"*[২]

'যে ঋতুতে প্রথম এই বৃষ্টি নামে, তাকেই আরবরা বসন্তকাল বলে। কেননা এই ঋতুতে শস্যাদি উৎপাদনকারী বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর অনারবরা শীত-পরবর্তী ঋতুকে বলে বসন্তকাল। কেননা এই ঋতুতে গাছপালা ছেয়ে যায় ফুলে-ফলে, বৃক্ষশাখা বধূর সাজ ধারণ করে নতুন পত্রে।'

জীবিত ও মৃত অন্তরের ব্যবধান

আলোচনা চলছিল। হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন জাগল। তাই বিনয়ের সঙ্গে আরজ করলাম—'শাইখ, আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে; এটি সবার মনেই জাগার কথা। তা হলো—অন্তর যেহেতু দুই প্রকার তথা—জীবিত ও মৃত, কিংবা আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহলে জীবিত ও মৃত—উভয় প্রকার অন্তরে প্রাণ কীভাবে থাকতে পারে? এই উভয় প্রকারের অন্তরই কি দেখা, শোনা ও বোঝার সক্ষমতা রাখে? যদি তা-ই হয়ে থাকবে, তাহলে এমতাবস্থায় উভয়ের

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ৩৭১২; হাদিসটির সনদ যঈফ। সনদের রাবী আবু সালামাহ আল জুহানী দ্বারা কে উদ্দেশ্য তা নিয়ে মুহাদ্দিসদের মাঝে দীর্ঘ মতভেদ রয়েছে।

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৮৪২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যে আর পার্থক্যের কী থাকল!'

বরাবরের মতো মৃদু হেসে শাইখ বললেন—'তোমার প্রশ্নে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে, মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তাওফিক দিলে তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে যাবে। দেখো, বাস্তবতা হলো—জীবিত ও আলোকিত অন্তরে নূর থাকে। এমন অন্তরে থাকে শোনার, দেখার ও বোঝার ক্ষমতাও। অপরদিকে মৃত অন্তরে শোনার কিংবা দেখার শক্তি থাকে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

> *"কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন জন্তুকে ডাকছে, যে হাঁক-ডাক আর চিৎকার বৈ কিছুই শোনে না; তারা বধির বোবা এবং অন্ধ; সুতরাং তারা বোঝেও না।"*[১]

'আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ..

> *"তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কর্ণপাত করে; কিন্তু বধিরদের আপনি কী শোনাবেন, যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে! আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে; কিন্তু অন্ধদের আপনি কী পথ দেখাবেন, যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে!"'*[২]

'আরও ইরশাদ হচ্ছে—

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭১
[২] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৪২-৪৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন, যারা আপনার কথা কান লাগিয়ে শোনে। তবে আমি তাদের কানে পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা বোঝে না; তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর তারা এক-এক করে যদি সকল নিদর্শনও দেখে ফেলে তারপরও ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য আপনার কাছে আসে, তখন কাফিররা বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপাখ্যান মাত্র।"'[১]

'উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের এ বিষয়ে অবগত করছেন যে, এইসকল লোক অন্তর দিয়ে বোঝে না, কান দিয়ে শোনে না এবং তাদেরকে যে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে, তাও তারা বিশ্বাস করে না। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অবস্থাও তাদের জবানেই বিবৃত হয়েছে এভাবে—

قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

> "আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে ঢাকা, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে এক অন্তরাল।"'[২]

'বক্ষ্যমাণ আয়াতে দেখতে পাচ্ছি এইসকল লোক নিজেদের মন, কান ও চোখের ওপর প্রতিবন্ধকতার কথা স্বীকার করছে। তাদের দেহে যদিও প্রাণ আছে, তাই তারা যাবতীয় আওয়াজ শুনতে পায়, সবকিছু দেখতে পায়; কিন্তু দেহে প্রাণ থাকতেও যাদের অন্তরে প্রাণ নেই, তাদের জীবন তো নিতান্তই পশুতুল্য। কেননা পশুরও কান আছে, চোখ আছে, মুখ আছে; এসব ব্যবহার করে এরা শুনতে, দেখতে ও খেতে পারে। পশুরা মেলামেশা করে, বাচ্চা জন্ম দেয়। অন্তরের প্রাণশক্তি ছাড়া মানুষ আর পশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এজন্যই তো কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً.

> "বস্তুত কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোনো জন্তুকে

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ২৫
[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডাকছে, যে হাঁক-ডাক আর চিৎকার বৈ কিছুই শোনে না।"'[১]

'আল্লাহ তাআলা তাদের উদাহরণ দিয়েছেন এমন পশুর সাথে, যা রাখালের হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছু শোনে না। এ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হচ্ছে—

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

"আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে বা বোঝে? (না,) তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও বেশি পথভ্রান্ত।"'[২]

'আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তারা তা দ্বারা চিন্তা-ফিকির করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তারা তা দ্বারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তারা তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই (আল্লাহর হুকুম পালনে) উদাসীন।"'[৩]

অন্তরের ব্যাধির জন্য কুফরি আবশ্যক নয়

শাইখ এই সকল আয়াত তিলাওয়াত করার পর একটু থামলেন। এই ফাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'শাইখ, এটি তো আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট যে, এই আয়াতগুলো যে দিকে ইঙ্গিত করছে তাতে আপনার পূর্বের আলোচনার ওপর একটি আপত্তি আসে। কেননা অন্তরের বধিরতা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা এবং নির্বুদ্ধিতাসহ আরও যে সকল দোষের কথা আপনি আলোচনা করেছেন, তা তো

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭১
[২] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৪৪
[৩] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৭৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেবল কাফিরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এবং কোনো মুসলিম তো নয়ই বরং কোনো মুনাফিকও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না বলেই উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে বিষয়টি ভিন্নরকম!'

তখন ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'আমি বিষয়টি উল্লেখ করেছি, এবং এমন আরও যেসকল বিশেষ আয়াতে কারিমা রয়েছে, সেসকল ক্ষেত্রে আমার মতামত কতক মুফাসসিরের মতের সঙ্গে অমিল থাকতে পারে। কেননা কতক মুফাসসির কুরআনের আয়াত—

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ

> *"আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দিই, কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যেন সে ডাকেনি আমাকে।"'*[১]

'এবং এমন সকল আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের মন্তব্য হলো, এ সকল আয়াতে ইনসান তথা মানুষের যে দোষত্রুটির বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, তাতে কাফির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আয়াতটি কেবল কাফিরদের বেলায়ই প্রযোজ্য হবে।'

'এই মত শোনার পর যে কারও মনে এই ধারণা হবে যে—অন্তত মুখে যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, সে এই আয়াতের ধমকির বাইরে। এবং এই ধমকি কেবল তাদের জন্যই যারা নিজেদের আচরণ ও উচ্চারণে কুফরি প্রকাশ করে; অথবা এই আয়াত ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে; সঙ্গে এই ধারণাও হতে পারে যে, এই আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্য হিদায়াতের কিছু নেই।'

'এ ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যে কথাটি বলব, যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে তারা মুমিন ও মুনাফিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইসলামের প্রত্যেক যুগেই মুনাফিক ছিল, আছে এবং থাকবে। মুনাফিকের জায়গা হলো জাহান্নামের একেবারে তলানিতে।'

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ১২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'দ্বিতীয়ত বলব, ঈমানের ধারক ও বাহক হওয়ার পরও মানুষের মনে কুফর ও নিফাকির কিছুটা ছায়া থেকে যায়। দেখো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

> *"চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে পাক্কা মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি আলামত বিদ্যমান থাকবে। সেগুলো হলো— ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করা; ২. কথা বললে মিথ্যা বলা; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করা; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করা।"'*[১]

'হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই সকল দোষের মধ্যে কোনো একটি থাকা মানে তার মধ্যে নিফাকির উপাদান থাকা। সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—"তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত এখনো দেখা যাচ্ছে!" দেখো, আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি এই কথা বললেন, অথচ তিনি যে খাঁটি মুমিন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে? আরও এক সহিহ হাদিসে আছে—

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالنِّيَاحَةُ ،وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ

> *"আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলি যুগের চারটি কুপ্রথা রয়ে গেছে, যা লোকেরা পরিত্যাগ করতে চাইছেই না—১. বংশের গৌরব, ২. অন্যকে বংশের ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া, ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা, ৪. মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা।"*[২]

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪
[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৯৩৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরও এক হাদিসে আছে—

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

> *"অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দ্ববের গর্তেও ঢুকে, তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা কি ইহুদি-নাসারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা!"*[১]

আরও এক হাদিসে আছে—

لَتَأْخُذَنَّ أُمَّتِي مَا أَخَذَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا فَارِسُ وَالرُّوْمُ قَالَ وَمِنْ أُنَاسٍ إِلَّا هَؤُلَاءِ

> *"আমার উম্মত অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের অনুসরণ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, তারা কি পারস্য ও রোমের অধিবাসী? নবীজি বলেন, তবে আর কারা, বলো!"'*[২]

'ইবনু মুলাইকা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজেকের ওপর নিফাকির আশঙ্কা করতেন।" হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—"মানুষ অন্তর চার ধরনের হয়। প্রথমত সর্বোত্তম—এতে প্রদীপ জ্বলজ্বল করে; এটি হলো মুমিনের অন্তর। দ্বিতীয়ত চরম উদাসীন—এটি হলো কাফিরের অন্তর। তৃতীয়ত বক্র অন্তর—এটি হলো মুনাফিকের অন্তর। চতুর্থত এমন অন্তর যাতে ঈমান-নিফাক উভয় উপাদানই বিদ্যমান। এরা ভালো-মন্দ সব আমলই কমবেশি করে থাকে।"'

শাইখের এমন তাত্ত্বিক জবাবে যারপরনাই মুগ্ধ হলাম। মনে মনে বললাম,

---

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম :৭৩২০; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৬৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১১৮০০ বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদু আহমাদের বর্ণনার সাথে এই বর্ণনার শব্দগত তারতম্য আছে।

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৩১৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ৮৩০৮; অর্থগত মিল থাকলেও শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দলিল-প্রমাণের আলোকে কত চমৎকার জবাব দিলেন শাইখ; একেবারে তৃপ্ত করে দিলেন সবাইকে। অতঃপর শাইখ শুরুতে যেমন হামদ-নাত ও দুআ-দরূদ পড়ে মজলিস শুরু করেছিলেন, সেভাবেই শেষ করলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একাদশ মজলিস

অন্তর সর্বদাই হিদায়াতের মুখাপেক্ষী

- সুপথ অবলম্বনে সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষিতা
- প্রাণবন্ততা অন্তরকে মন্দ বিষয় থেকে দূরে রাখে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একাদশ মজলিস

অন্তর সর্বদাই হিদায়াতের মুখাপেক্ষী

আজকের মজলিস যেন একবারে জীবন্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই মজলিসগুলোর সঙ্গে আমাদের দেহ-মন একেবারে মিশে গিয়েছে। আমি আসার একটু পর পুরা মজমা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, মুত্তাক্বী, পরহেযগার, আল্লাহমুখী, উম্মতের ইমাম ও মুরুব্বী—আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হাররানী বরাবরের মতো হামদ ও নাত দিয়ে তাঁর মূল্যবান আলোচনা শুরু করলেন। শাইখ পাঠ করলেন—

الحمد لله الذي بعث {النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، كما شهد سبحانه و تعالى {أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الذي ختم به أنبياءه و هدي به أولياءه ، وبعثه بقوله في القرآن الكريم {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَفْضَلِ صَلَاةٍ وَ أَكْمَلِ تَسْلِيمٍ أَمَّا بَعْدُ...

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মধ্যে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, তাকে সরল পথ বাতলে দেন।'[১] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই; ঠিক যে সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দিয়েছেন—'তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[২] আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সুপথ খুঁজে পেয়েছে; তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এতদসত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।'[৩] আল্লাহ তাঁর (রাসূলের) প্রতি সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।'

আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, তাহলো—হিদায়াতপ্রাপ্ত অন্তরও সর্বদা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী'। আচ্ছা, এ বিষয়ে কি তোমাদের কারও কোনো অস্পষ্টতা কিংবা আপত্তি আছে? থাকলে, তার কথা ধরেই আমরা

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২১৩
[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৮
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১২৮-১২৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজকের আলোচনা শুরু করতে পারি।

সুপথ অবলম্বনে সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষিতা

সবাই চুপ থাকলেও আমি প্রশ্ন করে বসলাম; বললাম—'শাইখ যেহেতু অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিতে চাই; বিষয়টি হলো—একজন মুমিন-মুসলিমের হৃদয় যদি সততা ও সুপথের ওপর অবিচল থাকে, যদি তার অন্তর কার্যত জীবনীশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় রবের কাছে তার হিদায়াত-প্রার্থনার কী এমন উপকার থাকতে পারে? বাহ্যত আমরা দেখি, সুপথের প্রার্থনা কেবল বিভ্রান্ত কারও জন্যই উপযোগী।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার উপলব্ধি হলো—ঈমান ও কুফরের যে-সকল শাখা-প্রশাখার কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং এর ভালো-মন্দের বিষয়-আশয় তুলে ধরেছেন, তা থেকে আমাদের সকলের উপকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। "আপনি আমাদেরকে সরল পথ দেখান!"[১] এর প্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, মুমিনরা তো সঠিক পথেই আছে, তাহলে তাদের আর সুপথের দিশা চাওয়ার কী প্রয়োজন? এর জবাবে সালাফের কেউ কেউ বলেছেন—"আপনি আমাদেরকে সরল পথ দেখান!"-এর উদ্দেশ্য হলো—"আমাদের সরল-সঠিক পথের ওপর অবিচল রাখুন!" যেমন : আরবরা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে—"আমি আসা পর্যন্ত তুমি ঘুমাতে থাকো!" আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ হলো—"আমাদের অন্তকরণসমূহ হিদায়াতের ওপর অবিচল ও সুদৃঢ় করে দিন!"—এই প্রার্থনা করা। আয়াতে মূলত অন্তরের বিষয়টি উহ্য রয়েছে। কেউ আবার এই অর্থও করেছেন যে, "আমার হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিন!"

'আসলে যে অর্থই করা হোক, আপত্তিটা মূলত আসে কাঙ্ক্ষিত সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল-সঠিক পথের প্রত্যাশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবগতি না থাকার কারণে। কারণ সিরাতে মুস্তাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহর সকল আদেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা।'

[১] সূরা ফাতিহা, আয়াত-ক্রম : ৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাধারণ মানুষেরা যদিও স্বীকার করে থাকে যে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং সামগ্রিকভাবে কুরআন কারিম সত্য, তবে তাদের অধিকাংশেরই দুনিয়া-আখেরাতের ভালো-মন্দের জ্ঞানটুকু নেই। জীবনযাপনের বড়-ছোট সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে কিংবা সংক্ষিপ্তাকারে যাবতীয় বিধি-বিধান অনেকেরই জানা নেই; যতটুকু জানা আছে, তার অনেকটুকুই হয়তো আমলে নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ কুরআন ও সুন্নাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে, কিন্তু সকল বিধান তো ব্যাপক এবং সামগ্রিকভাবে বর্ণিত, ব্যক্তি বিশেষ আলোচনা তো তাতে নেই। আর সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে নিজের জন্য প্রযোজ্য বিধানটি খুঁজে নেওয়া নিঃসন্দেহে সুকঠিন। এজন্যই মানুষকে এ-সকল ক্ষেত্রে সরল-সঠিক পথপ্রাপ্তির প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। আর সিরাতে মুস্তাকিমের হিদায়াতের মধ্যেই এসব কিছু নিহিত রয়েছে। এর মধ্যেই আছে নবীজি ﷺ যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তার সবিস্তার পরিচয়; তাঁর আদেশের আওতাভুক্ত সকল বিষয়াবলির আলোচনা এবং ইলম-জ্ঞান অনুসারে আমলের গুরুত্বারোপ। কারণ সত্য ও সততা সম্পর্কে নিছক জ্ঞান কোনো কাজেরই না, যদি তা অনুযায়ী আমল না থাকে। এজন্য হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا .

> *“নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”*[১]

মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের শানে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ . وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

> *“আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। এবং তাদেরকে সরল পথ*

[১] সূরা ফাতহ, আয়াত-ক্রম ১-২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রদর্শন করেছিলাম।"[১]

'আমরা সাধারণত দেখতে পাই যে, মুসলিমরা আল্লাহপ্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়, তথা ইলম-কালাম, আকিদা-বিশ্বাস ও আমল নিয়ে মারাত্মক মতবিরোধে লিপ্ত হয়; যদিও তারা সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য নবী এবং কুরআন আল্লাহর কালাম। আচ্ছা, যদি সবাই নিশ্চিতভাবে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর থাকত, তবে তারা ওই সকল বিষয়ে কেন মতবিরোধ করে, যে সকল বিষয়ে তারা (সালাফে সালেহিন) মতবিরোধ করতেন না। এ ছাড়াও আমরা দেখি যে, আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত। তারা যদি সত্যিকার অর্থে সুপথে থাকত, তবে নিশ্চয় সকল কাজে আল্লাহর হুকুম মান্য করত।'

'উম্মতের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন, যাদেরকে মুত্তাকি-পরহেজগার হিসেবে কবুল করেছেন, তাদের এই মহান সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁরা প্রত্যেক নামাজে দুআ করতেন— اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে সরল পথ দেখান![২] সেই সঙ্গে তাঁদের ছিল প্রয়োজন-পরিমাণ ইলম ও জ্ঞান, ছিল আল্লাহর কাছে সুপথপ্রাপ্তির নির্মোহ আকুতি। সরল-সঠিক পথে দৃঢ় ও অবিচল থাকতে পারার জন্য এই যে সার্বক্ষণিক দুআ ও কামনা, এটিই মূলত তাঁদেরকে আল্লাহর প্রিয় ও পরহেজগার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করেছে।'

'সাহল ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগের সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর উপায় হলো তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা।" সার্বক্ষণিক এই মুখাপেক্ষিতার কারণ হলো, অতীতে যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার হিদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে। এটিই হলো ওই বক্তব্যের স্বরূপ, যাতে বলা হয়েছে—"হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তাতে অবিচল রাখুন।"'

আমার মাথায় আবার প্রশ্ন চাপল। বললাম, 'শাইখ! আপনার কথা যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতে নিছক হিদায়াত বৃদ্ধির দুআ করার মধ্যে তো তেমন

[১] সূরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ১১৭, ১১৮
[২] সূরা ফাতিহা, আয়াত-ক্রম : ৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপকারী কিছু দেখছি না, যদি-না হিদায়াতের সঙ্গে আমলও যুক্ত হয়। আর এটা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। তাই আমরা জানতে চাই, স্বতন্ত্রভাবে হিদায়াতের দুআর উপকারিতা ও প্রতিক্রিয়া ঠিক কী?'

শাইখ বললেন, 'কথাটি অবান্তর নয়। আমি বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছি। দেখো, "আমাদেরকে হিদায়াত বাড়িয়ে দিন!" কথাটি উল্লিখিত সবগুলো অর্থই ধারণ করে। কিন্তু এই সবগুলো অর্থই ভবিষ্যতে তার সিরাতে মুস্তাকিমের হিদায়াতপ্রাপ্তিকে বোঝায়। কেননা ভবিষ্যতে ইলম অনুযায়ী তার আমল নাও হতে পারে—যেমনটি তোমরা বলেছ। এটা তো সত্যই—ভবিষ্যতে কেউ ইলম অনুযায়ী আমল না করলে তো তাকে হিদায়াতের ওপর আছে বলার সুযোগ নেই। আবার এমনও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে তার ইলমই হাসিল হলো না। এমনকি তার অন্তর বিভ্রান্ত হয়ে গেল, কিংবা ইলম তো হাসিল হলো, কিন্তু তা অনুযায়ী আমল হলো না।'

'তাই বলা যায়—মানুষ মাত্রই এই দুআর দিকে মুখাপেক্ষী। এজন্য আল্লাহ তাআলা নামাজে (সূরা ফাতিহায়) এই দুআ পাঠের ব্যবস্থা করেছেন। এই দুআর চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় দুআ আর নেই। কেননা যদি কারও হিদায়াত হাসিল হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য, রিজিক থেকে শুরু করে মনের (বৈধ) সকল কামনা পূরণের ব্যবস্থা হয়ে যায়।'

প্রাণবন্ততা অন্তরকে মন্দ বিষয় থেকে দূরে রাখে

'আসলে তোমাদের নিয়ে যে বিষয়টি আজ আমি বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হলো—অন্তর ও অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে হায়াত বা প্রাণশক্তি বলতে যে নিছক অনুভূতি ও ঐচ্ছিক-সঞ্চালনা-শক্তি বোঝানো হয়, তা যথার্থ নয়। এমনকি শুধুই ইলম-জ্ঞান ও কুদরত-সক্ষমতা বুঝলেও তা ঠিক হবে না। যেমনটি বিশ্লেষক বা দার্শনিকদের অনেকে বলে থাকেন। তাঁদের একজন আবুল হাসান আল-বাসরি। আমি বরং বলব, হায়াত তথা প্রাণ, প্রাণীর সঙ্গে জুড়ে থাকা এমন এক বৈশিষ্ট্য যা-কিনা ঐচ্ছিক সকল কাজের ক্ষেত্রে ইলম-জ্ঞান, ইরাদা-ইচ্ছা এবং কুদরত-সক্ষমতার শর্ত স্বরূপ। এবং এটি এর জন্য আবশ্যকও। সুতরাং প্রাণী মাত্রই অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করার সক্ষমতা-সম্পন্ন। তাই যা কিছু ... ইরাদা-ইচ্ছা ও

https://t.me/islamiboibangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐচ্ছিক কর্মক্ষমতা পাওয়া যাবে, তাকেই প্রাণী হিসেবে অভিহিত করা হবে।'

'আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, হায়াত তথা প্রাণ থেকেই কিন্তু হায়া তথা লজ্জার উৎপত্তি ঘটেছে। জীবিত অন্তর-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে লজ্জা থাকে, যা তাকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কেননা অন্তরের জীবনীশক্তিই মূলত মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বাধা প্রদানকারী, আবার এই মন্দ কাজই একসময় অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। এজন্যই তো নবীজি ﷺ বলেন—

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

> *"লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।"*[১]

'অন্য এক হাদিসে আছে, নবীজি ﷺ বলেন—

الْحيَاء والعي شعبتان من الْإِيمَان وَالْبذَاء وَالْبَيَان شعبتان من النِّفَاق

> *"লজ্জা এবং বাকসংযম ঈমানের অঙ্গ; আর নির্লজ্জতা ও বাকপটুতা নিফাকের অংশ।"'*[২]

'হাদিসে এসকল বাণী এজন্যই এসেছে যে, জীবিত সকল প্রাণী নিজেকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অপরদিকে মৃত প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটি ঘটে না। এজন্য তাকে অনুভূতিহীন বা লাজহীন বলা হয়। নিতান্তই অনুভূতি ও লজ্জাহীন কোনো মানুষ শুষ্ক গাছের মতো, যাতে সজীবতা বা প্রাণের সঞ্চার নেই। যদি কেউ অনুভূতিশূন্য ও কঠিন অন্তরের অধিকারী হয়, তাহলে তার অন্তরে উল্লিখিত প্রাণশক্তি থাকে না—যা তার মধ্যে লাজ-লজ্জা তৈরি করবে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তার অবস্থা খরাক্রান্ত জমির মতো—যাতে পায়ের ছাপ পর্যন্ত লাগে না। অপরদিকে নরম ভূমিতে পা দেবে যায়। এজন্য প্রাণ-সম্পন্ন কারও মধ্যে মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার একটা ইচ্ছাও জাগ্রত হয়; অথচ যার মধ্যে ভালোমন্দ বোঝার অনুভূতিটুকু নেই এবং যার অন্তরে প্রাণশক্তি নেই, তার মধ্যে লাজ-লজ্জার ব্যাপারও নেই; নেই সেই ঈমানি শক্তিও, যা তাকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে রাখবে।'

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ৯৩৬১ (সহিহ)
[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২০২৭; সহিহ—আলবানি

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সুতরাং অন্তরে প্রাণ আছে এমন কোনো মানুষের আত্মা তার দেহত্যাগ করার মাধ্যমে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার নফসের দেহত্যাগই তার মৃত্যু বোঝাবে; কারণ নফসের হায়াত তথা আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ তো তার মৃত্যু ঘটছে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ

> *"যারা আল্লাহর রাহে মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলো না। তারা তো বরং জীবিত।"*[১]

'আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ

> *"আল্লাহর পথে যারা জীবন দিল তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না। তারা তো জীবন্ত।"'*[২]

'অর্থাৎ, এরা সবাই কিন্তু মৃত এবং ওই আয়াতের আওতাভুক্ত যেখানে ইরশাদ হচ্ছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

> *"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"*[৩]

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

> *"আপনি ইন্তেকাল করবেন এবং তারা মারা যাবে।"*[৪]

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

> *"আর তিনিই ওই সত্তা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অনন্তর*

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৫৪
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৬৯
[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৮৫
[৪] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৩০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, অতঃপর জীবন দান করবেন।”[১]

‘উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা মৃত্যুর দুটি রূপ দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ একধরনের মৃত্যুকে কুরআন স্বীকৃতি দিচ্ছে, অপরটিকে দিচ্ছে না। তো স্বীকৃত মৃত্যুটি হলো—আত্মার দেহত্যাগ করা। আর যেটি অস্বীকৃত অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে, সেটি হলো—সামগ্রিকভাবে আত্মার ও দেহের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় প্রকারটি হলো ঘুমের মতো—যাকে মৃত্যুর ভাই অভিহিত করা হয়। এ হিসেবেই ঘুমের অপর নাম হলো মৃত্যু। ঘুমন্ত মানুষ মৃতের সমতুল্য, যদিও সে জীবিতই থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

“আল্লাহ প্রাণসমূহ কবজা করেন তাদের মৃত্যুর সময়, এবং এখনো যার মৃত্যু আসেনি, (তাকে কবজা করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং অন্যদের ছেড়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।”’[২]

‘নবীজি ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করতেন—

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দিয়েছেন। আর তাঁর কাছেই সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।”’[৩]

‘আরও এক হাদিসে আছে, নবীজি ﷺ বলেন—

اَلْحَمدُ للهِ الَّذِيْ رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَعَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

“সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার

[১] সূরা হাজ, আয়াত-ক্রম : ৬৬
[২] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৪২
[৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৩২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> দেহ সুস্থ রেখেছেন, তাঁর যিকির করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"'[১]

'ঘুমাতে গেলে নবীজি ﷺ পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

> "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, আপনিই তার মৃত্যু ঘটাবেন, আপনার জন্যই তার জীবন ও মরণ; আপনি (ঘুমের পর) তা ফিরিয়ে না দিলে তার প্রতি রহম করুন, আর ফিরিয়ে দিলে আপনার নেক বান্দাদের রুহের মতো হেফাজত করুন।"'[২]

'ঘুমের আগে নবীজি ﷺ বলতেন—

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

> "হে আল্লাহ! আপনার নামে আমি মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং আপনার নামেই জীবিত হই (জেগে ওঠি)।"'[৩]

শাইখ বিস্তারিত আলোচনা করার পর আমাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'এ বিষয়ে আমার যা জানা ছিল সব মোটামুটি বলা হলো, তবুও যদি তোমাদের কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকে বলতে পার, ইনশাআল্লাহ আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।'

আমি বললাম, 'না, শাইখ! আপনার কথা একদম স্পষ্ট। আমরা আপনার আলোচনা থেকে বুঝলাম যে, আমরা সাধারণত অন্তরের হায়াত বলতে শুধু একটি বৈশিষ্ট্য বুঝি; তবে সেটি নিছক অনুভব-অনুভূতি, ঐচ্ছিক সঞ্চালনশক্তি

[১] আল-আযকার, ইমাম নববি, পৃষ্ঠা ২১; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলি, ইবনুস সুন্নি (৯); وَفَضَّلَنِي থেকে অংশটুকু ভিন্ন বর্ণনায় (তিরমিযি, ৩৪৩২) এসেছে।

[২] এখানে মূলত দুটো হাদিসের কিছু অংশ। মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭১২; فَاحْفَظْهَا থেকে বুখারিতে এসেছে, হাদিস-ক্রম : ৬৩২০

[৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৩২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিংবা ইলম-জ্ঞান ও কুদরত-সক্ষমতা নয়। বরং অন্তরের হায়াত হলো এমন এক শক্তি, যা মানুষকে সকল মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে দূরে রাখে।'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ চাইলে আগামী মজলিসে আবার দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ সামনের হালকায় আমরা আত্মিক ব্যাধি প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বাদশ মজলিস

যে মন নিজ-গহনে পোষে আল্লাহর প্রেম

- আল্লাহর প্রতি মনের একনিষ্ঠতা সব অনিষ্টকর বস্তু ও প্রবৃত্তির প্রতিরোধক
- সম্পদের অজিফা এবং মনের দাসত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক
- আল্লাহপ্রেমের প্রকৃতি ও তাৎপর্য
- আল্লাহপ্রেমের আলামত
- আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব
- আল্লাহর দাসত্বের স্তরসমূহ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বাদশ মজলিস

যে মন নিজ-গহনে পোষে আল্লাহর প্রেম

পাঠক, শাইখের পূর্ববর্তী মজলিসগুলোর আলোচনা পড়ে থাকলে নিশ্চিতভাবে এ বিষয়টি আপনার অনুভব হবে যে, আত্মিক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে শাইখ একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব; খুব নিপুণভাবে তিনি রোগ নির্ণয় করতে পারেন; এবং অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর গভীর উৎস থেকে রোগের প্রতিষেধকও বলে দিতে পারেন।

আর, এমন বৈশিষ্ট্য তো কেবল তারই অর্জিত হয়, যার হৃদয় বক্রতা ও সন্দেহ-সংশয়ের কলুষতা থেকে নিরাপদ; যার নিত্যকার জীবন যাপিত হয় কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে; এবং কুরআন-সুন্নাহরই আলো-হাওয়ায় যে বড় হয় আর বেড়ে ওঠে। ফলে, তার অন্তর আল্লাহর এমন মোহন-প্রেমে ব্যাকুল হয়, অন্য কোনো প্রেম-ভালোবাসা যার বিনিময় হতে পারে না।

শাইখের ব্যাপারে এ-ই আমাদের বিশ্বাস; এবং নিজেদের পিয়াসি মনের জন্যও এ-ই প্রার্থনা।

পাঠক! মানুষ আল্লাহ-বিমুখ হয়ে গেলে মনের দাস ও গোলামে পরিণত হয়—এ নিয়ে গত মজলিসে শাইখ আমাদের নসিহত করেছিলেন। এ মজলিসে তিনি আলোচনা করছেন আল্লাহপ্রেমের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নিয়ে। আসুন, কী বলেন শাইখ, শুনি।

শাইখ তাঁর আলোচনার শুরুতে হামদ ও সানা পাঠ করেন—

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم

> *'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর; আমাদের সাহায্য কামনা ও ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর নিকটেই; নফসের অনিষ্ট ও আমলের ত্রুটি থেকে রেহাই কেবল তাঁরই আশ্রয়ে; তিনি পথপ্রদর্শন করলে কেউ নেই পথভ্রষ্ট করার; কিংবা, তিনি পথহারা করলে পথ দেখানোর কেউ নেই; আমার সাক্ষ্য হচ্ছে, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক; অদ্বিতীয়; আমার সাক্ষ্য এ-ও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও সাথিবর্গের প্রতি আল্লাহ তাআলা রহম ও শান্তি বর্ষণ করুন।'*

আল্লাহর প্রতি মনের একনিষ্ঠতা সব অনিষ্টকর বস্তু ও প্রবৃত্তির প্রতিরোধক

'সুধীবৃন্দ, আল্লাহ আপনাদেরকে শুদ্ধ, সঠিক ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করুন; জেনে রাখবেন, আল্লাহর প্রতি মনের একনিষ্ঠতা—সব অনিষ্টকর বস্তু ও প্রবৃত্তির প্রতিরোধক।'

'মন যখন আল্লাহর ইবাদত ও নিষ্ঠার স্বাদ অনুভব করে তখন তার কাছে আর কোনো কিছুই এরচেয়ে স্বাদ, মিষ্ট, কিংবা ভালো বোধ হয় না। আসলে, মানুষ তো পছন্দের কোনো জিনিস তখনই কেবল ছাড়ে; যখন এরচয়েও বেশি পছন্দের কিছু সে পেয়ে যায়; কিংবা, যখন কোনো অপছন্দনীয় জিনিসের ভয় সে করে। তাই, সত্যিকারের ভালোবাসা (আর, তা হলো আল্লাহর ভালোবাসা) পেলে, অথবা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা হলে নষ্ট ও ভ্রান্ত ভালোবাসা থেকে মন অবশ্যই ফিরে আসে।'

'ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

> *"এমনটিই হয়েছে, যেন আমি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীল ব্যাপারাদি দূরে*

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সরিয়ে দিই; নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।"[১]

'বোঝা গেল, বান্দার ইখলাস ও নিষ্ঠার কারণে তার মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নগ্ন ছবির আকর্ষণ ও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার মতো মন্দ মানসিকতা দূর করে দেন; এবং ব্যভিচারের মতো অশ্লীলতাও তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখেন।'

'এ জন্যই তো দেখা যায়—আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর প্রতি ইখলাসের স্বাদ অনুভবের আগে মানুষকে তার নফস প্রবৃত্তিপূজায় বাধ্য করে; আর, ইখলাসের স্বাদ অনুভব করতে পারলে এবং অন্তরে ইখলাস মজবুত হয়ে গেলে কোনো অষুধ ছাড়াই প্রবৃত্তি তার বশীভূত হয়ে যায়।

'আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে; মূলত, আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ...।"[২]

'মানে, নামাজের মাধ্যমে অযাচিত ও অপছন্দনীয় বিষয় তথা অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম রোধ হয়। আবার, কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় বস্তু তথা আল্লাহর স্মরণ অর্জিত হয়। আর, ওই অযাচিত বিষয় রোধ করার চেয়ে এই কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করা শ্রেষ্ঠতর; কারণ, আল্লাহর স্মরণ হলো তাঁর ইবাদত; আর, অন্তর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়াটা মৌলিক কাজ; অপরদিকে অন্তর থেকে ক্ষতিকর বিষয় রোধ করা আনুষাঙ্গিক ও দ্বিতীয় স্তরের কাজ।

'অন্তর হলো ভালো ও সত্যপ্রেমী মাখলুক; এই ভালোই তার চাওয়া; একেই সে খুঁজে ফেরে। তাই, তার মধ্যে কোনো মন্দ কামনা উদয় হলে, সে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধক খুঁজতে থাকে। কারণ, আগাছায় ফসল নষ্ট করার মতো এই মন্দ কামনাও নষ্ট করে দেয় অন্তর। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

"সে-ই সাফল্য লাভ করেছে, নফসকে যে পরিশুদ্ধ করেছে; সে-ই ব্যর্থ

[১] সূরা ইউসুফ; আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] সূরা আনকাবুত; আয়াত-ক্রম : ৪৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *হয়েছে, যে একে কলুষিত করেছে।”*[১]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

> *“সে-ই সাফল্য লাভ করেছে, যে শুদ্ধি অর্জন করেছে এবং তার রবের নাম নিয়ে সালাত আদায় করেছে।”*[২]

অন্যত্র তিনি বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

> *“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে; এবং যৌনাঙ্গ সংযত রাখে; এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার মাধ্যম।”*[৩]

আরেক জায়গায় বলেন—

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

> *“আল্লাহর দয়া ও করুণা না হলে তোমাদের কেউ কখনোই শুদ্ধি অর্জন করতে পারতে না।”’*[৪]

‘আল্লাহ্ তাআলা চোখ অবনত রাখা ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখাকে নফসের জন্য অধিক পবিত্রতার মাধ্যম বানিয়েছেন। আবার, এ-ও বলেছেন যে, অশ্লীলকর্ম ছেড়ে দেওয়াটা নফসের পরিশুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। আর, নফস পরিশুদ্ধ হয়ে গেলেই তো মিটে যাবে সব অনাচার, জুলুম, শিরক ও মিথ্যার মতো সব অপকর্ম।’

‘যেমন, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও পদের লোভী ব্যক্তির মন—যা অসুস্থ ও অশুদ্ধ—এমন লোকের প্রতিই কেবল সদয় হয়, যে তাকে তার উদ্দেশ্য অনুধাবনে সহযোগিতা করে। ফলে, বাহ্যত লোভী লোকটা মান্যবর ও অনুসরণীয় হয়; কিন্তু বাস্তবে সে হয় সহযোগী লোকটার অনুসারী ও দাস। কারণ, সে সহযোগীর

[১] সূরা শামস; আয়াত-ক্রম : ৯-১০
[২] সূরা আ'লা; আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫
[৩] সূরা নুর; আয়াত-ক্রম : ৩০
[৪] সূরা নুর; আয়াত-ক্রম : ২১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহযোগিতা কামনা করে; আবার, তার অনিষ্টের ভয়ও করে; এজন্য, তার পেছনে টাকা-পয়সা খরচ করে; তাকে বিভিন্ন পদ ও ক্ষমতা দেয়; এবং অপরাধ করলেও তাকে মাফ করে দেয়; যেন সময়মতো সেও পাল্টা সাহায্য-সহযোগিতা করে।'

'এভাবে এরা উভয়ে একে অপরের দাসে পরিণত হয়; কারণ, এরা একে অপরের জন্য আল্লাহর ইবাদত বর্জন করে। অন্যায়ভাবে ক্ষমতা ও পদের জন্য এদের পরস্পরের সহযোগিতাটা অনাচার ও ডাকাতিতে সহযোগিতার মতোই। এরা আসলে (অশুদ্ধ) নফসের গোলামি ও দাসত্বের কারণেই একে অপরের গোলামি করে।'

সম্পদের অজিফা এবং মনের দাসত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক

এরপর শাইখ একটু থামলেন; তিনি ভেবেছিলেন, কেউ হয়তো এতক্ষণের আলোচনা আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য কিছু জিজ্ঞেস করবে। তার এই মনোভাব বুঝতে পেরে আমি বললাম—'শাইখ, পদ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্তরের দাসত্বের এই যদি হাল হয়; তাহলে সম্পদের মোহে পড়লেও কি একই হাল হবে? এ ব্যাপারটা জানার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি; কারণ, এ সময়ের মানুষ তো সাধারণভাবে প্রায় সকলেই সম্পদের মোহে পড়ে যায়।'

তিনি বললেন—'উপস্থিত বন্ধুগণ, অনেক সময় সম্পদের নেশা সম্পদ-অন্বেষী ব্যক্তির মনকে দাস ও গোলাম বানিয়ে ফেলে। এটা আবার দুরকম; একটু খুলেই বলি আপনাদেরকে।'

'দেখুন, কিছু সম্পদ তো এমন, যেগুলো মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয়; যেমন—খাবার, পানীয়, বাসস্থান, শ্বশুরালয়; এগুলো মানুষ পেতে চায় এবং রবের কাছ থেকে চেয়ে নেয়; নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে; কিন্তু এসবের গোলাম হয় না সে। তার কাছে এসবকে, আরোহণের গাধা, শয়নের বিছানা, বরং প্রয়োজন সারার টয়লেটের মতো মনে হয়। ফলে সে ভীতু হয়ে জীবন কাটায়; বিপদে পড়লে হা-হুতাশ করে; আর স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে কৃপণ হয়ে যায়।'

'কিছু সম্পদ এমন, যেগুলো মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সম্ভবত শাইখ এটা বলে ওই সম্পদ বোঝাতে চাচ্ছেন, যা মানুষের জন্য

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবশ্যক পর্যায়ের নয়; যেমন, বিরাট বিত্তশালী হওয়া; ওরকম সম্পদ অন্বেষণের সুযোগ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সেই সম্পদের মোহে না-পড়ে; কারণ, মোহে পড়ে গেলেই সম্পদের দাসে পরিণত হবে অন্তর।) এমন সম্পদের প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়া যাবে না; কারণ, বেশি আগ্রহী হলেই অন্তর সেই সম্পদের গোলামে পরিণত হবে।'

'এ কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে, গাইরুল্লাহর (অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের কারও) প্রতি ব্যক্তির আস্থা ও ভরসা বেড়ে যায়; ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের বাস্তবতা অবশিষ্ট থাকে না; বরং তার মধ্যে একধরনের গাইরুল্লাহ পূজা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল দেখা দেয়।'

'আসলে এমন লোকই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই কথার উপযুক্ত, তিনি যে বলেছিলেন—

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، و عَبْدَالدِّرْهَمِ ، وَ عَبْدالقَطِيفَةِ ، وَ عَبْدالخَمِيصَةِ

> *"দিনার-দিরহামের দাসেরা ধ্বংস হোক; ধ্বংস হোক সুদৃশ্য ও কারুকার্যময় চাদরের গোলামেরাও।"*[১]

'আমাদের আলোচিত সম্পদের মোহে-পড়া লোকটাও এসবের দাস; আল্লাহ তাকে এগুলো দিলে সে সন্তুষ্ট হয়, নতুবা রাগ করে বসে থাকে।'

আল্লাহপ্রেমের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

'আল্লাহর সত্যিকার দাস তো সে, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়ে যে সন্তুষ্ট হয়; তাঁর অসন্তোষজনক ব্যাপারে যে অসন্তুষ্ট হয়; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দের জিনিস যে পছন্দ করে; এবং তাঁদের অপছন্দ-উদ্রেককারী বস্তু যে অপছন্দ করে; আল্লাহর বন্ধুকে যে বন্ধু হিসেবে এবং তাঁর শত্রুকে শত্রু হিসেবে যে গ্রহণ করতে পারে। আসলে এমন ব্যক্তির ঈমানই পূর্ণতা পেয়েছে। হাদিসে যেমনটি এসেছে—

مَنْ أَحَبَّ لله ، وأَبْغَضَ لله ، وأعطَى لله ومنع لله ، فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৮৮৭; ইবনে হিব্বান, হাদিস-ক্রম: ৩২১৮। হাদিসটিতে শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "যার পছন্দ-অপছন্দ আল্লাহর জন্য; এবং দান করা ও বিরত থাকাও আল্লাহর জন্য; তার ঈমানই আসলে পূর্ণতা পেয়েছে।"[১]

'আরেক হাদিসে এসেছে—

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه

> "ঈমানের অন্যতম মজবুত খুঁটি হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁরই জন্য অপছন্দ করা।"'[২]

'সহিহ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

> "যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হবেন; দুই. যে কেবল আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসবে; তিন. যে আল্লাহর রহমে কুফর থেকে বেঁচে যাওয়ার পর, আবার তাতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।"'[৩]

'মানে, যে ব্যক্তি নিজের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়েছে; ফলে, তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেছেন। এরপর, মাখলুককে সে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবেসেছে; এতে আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার পূর্ণতা ফুটে উঠেছে; কারণ, প্রিয়তমের প্রিয়জনকে ভালোবাসা তো প্রিয়তমেরই ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ। তো, এই ব্যক্তি যখন আল্লাহর নবী ও ওলিদেরকে, আল্লাহর

[১] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৬৮১; তাবরানি, হাদিস-ক্রম : ৭৬১৩; জামিউল উসুল : ১/২৩৯

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১৮৫২৪; তয়ালিসি, হাদিস-ক্রম : ৭৮৩; সিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদিস-ক্রম : ৯৯৮; হাদিসটি যঈফ।

[৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৩; নাসায়ি, হাদিস-ক্রম : ৪৯৮৭; ইবনু মাজাহ ৪০৩৩; জামিউল উসুল ১/২৩৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় বিষয় (দ্বীনের বিধিবিধান) বাস্তবায়নের কারণে ভালোবাসে; তখন সে তাঁদেরকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে; অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ্ তো এমন লোকের কথাই বলেছেন কুরআনে—

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

> *“তো, অতি শিগগির তিনি এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন; যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও ভালোবাসবে তাঁকে; তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল, কাফিরদের ওপর হবে কঠোর...।”’*[১]

‘এজন্য আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

> *“বলুন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।”*[২]

‘কারণ, রাসুল তো আল্লাহর পছন্দের বিষয়ে আদেশ করেন; আল্লাহর অপছন্দের ব্যাপারে নিষেধ করেন; তাঁর ভালোবাসার কাজই তিনি করেন; এবং তিনি যা সত্যায়ন করতে চান, রাসূল তা-ই মানুষকে বলেন; এজন্য আল্লাহকে যে ভালোবাসবে, সে অবশ্যই রাসূলের অনুসরণ করবে; তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নেবে; তাঁর আদেশের আনুগত্য করবে; এবং সব কাজে তাঁর অনুসরণ করবে। আর, এমনটাই মূলত আল্লাহর পছন্দের কাজ; এবং এর পরিণামেই তাকে ভালোবাসবেন আল্লাহ।’

আল্লাহপ্রেমের আলামত

এরপর শাইখ তাঁর এতক্ষণের আলোচনার সম্পূরক বিষয়টি উপস্থাপন করতে চাইলেন, যেন কেউ নিজে নিজে না বুঝে থাকলে এখন তা বুঝে নিতে পারে; সেই সম্পূরকটি হলো—ভালোবাসার আলামত।

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪
[২] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর তিনি বললেন—'বন্ধুগণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেমিকদের দুটি আলামত নির্ধারণ করেছেন; ১. রাসূলের অনুসরণ; ২. আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ, ঈমান ও নেককাজের মতো আল্লাহর পছন্দের বিষয় অর্জন এবং কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতার মতো আল্লাহর অপছন্দের ব্যাপার বর্জন করার যে প্রচেষ্টা, সেটার মূল রূপই হলো আল্লাহর রাহে জিহাদ।'

'আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন—

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ

> *"বলুন, তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, পরিজন, অর্জিত সম্পদ, ক্ষতির শঙ্কাযুক্ত ব্যবসা ও ভালোলাগার বাসস্থান যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও আল্লাহর রাহে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান (তথা, শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো...।"*[১]

'তাহলে যে ব্যক্তির কাছে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ বেশি প্রিয় হবে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের চেয়ে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই ভয়ানক হুমকি দিয়েছেন।'

'বরং সহিহ হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ، حتّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ من والده ووَلَدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

> *"তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব।"'*[২]

'সহিহ হাদিসে এসেছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে বললেন—

[১] সূরা তাওবা; আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪-১৫; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৪;

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يا رَسولَ اللهِ ، لَأَنْتَ أحبُّ إليَّ مِن كُلِّ شيءٍ إلّا مِن نَفْسِي ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا ، والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ، حتّى أكُونَ أحبَّ إلَيْكَ مِن نَفْسِكَ فقالَ له عُمَرُ: فإنَّه الآنَ ، واللهِ ، لَأَنْتَ أحبُّ إليَّ مِن نَفْسِي ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الآنَ يا عُمَرُ.

> *"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে আমার জান ব্যতীত সবচেয়ে প্রিয়।" নবীজি বললেন, "উমর! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ—আমি তোমার কাছে তোমার জানের চেয়েও প্রিয় না হলে (তোমার ঈমান পূর্ণ) হবে না।" তখন উমর বললেন, "আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার জানের চেয়েও বেশি প্রিয়।" নবীজি বললেন, "উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ) হয়েছে।"*'[১]

'প্রিয়তমের সঙ্গে হৃদয়ের বাঁধন ছাড়া মহব্বত বা ভালোবাসার পূর্ণতা আসে না। এই বাঁধন হলো—প্রিয়তমের পছন্দের বিষয় পছন্দ করা; এবং তাঁর অপছন্দের বস্তু অপছন্দ করা। এখন, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ঈমান ও তাকওয়া, আর অপছন্দ করেন কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতা।'

'তাছাড়া এ তো জানা কথাই যে, মানুষের ভালোবাসাই তার মনের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই, মনের মধ্যে ভালোবাসা দৃঢ় হয়ে গেলে, এটা মনকে ভালোবাসার কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে; আর, ভালোবাসা পূর্ণতা পেলে, এটা ভালোবাসার কাজের জন্য মনের ইচ্ছাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। এরপর, বান্দা সেই কাজে সক্ষম হলে তো কাজটি করে ফেলে; নতুবা, সাধ্যানুযায়ী সেপথে চেষ্টা করে যায়। এতে কাজটি যে পুরোপুরি করতে পেরেছে তার মতোই সে প্রতিদান পায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَن دَعا إلى هُدًى ، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا ، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا

> *"যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করল, সে তার (হিদায়াতের)*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৬৩২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> অনুসারীদের মতোই সওয়াব পাবে; তবে সেই অনুসারীদের সওয়াবে কোনো কমতি করা হবে না। আবার, যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার রাস্তা দেখাল, সে তার (ভ্রষ্টতার) অনুসারীদের মতোই পাপের ভাগী হবে; তবে সেই অনুসারীদের পাপে কোনো কমতি করা হবে না।"[১]

'আরেক হাদিসে এসেছে—

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا ، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

> "মদিনায় এমন কিছু লোক আছে, যারা (জিহাদের) প্রতিটি পথে ও উপত্যকায় তোমাদের সঙ্গে আছে।" সাহাবারা বললেন, "তারা তো মদিনায়!" নবীজি বললেন, "তারা তো অপারগতার কারণে মদিনায় আটকা পড়ে গেছে; (নইলে অন্তরের বিবেচনায় তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে)।"'[২]

'জিহাদ হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর নাম। আল্লাহর পছন্দের বিষয় অর্জন এবং তাঁর অপছন্দের বস্তু বর্জন করার শক্তি হলো এই জিহাদ। তাই, বান্দা যখন তার সাধ্যের অধীন জিহাদও ছেড়ে দেয়, তখন বোঝা যায় যে, তার অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

'আরেকটি স্বীকৃত ব্যাপার হলো যে, সাধারণত কষ্ট সওয়া ছাড়া ভালোবাসার বস্তু লাভ করা যায় না। সেই ভালোবাসা ভালো হোক বা মন্দ। যেমন—ক্ষমতা, সম্পদ ও সুন্দর চেহারার মোহে আচ্ছন্ন লোকেরা দুনিয়ার বাহ্যিক কিছু ক্ষতি মেনে নেওয়ার পরেই কেবল কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করে; বাকি, ওসব ছাড়াও তো ইহ-পরকালে তারা বহুভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

'গাইরুল্লাহর বিবেকবান প্রেমিকরা যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বনের পর তাদের ভালোবাসার বস্তু অর্জনে যতটা কষ্ট সহ্য করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার দাবিদার ব্যক্তি যদি তাদের সমান কষ্টও সইতে না পারে, তাহলে এটা তার দুর্বল ভালোবাসার প্রমাণ।'

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৭৪; মুখতাসারু সহিহি মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৮৬০
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৪৪২৩; তবে, কিছুটা শব্দের তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কিন্তু মুমিন তো অমন কষ্ট সইতে না পারার কোনো কারণ নেই; যেহেতু আল্লাহকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আল্লাহ যেমনটি বলেছেন—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ

> *"মানুষের মধ্যে কতক এমন, যারা আল্লাহকে ছেড়ে কিছু শরিককে (ইলাহরূপে) গ্রহণ করেছে; তারা এগুলোকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে; কিন্তু মুমিনরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে।"*'[১]

'তবে এটা ঠিক যে, অনেক সময় প্রেমিক তার বুদ্ধির স্বল্পতা ও বুঝের ভ্রান্তির কারণে এমন পন্থা অবলম্বন করে, যে পন্থায় আসলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয় না। এমন ক্ষেত্রে তার ভালোবাসা শুদ্ধ-পবিত্র হলেও তা নিন্দাযোগ্য হয়ে যায়; আর, পন্থা ও ভালোবাসা দুটোই অশুদ্ধ-অপবিত্র হলে তো কথাই নেই। ক্ষমতা সম্পদ ও সম্মানের মোহে-পড়া লোকেরা অনেক সময় এই ভুল করে। এমনসব কর্মকাণ্ডে তারা ডুবে যায় যেগুলোর ফলে তাদের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হয়ই না, উল্টো বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অথচ উচিত তো ছিল—যৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করে উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।'

আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব

এরপর শাইখ একটু থামলেন, যেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে, জিজ্ঞেস করতে পারে। আমি বললাম, 'শাইখ, আমরা সম্ভবত এখন এই আলাপ করতে পারি যে, মহব্বত ও ইবাদত একটি আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পেলে তাঁর দাসত্বও (ইবাদত) বেড়ে যায়; আবার, মহব্বত কমে গেলে দাসত্বও কমে যায়। এ কথা কি ঠিক?'

শাইখ বললেন—'হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চেয়েছি; কারণ, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বাড়লেই তাঁর দাসত্ব বাড়ে; তাঁর দাসত্ব বাড়লেই অন্য সব কিছুর প্রতি বিরাগ ও উদাসীনতা বাড়তে থাকে। অন্তর আসলে সত্তাগতভাবে দুই কারণে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এক. ইবাদতের কারণে; এটাই মৌলিক কারণ। দুই.

[১] সূরা বাকারা; আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহায্য-কামনা ও তাওয়াক্কুলের কারণে; এর মাধ্যমে অন্তর পরিচালিত হয়।’

‘রবের ইবাদতেই অন্তর সুখ শান্তি সফলতা শুদ্ধতা পরিতৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ করে। এজন্যই তিনি হয়ে আছেন প্রভু, প্রিয়তম ও বহুকাঙ্ক্ষিত; আবার অন্তর এই সুখ স্বাদ আনন্দ নিয়ামত, প্রশান্তি ও স্থিরতা অনুভব করে তাঁর মাধ্যমেই। অর্থাৎ, এগুলো তাঁর সাহায্যে তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়; অন্য কেউ নয়; বরং তিনিই এগুলো দান করেন। ফলে, “আমরা আপনারই ইবাদত করি; এবং আপনার নিকটেই সাহায্য কামনা করি”[১]—কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবতার কাছে সততই ঋণী হয়ে থাকে অন্তর।

‘কারণ, বান্দা যা কিছু ভালোবাসে, যা কিছু পছন্দ করে এবং যা কিছু তালাশ করে ও ইচ্ছা করে, সেসবের ক্ষেত্রে যদি সে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু আল্লাহর এমন ইবাদতের সৌভাগ্য তার না হয়, যেই ইবাদতে আল্লাহই হবেন তার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তিনিই হবেন তার সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রিয়জন, সত্তাগতভাবে কেবল তাঁকেই সে ভালোবাসবে, অন্য কারও প্রতি ভালোবাসাটাও তাঁকে ভালোবাসার অনুগামী হবে, তাহলে বোঝা যাবে, সে আসলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র মর্ম অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি; এবং তাওহিদ (একত্ববাদ), উবুদিয়্যাত (দাসত্ব) ও মহব্বতও সে দেখাতে পারেনি; তার মধ্যে বহু ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়ে গেছে; বরং বহু দুঃখ, কষ্ট ও আফসোসেই পতিত হয়ে আছে সে।’

‘আবার যদি সে আল্লাহকে পাওয়ার কোশেশ করে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভরসা ও মুখাপেক্ষিতা না দেখায়, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা না করে, তাহলে কিছুই অর্জিত হবে না। কারণ, তিনি যা চান তা-ই বান্দা পায়; তিনি যা চান না, বান্দা তা পায় না।’

‘তাই, আল্লাহর প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী; কারণ, তিনিই বান্দার অভিষ্ট লক্ষ্য, তিনিই তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদ ও মাবুদ। আবার তাঁর প্রতি বান্দা এ কারণেও মুখাপেক্ষী যে, তাঁর নিকটেই সাহায্য চাইতে হয়; তাঁর প্রতিই ভরসা করতে হয়। ফলে, তিনি বান্দার এক অদ্বিতীয় ইলাহ (প্রভু ও মাবুদ); এবং তিনিই বান্দার অদ্বিতীয় রব (লালন-পালনকারী, সবকিছুর যোগানদানকারী)।’

[১] সূরা ফাতিহা; আয়াত-ক্রম : ০৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'মোটকথা, এই দুটি (তথা, আল্লাহ তাআলাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া এবং সাহায্য প্রার্থনাও তাঁর কাছেই হওয়া) ছাড়া আল্লাহর দাসত্ব পূর্ণতা পায় না। তাই, বান্দা সত্তাগতভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসলে, কিবা, অন্য কারও প্রতি সাহায্য প্রার্থনার দৃষ্টি দিলে, যাকে সে ভালোবেসেছে, বা যার কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করেছে, ভালোবাসা ও সাহায্যের আশা-অনুসারে সে তার গোলামে পরিণত হয়।'

'পক্ষান্তরে, সত্তাগতভাবে কেবল আল্লাহকেই ভালোবাসলে; অন্য কিছুকেও কেবল তাঁর জন্যই মহব্বত করলে; কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে; দুনিয়াবি কোনো উপায়-উপকরণ গ্রহণ এবং কোনো কিছু অর্জনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস করলে, যে, আল্লাহ তাআলাই একে সৃষ্টি করেছেন এবং এভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন; আসমান ও জমিনের সব কিছুর রব, মালিক ও স্রষ্টা তিনিই; তাঁরই নিকটে মুখাপেক্ষী সবাই; এমনটা করতে পারলে তবেই বলা যাবে যে, আল্লাহর প্রতি বান্দার পরিপূর্ণ উবুদিয়্যাত (তথা দাসত্ব) অর্জিত হয়েছে।'

আল্লাহর দাসত্বের স্তরসমূহ

আমি বললাম, 'শাইখ, স্বাভাবিকতই মানুষ এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হবে; প্রতিযোগিতার ময়দানে যেমনটা হয়। তো, এক্ষেত্রে মানুষের স্তর কয়টি বা কী কী, তা জানা যাবে?'

শাইখ বললেন, 'আসলে এক্ষেত্রে মানুষ এত অসংখ্য স্তরে বিভক্ত যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও পক্ষে এটা গোনা সম্ভব না। ব্যস, সৃষ্টির মধ্যে (বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে) সবচেয়ে পূর্ণতা, মর্যাদা, উচ্চতা ও আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী যে ব্যক্তি; এবং (দ্বীনি বিষয়ে) সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত যে, সে-ই আল্লাহর সবচেয়ে পরিপূর্ণ দাস।'

'যেই বার্তা দিয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যেই দিকনির্দেশনা দিয়ে নাজিল করা হয়েছে আসমানি কিতাবসমূহ, তার মূলকথাও এটিই। অর্থাৎ, বান্দা নিজেকে শুধু আল্লাহর নিকটেই সমর্পণ করবে। ফলে, আল্লাহর নিকট এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারও নিকটেও নিজেকে সমর্পণকারী হলো মুশরিক; আর, যে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়, সে অহংকারী, কাফির।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সহিহ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ يَعْنِي مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ

> *"অন্তরে অণুপরিমাণও অহংকার-পোষণকারী জান্নাতে যাবে না; যেমনিভাবে জাহান্নামে যাবে না অণুপরিমাণ ঈমানের অধিকারীও।"*'[১]

'দেখুন, এখানে অহংকার আনা হয়েছে ঈমানের বিপরীতে; কারণ, দাসত্বের মর্ম ও তাৎপর্যের বিরোধী এই অহংকার। এজন্যই তো সহিহ হাদিসে এসেছে, নবীজি বলেন—

قَالَ اللهُ تَعَالَى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

> *"আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, বড়ত্ব আমার কাপড়, আর অহংকার আমার চাদর; এর কোনো একটি নিয়ে কেউ আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"*'[২]

'বড়ত্ব ও অহংকার হলো রবের মহান দুটি বৈশিষ্ট্য। তবে আজমতের (বড়ত্ব) চেয়ে কিবরিয়া (অহংকার) বড়। এ কারণে অহংকারের তুলনা করেছেন চাদরের সঙ্গে, আর বড়ত্বের তুলনা করেছেন (লুঙ্গি-জাতীয়) কাপড়ের সঙ্গে।

'এ কারণেই তো আজান, নামাজ ও ঈদের প্রতীক হলো তাকবির (যা মহান রবের কিবরিয়ার প্রকাশ); আবার, সাফা-মারওয়ার মতো সম্মানিত স্থানে এবং উঁচু জায়গা বা বাহনে আরোহণের সময় এই তাকবির বলা মুস্তাহাব। বিরাটাকারে আগুন লাগলে তাকবিরের মাধ্যমে তা নেভানো যায়; আজানের সময় এই তাকবিরের কারণেই শয়তান পালায়।'

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৯১; তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ১৯৯৯

[২] হাদিসটি সহিহ; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ৯৩৫৯; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪০৯০।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

> *"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার-বশত মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"'*[১]

'আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকার-বশত মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, সে অবশ্যই অন্য কারও পূজায় লিপ্ত হয়। কারণ, মানুষ অনুভূতিশীল প্রাণী; নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা সে পরিচালিত হয়। সহিহ হাদিসে এসেছে, নবীজি বলেছেন—

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

> *"সবচেয়ে যথার্থ নাম হলো হারিস ও হাম্মাম।"*[২]

''হারিস' হলো কর্মচারী ও উপার্জনকারী; আর 'হাম্মাম' শব্দটি হাম্মুন ধাতু থেকে জোরদার ও উচ্চ পর্যায়ের অর্থ দেওয়ার জন্য গঠিত। হাম্মুন অর্থ হলো, প্রথম ইচ্ছা।

এখন এই দুটি (উপার্জনকারী ও প্রবল ইচ্ছার অধিকারী) নামকে বলা হলো যথার্থ। তার মানে, সবসময়েই মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো ইচ্ছা থাকে; প্রতিটি ইচ্ছারই আবার একটি অভিষ্ট গন্তব্য থাকে। এমনিভাবে, প্রতিটি বান্দার ইচ্ছা ও ভালোবাসার গন্তব্যরূপে কাঙ্ক্ষিত ও উদ্দিষ্ট কিছু একটা থাকে। এখন যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও ভালোবাসার গন্তব্যরূপে আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করবে, বরং অহংকারের বশে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে; তারও তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো পূজনীয় উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত কেউ থাকবে। ফলে, সে ওই পূজনীয় সত্তার গোলামে পরিণত হবে। সেই সত্তা হয়তো সম্পদ হবে, নতুবা হবে সম্মান মর্যাদা বা প্রতিপত্তি। অথবা সেই সত্তা হবে এমন,

[১] সূরা গাফির, আয়াত-ক্রম : ৬০

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৪/৩৪৫; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : : ৪৯৫০; নাসায়ি : ৬/১৮১; আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬২৫; মুসনাদু আবু য়া'লা : ৭১৬৯, ৭১৭০ (মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজিরের সূত্রে, মারফু' সনদে); এই হাদিসটির সনদে আক্বীল ইবনু শাবীব নামে একজন মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী থাকায় এটি যঈফ; (তাকরীব); তবে, সহিহ কথা হলো, হাদিসটি মুরসাল; দেখুন— আল-ই'লাল (ইবনু আবী হাতিম রচিত) : ২/৩১২-৩১৩; ইবনু ওয়াহব তাঁর জামে'তে (পৃষ্ঠা : ০৭) এই হাদিসটির একটি মুরসাল শাহেদ (সমর্থনকারী) এনেছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে সেই লোকটা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। যেমন—চন্দ্র, সূর্য, তারকা, নক্ষত্র, বিভিন্ন নবী ও ফেরেশতা (আলাইহিমুস সালাম); কিংবা, নবী ও ওলিগণের কবর ইত্যাদি।'

'আর, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও দাস হওয়া মানে মুশরিক হয়ে যাওয়া। আর, প্রত্যেক অহংকারীই মুশরিক। এজন্যই আমরা জানি যে, ফেরাউন ছিল আল্লাহর ইবাদত থেকে সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে বড় অহংকারী, আর সে তো মুশরিক।

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

> "আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ফেরাউন হামান ও কারুনের কাছে প্রেরণ করেছি; তারা (তাকে) বলেছে—জাদুকর ও চরম মিথ্যুক।"'[১]

'এই আলোচনার এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন—

وَ قَالَ مُوْسٰى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

> "মুসা বললেন—হিসাব-দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী প্রতিটা অহঙ্কারী থেকে, আমি আমার ও তোমাদের রবের নিকট পানাহ চাই।"'[২]

'আরেকটু পরে আল্লাহ বলেন—

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

> "এভাবেই আল্লাহ প্রতিটা অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারীর অন্তরে সিল মেরে দেন।"'[৩]

'অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা মুমিন; আয়াত-ক্রম : ২৩-২৪
[২] সূরা মুমিন; আয়াত-ক্রম : ২৭
[৩] সূরা আল-মুমিন; আয়াত-ক্রম : ২৩-৩৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَقَٰرُونَ وَفِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَٰبِقِينَ

> *"আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি; তাদের কাছে মুসা এসেছিলেন প্রমাণাদি নিয়ে; তখন তারা (মুসাকে না মেনে) পৃথিবীতে দম্ভ-অহংকার প্রদর্শন করেছিল; কিন্তু তারা বিজয়ী হয়নি।"'*[১]

'অন্যত্র বলেন—

إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةٗ مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡ

> *"নিশ্চয় ফেরাউন জমিনে (মিসরে) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল; এবং এর বাসিন্দাদেরকে বিভক্ত করে ফেলেছিল বিভিন্ন দলে; এদের একটি দলকে (বনু ইসরাইল) সে দুর্বল করে রাখত; তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে জীবিত রাখত।"'*[২]

'এর একটু পরে বলেন—

فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ

> *"দেখো, জালিমদের পরিণাম কী হয়েছিল!"*[৩]

'এমন সব আয়াতে কুরআন ভরপুর। সেগুলো থেকেও আমরা উল্লিখিত বিষয়টি বুঝতে পারব।'

'আজকের মতো এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথিদের ওপর।'

[১] সূরা আনকাবুত; আয়াত-ক্রম : ৩৯
[২] সূরা কাসাস; আয়াত-ক্রম : ০৪
[৩] সূরা কাসাস; আয়াত-ক্রম : ৪০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ত্রয়োদশ মজলিস

হৃদয়ের আশা-প্রত্যাশা আল্লাহর নিকটে হওয়াতেই নিরাপত্তা ও মুক্তি

- আশা-প্রত্যাশা কেবল আল্লাহর নিকটেই করা
- শিরককারীর জন্য তার শিরকটা ভয়ের কারণ
- আশার উপায়-মাধ্যম
- কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম অনুধাবন : মানুষের শ্রেণিভেদ
- ইখলাস : জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়
- আল্লাহর 'জন্য' এবং আল্লাহর 'সঙ্গে' ভালোবাসা
- অন্তরের 'কথা-কাজে'ও শিরক হয়
- অন্তর যে শরিয়তের সত্যায়ন করে সে অনুসারে আমলের আবশ্যকতা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ত্রয়োদশ মজলিস

হৃদয়ের আশা-প্রত্যাশা আল্লাহর নিকটে হওয়াতেই নিরাপত্তা ও মুক্তি

আমরা এই মজলিসে একত্রিত হয়েছি জগতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, বিদগ্ধ গবেষক ও মুজাহিদ, শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়ার নিকট। পাঠক, সারা দুনিয়ায় আপনার চেনাজানা কোনো মজলিসই শাইখের এই মজলিসের তুল্য হতে পারে না; কারণ, শাইখের মজলিসের প্রতিটি ব্যক্তি এখানে তাকওয়া, সদাচার ও বিনয়সমৃদ্ধ ইলম, আদব ও জীবন গঠনমূলক দীক্ষা অর্জন করে। আল্লাহ যাঁদেরকে জগতের মশালরূপে বানিয়েছেন, সেসব মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মুজতাহিদ ইমামের মধ্য থেকে আর কার মজলিসে এত কিছু একসঙ্গে পাওয়া যায়?

শাইখ তাঁর প্রতিটি মজলিসকে আলো আর ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর করে রাখেন। আসলে, তিনি কখনো কোনো বক্তৃতা না করলেও, তাঁর বীরত্বের ঘটনাবলিই, তাঁর হয়ে ইতিহাসের পাতায় বয়ান করত বহু নসিহা ও উপদেশ।

পাঠক! বেশ খানিকটা সময় চলে গেছে। শাইখের মোহন কণ্ঠে আমরা শুনতে পেলাম হামদ ও সালাত। মহান রবের প্রশংসা ও নবীজির প্রতি দরূদ পাঠের পর তিনি বললেন—'প্রিয় সুধী, গত মজলিসে আমি আপনাদের সঙ্গে যেমন আলোচনা করেছি, আজকেও তেমন আলোচনাই করব; গত মজলিসের আলোচনা ছিল অন্তরের নিষ্ঠা তথা ইখলাস সম্পর্কে; আর আজকের আলোচনা হলো অন্তরের আশা-প্রত্যাশা নিয়ে।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশা-প্রত্যাশা কেবল আল্লাহর নিকটেই করা

'আল্লাহর তাওফিকে আমি বলতে চাই—বান্দার জন্য জরুরি হলো, নিজের যত স্বপ্ন-আশা, সব কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা করেই সাজাবে; এবং আল্লাহর তরফ থেকে—নাউযুবিল্লাহ—কোনো জুলুমের আশঙ্কা করবে না। কারণ, আল্লাহ তো মানুষের প্রতি এক বিন্দুও জুলুম করেন না; তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে। তো, বান্দা কোনো কিছুর আশঙ্কা করলে নিজ পাপের শাস্তি ভোগের আশঙ্কাই করবে। এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথায়, যে— "বান্দা আশা করবে শুধু আল্লাহর কাছে; আর ভয় করবে শুধু নিজ পাপের।"'

'একটি মারফু হাদিসে এসেছে—

دَخَلَ عَلى شَابٍّ وَهُوَ فِيْ الْمَوْتِ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ: أَرْجُو اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَخَافُ ذُنُوْبِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

> *"নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুমূর্ষু যুবকের কাছে গেলেন; তাকে বললেন, 'কেমন বোধ করছ?' সে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তো আল্লাহর নিকট (রহমত) আশা করছি; কিন্তু আবার নিজের পাপের কারণে ভয়ও হচ্ছে।' নবীজি বললেন, 'এমন সময়ে যার অন্তরে এই দুটি (আশা ও ভয়) বিষয় একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দান করেন; এবং তার ভয়ের ব্যাপার থেকে তাকে হেফাজত করেন।'"*[১]

'শুধু আল্লাহ তাআলাকেই সব আশা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করতে হবে; কোনো মাখলুক বা কোনো বান্দার শক্তি ও কাজকে নয়; কারণ, গাইরুল্লাহকে আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করাটা শিরক।'

'যদিও বান্দাকে নিজের আশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিভিন্ন উপায় উপকরণ গ্রহণ

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৯৮৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে হয়; কিন্তু কেবল সেগুলো দিয়েই তো কাজ হয়ে যায় না; বরং কোনো-না-কোনো সহায়কের প্রয়োজন হয়; এবং সবরকম প্রতিবন্ধকতাও দূর করতে হয়। আর, সহায়কের যোগান ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিরোধ তো হয় শুধু মহামহিম আল্লাহর ইচ্ছাতেই।'

'এজন্যই বলা হয়—উপায় উপকরণের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়াটা হলো তাওহিদের ক্ষেত্রে শিরক; সেগুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করাটা হলো বোকামি; আবার সেগুলো থেকে একেবারেই বিমুখ হওয়াটা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়।'

'এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

> *"অবসর হলে বিশ্রাম করুন; এবং মনোনিবেশ করুন আপনার রবের প্রতি।"'*[১]

'দেখুন, এখানে শুধু রবের প্রতিই মনোনিবেশ করতে আদেশ করা হয়েছে।

'আবার, অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> *"তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহর ওপরেই ভরসা করো।"'*[২]

'সুতরাং অন্তরের ভরসা তার ওপরেই হবে, যার কাছে সে আশা করে। এখন, আল্লাহর দিকে না তাকিয়ে যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান, কর্ম ও শক্তির কাছে; নিজের সম্পদ ও ক্ষমতার কাছে; কিংবা, নিজের শাইখ ও বন্ধু-স্বজনের কাছে কোনো আশা করবে, (যারা মূলত তার আশা পূরণের মাধ্যম মাত্র), সে তো একরকম এই মাধ্যমগুলোর ওপরেই ভরসা করে বসবে; আর, যে ব্যক্তি কোনো মাখলুকের কাছে কিছু আশা করে বা মাখলুকের ওপর ভরসা করে, তার সব ধারণা-কল্পনা ব্যর্থ হবে; কারণ সে আসলে মুশরিক—একমাত্র ভরসাস্থল রবের সঙ্গে অংশীস্থাপনকারী।'

[১] সূরা শারহ (আলাম নাশরাহ); আয়াত-ক্রম : ৭-৮
[২] সূরা মায়িদা; আয়াত-ক্রম : ২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

> *"আর, আল্লাহর সঙ্গে যে শিরক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল; এরপর মৃতভোজী পাখি তাকে নিয়ে গেল ছোঁ মেরে; কিংবা তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথাও ফেলে দিল ঝড়ো বাতাস।"'*[১]

শিরককারীর জন্য তার শিরকটা ভয়ের কারণ

আমি বললাম, 'মুহতারাম! এতক্ষণ আপনার যে আলোচনা শুনলাম, এতে করে, শিরক যে একটা ব্যর্থতা, ভীতি ও অবিচার; এবং শিরককারী লোকটা যে নিজেই নিজের ওপর অবিচারী; সে তার সব স্বপ্ন-আশায় ব্যর্থ; আর, মুসলিম হয়ে থাকলে, সে তার শত্রুর ভয়ে ভীত—এ কথা কি আমরা বলতে পারি না?'

শাইখ বললেন, 'বন্ধুগণ! এ কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি; এবং তা সঠিকও। কারণ, শিরককারী লোকটার আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হলো মাখলুক; ফলে, এদের একটা প্রভাব তার ভেতরে সৃষ্টি হয়; এবং সে এদেরকে ভয় করে।'

'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا

> *"আল্লাহ যে জিনিসের পক্ষে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, সে জিনিসকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার কারণে, আমি (আল্লাহ) কাফিরদের অন্তরে শিগগির ভীতি প্রক্ষেপণ করব।"'*[২]

'পক্ষান্তরে যে বান্দা শিরকমুক্ত সে পায় নিরাপত্তা। এমনটিই এসেছে কুরআনে—

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

[১] সূরা হাজ; আয়াত-ক্রম : ৩১
[২] সূরা আলি ইমরান; আয়াত-ক্রম : ১৫১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "যারা ঈমান গ্রহণের পর একে জুলুমের কালিতে কলুষিত করেনি; তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা; আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।"'[১]

'এ আয়াতে বিবৃত "জুলুম" শব্দটাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন "শিরক" বলে। সাহাবী ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে সহিহ হাদিসে এসেছে—

لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ أَوَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

> আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, "যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো—'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি— (সুরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৮২)' তখন (আমাদের জন্য তা কঠিন হয়ে দাঁড়াবার কারণে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করেনি!' নবীজি বললেন, 'তোমরা যা ভাবছ, তা নয়; আরে, এটা (সাধারণ কোনো জুলুম নয়; বরং এটা) হলো শিরক; তোমরা কি লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর সেই কথাটি শোনোনি? তিনি স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'বেটা! আল্লাহর সঙ্গে শিরক কোরো না; নিশ্চয়ই শিরক হলো মহাজুলুম!'"[২]

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا

[১] সূরা আনআম; আয়াত-ক্রম : ৮২

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৬০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ.

> “আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, এবং সেগুলোকে তেমন ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসতে হয় আল্লাহকে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর। হায়, এ জালিমগণ (দুনিয়ায়) যখন কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখনই যদি এটা বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। স্মরণ করো সে সময় যখন যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছে তারা বলবে, ‘যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে।’ এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। তারা কিন্তু জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।”’[১]

‘অন্যত্র বলেন—

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

> “বলুন, আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইলাহ মনে করো, ডাকো না তাদের! (আরে), তারা তো তোমাদের কষ্ট দূর করা বা এটা পরিবর্তন করার ক্ষমতাও রাখে না। (আসলে) এরা যাদেরকে (ইলাহ মনে করে) ডাকে, তারাও তো রবের নিকটে মধ্যস্থতাকারী তালাশ করে, যে, নিজেদের মধ্যে কে বেশি রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত; তারা তো রবের রহম প্রত্যাশা করে, আর ভয় করে তাঁর আযাব; নিশ্চয়ই আপনার রবের আযাব ভয়াবহ।”’[২]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫-১৬৭

[২] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৫৬, ৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'মোটকথা, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের কথা উল্লেখ করে, সেগুলোর ওপর ভরসা করতে নিষেধ করেন; এবং সবকিছু শুধু তাঁর নিকটেই আশা করতে বলেন।'

'আল্লাহ যখন ফেরেশতা অবতীর্ণ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন—

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

> *"আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য কেবলই সুসংবাদ বানিয়েছেন; যেন তার মাধ্যমে তোমাদের অন্তর স্থির-প্রশান্ত হয়; আর সাহায্য তো হয় শুধু পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহর তরফ থেকেই।"'*[১]

'অন্যত্র বলেন—

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

> *"আল্লাহ সাহায্য করলে, কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না; কিন্তু তিনি লাঞ্ছিত করলে, তাঁর মুকাবেলায় কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে! তাই মুমিনরা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।"'*[২]

আশার উপায়-মাধ্যম

পাঠক! যেহেতু অন্তরের সব স্বপ্ন-আশার মূলে থাকবেন আল্লাহ তাআলা; তাই আমরা নিজেদের মধ্যে এই রকমের স্বপ্ন-আশা কী করে জাগিয়ে তুলব, এর উপায়-মাধ্যমই বা কী—সে সম্পর্কেও শাইখকেই জিজ্ঞেস করা ভালো মনে করছি।

এ ব্যাপারে শাইখকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জবাব দিলেন, 'অন্তরে আল্লাহ-কেন্দ্রিক স্বপ্ন-আশা জাগিয়ে তোলার মাধ্যম হলো দুআ। দুআ আবার দুই প্রকার; ইবাদত হিসেবে দুআ, কোনো কিছু চাওয়ার হিসেবে দুআ। এই উভয়

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১২৬
[২] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৬০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকার দুআর কোনোটিই কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে করা যাবে না। তাই, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ইলাহ সাব্যস্তকারীর পরিণাম হলো ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা।'

'আশা ও স্বপ্নপোষা-মানুষ যেহেতু আখেরে কোনো কিছুর প্রার্থী ও অন্বেষীই; এজন্য যেকোনো কিছুর আশা ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহর কাছেই করতে হবে; অন্য কারও কাছে নয়।'

'এজন্যই সহিহ হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

> *"(আল্লাহ ছাড়া অন্য) কারও কাছে প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতই তোমার কাছে কোনো সম্পদ এলে, সেটা গ্রহণ করতে পারো; অন্যথায় সেটার পেছনে পড়ো না।"'*[১]

'আকাঙ্ক্ষাকারী তো নিজের মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে; আর প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করে নিজের জবান দিয়ে।'

'বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَصَابَتْنَا فَاقَةٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَسْأَلَهُ فَوَجَدْتُهُ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ "أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللهِ مَهْمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ"

> *"আহার না পাওয়ার কষ্টে একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম কিছু চাইতে। দেখি, তিনি মানুষদেরকে বলছেন, 'হে লোকেরা! আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট কিছু থাকলে সেটা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না; তবে (জেনে রেখো), যে*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪৭৩; শব্দগত সামান্য তারতম্য আছে।

https://t.me/islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, তাকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষীই রাখেন; যে (কারও কাছে চাওয়া থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন; যে সবর অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে সবরের তাওফিক দেন; আর কখনো সবরের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।'"*[১]

'এখানে অমুখাপেক্ষিতা মানে, কারও কাছে মনে মনে কোনো কিছুর আশা বা কামনা না করা। আর পবিত্র থাকার মানে, জবানে কারও কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।'

'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি জবাবে বলেছিলেন—"তাওয়াক্কুল হলো, মাখলুকের কাছ থেকে আশা ছিন্ন করা; অর্থাৎ, কেউ তোমাকে কোনো কিছু দেবে—এমন আশা পরিত্যাগ করা।'

'লোকেরা বলল, "এটার দলিল কী?" তিনি বললেন, "জিবরিল আ. যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা? তখন ইবরাহিম আ. বলেছিলেন, আপনার কাছে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"'

'এ-জাতীয় উদাহরণ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, বান্দা নিজের ভালো কামনা করলে, কিংবা মন্দ থেকে বাঁচতে চাইলে আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে; অন্য কারও দিকে নয়। এজন্যই বিপদগ্রস্ত নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর দুআয় বলেছেন—"(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"'

'বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বির্বত হয়েছে, তিনি বলেন, বিপদের সময় নবীজি পড়তেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

> *"মহামহিম ও ধৈর্যশীল আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আসমানসমূহ ও*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : [illegible]; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১০৫৩; শব্দগত তারতম্য আছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *জমিনের রব, মর্যাদাপূর্ণ আরশের রব আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।"'*[১]

'নবীজি এই শব্দ-বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। কারণ, এগুলোতে তাওহিদের মূলরূপ ফুটে ওঠে; বান্দার পক্ষ থেকে নিজের প্রতিপালককে ইলাহরূপে মেনে নেওয়া হয়; এবং ওই একক ও অদ্বিতীয় সত্তার নিকটেই যে বান্দার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সে কথা স্পষ্ট হয়। ফলে, এগুলো সংবাদ-মূলক বাক্য হলেও এতে প্রশংসিত ওই সুমহান সত্তার নিকটে বান্দার প্রার্থনাও উহ্য থাকে।'

কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম অনুধাবন : মানুষের শ্রেণিভেদ

আমি বললাম, 'শাইখের অনুমতি নিয়ে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—মহাপবিত্র কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"'র মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে সব মানুষ কি সম স্তরের? বিষয়টি একটু খোলাসা করে বয়ান করবেন—আশা করছি।'

শাইখ বললেন, 'যদিও সব মানুষই মুখে মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে; কিন্তু খালেস মনে বান্দা যখন এই কালিমা উচ্চারণ করে; তখন এর মর্মটাও হয় অন্যদের চেয়ে আলাদা; অন্যরকম। আসলে তাওহিদের বাস্তবায়ন বা অর্জন অনুপাতেই ইবাদতে পূর্ণতা আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

> *"যে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে, আপনি কি তাকে দেখেছেন? নাকি তার জিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন, যে, তাদের অধিকাংশজন শোনে বা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুরই মতো; বরং সেগুলোর চেয়েও ভ্রষ্ট।"*[২]

'যে ব্যক্তি মনের চাহিদার পূজা করে, সে-ই মূলত নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে। এই অবস্থাটাই হলো মুশরিকদের; কোনো কিছু ভালো লাগলেই

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৩৪৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭৩০
[২] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৪৩-৪৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা সেটার পূজা করতে শুরু করে। ফলে, তারা আল্লাহর বহু সমকক্ষ সাব্যস্ত করে ফেলে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে সেগুলোকে ভালোবাসে।'

'এ কারণেই ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেছেন,

لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ

> *"আমি অস্ত যাওয়া কাউকে পছন্দ করি না।"*[১]

'কারণ, তাঁর সম্প্রদায় স্রষ্টাকে অস্বীকার করত না; কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র—এসবের যাকে ভালো লাগত, তাকেই উপকারী মনে করে তার পূজা করতে থাকত। তাই তিনি এটা স্পষ্ট করে দিলেন যে, অস্ত যাওয়া বস্তুটি ও তার পূজকের মাঝে তো বহু আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়, ফলে সেই বস্তুটা তার পূজককে দেখতে পায়; পূজকের কথা শোনে না; তার অবস্থা জানে না; তাকে কোনো মাধ্যমে বা মাধ্যম ছাড়া ক্ষতি, উপকার—কিছুই করতে পারে না; সুতরাং এমন অথর্বের পূজা বা ইবাদতের কী অর্থ!'

ইখলাস : জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

শাইখের সময়ে, তাঁর সময়ের আগে-পরে এবং আমাদের সময়েও যেহেতু আমরা এটা দেখি যে, বহুসংখ্যক মানুষ প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে এর মধ্যেই ডুবে থাকে; তাই, এটাই ভালো, বরং জরুরি ছিল যে, শাইখ আমাদেরকে বলে দেবেন—কী করে মানুষের অন্তর থেকে সেই খারাপ প্রবৃত্তির প্রভাব দূর করা যাবে; যেন মানুষের মানস-জগতটি পুরোপুরি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হয়ে যায়।

এজন্যই শাইখ বলেছেন, 'শুনুন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় বান্দার মনে ইখলাস থাকলে তার অন্তর থেকে প্রবৃত্তিপূজা দূর হয়ে যায় এবং সবরকম পাপ ও নাফরমানি তার কাছ থাকে রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমনটি বলেছেন আল্লাহ তাআলা—

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

> *"এভাবেই তার থেকে আমি দূরে রেখেছি সব রকম পাপ ও অশ্লীলতা; সে*

[১] সূরা আনআম, আয়াত: ৭৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।"[১]

'এখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকে পাপকর্ম ও অশ্লীলতা দূরে রাখার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, তিনি আল্লাহ তাআলার নিষ্ঠাবান বান্দা ছিলেন। এই খালেস বান্দাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে—

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ

> "তাদের ওপর (হে শয়তান) তোর কোনো প্রভাব থাকবে না।"[২]

'শয়তান বলেছিল—

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

> "আপনার মর্যাদার কসম! আমি তাদের (তথা বনি আদমের) সবাইকে পথভ্রষ্ট করব; কেবল আপনার নিষ্ঠাবান বান্দাগণ ছাড়া।"'[৩]

'সহিহ হাদিসে তো এসেছেই—

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

> "মনে ইখলাস নিয়ে যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।"'[৪]

'কারণ, জাহান্নামে প্রবেশের সব উপকরণ তো শেষ করে দেয় ইখলাস। তাই, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়েছে এমন কেউ জাহান্নামে গেলে বোঝা যাবে তার অন্তরে পূর্ণ ইখলাস বা নিষ্ঠা ছিল না; কোনো একরকম শিরক তার মনে রয়েই গিয়েছিল; সেজন্যই সে এমন কিছুতে জড়িয়ে পড়েছে, যা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়েছে।'

'আর শিরক মানুষের জন্য পিঁপড়ের যে চলার গতি, তারচেয়েও সূক্ষ্ম; তাই প্রত্যেক নামাজে পড়তে বলা হয়েছে—"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"—অর্থাৎ,

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] সূরা হিজর, আয়াত-ক্রম : ৪২
[৩] সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ৮২-৮৩
[৪] হাদিসের কিতাবাদিতে এই অর্থের অনেক হাদিস পাওয়া গেলেও, এটি আমরা পাইনি।

https://t.me/islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'[১]

'আবার, শয়তান বলে শিরক করতে; মনও তার কথা শোনে। ফলে, মন সারাক্ষণ গাইরুল্লাহমুখী হয়ে থাকে—হয়তো ভয়ে, নয়তো আশায়। তাই, সবসময়েই বান্দাকে তার মন সাফ রাখতে হয় শিরকের কলুষতা থেকে। ইবনু আবি আসিম ও অন্য অনেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, নবীজি বলেছেন—

فإنَّ إبليسَ قال أهلكتُ الناسَ بالذنوبِ وأهلَكُوْنِي بلا إله إلا الله والاستغفارِ فلما رأيتُ ذلك أَهْلَكتُهم بالأهواءِ فهم يحسَبُوْنَ أنهمْ مُهتَدُوْنَ

> "শয়তান বলে, আমি মানুষকে ধ্বংস করি গুনাহর মাধ্যমে; আর, তারা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইস্তেগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) দিয়ে। তো, যখনই আমি তাদেরকে ওটা করতে দেখি, তখনই তাদেরকে বিভিন্ন খায়েশপূর্ণ কাজে লিপ্ত করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই; ফলে, তারা (গুনাহ তো করতে থাকে; কিন্তু ইস্তেগফার করে না) নিজেদেরকে সুপথপ্রাপ্ত বলেই মনে করতে থাকে।"'[২]

'এজন্য আল্লাহর হিদায়াত ও দিকনির্দেশের তোয়াক্কা না করে যে ব্যক্তি মনখুশি-মতো চলে, সেও একভাবে প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে। আর এই গ্রহণ করাটাও শিরক; এ শিরকই তাকে ইসতেগফার থেকে আটকে রাখে। পক্ষান্তরে, যার মধ্যে সত্যিকার তাওহিদ ও ইস্তেগফার থাকবে, সে অবশ্যই বেঁচে যাবে সবরকম অনিষ্ট থেকে। (চাই সেটা যেমন অনিষ্টই হোক না কেন। আর, বলাই বাহুল্য, যে, শিরকের চেয়ে বড় কোনো অনিষ্ট নেই)। তাই তো নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

> "(হে রব) আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি—আমিই তো আসলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩]

[১] সূরা ফাতিহা, আয়াত-ক্রম : ০৪
[২] হাদিসটি যঈফ; তাফসিরু ইবনি কাসির ২/১০৫
[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৮৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কুরআনে এজন্যই বহু জায়গায় তাওহিদ ও ইস্তেগফারের কথা একত্রে আনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

> "জেনে রেখো—আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; নিজের ও মুমিন নর-নারীদের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার করো।"'[১]

'অন্যত্র আল্লাহ বলেন—

أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝٢ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ

> "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদত কোরো না; আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদবাহী; তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে রবের নিকট ফিরে আসো।"'[২]

'অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

> "আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত করো; আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই; তোমরা তো কেবলই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। হে আমার সম্প্রদায়! আমি এ-জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার মজুরি তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবু কি তোমরা বুঝবে না? হে আমার সম্প্রদায়! ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমরা রবের নিকট ফিরে আসো।"'[৩]

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-ক্রম : ১৯
[২] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ২-৩
[৩] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৫০-৫২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরেক জায়গায় এসেছে—

فَاسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

> *"তাঁর প্রতি বিশ্বাসেই অটল থাকো, আর ক্ষমা প্রার্থনা করো।"*[১]

'এমনিভাবে মজলিস বা বৈঠক শেষ করার যেই দুআটি, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করেই শেষ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে আসছি আপনার কাছেই।) সেটিতেও তাওহিদ ও ইস্তেগফারকে একত্র করা হয়েছে। মজলিসটি ভালো হয়ে থাকলে এই দুআটি সেই ভালো মজলিসের সিল-মোহরস্বরূপ হয়; আর অহেতুক বা অযাচিত কোনো মজলিস হয়ে থাকলে দুআটি তার কাফফারা হয়ে যায়।[২] বর্ণিত আছে, ওজুর শেষেও এই দুআটি পড়বে। তবে সেসময় এটি পড়ার আগে আরেকটি দুআ পড়বে। সেটি এই[৩]—

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ،
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

এ পর্যন্ত আলোচনা করে শাইখ তাঁর আগের কথায় ফিরে আসলেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তবায়ন বা একে ধারণের ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। শাইখ বললেন, 'যদিও সব মুসলিমই এই কালিমা উচ্চারণ করে কিন্তু একে বাস্তবায়ন বা ধারণের বেলায় তাদের পার্থক্য এত অধিক সংখ্যক যে, আমরা তা গুণে শেষ করতে পারব না। এমনকি, এদের অনেকেই তো মনে করে আল্লাহকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে স্বীকার করলে এবং মেনে নিলেই সম্পন্ন হয়ে যাবে তাওহিদের ফরজ। তারা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করা (তথা, পালনকর্তার একত্ববাদ) আর তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ'র (তথা, মাবুদ বা ইবাদতযোগ্য সত্তার একত্ববাদ) মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

[১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ০৬
[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৩৩; মুসনদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১০৪১৫। হাদিসটি সহিহ।
[৩] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৪; হাদিসটির প্রথম অংশ সহিহ। اللهم اجعلني থেকে বাকি অংশটুকু ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেননি। এই অংশটুকু তিরমিযিতে (হাদিস-ক্রম :৫৫) আসলেও সে সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অথচ আরবের মুশরিকরাও তো তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ স্বীকার করত; কিন্তু নবীজি তাদেরকে আহ্বান করতেন তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর প্রতিও। বরং ওই মুসলিমরা মৌখিক ও কর্মগত তাওহিদের মধ্যেও ফারাক করতে পারে না।'

'কারণ, মুশরিকরাও তো এটা বলত না যে, এই জগতের স্রষ্টা দুজন; কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব আছে, যেই রব কিছু জিনিস সৃষ্টি করেছে। তাদের কথা তো 'আল্লাহ তাআলাই বিবৃত করেছেন—

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

> *"আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা কে—জিজ্ঞেস করলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।"'*[১]

'অন্যত্র বলেন—

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

> *"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে শিরকসহ।"'*[২]

'আরেক জায়গায় বলেন—

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ.

> *"জেনে থাকলে বলো তো, জমিন ও তাতে যা আছে—এসবের মালিক কে? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বলুন, সাত আসমান ও মহা আরশের রব কে? তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, তবু কি (তাঁকে) ভয় করবে না তোমরা? বলুন, জানলে বলো তো, সবকিছুর কর্তৃত্ব যার হাতে, যিনি রক্ষা করেন, যার হাত থেকে রক্ষা করা*

---

[১] সূরা লুকমান, আয়াত-ক্রম : ২৫

[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : [illegible]

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *যায় না—তিনি কে? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, তাহলে জাদুগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?"'[১]*

'ওসব মুশরিক স্রষ্টা হিসেবে এক আল্লাহকে মানলেও তাঁর সঙ্গে আরও অনেক ইলাহ সাব্যস্ত করত। মনে করত, সেগুলো তাঁর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তারা বলত—"এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে—এই আশায়ই তো আমরা এগুলোর পূজা করি।" ফলে আল্লাহর মতো করেই সেগুলোকে ভালোবাসত। তারা মনে করত মহব্বত, ইবাদত, দুআ ও প্রার্থনায় শিরক করাটা আকিদা-বিশ্বাস ও স্বীকৃতির শিরকের চেয়ে আলাদা। এই বিষয়টিই স্পষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> *"কতক মানুষ আল্লাহর কিছু সমকক্ষ সাব্যস্ত করে সেসবকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে; কিন্তু মুমিনরা তো সবচেয়ে বেশি আল্লাহকেই ভালোবাসে।"[২]*

'তাই, কেউ খালিককে ভালোবাসার মতো করে কোনো মাখলুককে ভালোবাসলে সে শিরক করল এবং আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করল। উভয়কেই সে সমান ভালোবাসে। যদিও স্বীকার করে তার খালিক একমাত্র আল্লাহ।'

আল্লাহর 'জন্য' এবং আল্লাহর 'সঙ্গে' ভালোবাসা

এরপর শাইখ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়তো শ্রোতাদেরকে কোনো প্রশ্ন বা ইস্তেগফারের সুযোগ দিলেন। কেউ যখন কিছু বলল না, তখন শাইখ বললেন, 'দোস্তগণ, আগের কথার সঙ্গে আমি আরেকটি কথা যুক্ত করতে চাইছি; সম্ভবত আপনারাও সেটি বুঝতে পেরেছেন। কথাটি হলো, কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আর কাউকে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা—এ দুয়ের মধ্যে ফারাক আছে।'

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো মাখলুককে ভালোবাসে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত-ক্রম : ৮৪-৮৯
[২] সূরা বাকারা; আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঙ্গে কাউকে ভালোবাসে—এ দুজনের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থক্য করেছেন। প্রথমজন—আল্লাহর জন্য যে ভালোবাসে কোনো মাখলুককে, আল্লাহই হবেন তার মাহবুব ও মাবুদ (তথা প্রেমাস্পদ ও ইবাদতযোগ্য সত্তা); আল্লাহই হবেন তার ইবাদত ও ভালোবাসার গন্তব্য ও চূড়ান্ত সীমা; আল্লাহর সঙ্গে (সমানভাবে) আর কাউকে ভালোবাসবে না। তবে যখন সে জানবে, আল্লাহ তাঁর নবীগণ ও নেককার বান্দাদের ভালোবাসেন; তখন সে আল্লাহর জন্যই তাদেরকেও ভালোবাসবে। এমনিভাবে, যখন সে জানবে আদিষ্ট কাজগুলো করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা পছন্দ করেন আল্লাহ তাআলা তখন সে-ও তা-ই করতে পছন্দ করবে। ফলে যা কিছুই সে ভালোবাসবে, তার সব ভালোবাসাই আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী হবে; বরং তাঁর ভালোবাসারই শাখা ও অংশে পরিণত হবে।'

'পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জন—আল্লাহর সঙ্গে (সমানভাবে) কোনো মাখলুককেও যে ভালোবেসেছে, সে তার ভালোবাসার সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে; ফলে সেই সত্তার কাছে সে আশা করে, তাকে ভয় পায়, তার অনুসরণ করে, অথচ জানে না যে, ওই সত্তার অনুসরণ করাটা আল্লাহর অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা; মনে করে—ওই সত্তা আল্লাহর নিকট তার জন্য সুপারিশ করবে; অথচ সে জানেই না, আল্লাহ তার জন্য ওই সত্তাকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন কিনা।'

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

> *"তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত করে, যা তাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না, অথচ তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।"'*[১]

'অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ১৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

> *“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী, পণ্ডিত ও মারইয়ামের পুত্র মাসিহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে; অথচ তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন এক ইলাহ'র ইবাদত করতে; তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তারা তাঁর সঙ্গে যা কিছু শরিক করে, সেসব থেকে তিনি পূতপবিত্র।”*[১]

‘এই আয়াত শুনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু (যিনি ইসলাম কবুলের আগে খ্রিষ্টান ছিলেন) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, “তারা তো ওই পাদ্রী-পণ্ডিতদের ইবাদত করত না।” নবীজি বললেন,

أَحَلُّوْا لَهُمُ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوْهُمْ ، وَ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوْهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ

“পাদ্রীরা তাদের জন্য হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে দিয়েছিল, আর তারা (সাধারণ খ্রিষ্টানরা) তাদের (পাদ্রীদের) অনুসরণ করেছিল। এটাই তো তাদের পক্ষ থেকে পাদ্রীদের ইবাদত।”’[২]

‘আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

> *“নাকি তাদের এমন কোনো শরিকদাররা আছে, যারা তাদের জন্য আল্লাহর অননুমোদিত কোনো নিয়ম জারি করেছে ধর্মে?”’*[৩]

‘অন্যত্র বলেন—

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا .

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ৩১

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩০৯৫; তাবারানি, হাদিস-ক্রম : কাবীর ১৭/৯২; তাফসিরে ইবনু জারির তাবারি ১০/১১৪। গুতাইফ ইবনু আ'য়ুনের সনদে আবদুস সালাম ইবনু হারব থেকে এই বর্ণনাটি আনা হয়েছে। তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাদিসে গরিব; আবদুস সালামের সনদেই শুধু এটি জানি আমরা; আর গুতাইফ হাদিসের ক্ষেত্রে চেনাজানা নয়।

[৩] সূরা শুরা, আয়াত-ক্রম : ২১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ
وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا

> *"সেদিন জালিম তার দুহাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়, আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গ-পথ গ্রহণ করতাম! হায়, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পরেও সে আমাকে তা থেকে পথহারা করেছে। আসলে, শয়তান মানুষকে অপদস্থকারী।"'[১]*

'মূলত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ওয়াজিব। কারণ, রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। তাঁর কথামতোই হালাল-হারাম নির্ধারিত হবে। তিনি যেই বিধান বলবেন, সেটাই দ্বীন। তিনি ব্যতীত যত আলিম, শাইখ, আমির ও বাদশা আছেন তাদের আনুগত্য করাটা আবশ্যক হবে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের আনুগত্যের কথা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে আসবে, তখনই কেবল তাদের আনুগত্যটা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

> *"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো; আর আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর, তাদের।"[২]*

'আবার, অনেকে কোনো খলিফা, আলেম, শাইখ বা কোনো আমিরকে ভালোবাসতে ভালোবাসতে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলে; যদিও সে মুখে মুখে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে।

'তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেলাফে অন্য কারও আদেশ-নিষেধকে চূড়ান্ত মান্য হিসেবে গ্রহণ করল, সে ওই ব্যক্তি বা সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলল। ফলে, কখনো সে তার সঙ্গে তেমন আচরণ করা শুরু করবে, যেমন আচরণ খ্রিষ্টানরা করেছিল ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে। সে তার কাছে দুআ করবে, সাহায্য চাইবে, তার বন্ধুদেরকে বন্ধু এবং শত্রুদেরকে শত্রুরূপে

[১] সূরা ফুরকান; আয়াত-ক্রম : ২৭-২৯
[২] সূরা নিসা; আয়াত-ক্রম : ৫৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রহণ করবে, তার করা প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম মান্য করবে। মোটকথা, তাকে আল্লাহ ও আল্লাহর বার্তাবাহক রাসূলের জায়গায় বসিয়ে দেবে। আর এটাই তো সেই শিরক, যা করে থাকে কুরআন-বর্ণিত আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্তকারীরা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—"কতক মানুষ অন্য কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং সেসবকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে; অথচ মুমিনরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে।"' [১]

অন্তরের 'কথা-কাজে'ও শিরক হয়

আমি বললাম, 'শাইখের কথায় আমরা বুঝলাম, তাওহিদ ও শিরক—উভয়টাই হয় অন্তরের কথায় ও কাজে।'

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, বন্ধুগণ! এটিই শুদ্ধ কথা; আমি তো এই বিষয়টিই আপনাদের মনে ভালোভাবে গেঁথে দিতে চাইছি যে, তাওহিদ ও শিরক অন্তরের কথার মধ্যে যেমন হয়, অন্তরের কাজের মধ্যেও হয়।'

'এজন্যই জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাওহিদ হলো অন্তরের কথা; আর তাওয়াক্কুল হলো অন্তরের কাজ।' এখানে তাওহিদ বলতে তাসদিক (তথা, রাসূলকে তাঁর আনীত সব বিধানের ক্ষেত্রে সত্যায়ন করা) উদ্দেশ্য। কারণ, এটাকে তাওয়াক্কুলের সঙ্গে আনার ফলে এটা হয়ে গেছে তাওয়াক্কুলের মূল। নতুবা শুধু তাওহিদ ব্যবহার করলে সাধারণত এর দ্বারা অন্তরের কথা-কাজ উভয়টিই উদ্দেশ্য হয়। আর তাওয়াক্কুল হয় তাওহিদেরই অন্যতম অংশ।'

অন্তরের নিজস্ব সত্যায়ন অনুসারে আমল করার আবশ্যকতা

যেহেতু আগের আলোচনাটি শাইখ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন তাই এ কথাটি জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করছি যে, আমল না থাকলে হক ও সত্য সম্পর্কে অন্তরের শুধু জানা স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই যথেষ্ট হবে নাকি এই জানা ও স্বীকার করা থেকে আমলটা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যেমন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না অন্তরের কথা ও কাজ?'

শাইখ বললেন, 'এই প্রশ্নটি খুবই সুন্দর ও স্থানোপযোগী হয়েছে। এতে স্পষ্ট

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হচ্ছে, আমি যা বলছি তা আপনারা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারছেন; আলহামদুলিল্লাহ।'

'বন্ধুগণ, শুনুন! ঈমান শব্দটি "আল-আমনু" (তথা, নিরাপত্তা) থেকে গৃহীত; তাই মুমিন হলো নিরাপত্তার অধিকারী। এমনিভাবে "الْإِقْرَار" হলো "الْقَرُّ" থেকে গৃহীত; তাই "مُقِرٌّ" ব্যক্তি স্বীকার ও স্থিরতার অধিকারী। তাই, এক্ষেত্রে অন্তরের সত্যায়ন, বা অন্তরের সত্য-জানা-অনুসারে আমল থাকা জরুরি। যেমন—অন্তর যখন জানবে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তখন এই জানার সঙ্গে মুহাম্মাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তৈরি না হলে, বরং তাঁর প্রতি ঘৃণা ও হিংসা সৃষ্টি হলে, অহংকার বশত তাঁর অনুসরণ না করলে, এই ব্যক্তি আর মুমিন হবে না, কাফিরই থেকে যাবে।'

'ইবলিস, ফেরাউন এবং আহলে কিতাব লোকেরা (তথা, ইহুদি ও নাসারা জাতি)— যারা নবীজিকে নিজের সন্তানের মতো স্পষ্টরূপে চিনত—এদের সবার কুফরটা ওই ধরনেরই ছিল। ইবলিস তো কোনো আসমানি সংবাদ অস্বীকার করেনি, বা কোনো সংবাদদাতা নবী-রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি, কেবল অহংকার করে রবের আদেশ অমান্য করেছিল।'

'আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

> *"তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল; অথচ তাদের অন্তর সেসবের (সত্যতার) ব্যাপারে স্থির বিশ্বাসী ছিল।"'[১]*

মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে বললেন—

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ

> *"তুমি জানো যে, আসমানসমূহ ও জমিনের রবই এসব নাজিল করেছেন প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে।"'[২]*

'আবার আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা নামল, আয়াত-ক্রম : ১৪
[২] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ১০২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

> *"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা (তথা, ইহুদি-নাসারা) তাঁকে (তথা, মুহাম্মাদকে) নিজেদের সন্তানাদির মতোই চিনত।"'[১]*

'যেকোনো বিষয়ে অন্তরের শুধু ইলম থাকলেই চলবে না, তদানুসারে অন্তরের আমলও থাকতে হবে। অন্তর যে বিষয়কে হক ও সত্য বলে জানবে, সে বিষয়ের মুহব্বত ও আনুগত্য যদি অন্তরে না আসে, তাহলে শুধু ওই জানাটা কোনো কাজে আসবে না। বরং যে আলিমের ইলম তার কোনো উপকারে আসেনি, কিয়ামতের দিন সে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لايُسْتَجَابُ لَهَا

> *"হে আল্লাহ! অনোপকারী ইলম, অতৃপ্ত মন, অগ্রহণযোগ্য দুআ ও অবিনয়ী অন্তর থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই।"'[২]*

'কিন্তু জাহমিয়্যা সম্প্রদায় বলে, ঈমান শুধু অন্তরে সত্য বলে জানার নাম; শরিয়ত কাউকে কাফির বলে থাকলে সেটাও এই কারণে যে, ঈমানের ব্যাপারগুলোতে তার অন্তর অজ্ঞ। তাদের এই কথা তো আকল ও শরিয়া—উভয় বিবেচনায় চূড়ান্ত মূর্খতা বৈ কিছু নয়; কারণ, এ কথা মেনে নিলে মুমিন-কাফির সবাই সমান হয়ে যাবে। এজন্যই ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ অনেক ইমাম জাহমিয়্যাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, দেখা যায়—একটা লোক সত্য জানার পরেও অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকায় সেটাকে অপছন্দ করে। এমনিভাবে অহংকার বশত সত্য-অস্বীকারকারী সবাই কিন্তু সেসম্পর্কে অজ্ঞ নয়। বোঝা গেল, ঈমানের বিষয়টি অন্তরে শুধু জানলেই হবে না, সেই অনুসারে অন্তরের আমলও লাগবে। সালাফের অনেকে এটা বোঝানোর জন্যই বলেছেন—"ঈমান হলো ইলম ও আমলের সমষ্টি।"'

'এরপর, অন্তর যখন ঈমানের বিষয় সত্য বলে জেনে সেই অনুপাতে আমলও

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৪৬
[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭২২।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে; অর্থাৎ সে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করবে, যার ফলে বাহ্যিক কর্মেরও পূর্ণ ইচ্ছা তৈরি হয়ে যাবে, তখন ব্যক্তির মধ্যে বাহ্যিক আমলগুলোও বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক। কারণ, দৃঢ় ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ণ শক্তি যুক্ত হলে, উদ্দিষ্ট বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই বাস্তবায়িত হবে। শক্তি বা ইচ্ছার কমতি থাকলেই উদ্দিষ্ট বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় না; কিন্তু ইচ্ছাধীন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা ও পূর্ণ শক্তি থাকলে উদ্দিষ্ট বিষয়টি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।'

'এখন, অন্তর যখন পূর্ণরূপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করবে এবং তাঁকে পুরোপুরি ভালোবাসবে, তখন যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুখে সে শাহাদাতাইন (কালিমায়ে তয়্যিবাহ ও শাহাদাহ) উচ্চারণ করতে না পারাটা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। তবে শক্তি না থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন—বোবা হওয়ায় উচ্চারণে অক্ষম, বা ভয়ে উচ্চারণ করতে পারছে না।'

'আবার দেখুন, আবু তালিব তো জানতেন মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি নবীজিকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর ভালোবাসাটা ছিল ভাতিজার প্রতি আত্মীয়তার কারণে; আল্লাহর জন্য ছিল না। তিনি নবীজির উত্থানকে ভালোবেসেছেন, কারণ, এতে তাঁর মর্যাদা ও নেতৃত্ব নিহিত ছিল। ফলে, তাঁর ভালোবাসাটা মূলত নেতৃত্বের প্রতি। মৃত্যুর সময় তাঁকে শাহাদাতাইন পড়তে বলা হলে তিনি অস্বীকার করেন। কারণ, এতে তাঁর এতদিনের ভালোবাসার ধর্ম মুছে যাবে। এর মানে হলো, ওই কুফরি ধর্ম তাঁর কাছে ভাতিজার চেয়েও বেশি ভালোবাসার। যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى . ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ . وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ
تُجْزَىٰٓ . إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ . وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

"আমি সবচেয়ে খোদাভীরুকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখব; যে আত্মশুদ্ধির জন্য দান করে নিজের সম্পদ; এবং তার কাছে কারও প্রতিদানযোগ্য কোনো অনুগ্রহ নেই—তার পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ ব্যতীত। অতি

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *শিগগির সে পরিতুষ্ট হবে।"'[১]*

'সেই আবু বকর যেমন ভালোবেসেছেন নবীজিকে, উমর, উসমান, আলি সহ অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সব মুমিন যেমন শুধু আল্লাহর রাসূল হওয়ার কারণে নবীজিকে ভালোবেসেছেন, আবু তালিবও তাঁকে অমন করে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে অবশ্যই শাহাদাতাইনের উচ্চারণ তাঁর নসিবে জুটত।'

'সারকথা হলো, আবু তালিব নবীজিকে আল্লাহর "জন্য" ভালোবাসেননি, আল্লাহর "সঙ্গে" ভালোবেসেছিলেন, তাই নবীজিকে তাঁর সাহায্য সহযোগিতা ও শক্তি যোগানো—কিছুই কবুল করেননি আল্লাহ। কারণ, আল্লাহ কেবল সেই আমলই কবুল করেন যা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়; তাঁর সন্তুষ্টি বিনে অন্য কিছু উদ্দেশ্য হলে সেই আমল তিনি কবুল করেন না।'

'বোঝা গেল, ঈমান ও তাওহিদের ক্ষেত্রে অন্তরের আমলও জরুরি। যেমন, অন্তরে ভালোবাসা পোষণ করা। তেমনিভাবে দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করতে হবে। আর আমল ব্যতীত দ্বীন হয় না; কারণ, ইবাদত ও আনুগত্য দ্বীনের অংশ।'

'আল্লাহ তাআলা ইখলাস সম্পর্কে দুটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন; কাফিরুন ও ইখলাস। এর মধ্যে একটিতে আলোচনা করা হয়েছে কথা ও ইলমের তাওহিদ নিয়ে; অপরটির আলোচনা আমল ও ইচ্ছার তাওহিদ নিয়ে।'

'সূরা ইখলাসে তিনি বলছেন—

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ . ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ

> *"বলুন, তিনিই এক আল্লাহ; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারও থেকে) জন্ম নেনও নি; তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[২]*

'এখানে তাওহিদকে বলতে আদেশ করা হয়েছে।

[১] সূরা লাইল; আয়াত-ক্রম : ১৭-২১
[২] সূরা ইখলাস, আয়াত-ক্রম : ১-৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরটিতে বলেছেন—

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ . لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ . وَلَآ أَنَا۠
عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ .

> *"বলুন, হে কাফিররা, তোমরা যার পূজা করো, আমি তার পূজা করি না; আবার, আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও; তোমরা যার পূজা করো, আমি তার পূজক নই; আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও; আমার ও তোমাদের দ্বীন আলাদা।"'*[১]

'এখানে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে সম্পর্কহীনতা ও আল্লাহর জন্যই ইবাদতকে খালেস করার ঘোষণা দিতে আদেশ করছেন।'

এখানে পৌঁছে শাইখ মজলিস সমাপ্ত করলেন। আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা এবং নবীজির প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন। এরপর দুআ করলেন, যেন আগামী মজলিসেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের একত্র করেন।

[১] সূরা কাফিরূন, আয়াত-ক্রম : ১-৬

https://t.me/islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্দশ মজলিস

নিষ্ঠা-ইখলাস ও আত্মবিলীনেই আছে আত্মার আবেহায়াত

- ইখলাসের স্বাদ ও সুফল
- সুপথ ও বিপথের নেতা যারা
- ফানা বা আত্মবিলোপের সঙ্গে ইখলাসের সম্পর্ক ও তার প্রকারভেদ
- তাসাউফের কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্দশ মজলিস

নিষ্ঠা-ইখলাস ও আত্মবিলীনেই আছে আত্মার আবেহায়াত

পাঠক, আগের মজলিসে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেছিলেন, আজকের মজলিসে তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা শোনাবেন। বিষয়টি হলো—আত্মার মূল ও শ্রেষ্ঠ অংশ কী, এবং এর জীবনই-বা কীরকম। পাশাপাশি ইখলাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইবাদত ও মহব্বতের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্পর্কেও আলোচনা আসবে। শাইখ মজলিসে এসে শ্রোতাদের দিকে ফিরে বসলেন। বিশাল মজলিস; অগণিত শ্রোতা—সবাই তাঁকে দেখতে পেল। তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। সম্ভবত এ সময় তিনি দুআ করলেন, আল্লাহ যেন তাঁর জবান সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর কথা ও কাজ যেন শুধু আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়।

এরপর হামদ ও সালাত পাঠ করে বললেন—'প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে ইসলামের সুমহান সম্ভাষণে সম্মানিত করছি—আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি, তিনি আমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং আমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

'আপনাদের সঙ্গে আমি ওয়াদা করেছিলাম, আপনাদেরকে আত্মার সেই বিষয়টির আলোচনা শোনাব, যা আত্মার জন্য খাদ্য-খোরাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ, যা ব্যতীত আত্মায় কোনো প্রাণস্পন্দন থাকবে না; বরং শুকিয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনারা জানেন, সেই মহামূল্যবান সম্পদটি হলো "ইখলাস"।'

'এখন আল্লাহর নামে ও তাওফিকে কথা শুরু করছি, শুনুন—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইখলাসের স্বাদ ও সুফল

'আপনারা তো জানেনই যে, বান্দার অন্তর যখন আল্লাহর দাসত্ব ও ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে যায়, তখন আল্লাহর নিকট পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত জগতের আর কোনো বস্তুই তার কাছে অতো ভালো লাগে না। এ কারণেই মুখলিস বান্দা থেকে পাপ ও অশ্লীল ব্যাপারাদি দূরে সরে যায়। কুরআন যেমনটি বলছে—

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

> *"এভাবেই আমি তাঁর কাছ থেকে দূরে রেখেছি পাপ ও অশ্লীল ব্যাপারাদি; সে তো আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের একজন।"*[১]

'আসলে মুখলিস বান্দা তো আল্লাহর দাসত্ব ও ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে যায়। ফলে, এটাই তাকে অন্য কারও দাসত্ব ও ভালোবাসা থেকে বিরত রাখে। কারণ, আল্লাহর দাসত্ব, ভালোবাসা, তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেস করা—এই সব মিলে পূর্ণ ঈমানের যেই স্বাদ, মুমিন-অন্তরের কাছে আর কোনো বস্তুকেই এরচেয়ে মিষ্ট, স্বাদু, তৃপ্তিকর ও আরামদায়ক বলে অনুভূত হয় না। এই বিষয়টিই অন্তরকে আল্লাহর প্রতি টেনে নেয়। ফলে, অন্তর হয় আল্লাহমুখী। সে তাঁকে ভয় পায়; আবার, তাঁরই নিকট আশা করে সব। কুরআনেও তো এমনটিই এসেছে—

مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

> *"যে না-দেখে রহমানকে ভয় করে; আর আগমন করে আল্লাহমুখী-এক অন্তরসহ।"*[২]

'কারণ, যে ভালোবাসে সে-ই তো তার উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে থাকে। তাই, আল্লাহর বান্দা সবসময়েই আশা ও ভয়ের সঙ্গে বসবাস করবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন—

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] সূরা কাফ, আয়াত-ক্রম : ৩৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *"এরাই তো রবের নিকট দুআয় মধ্যস্থতাকারী খোঁজে, যে, এদের মধ্যে রবের সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত কে। তারা রবের রহম আশা করে, আর ভয় পায় তাঁর আযাব; নিশ্চয় আপনার রবের আযাব ভয়াবহ।"*[১]

'বান্দা যখন সবকিছুতে ইখলাস ধারণ করে; তখন আল্লাহ তাকে নির্বাচিত করেন; এবং তার অন্তর সজীব করে দেন। তাকে কাছে টেনে নিয়ে পাপ ও অশ্লীলতার মতো সবরকম ক্ষতিকর ব্যাপার তার থেকে দূরে সরিয়ে দেন। আর সে নিজেও এসব ঘটে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর জন্য যে অন্তর খালেস হয় না সে তো অবাধ ইচ্ছা, অপরিসীম চাহিদা আর লাগামহীন ভালোবাসায় ডুবে থাকে। যা মনে আসে, তার প্রতিই আগ্রহী হয়ে ওঠে; যা মন চায়, তাতেই জড়িয়ে পড়ে। এমন অন্তর হলো দুর্বল ডালের মতো; পাশ দিয়ে বাতাস বইলেই যা নুয়ে পড়ে।'

'কখনো দেখা যায়, বৈধ-অবৈধ ছবির প্রতি তার ঝোঁক বেড়ে যায়; কখনো-বা এমন কারও জালে বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হয়, যাকে নিজের দাসরূপে গ্রহণ করাও ছিল তার জন্য লজ্জাজনক। কখনো নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে মন টানে; মনমতো কথা শুনলে তখন ভালো লাগে, নইলে রাগ ওঠে; প্রশংসাকারীরা তাকে বানোয়াটি কথা দিয়েও গোলামে পরিণত করে; কিন্তু ন্যায়ভাবেও কেউ তিরস্কার করলে সে তার শত্রু বনে যায়। কখনো টাকা-পয়সার মতো মন টানে এমন নানা বস্তুর সেবাদাস হয়ে যায়। সেসবে জড়িয়ে থাকতেই মন চায় তার। ফলে, মনের চাহিদাকেই সে গ্রহণ করে নিজের রব হিসেবে; এবং আল্লাহর হিদায়াত ছেড়ে ওই মন-চাহিদারই অনুগামী হয়।'

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খালেস ও একনিষ্ঠ বান্দা হয় না, যার মন এক লা-শরিক রবের ইবাদতগাহে পরিণত হয় না, জগতের সবকিছুর চেয়ে মহান আল্লাহ যার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হন না, মহামহিম রবের সামনে যে দাঁড়ায় না অবনত ও তুচ্ছ এক সৃষ্টিরূপে, দেখা যায়—সে হয়ে যায় সৃষ্টিকুলের সবার গোলাম; শয়তানের অনুগতরা তার মনে দখল কায়েম করে; ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে দিন দিন পরিণত হয় শয়তানের ঘনিষ্ট ভাইয়ে। তার সমগ্র সত্তায় এমন বহু বহু পাপ ও অশ্লীলতা ছেয়ে যায়, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই যেগুলো জানতে ও

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধরতে পারে না।'

'তাই ইখলাস খুবই স্পর্শকাতর ও জরুরি একটি বিষয়; এখানে ছলচাতুরি চলে না। কারও অন্তর যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী না হয়, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহ যেমন বলেছেন—

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

> *"আপনি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন; এটিই আল্লাহর দেওয়া প্রকৃতি, যা দিয়ে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো বিবর্তন নেই; এটাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"*[১]

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

> *"প্রত্যেক দলই নিজেদের চিন্তা-ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট।"'*[২]

সুপথ ও বিপথের নেতা যারা

'যারা আল্লাহপ্রেমিক, যাদের দ্বীন ও ইবাদত একনিষ্ঠ থাকে আল্লাহরই জন্য, তাদের ইমাম ও নেতারূপে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাহিস সালাম ও তাঁর বংশধরকে নির্ধারণ করেছেন। অপরদিকে প্রবৃত্তিপূজারী মুশরিকদের নেতা বানিয়েছেন ফেরাউন ও তার দোসরদেরকে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ. وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

> *"আমি তাকে (ইবরাহিমকে) দান করেছি ইসহাক এবং অতিরিক্তরূপে*

[১] সূরা রোম, আয়াত-ক্রম : ৩০
[২] সূরা রোম, আয়াত-ক্রম : ৩২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *ইয়াকুব; আমি এদের প্রত্যেককেই নেককার ও এমন নেতা বানিয়েছি, যারা আমার কথামতো (মানুষকে) পথ দেখাত। আমি তাদের কাছে ওহি প্রেরণ করেছি সৎকর্ম সম্পাদন, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় সম্পর্কে; তারা ছিল আমার ইবাদতগুজার।"[১]*

'আর ফিরাউন ও তার দলবল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ . وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ

> *"আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছি, যারা আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে; দুনিয়ায় তাদের পেছনে আমি লাগিয়ে দিয়েছি অভিশাপ; আর কিয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত।"'[২]*

'এ কারণে ফেরাউন ও তার দোসরদের অনুসরণের ফল স্বরূপ প্রথম সমস্যা হলো- বান্দা তার রবের পছন্দ ও ভালোবাসার বিষয়াদি আলাদা করে বুঝতে পারে না, তাঁর ফয়সালা ও তাকদির ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারে না, সবকিছুকে আল্লাহর সাধারণ ইচ্ছার ফল ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারে না। এভাবে সবশেষে গিয়ে অবস্থা হয়- ফিরাউন-অনুসারী বান্দা স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য ভুলে যায়; মনে করে, সৃষ্টির অস্তিত্ব তার নিজেরই ব্যাপার; এই ভ্রষ্ট অনুসারীদের মধ্যে যারা গবেষক হয়ে ওঠে, তারা বলে—শরিয়ত হলো আনুগত্য ও অবাধ্যতার সমষ্টি; হাকিকত বা প্রকৃতি হলো কেবলই অবাধ্যতার জায়গা; কোনো আনুগত্য নেই সেখানে। তাদের মতে তাহকিক বা নিরেট গবেষণায় আনুগত্য বা অবাধ্যতা—কোনোটাই নেই।'

'এই হলো ফিরাউন ও তার দোসরদের অনুসৃত পথের বিশ্লেষণ; যারা স্বীকার করে না—স্রষ্টা বলে কেউ আছেন, মূসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে স্রষ্টা কথা বলেছেন, কিংবা মূসাকে তিনি বিভিন্ন বিধি-নিষেধসহ পাঠিয়েছেন।'

'অপরদিকে ইবরাহিম, তাঁর সত্যানুসারী বংশধর ও অন্য নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) বিশ্বাস হলো— স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অনস্বীকার্য পার্থক্য রয়েছে;

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৭২-৭৩
[২] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ৪১-৪২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমনিভাবে পার্থক্য আছে আনুগত্য ও অবাধ্যতায়। আর বান্দা যতই গবেষণা করে, ততই আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা, ইবাদত ও আনুগত্য বাড়তে থাকে; ততই সে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে অন্য সবার ভালোবাসা, ইবাদত ও আনুগত্য থেকে।'

'তাই, ভ্রষ্ট মুশরিকরা যেখানে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য মুছে ফেলত, ইবরাহিম সেখানে বলতেন—

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ .أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ .

> *"তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা কীসের পূজা করতে, ভেবে দেখেছ? জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত এরা সবাই-ই তো আমার শত্রু।"*[১]

'আর, ওরা তখন পূর্বসূরীদের বিভিন্ন বাণী দিয়ে দলিল দিত; পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানরা যেমন করেছিল।'

ফানা বা আত্মবিলোপের সঙ্গে ইখলাসের সম্পর্ক ও এর প্রকারভেদ

আমি বললাম—'শাইখ, আপনাদের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী অনেকের, বিশেষত সুফিদের কিতাবাদিতে আমরা একটি বিষয় পড়েছি—ফানা বা আত্মবিলোপ। তাঁদের কাছে এর মানে হলো—অন্তরজুড়ে কেবল আল্লাহরই মহব্বতের সুরভি যখন পূর্ণরূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই তা ওই 'ফানা'র স্তরে পৌঁছায়। তাঁদের অনেকে এই ফানা নিয়ে বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তাও বলেছেন। তো, জানতে চাচ্ছি—ইনসাফ ও মধ্যমপন্থী মত কোনটি? কখন এই 'ফানা' দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুতি বলে সাব্যস্ত হবে?'

শাইখ বললেন, 'এ বিষয়টি আসলে বহু ব্যাপক ও বিস্তৃত; তবে আমি আপনাদের সামনে, মোটামুটি সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করব; আল্লাহই তাওফিকদাতা।

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৭৫-৭৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ফানা মোট তিন প্রকার। এক. নবী ও এমনসব ওলির ফানা, যাঁরা মারেফাতের পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। দুই. সেসব ওলি ও নেককারের ফানা, যাঁরা এ পথে চলতে শুরু করেছেন। তিন. মুনাফিক ও বদদ্বীনদের ফানা।

'প্রথম প্রকার ফানা হলো—আল্লাহ ব্যতীত সব চাওয়া-পাওয়া থেকে আত্মবিলোপ। অর্থাৎ, কেবল আল্লাহকেই ভালোবাসবে, তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর ওপরেই ভরসা করবে, নিজের উদ্দেশ্য পূরণে তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই তালাশ করবে না। শাইখ আবু ইয়াযিদের ভাষায়, বান্দার জন্য এইরকম ফানা অবলম্বন করা আবশ্যক। তিনি বলেন—"আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে আমার কোনো ইচ্ছা থাকুক এমনটা চাই না আমি।" অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছাই বান্দার কাছে সন্তোষজনক ও প্রিয়তম হবে। আর দ্বীনি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বলতেও এটিই বোঝায়। বান্দার পূর্ণতা তো আসলে এর মধ্যে যে, তার ও আল্লাহর ইচ্ছা-পছন্দ-ভালোবাসায় কোনো ব্যবধান থাকবে না। এমনটা যদি হয় তাহলে আল্লাহর প্রতিটি আবশ্যক ও ঐচ্ছিক আদেশ তার কাছে হয়ে উঠবে আকাঙ্ক্ষিত; আল্লাহর ভালোবাসার পাত্ররা, যেমন—ফেরেশতা, নবী ও নেককারগণ—হবে তার কাছে প্রিয়তম। কুরআনে এটাই বলা হয়েছে—

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

> *"নিরাপদ হৃদয় নিয়ে যে আসবে আল্লাহর কাছে।"'*[১]

'মুফাসসিরিনে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, "নিরাপদ" বলতে বোঝানো হয়েছে— গাইরুল্লাহ থেকে, গাইরুল্লাহর ইচ্ছা, ইবাদত ও মহব্বত থেকে নিরাপদ হওয়া।'

'তো, ব্যাপার আসলে আলাদা কিছু না। একে আপনি ফানা বলুন বা না-বলুন, এটিই ইসলামের শুরু ও শেষ; দ্বীনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রূপ এটিই।'

'দ্বিতীয় প্রকার ফানা হলো—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেখা থেকে আত্মবিলোপ; সর্বদিকে কেবল আল্লাহকেই দেখতে পাওয়া। আসলে অনেক সালেকেরই (মারেফাতের পথিক) এমনটি হয়ে থাকে। আল্লাহর যিকির ইবাদত ও মহব্বতের প্রতি তাঁদের অত্যধিক নেশা; এবং মাবুদ ও মাকসুদের (উদ্দিষ্ট

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৮৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সত্তা) বাইরে অন্য কিছু তাদের অন্তরে না আসার ফলে কেবল আল্লাহর রূপই তাঁদের মনে উদয় হয়। এ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা অনুভবও করতে পারেন না। কুরআন যেমন বলছে—

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ـ

> *"মূসার মা মনভোলা হয়ে গিয়েছিল; আমি তার মন শক্ত না করলে তো সে প্রকাশই করে দিচ্ছিল প্রায়।"'*[১]

'এখানে "মনভোলা" মানে হলো—তিনি মূসার কথা ছাড়া আর সব ভুলে গিয়েছিলেন। আসলে ভয়, আশা ও ভালোবাসার মতো বিভিন্ন বিষয়ের প্রচণ্ডতায় মানুষ এমন মনভোলা হয়ে পড়ে; তখন ওই ভয়ের, আশার বা ভালোবাসার বস্তু ছাড়া আর সব কিছু সে ভুলে যায়; বরং ওই বস্তুতে একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলে অন্য কিছু টেরও পায় না আর।'

'ফানার এই স্তরে পৌঁছে যাওয়া বান্দার মনে আল্লাহর যিকির, ইবাদত ও মহব্বত যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই বিষয়ের অস্তিত্বে সে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, সেই বিষয়ের দর্শনে নিজের দর্শন ভুলে যায়, সেই বিষয়ের স্মরণ ও পরিচয়ে নিজের স্মরণ ও পরিচয় বিস্মৃত হয়ে যায়। এভাবে একপর্যায়ে বান্দার মন থেকে পূজিত মাখলুকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়; যা আগেও ছিল অস্তিত্বহীন; কেবল সর্বস্থায়ী প্রতিপালকের রূপখানিই মনের মাটিতে আলো ছড়িয়ে রয়ে যায়।'

'উদ্দেশ্য হলো—বান্দার স্মরণ ও দর্শন থেকে সেসব মাখলুক হারিয়ে যাওয়া, আর বান্দাও সেগুলোর অনুভব ও সংবেদন বিস্মৃত হওয়া। এমন অবস্থা প্রবল হয়ে গেলে প্রেমিক বান্দা দুর্বল হয়ে পড়ে, নিজের ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য করা তার পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, সে মনে করে—নিজেই বুঝি নিজের প্রেমাস্পদ সে!'

'প্রচলিত একটা গল্প আছে—এক লোক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। পেছনে তার ভক্তও ঝাঁপ দিয়েছে। লোকটি ভক্তকে বলল, "আমি তো নিজেই ফেলেছি নিজেকে, কিন্তু তোমাকে ফেলল কে?" সে বলল, "আমি নিজেকে আপনার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি; ফলে আমার মনে হয়েছে, আমি মূলত আপনিই!"'

[১] সূরা কাসাস, আয়াত ১০।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি বললাম, 'শাইখ, এভাবে উভয়ে একটি সত্তায় পরিণত হয়ে যাওয়া—এই ব্যাপারটিকেই কি তারা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের একাকার (ইত্তেহাদ) হয়ে যাওয়া বলেন?' শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, এই বিষয়টিকে একাকার হয়ে যাওয়া মনে করে বহু মানুষের পদস্খলন হয়েছে। তারা মনে করেছে—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে মৌলিকভাবে আর কোনো পার্থক্য থাকে না; অথচ এই চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, স্রষ্টার সঙ্গে কোনো কিছু একাকার হতে পারে না; বরং কোনো বস্তুই আরেকটা বস্তুর সঙ্গে অস্তিত্বহীন কিংবা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া একাকার হতে পারে না। আর দুইটা বস্তু পরস্পরে মিশে গেলেও সেটা তৃতীয় কোনো কিছুর রূপ নেয়, আগের কোনোটিরই মৌলিক অস্তিত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন—পানি ও দুধ; অথবা পানি ও মদ। এখানে মিশ্র বস্তুটাকে না বলা যাবে পানি আর না বলা যাবে দুধ বা মদ। বরং দুজনের ইচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দ এবং পছন্দ-অপছন্দের ধরন মিলে যেতে পারে। ফলে প্রেমাস্পদ যা ভালোবাসবে, প্রেমিকও তা ভালোবাসবে; প্রেমাস্পদ যা ঘৃণা করবে, প্রেমিকও তা ঘৃণা করবে। মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের পছন্দ-অপছন্দ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং বন্ধুতা ও শত্রুতার অনুগামী হবে প্রেমিক। এই ধরনের ফানা বা আত্মবিলোপে তো ওই একাকার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি পুরাপুরি নেই।'

এই পর্যন্ত বলার পর শাইখ ওই ভ্রান্তির-শিকার-হওয়া লোকদের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'শাইখ! তাদের ওই (একাকার হয়ে যাওয়ার) দাবি বিন্দু পরিমাণ সত্য ও সঠিক হলে তো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই সেটা বেশি পরিলক্ষিত হতো; কারণ, এই উম্মতের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তো আর কেউ নেই।'

শাইখ বললেন, ' হ্যাঁ, এ কথা তো ঠিকই। দেখুন, নবীগণ তো বহু দূর, তাদের পরে বড় ওলি যাঁরা—আবু বকর, উমর এবং মুহাজির-আনসারদের মধ্যে প্রথম ও পূর্ববর্তী দল—এঁদের কারোরই তো অমন (একাকার হয়ে যাওয়ার) ফানা'র হালত সৃষ্টি হয়নি; বরং সাহাবা-জমানার পরে এরকম কিছু ব্যাপার ঘটেছে। এমনিভাবে অন্তরে ঈমানের বিভিন্ন অবস্থা হওয়ার দরুণ এরকম যত বোধ-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাহীন ব্যাপার ঘটেছে, সবই সাহাবায়ে কেরামের পরে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের সর্বরকম হালতে ছিলেন পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী; ছিলেন

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অটল-অবিচল। ফলে এসবের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বোধহীনতা, আচ্ছন্নতা বা অজ্ঞানতা পায়নি তাদেরকে; এবং (একাকার হয়ে যাওয়ার মতো) কোনো আত্মবিলোপ, নেশাগ্রস্ততা, বাকহীনতা বা পাগলামির কবলেও পড়েননি তাঁরা।'

'এই ব্যাপারগুলো প্রথম ঘটেছিল তাবিয়িদের সময়ে বসরার আবিদদের মধ্যে। দেখা যেত কুরআন তিলাওয়াত শুনেই তাদের অনেকে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। আবার, আবু জুহাইর জারির ও বসরার বিচারক যুরারাহ ইবনু আওফার মতো লোক তো তিলাওয়াত শ্রবণে মৃত্যুই বরণ করেছিলেন।

'আবু ইয়াযিদ, আবুল হুসাইন নূরি ও আবু বকর শিবলির মতো অনেক সুফি-শাইখের বেলায় দেখা যেত, এরকম জ্ঞান হারানো ও ফানা'র অবস্থায় তাঁরা উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা বলতেন, হুঁশ ফিরলে বুঝতে পারতেন সেগুলো ভুল ছিল। কিন্তু আবু সুলাইমান দারানি, মারুফ কারখি ও ফুযাইল ইবনু ইয়ায, জুনাইদ রাহিমাহুমুল্লাহর অবস্থা ছিল পূর্বোল্লিখিতদের বিপরীত। সর্বাবস্থায় তাঁদের বিবেক ও বোধ-বুদ্ধি ঠিক থাকত; ফলে কখনো তাঁরা অমন (হুঁশজ্ঞানহীন) ফানা বা নেশাগ্রস্ততায় পড়েননি।'

'আসলে কামেল ওলিদের হৃদয়ে তো শুধু আল্লাহর ভালোবাসা, ইবাদত আর তাঁকে পাওয়ার বাসনাই বিরাজ করে। এ কারণে তাঁরা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন প্রতিটি সৃষ্টিই মহান আল্লাহর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁর ইচ্ছামতো এগুলো পরিচালিত হচ্ছে; বরং সবকিছু তাঁরই ডাকে সাড়া দেওয়ার আনুগত্য নিয়ে বিরাজ করছে ধরণীর বুকজুড়ে। ফলে, তাঁদের হৃদয়গত ইখলাস, তাওহিদ ও এক লা-শরিক রবের ইবাদতের চেতনা আরও দৃঢ় মজবুত আর শাণিত হয়।'

'কুরআন মূলত এই বাস্তবতার আহ্বানই করে; উলামায়ে কেরাম ও মারেফাতের শাইখগণ এই পথেই চলেছেন। বলা বাহুল্য, নবীজি ছিলেন এঁদের সবার শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। তাই তো ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ, সেখানকার বহু বিষয়ের দর্শন এবং মহামহিম রবের একান্ত ওহির কোনো কিছুই তাঁর মধ্যে আলাদা কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। সকালে মানুষের মাঝে ফিরে আসার পর তাঁর মধ্যে রাতের সফরের কোনো ছাপও দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে মূসা আলাইহিস সালামের অবস্থা দেখুন! তিনি কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহর তাজাল্লি দেখে। (কারণ, তিনি

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবীজির মতো সর্বশীর্ষ ছিলেন না)।' শাইখ তৃতীয় প্রকার ফানা'র আলোচনা শুরুর আগে আমি বললাম, 'মুহতারাম, আপনি কথার ফাঁকে বেশ কয়েকজন সূফি শাইখের নাম নিয়েছেন; কিন্তু শাইখ আবদুল কাদির জিলানি'র নাম নিলেন না যে? এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তো আরও প্রসিদ্ধ!' শাইখ বললেন, 'আপনারা চাইলে আগামীকাল পুরো মজলিসই হতে পারে শাইখ জিলানির বক্তব্য নিয়ে। তবে আজকে আমরা যা শুরু করেছি, তা শেষ করি আগে।'

'তৃতীয় প্রকার ফানা—এই ব্যাপারটাকেও অনেকে 'ফানা' বলেছেন যে, "অস্তিত্ব কেবল আল্লাহরই, মাখলুকের কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং আল্লাহর অস্তিত্বই মাখলুকের অস্তিত্ব"—এমন বিশ্বাস রাখা। ফলে, মহান রব আর তাঁর তুচ্ছ বান্দার মধ্যে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। আসলে এমন ফানা ভ্রষ্ট ও বদদ্বীন লোকদের বিষয়; যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি—পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে একাকার হয়ে যাওয়ার জঘন্য চিন্তায় ডুবে আছে।'

তাসাউফের কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা

আমি বললাম, 'শাইখ, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে মিলিয়ে ফেলা যদি নিষিদ্ধ ও জঘন্য হয়, তাহলে অনেক সূফি শাইখের "আল্লাহ ব্যতীত আমি কাউকে দেখি না"-জাতীয় কথার অর্থ কী?'

শাইখ বললেন, 'আসলে সত্যপন্থী শাইখগণ যখন বলেন, "আল্লাহকে ব্যতীত আমি কাউকে দেখি না" বা "আল্লাহ ব্যতীত আর কারও দিকে নজর দিই না", তখন তাঁদের এ কথার উদ্দেশ্য হয়—আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে আমি রব ও ইলাহরূপে এবং স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী হিসেবে দেখি না। আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কারও দিকে ভয়, ভক্তি কিংবা আশার নজরে তাকাই না।

'কারণ, অন্তর যেদিকে ঝুঁকে, চোখের নজরও সেদিকেই যায়। তাই কারও প্রতি ভয়, ভক্তি কিংবা আশা থাকলেই তার দিকে নজর ওঠে। এখন যার প্রতি অন্তরের কোনো ধরনের অনুভূতিই নেই, কোনো ভক্তি, ঘৃণা, ভয় বা আশা যার কাছে নেই, স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার, তাকে দেখার বা তার দিকে তাকানোর কোনো আগ্রহও হবে না। বরং ঘটনাক্রমে দেখে ফেললেও সেটা মনের মধ্যে কোনো দাগ কাটবে না; সাধারণ কোনো পাথুরে দেয়াল

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখলে যেমন কোনো অনুভূতি জাগে না।'

'আসলে বুজুর্গ শাইখগণ তাওহিদ ও ইখলাস অর্জনের জন্য কিছু বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করেন, যেন বান্দা কেবল আল্লাহর প্রতিই ঝোঁকে এবং ভয়, ভক্তি ও ভালোবাসায় শুধু তাঁর দিকেই নজর দেয়। পাশাপাশি বান্দার মনোজগত যেন সম্পূর্ণরূপে মাখলুকের প্রভাবমুক্ত হয়, বরং মাখলুকের প্রতি তার নজরও যেন হয় আল্লাহর নূর দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে, বান্দার দেখা-শোনা-ধরা-চলা—সবকিছু হবে আল্লাহর পথ ও মতে। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন বা ঘৃণা করেন বান্দাও তাকে ভালোবাসবে বা ঘৃণা করবে। দোস্তি ও দুশমনিতেও সে আল্লাহর অনুগত হবে। মাখলুকের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে মাখলুককে ভয় করবে না। মাখলুকের কাছ থেকে কোনো কিছু অর্জন করতে হলে আল্লাহর কাছে আশা করবে, আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছু পেতে মাখলুকের কাছে ধর্ণা দেবে না। শুদ্ধতা ও পবিত্রতার এসব গুণ অর্জন করলেই অন্তর হবে—একনিষ্ঠ, নিরাপদ, তাওহিদবাদী, রবের নিকট আত্মসমর্পণকারী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী; পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) তাওহিদ, পরিচয় ও কর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত থাকবে।

'মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ওই কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমি চোখে যেই মাখলুক দেখি সেই মাখলুকই আসমান-জমিনের রব। কারণ, এমন কথা তো কেবল চূড়ান্ত ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত ব্যক্তিই বলতে পারে; যার আকল বা আকিদা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যে হয়তো পাগল নইলে বেদ্বীন।'

'মানুষ দ্বীনি বিষয়ে যেসকল শাইখের অনুসরণ করে, তাঁরা প্রত্যেকেই উম্মাহর সালাফে সালিহীন ও ইমামগণের এই কথার সঙ্গে একমত যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি মাখলুক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা; তাঁর সত্তার কোনো কিছুই কোনো মাখলুকের মধ্যে নেই, আবার মাখলুকের কোনো কিছুও নেই তাঁর সত্তায়। ফলে অবিনশ্বর সত্তাকে নশ্বর বস্তু থেকে পৃথক করা এবং খালিককে মাখলুক থেকে আলাদা করাটা জরুরি। এই কথাটুকু ওই শাইখগণের বক্তব্যে অসংখ্যবার এসেছে।'

'আসলে বিভিন্ন সময় মানুষের আত্মিক বিভিন্ন রোগ ও সংশয় সম্পর্কে তারা বক্তব্য পেশ করেছেন। তখন একথাও বলেছেন, কারও কারও অবস্থা হলো

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন—অন্তরে বিচার-বিবেচনা-বোধ না থাকায় সৃষ্টিকুলকে দেখে মনে করে, এগুলো নিজেই নিজের স্রষ্টা। যেমন এক লোক সূর্যের রশ্মি দেখে একেই আকাশে-থাকা মূল সূর্য ভেবে বসে আছে।'

আমি বললাম, 'শাইখ, সূফিগণ অনেক সময় তাঁদের বক্তব্যে একটি পরিভাষা ব্যবহার করেন, "আল-জামউ ওয়াল-ফারকু" অর্থাৎ স্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততা। এটা বোঝা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে যায়। প্রাসঙ্গিক হিসেবে এটাও যদি আলোচনা করে দিতেন!'

শাইখ বললেন, 'আসলে, তাঁদের ফানা-বিষয়ক বক্তব্যের মতো এই স্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততা-বিষয়ক বক্তব্যগুলোতেও বিভিন্ন জটিল বাক্য ঢুকে গেছে; ফলে এটা অনেকের জন্য মুশকিল হয়ে গেছে।

'দেখুন, বান্দা যখন মাখলুকের বিভিন্ন রকমফের ও আধিক্য দেখে, তখন এগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং এগুলোর প্রতি ভয়, ভক্তি ও আশা পোষণ করে। এর প্রভাবে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আবার যখন সে স্থিরতার প্রতি আগ্রহী হয়, তখন তার মন এক লা-শরিক আল্লাহর তাওহিদ ও ইবাদতে স্থির হয়ে যায়। মাখলুক থেকে সরিয়ে খালিকের প্রতি নজর করার ফলে তার ভয়, প্রার্থনা, আশা ও ভালোবাসা—সব হতে থাকে এক আল্লাহর জন্য। তখন দেখা যায় মাখলুকের প্রতি আলাদাভাবে ভ্রুক্ষেপের অবস্থা তার থাকে না যে, খালিক ও মাখলুকের মধ্যে সে পার্থক্য করবে। বরং সে মাখলুক-বিমুখ হয়ে খালিকের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষাতেই ডুবে থাকে। এটা মূলত ফানা'র দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।'

'বান্দার মধ্যে বিক্ষিপ্ততা বা পার্থক্যকরণের ব্যাপার তৈরি হয়। অর্থাৎ, সে যখন দেখে—সব সৃষ্টি আল্লাহর ইচ্ছাধীনেই টিকে আছে, তাঁর চাহিদামতোই সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে, পাশাপাশি যখন সে এটা অনুভব করে যে, এক আল্লাহর সামনে বিপুল সংখ্যক সৃষ্টির সবকিছুই অস্তিত্বহীন, তিনিই সব কিছুর খালিক, মালিক, ইলাহ ও রব তখন অন্তরে আল্লাহর জন্য ইখলাস, ভয়, ভরসা, আশা, ভালোবাসা, প্রার্থনা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার গুণগুলো থাকা সত্ত্বেও খালিক ও মাখলুকের মধ্যে পার্থক্য করার প্রতি নজর করতে পারে; এবং উভয়কে আলাদা করতে পারে।'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সে মাখলুকের বিভিন্নতা ও আধিক্য দেখার পরও এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই সব কিছুর খালিক, মালিক, রব ও ইলাহ এক আল্লাহই—যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। এটিই সরল ও বিশুদ্ধ সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য অন্তরের সার্বিক হালতে (তথা মাকসাদ, ইবাদত, ইচ্ছা, মহব্বত, বন্ধুত্ব ও আনুগত্য ইত্যাদি), ইলমে, সাক্ষ্যদানে, যিকিরে ও মারেফাতে জরুরি। এবং এটিই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে সাক্ষ্য, তার বাস্তবরূপ। কারণ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য বান্দার মনে আল্লাহর ইলাহ হওয়াকে দৃঢ় করে, অন্য সবার ইলাহ হওয়াকে বাতিল করে দেয়। এতে করে সমস্ত মাখলুকের বিপরীতে বান্দা আসমান ও জমিনের রবকেই ইলাহরূপে গ্রহণ করে। সমস্ত মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর ওপরই তার মন স্থির হয়। তখন নিজের ইলম, মারেফাত, মাকসাদ, মহব্বত, ইচ্ছা ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সে খালিক ও মাখলুকের পার্থক্য করতে পারে।'

'সে আল্লাহ সম্পর্কে জানে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর মারেফাত হাসিল করে; সাথে সাথে এ-ও জানে যে, তিনি স্বীয় মাখলুকের বিপরীত এবং তিনি মাখলুক থেকে আলাদা ও একক। ফলে সে কেবল আল্লাহকেই ভালোবাসে, আর কাউকে নয়; কেবল তাঁরই ইবাদত করে, তাঁকেই ভয় পায়, তাঁর কাছেই আশা করে, তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে, তাঁর ওপরই ভরসা করে এবং তাঁর দিকে তাকিয়েই করে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা। মোটকথা, ইলাহ'র সঙ্গে যুক্ত সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকেই সে গ্রহণ করে, অন্য কাউকে নয়। আর সবাইকে ছেড়ে আল্লাহকে এভাবে ইলাহরূপে মেনে নেওয়ার মধ্যেই আছে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি। তিনিই তো সবকিছুর খালিক, মালিক, রব ও পরিচালক। ফলে এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বান্দা পূর্ণরূপে একত্ববাদী হয়ে ওঠে। এজন্যই এ কথা স্পষ্ট যে, শ্রেষ্ঠ যিকির হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইমাম তিরমিযি ও ইবনু আবিদ দুনিয়া-সহ অনেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়টি মারফু সনদে বর্ণনা করেছেন; নবীজি বলেছেন—

أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وأفضلُ الدُّعَاءِ: اَلْحَمْدُ لِلهِ

> *"শ্রেষ্ঠ যিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আর শ্রেষ্ঠ দুআ আলহামদুলিল্লাহ।"*[১]

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ৩৮০০; তাখরিজু সহিহ ইবনি হিব্বান, হাদিস-ক্রম : ৮৪৬; তাখরিজু সিয়ারি আলামিন নুবালা, হাদিস-ক্রম : ৬/১৬৯; শাইখ শুয়াইব আরনাউত এই সনদকে হাসান বলেছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'মুআত্তা-সহ বিভিন্ন কিতাবে তালহা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু কাসিরের সূত্রে বর্ণিত, নবীজি বলেছেন—

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

> *"আমার ও পূর্ববর্তী নবীগণের-বলা শ্রেষ্ঠ কথা হলো, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।"'*[১]

এই পর্যন্ত বলে শাইখ তাঁর মজলিস সমাপ্ত করলেন। মজলিসের শুরুর মতো শেষেও হামদ-সালাত পাঠ করলেন। আজকের মজলিসে আলোচ্য বিষয়ের সর্বদিক নিয়ে আলোচনা করে তিনি আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করেছেন। কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের হয়ে সর্বোত্তম বদলা দান করুন।

---

[১] মুআত্তা মালেক, হাদিস-ক্রম : ৪৮৬ ও ৯৪১; হাদিসটি ইমাম মালেক থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চদশ মজলিস

আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসাই প্রতিটি কবুল-আমলের প্রাণসঞ্জীবনী

- ইখলাস : নববি দাওয়াতের সারাংশ
- আল্লাহর পূর্ণ ভালোবাসা দ্বীনের মূল ভিত
- ভালোবাসলে প্রেমাস্পদকে সন্তুষ্ট করতে হয়
- বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসা বিনিময় হয়
- একটি ভুল ধারণার সংশোধন

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসাই প্রতিটি কবুল-আমলের প্রাণসঞ্জীবনী

এই মুহূর্তে শাইখের মজলিস একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। শ্রোতাবৃন্দ কান পেতে বসে আছেন। এঁদের সকলের হৃদয় খুব সাফ। বয়ানের প্রতিটি কথা মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে এঁরা প্রতীক্ষা করছেন শাইখ আহমাদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যের; যিনি একাধারে বিদগ্ধ আলেম, হাফিজুল হাদিস, ইমামে মুজতাহিদ, সালাফের শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি, বিদআতপন্থীদের বিরুদ্ধে খোলা-তলোয়ার, বহু মানুষের আত্মার চিকিৎসক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্ব।

শ্রোতামণ্ডলির পূর্ণ প্রস্তুতি ও আগ্রহ দেখে শাইখ বলা শুরু করলেন—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নবীগণকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে। সাথে কিতাব নাজিল করেছেন, মানুষের বিভেদের বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য। আর, ওই কিতাবের ব্যাপারে প্রমাণাদি আসার পরেও, কেবল আহলে কিতাবরাই মতভেদ করেছে—নিজেদের পরস্পরে জেদাজেদির ফলে; সত্য নিয়ে ওদের এই মতবিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় মুমিনদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন; আল্লাহ তো যাকে চান, সরল পথ প্রদর্শন করেন।' [১]

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক লা-শরিক আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; যেমনটা সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি নিজেও যে, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; সাথে ফেরেশতা ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দিয়েছে—একমাত্র তিনিই ইলাহ; তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; যাঁর মাধ্যমে তিনি সমাপ্ত করেছেন নবীগণের সোনালি ধারা এবং হিদায়াত দিয়েছেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলিদেরকে; যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন কুরআনের এই ঘোষণা সহকারে—

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ.

> *"তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন; তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার জন্য দুঃসহ; তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী; মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও স্নেহশীল। এখন, তারা উল্টো ফিরে গেলে (হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহই যথেষ্ট আমার জন্য; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আমি তাঁর ওপরে ভরসা করেছি; তিনি তো মহা আরশের রব।"*[১]

'আল্লাহ তাঁর প্রতি বর্ষণ করুন শ্রেষ্ঠ দরূদ ও সর্বোন্নত সালামের শিশির।'

'সম্মানিত উপস্থিতি, আমি গত মজলিসে আপনাদের সামনে মহব্বত ও বন্ধুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে বিভিন্ন দিক ও প্রসঙ্গের আলাপ উঠে এলেও, কথা পূর্ণ হয়নি। যেহেতু আমার ধারণা এটি এমন এক মৌল সূত্র; জীবনে, যাপনে এবং একান্ত হৃদয়-গহনে সর্বদা যার উপস্থিতি জরুরি; তাই, আজকের মজলিসে আমি শুধু অমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনাই করতে চাই। অতএব, এক-আল্লাহর তাওফিকে শুরু করছি—

ইখলাস : নববি দাওয়াতের সারাংশ

'দেখুন, আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাই ঈমানের সবচেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়। বরং সেটিই দ্বীন ও ঈমানের প্রতিটি কাজের মূল; যেমনিভাবে তাসদিক (রাসূলকে সত্যায়ন) হলো দ্বীন ও ঈমানের সব কথার মূল। কারণ, সৃষ্টির প্রতিটি স্পন্দনের উৎস ওই ভালোবাসা; হয়তো তা নন্দিত, নইলে

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১২৮-১২৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিন্দিত। মহব্বত ও ভালোবাসার নীতির আলোচনায় এটা আমরা বলেছিও।

'দ্বীন-ঈমানের সমস্ত কর্মের একমাত্র উৎস হবে নন্দিত ভালোবাসা। যেহেতু মৌলিকভাবে নন্দিত ভালোবাসা হলো মহান আল্লাহর ভালোবাসা, তাই যে কাজের উৎস এমন ভালোবাসা, যা আল্লাহর কাছে নিন্দিত, সেই কাজ নেককাজ হতে পারে না। সুতরাং দ্বীনি ও ঈমানি সমস্ত কর্মের উৎস হবে নন্দিত ভালোবাসা।'

'আল্লাহ তো সেই আমলই শুধু কবুল করেন, যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। 'সহিহ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত—

قال اللهُ عزَّ وجلَّ: أَنَا خَيرُ الشُّرَكاءِ ، مَن عَمِلَ لِيْ
عَمَلًا فأشرَكَ فِيهِ غَيْرِي ، فأنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ لِلَّذِيْ أشْرَكَ

> *"আল্লাহ তাআলা বলেন, যাদেরকে (আমার সঙ্গে) শরিক করা হয়, শিরক থেকে আমি তাদের সবার চেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী। তাই, কেউ কোনো কাজ করে তাতে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করলে আমি সেই কাজ থেকে মুক্ত; সেটা কেবল ওই শরিকেরই জন্য।"*[১]

'সহিহ হাদিসে তিন ব্যক্তির কথা এসেছে, যাদের মাধ্যমে জাহান্নাম উত্তপ্ত হবে—লোকদেখানো কারী, মুজাহিদ ও দানশীল।[২] তো, আল্লাহ কেবল ইখলাস গ্রহণ

---

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৯৮৫

[২] তিরমিযি, হাদিসক্রম : ২৩৮২; হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত। শাইখ শুয়াইব আরনাউত এই হাদিসটি সহিহ বলেছেন, (তাখরিজু সহিহি ইবনি হিব্বান, ৪০৮)।

পূর্ণ হাদিসটি এই—

إنَّ الله تعالى إذا كان يومُ القيامةِ ينزل إلى العبادِ ليقضيَ بينهم، وكلُّ أمةٍ جاثيةٌ، فأولُ من يدعو به رجلٌ جمع القرآنَ، ورجلٌ قُتِل في سبيلِ الله، ورجلٌ كثيرُ المالِ، فيقول اللهُ للقارئ: ألم أعلِّمك ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلى يا ربِّ. قال: فماذا عملتَ فيما علمتَ؟ قال: كنتُ أقومُ به آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، فيقول اللهُ له: كذبتَ، وتقول الملائكةُ: كذبتَ، ويقول اللهُ له: بل أردتَ أن يقال: فلانٌ قارئٌ، فقد قيل ذلك. ويُؤتى بصاحبِ المالِ، فيقول اللهُ: ألم أوسِّعْ عليك حتى لم أدعْك تحتاج إلى أحدٍ؟ قال: بلى يا ربِّ. قال: فماذا عملتَ فيما آتيتُك؟ قال: كنتُ أصلُ الرحمَ وأتصدَّقُ، فيقول اللهُ له: كذبتَ. وتقولُ الملائكةُ له: كذبتَ، ويقول اللهُ بل أردتَ أن يقال: فلانٌ جوادٌ وقد قيل ذلك. ويُؤتى بالذي قُتل في سبيلِ الله فيقول اللهُ له: فيماذا قُتلتَ؟ فيقول: أمرتَ بالجهادِ في سبيلِك فقاتلتُ حتى قُتلتُ. فيقول اللهُ له: كذبتَ، وتقول له الملائكةُ: كذبتَ،

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন; আগের ও পরের সব রাসূলকে এই ইখলাস দিয়েই পাঠিয়েছেন; এটি দিয়েই নাজিল করেছেন সমস্ত কিতাব—এ হলো উম্মাহর সব ইমামের মত। সুতরাং, ইখলাসই নববি দাওয়াতের সারাংশ; শরিয়ার প্রাণ যেই কুরআন, ইখলাস তার কেন্দ্রবিন্দু।'

আল্লাহর পূর্ণ ভালোবাসাই দ্বীনের মূল ভিত

'যেহেতু সব দ্বীনি আমলের মূলে ওই ইখলাস; তাই, আমলের যা উদ্দেশ্য, স্বাভাবিকভাবে তা-ই সবচেয়ে প্রিয় হতে হবে। আর, সেটি হলো পরিপূর্ণ ভালোবাসা। কিন্তু কুরআন-হাদিসের অধিকাংশ জায়গায় বান্দার ইবাদতকেই

ويقـول اللهُ: بـل أردتَ أن يقـال: فـلانٌ جـرئٌ، فقـد قيـل ذلـك. ثـم ضـرب رسـولُ اللهِ ﷺ علـى ركبتـيَّ فقـال: يـا أبـا هريـرةَ: أولئـك الثلاثـةُ أولُ خلـقِ اللهِ تُسـعَّرُ بهمُ النـارُ يـومَ القيامة

'আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য কেয়ামত-দিবসে তাদের সামনে হাজির হবেন; সকল উম্মতই তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। তারপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে তারা হলো কুরআনের হাফিজ, আল্লাহ তাআলার পথের শহিদ এবং প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক। সেই কারি (কুরআন পাঠক)-কে আল্লাহ্ তাআলা প্রশ্ন করবেন, "আমি আমার রাসূলের নিকট যা প্রেরণ করেছি তা কি তোমাকে শিখাইনি?" সে বলবে, "হে রব! হ্যাঁ, শিখিয়েছেন।" তিনি বলবেন, "তুমি যা শিখেছ সে অনুযায়ী কোন কোন আমল করেছ?" সে বলবে, "আমি রাত-দিন তা তেলাওয়াত করেছি।" আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ।" ফেরেশতারাও বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ।" আল্লাহ্ তাআলা তাকে আরও বলবেন, "বরং তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে যে, তোমাকে বড় কারি (হাফিজ) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে।" তারপর সম্পদওয়ালা ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "আমি কি তোমাকে এমন সম্পদশালী বানাইনি, যাতে তুমি কারও মুখাপেক্ষী ছিলে না?" সে বলবে, "হে রব! হ্যাঁ, তা বানিয়েছেন।" তিনি বলবেন, "আমার-দেয়া সম্পদ হতে তুমি কোন কোন (সৎ) আমল করেছ?" সে বলবে, "আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রেখেছি এবং দান-খয়রাত করেছি।" আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ।" ফেরেশতারাও বলবেন, "তুমি মিথ্যাবাদী।" আল্লাহ্ তাআলা আরও বলবেন, "তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে যে, মানুষের নিকট তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রসার হোক। আর এরূপ তো হয়েছেই।" তারপর যে লোক আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রশ্ন করবেন, "তুমি কীভাবে নিহত হয়েছ?" সে বলবে, "আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি।" আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ।" ফেরেশতারাও বলবেন, "তুমি মিথ্যাবাদী।" আল্লাহ্ তাআলা আরও বলবেন, "তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তা তো বলাই হয়েছে।"' আবু হুরায়রা বলেন, 'তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাঁটুতে হাত মেরে বললেন, "হে আবু হুরায়রা! কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির মধ্য হতে এ তিনজন দ্বারাই প্রথমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।"'

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চূড়ান্ত কামনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী—

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> "আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> "হে মানুষেরা, তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই রবের ইবাদত করো।"[২]

'আসলে, ইবাদতের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা বিদ্যমান; আবার ইবাদতেই আছে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত নীচতা। কারণ, যেই প্রেমাস্পদকে সম্মান করা হয় না, যার সামনে প্রেমিক নত ও নিচু হয় না, সে কখনো মাবুদ হতে পারে না। আবার, যেই সম্মানিতকে ভালোবাসা হয় না, সে-ও মাবুদ হতে পারে না।

'এ কারণে আল্লাহ বলেন—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> "কতক মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে শরিক বানিয়ে গ্রহণ করে; (এরপর) আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে; অথচ মুমিনরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে।"[৩]

'দেখুন, এখানে আল্লাহ তাআলা বললেন, মুশরিকরা যে আল্লাহকে ছেড়ে বিভিন্ন শরিক গ্রহণ করেছে, যদিও তারা শরিকদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহ ও মূর্তির প্রতি তাদের যেটুকু ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি এরচে' বহু গুণ বেশি ভালোবাসা পোষে মুমিনরা। এর কারণ হলো, মুমিনরা আল্লাহর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত; আর ভালোবাসা জানাশোনারই অনুগামী।'

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৫৬
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২১
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'যেহেতু মুমিনের সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই উৎসর্গিত আর মুশরিকের ভালোবাসায় আছে ভাগ-বণ্টন—কিছু আল্লাহর জন্য, কিছু অন্য শরিকদের—তাই, মুমিনের ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তা পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

> *"আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করেন, একটা লোকের মালিকানায় অনেক শরিক; আরেকটা লোকের মালিক মাত্র একজন—এদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?"*[১]

'তবে ভালোবাসা কথাটায় ব্যাপকতা আছে; কারণ, মুমিন তো আল্লাহকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নবী-রাসূল ও অন্য মুমিন বান্দাদেরকেও ভালোবাসে। যদিও সেটা আল্লাহকে ভালোবাসারই ফল, এবং অন্য কারও ভালোবাসাই আল্লাহর ভালোবাসার সমান হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহর ভালোবাসার কথা কেবল তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গেই এসেছে; যেমন—ইবাদত, ইনাবত (মানে, তাঁর দিকে ফিরে আসা) ও তাবাত্তুল (মানে, তাঁর জন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া)। ফলে, এই প্রত্যেকটি শব্দের (ইবাদত-ইনাবত-তাবাত্তুল) খোলসেই লুকিয়ে আছে তাঁর ভালোবাসা।'

'এরপর কথা হলো, আল্লাহর ভালোবাসাই যেহেতু দ্বীনের ভিত, তাই সেই ভালোবাসার পূর্ণতা মানে দ্বীনের পূর্ণতা, এবং সেই ভালোবাসার অপূর্ণতা মানে দ্বীনের অপূর্ণতা। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

> *"সব কাজের মূল হলো ইসলাম; নামাজ হলো তার স্তম্ভ; আর আল্লাহর রাহে জিহাদ হলো তার সর্বোচ্চ শিখর।"*[২]

'এখানে জিহাদকে সব কাজের সর্বোচ্চ শিখর, সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠতম বলা হলো।

[১] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ২৯
[২] মুসনাদু আহমাদ ৫/২৩১; মুআয ইবনু জাবালের সূত্রে তিরমিযি এটি বর্ণনা করে হাসান সহিহ বলেছেন, হাদিস-ক্রম : ২৬১৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ . خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

> *"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ওই ব্যক্তির (সওয়াবের) মতো মনে করো, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে; এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে? এরা (জিহাদকারী আর অন্যরা) তো আল্লাহর নিকট সমমর্যাদার নয়। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী; তারাই সফল (ও সার্থক)। তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজের তরফ থেকে রহম সন্তুষ্টি ও এমন জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে সুখময় আবাস। সেখানে তারা যাপন করবে চিরকাল; নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"*[১]

'মোটকথা, জিহাদ ও মুজাহিদদের মর্যাদা সম্পর্কে বহু বক্তব্য এসেছে। বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ নফল হিসেবেও এই জিহাদের কথা প্রমাণিত। জিহাদ তো আসলে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ। (যেহেতু জিহাদ হলো সবচেয়ে পূর্ণ, সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত; আর ওই ইবাদতের মধ্যেই আছে আল্লাহর ভালোবাসা।) তাই, ইবাদতের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব মূলত ভালোবাসারই পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।'

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১৯-২২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

> *"বলুন! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা—যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো; এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ করো; এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর, আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"*[১]

'অন্যত্র বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

> *"হে মুমিনগণ! তোমাদের কেউ তার দ্বীন বর্জন করলে, (জেনে রাখুক) অতি শিগগির আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও ভালোবাসবে তাঁকে; তারা মুমিনদের প্রতি সদয়-নম্র হবে; কঠোর হবে কাফিরদের প্রতি; তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে; কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।"'*[২]

ভালোবাসলে প্রেমাস্পদকে সন্তুষ্ট করতে হয়

কথার এ-পর্যায়ে শাইখ একটু জিরিয়ে নিতে থামলেন; এবং শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন।

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি বললাম, 'মুহতারাম! আমরা তাহলে আয়াতে কারিমা থেকে বুঝলাম, (আল্লাহকে) ভালোবাসলে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে, অথবা বলতে পারি—ঈমান থাকলে অবশ্যই আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে; আর আল্লাহকে ভালোবাসলে, জীবন বিলিয়ে হলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে।'

শাইখ বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; বরং এটিই আসল কথা যে, আল্লাহকে ভালোবাসলে জিহাদ করতে হবে। দেখুন, প্রেমাস্পদের পছন্দকেই তো প্রেমিক পছন্দ করবে এবং প্রেমাস্পদের অপছন্দকেই সে অপছন্দ করবে। সে তো প্রেমাস্পদের বন্ধুতা-শত্রুতা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করবে। আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক যে করবে, আল্লাহ তাআলাও তাকে সঙ্গ দেবেন তার পছন্দ-অপছন্দ ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিতে; কারণ, সে-ও তো মেনে চলেছিল আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ আর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি।

'একবার একটি জামাতে সুহাইব ও বিলাল (আযাদকৃত দুই দাস-সাহাবি) ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—

لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ. فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهْ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي

> *"তুমি সম্ভবত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ; জেনে রাখো, তাদরকে অসন্তুষ্ট করে থাকলে তুমি তোমার রবকেও অসন্তুষ্ট করে ফেলেছ।" তখন আবু বকর তাদের কাছে গিয়ে বললেন—"আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?" তারা বললেন—"না; আল্লাহর ক্ষমা আপনার সঙ্গী হোক।"*[১]

'আসল ঘটনাটি ছিল এমন, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (কাফির অবস্থায়) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা (বিলাল ও তাঁর সঙ্গীরা) বললেন, "আরে, এ তো তলোয়ারটাও ঠিকমতো ধরতে পারে না!" এ কথা শুনে আবু বকর বললেন, "তোমরা একজন কুরাইশি নেতাকে এমন (ব্যাঙ্গাত্মক) কথা বলছ!" তিনি গিয়ে ব্যাপারটা নবীজিকে জানালেন। তখনই নবীজি তাঁকে উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন। আসলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৫০৪।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওয়াসাল্লাম) প্রতি মহব্বত এবং তাঁদের শত্রুদের প্রতি সর্বোতভাবে শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল সাহাবাদের ওই কথা।

'এজন্যই সহিহ হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান রবের কথা বর্ণনা করেন—

مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اِسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

> *"বান্দা নফল (ঐচ্ছিক) ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে হতে একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি; তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; এবং আমিই তার 'পা' হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। (ফলে তার শোনা, দেখা, ধরা ও চলা—সব আমার মাধ্যমেই হয়।) সে আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে, অবশ্যই তা দিই; আশ্রয় কামনা করলে, অবশ্যই আশ্রয় দিই; আমি মুমিন বান্দার প্রাণ হরণের মতো নিজের আর কোনো কাজে দ্বিধা বোধ করি না; (কারণ) সে মৃত্যু অপছন্দ করে; আর, আমি অপছন্দ করি (তার) বেঁচে থাকা; (আমি তার কষ্ট চাই না;) কিন্তু এটা তো তাকে পেতেই হবে।"*[১]

'এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর (শান মোতাবেক) 'দ্বিধা'র কথা বলেছেন। দ্বিধা বলা হয় দু'রকম ইচ্ছার বৈপরিত্বকে। আর এই দ্বিধা তৈরি হবার কারণ হলো—যেহেতু বান্দা যা অপছন্দ করে তিনিও তা অপছন্দ করেন, বান্দার অপছন্দনীয়টা তাঁরও অপছন্দনীয়, বান্দা যেহেতু মৃত্যুকে অপছন্দ করে তাই তিনিও (বান্দার দিকে তাকিয়ে) তা অপছন্দ করেন। (কিন্তু মৃত্যু যেহেতু অবধারিত) তাই বলেছেন—"আমি তাকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করি।"

'মোটকথা, মহব্বতই যেহেতু সব দ্বীনি আমলের মূল, তাই, (আল্লাহর থেকে)

[১] বুখারি—কিতাবুর রিকাক; হাদিস-ক্রম : ৬৫০২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভয়, আশা, বা এ-জাতীয় যা আছে—সবগুলোর অনিবার্য পরিণতিও সেটি; সেই মহব্বতের ঘাটেই বাঁধা থাকে সব কিছুর রশি। কারণ, আল্লাহর কাছে যে আশা করে; সে তো নিজের পছন্দের ও মহব্বতের কিছুই আশা করে; ঘৃণা বা অপছন্দের কিছু তো চায় না। আবার যে ভয় পায় সে তো ভীতিকর বস্তু থেকে পালিয়ে ভালোবাসার জিনিসটিই পেতে চায়। তাই, আল্লাহ বলেন—

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

> *"যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।"* [১]

'অন্যত্র বলেন—

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> *"আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী।"* [২]

'যেকোনো কল্যাণ বোঝাতেই 'আল্লাহর রহম' ব্যবহৃত হয়; আবার, যেকোনো অকল্যাণের জন্যই ব্যবহৃত হয় 'আল্লাহর আযাব'। তবে শুধুই রহমের আবাস হলো জান্নাত; শুধুই আজাবের স্থান হলো জাহান্নাম; আর দুনিয়া হলো ছাড় দিয়ে দিয়ে পাকড়াও করার জায়গা।

'তাই, জান্নাতে প্রবেশের আশা করার অর্থ হলো, সবরকম নেয়ামত ও কল্যাণের আশা; যার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি হলো আল্লাহ তাআলাকে দেখার সৌভাগ্য। সহিহ মুসলিমে হযরত আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলা থেকে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৫৭
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২০৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا . قَالُوْا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوْا بَلَى . قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ قَالَ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ

> *"জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট আরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' তারা (জান্নাতিরা) বলবে, 'তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি?' ফেরেশতারা বলবেন, 'হ্যাঁ।' তারপর পর্দা খুলে যাবে (এবং আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত সংঘটিত হবে)।" নবীজি বলেন, "আল্লাহ্র কসম! তিনি মানুষকে তাঁর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কোনো জিনিসই প্রদান করেননি।"[১]*

'অথচ আল্লাহর সেই সাক্ষাত হবে তাদের কাছে বাড়তিপ্রাপ্তি।'

'এখানে একটা অস্পষ্টতার নিরসন হয়; অনেককেই এ কথা বলতে শোনা যায়— "আমি জান্নাতের আশা কিংবা জাহান্নামের ভয়ে তোমার ইবাদত করিনি, আল্লাহ; আমি তো ইবাদত করেছি কেবল তোমার সাক্ষাতের আশায়।" এ ধরনের লোকেরা মনে করে, জান্নাতে খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়েশাদি তথা মাখলুকের মাধ্যমে বিনোদন ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের এই ধারণার প্রবক্তা মূলত আল্লাহর সাক্ষাত অস্বীকারকারী জাহমিয়্যা সম্প্রদায়; এবং সেইসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাত স্বীকার করলেও সেটিকে কোনো নিয়ামত ও সুখ লাভের মাধ্যম বলতে নারাজ। কিছু 'ভাব ধরা ফকিহ'ও এমন কথা বলে। এরা সবাই বলতে চায়, জান্নাত ও (সুখময়) আখিরাত বলতে কেবল মাখলুকের মাধ্যমে বিনোদনই বোঝায়। এমন ভ্রান্তিতে পড়েই কোনো কোনো শাইখ যখন শুনেছেন যে, কুরআন বলছে—

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৮১; তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫৫২।

https://t.me/islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *“তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও কাম্য আখেরাত।”*[১]

তখন তাঁরা বললেন—“এখানে তারা কোথায়, যারা আল্লাহকে চাইত? আবার, কেউ যখন শুনল, কুরআন বলছে—

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

> *“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।”*[২]

তখন তারা বলল, “জান ও মাল শুধু জান্নাতের বিনিময়েই? আল্লাহর সাক্ষাত গেল কোথায় তাহলে?”

‘তাদের এসব কথার কারণ তাদের এই ধারণা, যে, আল্লাহর সাক্ষাত জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়; অথচ সঠিক কথা তো এটিই যে, জান্নাতেই থাকবে সমস্ত নিয়ামত ও সুখের উপকরণ; যার শ্রেষ্ঠটি হলো আল্লাহর সাক্ষাত। কারণ, এটি এমন এক নিয়ামত, যা জান্নাতিরা জান্নাতেই পাবে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে শরিয়তের বহু বক্তব্যে; যেমনিভাবে জাহান্নামিরা রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে দাখিল হবে জাহান্নামে।

‘আসলে, জান্নাত কিবা জাহান্নামের জন্য না—শুধু আল্লাহর সাক্ষাতের জন্যই তাঁর ইবাদত করার প্রবক্তা যিনি, তিনি যদি কথাটি বুঝে-শুনেই বলে থাকেন, তাহলে তার কথার অর্থ এই হবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাত-জাহান্নাম না বানালেও তাঁর ইবাদত করা আবশ্যক হতো; ফলে নৈকট্য অর্জন করে তাঁর সাক্ষাতও পাওয়া যেত।

‘উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ

> *“সুহাইব তো আল্লাহর এক উত্তম বান্দা; সে আল্লাহকে ভয় না পেলেও তাঁর নাফরমানি করবে না।”*[৩]

[১] সূরা আলি ইমরান; আয়াত-ক্রম : ১৫২

[২] সূরা তাওবা; আয়াত-ক্রম : ১১১

[৩] সাখাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন : উসূলবিদ, ইলমে মাআনি ও আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে এটি উমর

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ, তাঁর ভেতরে ভীতি না থাকলেও আল্লাহর অবাধ্য হবে না সে। কারণ, তাঁর ভেতরে মহান আল্লাহর যেই বড়ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি বিরাজ করে সেটিই তাকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

'রবের (সাক্ষাতে তার) তাজাল্লির নিয়ামত পাওয়ার আশা কিংবা তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চনার শাস্তি পাওয়ার ভয় মূলত রবের প্রতি বান্দার মহব্বতেরই নিদর্শন। তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকলেই, তাঁর তাজাল্লির ভালোবাসা এবং তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকবে বান্দার মনে। যদিও বাহ্যত কোনো মাখলুকের কাছে নিয়ামতের আশা বা শাস্তির ভয় থাকে।

'ফলে, বান্দা আল্লাহরই ইবাদত করবে; যার আবশ্যিক পরিণতি হলো আল্লাহর ভালোবাসা; আর এরচেয়ে মধুর ও শ্রেষ্ঠ কোনো ভালোবাসা তো কোথাও নেই। এজন্য জান্নাতিরা সব কিছুর চেয়ে আল্লাহর ভালোবাসাতেই বেশি নিমগ্ন হয়ে থাকবে। জান্নাতিদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والْحَمْدَ، كما تُلْهَمُونَ النَّفَس

> *"তাদের মধ্যে তাসবীহ ও হামদ পাঠের শক্তি তোমাদের শ্বাসক্রিয়ার মতো স্বয়ংক্রিয় করে দেওয়া হবে।"*[১]

'দেখুন, হাদিসে জান্নাতির চূড়ান্ত উপভোগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর স্মরণ ও ভালোবাসা দ্বারা। তাই, কোনো মাখলুকের কাছে কোনো শাস্তির ভয় বা কোনো নিয়ামতের আশা থাকলেও সেটা তাকে টেনে নেয় মূল ঠিকানার দিকেই; আল্লাহর ভালোবাসার পথে। তাই মৌলিকভাবে ভালোবাসা-ই হলো এই সব কিছুর উৎস।'

বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসার বিনিময় হয়

আমি বললাম, 'শাইখ, আমরা এতক্ষণের আলোচনায় বুঝলাম, ভালোবাসা যেমন মুমিনদের পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর প্রতি; তেমনই আল্লাহর তরফ থেকেও

রা.-এর বক্তব্য হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে; বাহাউদ্দিন সুবকি রাহিমাহুল্লাহ জানিয়েছেন, যে, তিনি এই বর্ণনাটি কোনও কিতাবে পাননি। একই কথা বলেছেন বেশ কয়েকজন ভাষাবিদ। আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, ৪৪৯

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৮৩৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয় মুমিনদের প্রতি। এই বাস্তবতা নিয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে আরও কিছু কথা শুনতে চাই; আরও কিছু উদাহরণ জানতে চাই।'

শাইখ বললেন, 'বন্ধুগণ, বিষয়টির বাস্তবতা এমন যে, কুরআন ও সুন্নাহয় এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য এসেছে। আল্লাহর প্রতি মুমিন বান্দার ভালোবাসার ব্যাপারে কুরআন বলছে—

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> *"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা সবচেয়ে প্রবল।"[১]*

'অন্যত্র আছে—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

> *"তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন; তারাও ভালোবাসে তাকে।"[২]*

'আরেক জায়গায় এসেছে—

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ٢٤

> *"বলুন! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা—যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো; এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ করো; এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর, আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৩]*

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সহিহাইনে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَن يَّكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَن يُّحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ ، وَأَن يَّكْرَهَ أَن يَّعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

> *"তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে :*
>
> *১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তার নিকট অন্য সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া*
>
> *২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা*
>
> *৩. কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করা।"*[১]

'আসলে, রাসূলের ভালোবাসা তো আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; আল্লাহকে ভালোবাসতে গেলে রাসূলকে ভালোবাসতেই হবে। ওই যে কুরআনে সূরা তওবার ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—"অন্য কারও প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশি ভালোবাসা হলে...।" বুখারি ও মুসলিমে এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

> *'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন—"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র হই।"*[২]

'সহিহ বুখারিতে এসেছে—

قَالَ لَهُ عُمَرُ..... وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৯

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪, ১৫; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম-এর সূত্রে বর্ণিত : "...উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।"[১]*

'এমনিভাবে নবীজির সাহাবা ও পরিবারের প্রতি ভালোবাসাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সহিহ হাদিসে এসেছে—

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

> *"ঈমানের আলামত হলো আনসারদেরকে ভালবাসা; আর মুনাফিকির চিহ্ন হলো আনসারদেরকে অপছন্দ করা।"[২]*

'অন্যত্র নবীজি বলেন—

لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

> *"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।"[৩]*

'অন্যত্র এসেছে—

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .

> *'হযরত আলী রা. বলেন—"উম্মি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অবগত করলেন যে, মুমিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালোবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।"[৪]*

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৬৩২
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম :১৭
[৩] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৭৬,৭৭
[৪] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৭৮; তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৭৩৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُحِبُّوْكُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِيْ

> "মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে (বনু হাশিমকে) আল্লাহর জন্য এবং আমার আত্মীয় হিসেবে ভালোবাসবে।"[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ "

> 'ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করো; কেননা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামাতরাজি খাওয়াচ্ছেন। আর আল্লাহ তাআলার মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত করো; এবং আমার মহব্বতে আমার আহলে বাইতকেও মহব্বত করো।"[২]

'এ তো গেল বান্দার পক্ষ থেকে ভালোবাসার কথা। আর আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারে এসেছে—

وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا

> "আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[৩]

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ

> "আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের; তারাও ভালোবাসে তাঁকে।"[৪]

أَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

> "তোমরা ইহসান করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম ১৪০; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ১৭৭৭; হাদিসটি যঈফ— শাইখ শুয়াইব আরনাউত, তাখরিজুল আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম, হাদিস-ক্রম: ৮/৪৩

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৭৮৯; হিলয়াতুল আওলিয়া, হাদিস-ক্রম : ৩/২৪৫; সনদগত দুর্বলতা আছে।

[৩] সূরা নিসা; আয়াত-ক্রম : ১২৫

[৪] সূরা মায়িদা; আয়াত-ক্রম : ৫৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসেন।"[১]

وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"তোমরা ন্যায় বিচার করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ন্যায় বিচারকদের।"[২]

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"সময়মতো তাদের ওয়াদা পূর্ণ করে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন মুত্তাকিদের।"[৩]

فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাকো। নিঃসন্দেহের আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।"[৪]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের, যারা তাঁর পথে কিতাল (সশস্ত্র লড়াই) করে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো—কাতারবদ্ধ হয়ে।"[৫]

بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

"বরং যে অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে; আল্লাহ এমন মুত্তাকিকেই ভালোবাসেন।"[৬]

'বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহু ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমল আমরা জানি, আল্লাহ যেগুলো পছন্দ করেন; এই আমলগুলোকে তিনি পছন্দ করার পাশাপাশি এর ওপর আমলকারী মুমিন বান্দাদেরও ভালোবাসেন। কুরআন ও সুন্নাহতে এই

[১] সূরা বাকারা; আয়াত-ক্রম : ১৯৫
[২] সূরা হুজুরাত; আয়াত-ক্রম : ০৯
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ০৪
[৪] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ০৭
[৫] সূরা সাফ, আয়াত-ক্রম : ০৪
[৬] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৭৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসার বাস্তবতা নিয়েই বহু বক্তব্য এসেছে।

'আর উম্মাহর মহান পূর্বসূরি ইমাম মুহাদ্দিস ও তাসাউফের মাশায়েখে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সত্তাগত কারণেই আল্লাহ তাআলা হাকিকি (মৌলিক) ভালোবাসার পাত্র; বরং তাঁর ভালোবাসাই সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত; তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> *"মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা সবচেয়ে প্রবল।"*[১]

'বান্দা যেমন তাঁকে ভালোবাসবে; তিনিও ভালোবাসবেন বান্দার ভালোবাসার অন্যসব জিনিসকে; কিন্তু আল্লাহর তরফে এটা মৌলিক ভালোবাসা না।'

একটি ভুল ধারণার সংশোধন

আমি বললাম, 'শাইখ, আপনাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করুন; মহব্বত ও ভালোবাসার বিষয়টি আপনি তো এমনভাবে তুলে ধরলেন, যেন বান্দা ও রবের মধ্যকার ভালোবাসা অস্বীকারকারীও আছে কেউ! ব্যাপারটা আসলে কী?'

শাইখ ইবনু তাইমিয়া বললেন, 'আমি এই ধাঁচে বয়ান করেছি; কারণ, বাস্তবেই কেউ কেউ এ বিষয়টি অস্বীকার করে। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় মনে করে, ভালোবাসার জন্য প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে এক ধরনের মিল ও সাদৃশ্য থাকতে হয়; তাই তারা বলে, অবিনশ্বর আল্লাহ ও নশ্বর বান্দার মধ্যে ভালোবাসাই সম্ভব নয়; কারণ, এদের পরস্পরে ভালোবাসার উৎসরূপে কোনো সাদৃশ্য নেই।

'ইসলামের ইতিহাসে এই কথার প্রথম প্রবক্তা হলো জা'দ ইবনু দিরহাম। হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরুতে সে এই কথা প্রচার করে। ফলে, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের আমির খালিদ ইবনু আবদুল্লাহ কাসরি তাকে জবাই করে হত্যা করেন। ঈদুল আজহার দিন খালিদ মানুষের সামনে বক্তব্য দেন—"লোকসকল, কুরবানি করো; আল্লাহ তোমাদের কুরবানি কবুল করবেন। আমি তো জা'দ ইবনু দিরহামকে কুরবানি করব; সে মনে করে—আল্লাহ নবী ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রহণ করেননি এবং নবী মুসার (আলাইহিমাস সালাম) সঙ্গে কথা বলেননি।” এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে জা'দকে জবাই করে দেন।[১]

'যথাসম্ভব জাহম ইবনু সফওয়ান এই জা'দের কাছ থেকেই এই মতবাদ গ্রহণ করে প্রচার শুরু করে। এই জাহম নামক ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত করেই তার অনুসারীদেরকে জাহমিয়্যাহ বলা হয়। তার এই মতবাদের কারণে খোরাসানের আমির সালাম ইবনু আহওয়াজ তাকে হত্যা করেন। এরপর আমর ইবনু উবাইদের অনুসারীরা এই মতবাদ মুতাযিলিদের মধ্যেও প্রচার করে দেয়। খলিফা মামুনের সময়ে এই মতবাদ খুব হাওয়া পায়। ফলে, ইসলামের মহান ইমামগণকে বিভিন্ন নির্যাতনের মুখোমুখি করা হয়, যেন তাঁরা ওদের সঙ্গে ওই ভ্রান্ত মতবাদে একমত পোষণ করেন।

আসলে, এই মতবাদের মূল প্রবক্তা হলো মুশরিক, তারকাপূজারি ব্রাহ্মণ, ভ্রান্ত দার্শনিক ও ইহুদি-খ্রিষ্টানের পথভ্রষ্ট লোকেরা; যারা মনে করে, মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলার ইতিবাচক কোনো গুণ নেই। বস্তুত এরাই নবী ইবরাহিমের (আলাইহিস সালাম) শত্রু। এরা তারকার পূজা করে, আকল ও নক্ষত্র-ইত্যাদির প্রতিকৃতি তৈরি করে। তারা মনে করে, বাস্তবে কখনোই নবী ইবরাহিম আল্লাহর বন্ধু এবং নবী মূসা (আলাইহিমাস সালাম) আল্লাহর কালিম (তথা, 'কথার সঙ্গী') হতে পারেন না। তাদের ধারণা—বন্ধুত্ব হলো ভালবাসার চূড়ান্তরূপ, যেখানে একে অপরের প্রেমে হাবুডুবু খায়। ওই যেমন কবিতায় আছে—

> *“তুমি তো আমার শ্বাসনালীতে এসে দাঁড়িয়েছ*
> *আসলে, এজন্যই তো বন্ধুকে 'বন্ধু' বলা হয়।”*

'অথচ আল্লাহ ও বান্দার ভালবাসার কথা সহিহ হাদিসেও এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ

> 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু

[১] আল আ'লাম, ২/১২০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়ার কাউকে আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানালে আবু কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম; কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (তথা আমি রাসূল) তো আল্লাহর বন্ধু।"[১]

'অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيْلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ "

> "জেনে রাখো, আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় তোমাদের এই সাথি (অর্থাৎ নবীজি নিজে) আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু।"[২]

'অন্য বর্ণনায় নবীজি বলেন—

إِنَّ اللهَ اِتَّخَذَنِي خَلِيْلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا

> "আমাকে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিমের মতো বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[৩]

'দেখুন, এই বর্ণনাগুলোয় নবীজির বক্তব্য হলো, তাঁর জন্য কোনো মাখলুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা সমীচীন নয়; তিনি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সব মানুষের চেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বেশি উপযুক্ত ছিলেন। অথচ তিনি তো বিভিন্ন সাহাবীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

'তাঁর সাহাবী মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন—

وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ

> "আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"[৪]

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৮৩

[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৮৩

[৩] জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাকেম ২/৫৫০ বলেছেন : হাদিসটি বুখারি-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ।

[৪] মুসনাদু আহমাদ ৫/২৪৫ ও ২৪৭; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ১৫২২; নাসায়ি ৩/৫৩; ইবনু হিব্বান এটিকে সহিহ বলেছেন : মাওয়ারিদ ২৩৪৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আনসারদেরকেও তিনি এমন কথা বলেছিলেন। যাইদ ইবনু হারিসা ও তাঁর ছেলে উসামা ছিলেন নবীজির বিশেষ ভালোবাসার পাত্র। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—

أيُّ النّاسِ أحبُّ إلَيْكَ ؟ قالَ: عائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ ؟ قالَ: أبُوْهَا

> "মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" তিনি বলেছিলেন, "আয়েশা।" আমি বলেছিলাম, "পুরুষদের মধ্যে কে?" তাঁর জবাব ছিল, "আয়েশার বাবা।" (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)।[১]

'নবীজি স্বীয় কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন—

أيْ بُنَيَّةُ ألَسْتِ تُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ " فَقَالَتْ بَلى . قَالَ " فَأَحِبِّي هٰذِهِ " .

> "আমার মেয়ে! আমি যাঁকে ভালোবাসি, তুমি ভালোবাসবে না তাঁকে?" ফাতিমা বললেন, "কেন নয়!" নবীজি বললেন, "তাহলে তাঁকে (আয়েশাকে) ভালোবাসো।"[২]

'নবীজি তাঁর দৌহিত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাপারে বলেছেন—

اَللّٰهُمَّ إنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَن يُّحِبُّهُ

> "হে আল্লাহ, আমি হাসানকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন; এবং ভালোবাসুন তাকেও, যে ভালোবাসে হাসানকে।"[৩]

'এমন বহু বক্তব্য বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, যেখানে নবীজি বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন; অথচ তিনিই আবার বলেছেন—

إنِّيْ أبْرَأُ إلى كُلِّ خَلِيْلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا إنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ "

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৬৬২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬০৭১

[২] মুসনাদু আবু ইয়া'লা ও বাযযারে আছে এটি (কাশফ ২৬৬১) মুজালিদ ইবনু সায়িদের সূত্রে; আর, এই মুজালিদ হলো দুর্বল।

[৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৭৪৯; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬১৫০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *"আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।"* [১]

'এতে বোঝা গেল, বন্ধুত্ব হলো ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ রূপ; তাই, সাধারণ ভালোবাসার চেয়ে বন্ধুত্ব অনেক উচ্চস্তরের বিষয়। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রিয়তম সত্তা যে, সত্তাগত কারণেই সে প্রিয়, অন্যের কারণে নয়; যেহেতু অন্যের কারণে যে প্রিয় হয়, ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে সে ওই 'অন্যে'র চেয়ে পেছনে থাকে।

'বন্ধুত্ব যেখানে পূর্ণতা পায়, সেখানে কোনো অংশীদার থাকতে পারে না; ফলে, সেখানে ভালোবাসার পেয়ালা থাকে পরিপূর্ণ; সেখানকার তাওহিদের ঝরনায় আসে পূর্ণতা। আবার, বন্ধুত্বের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও (মূল সত্তাকে ছেড়ে) অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না; বরং যিনি প্রিয়তম, তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ভালোবাসার যত আলো-জোছনা; অন্য কেউ তার সঙ্গে অংশীদার হতে পারে না।

'আসলে, কেবল আল্লাহই তো এমন ভালোবাসার উপযুক্ত; তাই তিনি যেই বস্তুর হকদার, সেখানে অন্য কাউকে অংশীদার বানানো জায়েজ নেই। মৌলিকভাবে তিনিই শুধু ভালোবাসার পাত্র হবেন; আর, অন্যদের প্রতি ভালোবাসা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হলে তা শুদ্ধ ও সঠিক; নতুবা সেই ভালোবাসা হবে দুনিয়াবি ও অশুদ্ধতার জলাশয়। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত।

এই হলো বন্ধুত্বের বাস্তবতা। আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে প্রেমাস্পদ হতে পারেন—এটাই যে অস্বীকার করে, সে তো তাঁর বন্ধুত্বকে আরও জোরালোভাবেই অস্বীকার করবে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসতে পারেন—এটাই যে মানবে না, সে তো এই কথা কোনোভাবেই মানতে চাইবে না যে, তিনি কোনো বান্দাকে বন্ধুরূপে এমনভাবে গ্রহণ করতে পারেন যার ফলে বান্দার প্রতি রবের ভালোবাসার শিশির ঝরবে, আবার বান্দাও ইবাদতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রবের দরবারে পেশ করবে ভালোবাসার তোহফা।

'আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব অস্বীকারের পাশাপাশি নবী মূসা

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৮৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথনও তারা মানতে রাজি না। তাদের বিশ্বাস, আল্লাহর সত্তায় কোনো গুণ বা কর্ম থাকতে পারে না; ফলে তারা বলে, হায়াত (জীবন), কুদরত (শক্তি-ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান) ইত্যাদি নামের কোনো গুণ তাঁর নেই; আবার, ইসতিওয়া (আল্লাহর শান মোতাবেক আসীন হওয়া) করার মতো কোনো কর্মও তাঁর নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কারও সঙ্গে কথা বলা, বা তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ কথা বলতে পারা—উভয়টিই তারা অস্বীকার করে। আসলে, তাদের অবস্থা হলো কুরআনের ভাষায়—

كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ

> *"তাদের পূর্ববর্তীরাও বলেছিল তাদেরই মতো করে; বস্তুত তাদের সবার মন একই রকম।"[১]*

'কিন্তু ইসলাম যেহেতু বিজয়ী ছিল, আল্লাহর কালাম (অর্থাৎ, কথা) কুরআনও তিলাওয়াত হতো, যা অস্বীকার করা কোনো নামধারী মুসলিমের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই তারা আল্লাহ তাআলার নামসমূহ বিকৃত করা শুরু করল এবং প্রতিটি শব্দে-বাক্যে অর্থবিভ্রাট ঘটাতে লাগল। তারা "আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা"র অর্থ দাঁড় করাল—(রবকে নয়) রবের ইবাদত ও নৈকট্য পছন্দ করা। হায় রে, কত বড় মূর্খতা! যার নৈকট্য কামনা করা হয়, আগে তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকলেই না তাঁর নৈকট্য কামনা করা হবে; তাঁর নৈকট্যের বাসনা তো তাঁর ভালোবাসার অনুগামী ও ফলাফল মাত্র।

'কারও প্রতি ভালোবাসা না থাকলে তার নৈকট্যের কামনা তো অসম্ভব; কারণ, নৈকট্য তো মাধ্যম শুধু; এখন, মূল ও উদ্দিষ্ট বিষয়ের ভালোবাসা ব্যতীত মাধ্যমের ভালোবাসা কী করে জন্ম নেবে মনে! তাই প্রিয় হওয়ার যোগ্য যেই সত্তা, তাকে বাদ দিয়ে তার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমটি শুধু প্রিয় হয়ে উঠতে পারে না; এটা অসম্ভব।

'এমনিভাবে, অনুসৃত ও ইবাদতযোগ্য সত্তার কথা উল্লেখ করে যখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি সেই সত্তার আনুগত্য ও ইবাদত করতে ভালোবাসে, তখন এর অর্থ দাঁড়াবে—লোকটি মূলত ওই সত্তাকেই ভালোবাসে, তাই তো তাঁর আনুগত্য ও

[১] সূরা বাকারা, আয়াত ক্রম : ১১৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবাদতকে ভালোবাসছে সে। কারণ, ওই সত্তাকে ভালো না বাসলে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যকে ভালোবাসার কোনো যুক্তি নেই। যেমন—যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য কোনো সত্তার সন্তুষ্টি লাভ কিংবা শাস্তি থেকে বাঁচতে কাজ করে, সে কিন্তু ওই সত্তাকে ভালোবাসে না এবং তার ব্যাপারে এটা বলাও হবে না; সে বরং ওই সত্তার বিরোধী, বা পণের বিনিময়ে তার কাছ থেকে মুক্তিকামী। এ-ই হলো কোনো সত্তার ইবাদত-আনুগত্যকে ভালোবাসা, বা না-বাসার ব্যাখ্যা।

'আবার, ইবাদত শব্দটিতে নীচুতা ও অপদস্থতার অর্থ যেমন আছেন, তেমনই আছে মহব্বত ও ভালোবাসার অর্থও। এ কারণে অন্তরে মানুষের ভালোবাসার কয়েকটি স্তর আছে—

১. আলাকাহ, তথা প্রিয় সত্তা বা বস্তুর প্রতি মনের টান।

২. সবাবাহ, তথা প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুটির প্রতি অন্যরকম আসক্তি।

৩. গরাম, এটি হলো অভ্যাসে মিশে যাওয়া ভালোবাসা।

৪. ইশক, এটি হলো শেষ স্তর; এই স্তরে পৌঁছে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের দাস ও গোলামে পরিণত হয়। প্রেমিক যার দাস হয়, সে (তথা প্রেমাস্পদ) হয়ে যায় মাবুদ ও ইবাদতের আসনে সমাসীন সত্তা। তাই, যে আল্লাহর প্রেমে দাস হতে পারে, সে-ই হয় তাঁর (প্রকৃত) বান্দা। কারণ, যে প্রকৃত প্রেমিক, তার হৃদয়েই তো হরদম বাজতে থাকে প্রেমাস্পদের যিকির; প্রেমাস্পদের সব আদেশ-নিষেধের সামনে সে-ই তো মান-মর্যাদা ভুলে লুটিয়ে পড়ে দাসের মতো।

'এমনিভাবে, আল্লাহর প্রতি ইনাবত (ফিরে আসা) শব্দেও তো ভালোবাসা সুপ্ত আছে। এ-জাতীয় সব শব্দই এমন। তো, তাদের বলা কথাটাই যদি সঠিক হতো যে, যেহেতু সেখানে (আল্লাহকে মাহবুব ও প্রেমাস্পদ বলার বাক্যে) কিছুটা ব্যাকরণিক জটিলতা আছে, তাই অমন শব্দ-বাক্য রূপক, শাব্দিক অর্থ বোঝাবে না সেগুলো, তাহলে তো এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, রূপক শব্দ-বাক্য তো তার রূপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবাহী কিছু ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না; অথচ ওইসব শব্দ-বাক্যের সঙ্গে রূপকতার অর্থবোধক কোনো কিছু নেই।

'এরপর শুনুন, কুরআন ও সুন্নাহর কোনো রকম দলিলেই এটা নেই যে, আল্লাহ তাআলা মাখলুকের প্রেমাস্পদ হতে পারবেন না। বরং শুধু নেক আমলগুলোই

https://t.me/islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় হতে পারবে। বরং এমন কথা তো বিবেকও সমর্থন করে না। কারণ, রূপকের একটি আলামত হলো, সেটা না হওয়া বা না ঘটার কথা বলা যাবে। ফল স্বরূপ এটা বলা সহিহ হবে যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালোবাসেন না এবং তাঁকে ভালোবাসাও যায় না।

'এই কথাটাই কিন্তু তাদের ইমাম জা'দ ইবনু দিরহাম বলতে চেয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নবী ইবরাহিমকে বন্ধু বানাননি এবং নবী মূসাকে (আলাইহিমাস সালাম) কালিমরূপে (কথার সঙ্গী) গ্রহণ করেননি। অথচ এমন কথা পুরো উম্মাহর ইজমার (ঐকমত্যের) খেলাফ। ইজমার মাধ্যমে আমরা তাহলে এ-ও বুঝতে পারলাম—আল্লাহ তাআলা যে মাখলুকের প্রেমাস্পদ হতে পারেন এটি রূপক নয়; বাস্তব। প্রকৃত অর্থেই তিনি মাখলুকের প্রেমাস্পদ হতে পারেন।

'আর আল্লাহ তাআলাই তো তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কৃত আমলের ভালোবাসা—দুটির মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। বলেছেন—

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ

> *"বলুন! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা—যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো; এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ করো; এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত..."*[১]

'এখানে কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর রাসূলের ভালোবাসা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের (তথা একটি নেক আমলের) ভালোবাসার কথা আলাদা আলাদা বলা হয়েছে। তিনটি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এখন, যদি আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা আমলের ভালোবাসা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো এখানে আলাদাভাবে আমলের (তথা জিহাদের) কথা উল্লেখ করাটা পুনরুক্তি

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হতো এবং নির্দিষ্টকে (তথা জিহাদকে) সাধারণের (তথা যেকোনো নেক আমল, তাদের কথানুযায়ী যা উদ্দিষ্ট হয়েছে 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা) দিকে ফেরানো আবশ্যক হতো। বিশেষ উদ্দেশ্যের বিবৃতি ব্যতীত এমনটা করা ব্যাকরণসম্মত নয়; তাছাড়া, এখানে তো আলাদা কোনো উদ্দেশ্যই বয়ান করা হয়নি।

'যদিও আল্লাহর ভালোবাসার আবশ্যিক অনুগামীরূপে রাসূল ও আমলের ভালোবাসা এসে যায়, তবু শুধু রাসূলের ভালোবাসা বা শুধু আমলের ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করা জায়েজ নয়।

'মোটকথা, কারও সত্তাকে বাদ দিয়ে শুধু তার আদেশ-নিষেধের ভালোবাসা এমন একটা ব্যাপার, ভাষার অঙ্গনে রূপক হিসেবে বা বাস্তবাকারে—কোনোভাবেই যার অস্তিত্ব নেই। তাই, শরিয়তের সেসব ভাষ্যকে ওই লোকদের কথামতো ব্যবহার করাটা কেবলই বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা।'

আমি বললাম, 'শাইখ, এখানে একটি বিষয় জানার ছিল। কোনো ব্যক্তি কি তার সত্তাগত কারণেই কোনো মুসলিমের প্রিয়তমে পরিণত হতে পারে?'

শাইখ বললেন, 'না, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই একজন মুসলিমের মৌলিক ভালোবাসার পাত্র বা উদ্দিষ্ট সত্তা হতে পারে না। যেমন—আল্লাহ ব্যতীত সত্তাগতভাবে কারোরই অস্তিত্ব নেই, বরং তিনিই একমাত্র রব ও ইলাহ; আর ইলাহ যিনি, একমাত্র তিনিই সত্তাগতভাবে পূর্ণ সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র হতে পারেন।

'দেখুন, প্রতিটি নবজাতক আল্লাহর দেওয়া প্রকৃতি নিয়ে জন্ম লাভ করে; আল্লাহ তাআলা নবজাতকের হৃদয় এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেন, যেখানে প্রশান্তির মাধ্যমরূপে কেবল তাঁরই ভালোবাসার মিষ্টি হাওয়া বয়। এ কারণে প্রিয়তম রব তাঁর বান্দার জন্য যেই খাবার, যেই পোষাক, যেই দৃশ্য পছন্দ করেন এবং যেই বস্তু সে স্পর্শ করুক বলে কামনা করেন, তা বুঝতে পারে বান্দার মন; যদিও সেই মন কখনো অন্য কাউকে তালাশ করে বা অন্য কাউকে ভালোবাসতে চায়, কিংবা অন্য কাউকে ইলাহ ডেকে তার কাছে ভিক্ষা করে সুখ পেতে চায়। তাই কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "শোনো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।"[১]

'সহিহ হাদিসে ইয়ায ইবনু হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

> *"নিশ্চয় আমি আমার সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছি শিরক মুক্ত-একনিষ্ঠ, অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছে। তাদের ওপর শয়তানরা হারাম করেছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি। তারা তাদেরকে নির্দেশ করেছে যেন আমার সাথে শরিক করে, যার স্বপক্ষে আমি কোনো দলিল নাজিল করিনি।"[২]*

বুখারি ও মুসলিমে এসেছে—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ " . ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ } الآية .

> *আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত : তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতিটি নবজাতক স্বভাবজাত ইসলাম নিয়ে জন্মলাভ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বানিয়ে দেয়, খ্রিষ্টান বানিয়ে দেয় এবং আগুনপূজারি বানিয়ে দেয়; যেমন চতুষ্পদ প্রাণী পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ বাচ্চা জন্ম দেয়; তোমরা কি তাতে কোনো অঙ্গ-কর্তিত বাচ্চা উপলব্ধি করছ?"' তারপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু*

[১] সূরা রা'দ; আয়াত-ক্রম : ২৮

[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৮৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *বললেন, "ইচ্ছা করলে তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করতে পারো 'আল্লাহর (দেওয়া) ফিতরাত (প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।'"[১]*

'প্রশংসনীয় যেসব গুণের ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর অপার আধার হিসেবে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি ও পরিপূর্ণ ভালোবাসার হকদার; এমনকি, সেই গুণগুলো অন্য যাদের মধ্যেই আছে সবার মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকেই তো দেওয়া হয়েছে; তাই, তিনিই বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গরূপে ভালোবাসার হকদার। আর, রবের প্রতি বান্দার ভালোবাসাকে অস্বীকার করাটা মূলত তাঁকে ইলাহ ও মাবুদ বলে মানতে না চাওয়ার নামান্তর; যেমনিভাবে, বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে অস্বীকারের ফল দাঁড়ায় তাঁর ইচ্ছা-শক্তি না থাকা, যার ফলে তাঁর রব ও খালিক হওয়াকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়। আল্লাহর ভালোবাসাকে অস্বীকারের ফল দাঁড়াচ্ছে, তাঁকে জগতসমূহের রব ও ইলাহরূপেই মানতে না চাওয়া। কিন্তু এমন কথা তো নাস্তিক ও স্রষ্টার অক্ষমতার মতাবলম্বী লোকেরা ছাড়া আর কেউ বলে না।

'এজন্যই আমাদের পূর্ববর্তী নবী মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের উম্মতেরা তাদের নবীগণের সবচেয়ে বড় অসিয়তরূপে একটি কথায় একমত ছিল, যে, "তুমি সর্বোতভাবে; হৃদয় ও বিবেকের সমস্তটা দিয়ে শুধু আল্লাহকে ভালোবাসো।" এটাই মিল্লাতে ইবরাহিমের সরল ও মৌলিক তাৎপর্য। যেই মিল্লাতে ইবরাহিম হলো তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের শরিয়ার মূল।

'আর, এর বিরোধী মতটি নেওয়া হয়েছে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শত্রু তারকাপূজারি ও তাদের অনুসারী ভ্রান্ত দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের বক্তব্য থেকে; কিংবা এমন কোনো 'নামধারী ফকিহের' বক্তব্য থেকে, যে সেটা উল্লিখিত লোকদের থেকে নিয়েছে। এই মতবাদ পরবর্তীতে ইসমাইলি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত কারামিতা বাতিনিদের মধ্যে ছড়িয়েছে।

'এ কারণেই সরল পথের পথিকদের আদর্শপুরুষ নবি ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম বলেছেন—

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ১৩৮৫ ও ১৩৫৮; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ২৬৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

> *"তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।"*[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْ ءَافِلِينَ

> *"আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।""*[২]

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

> *"সে-দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে (সে বেঁচে যাবে)।"*[৩]

'এখানে সুস্থ বলতে বুঝানো হয়েছে শিরক থেকে যা সুস্থ ও নিরাপদ।'

এই পর্যন্ত এসে শাইখের মনে হলো, মজলিস বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। তাই হামদ ও সালাত পাঠ করে এবং আগামী দিনে সাক্ষাতের আশা ব্যক্ত করে মজলিস সমাপ্ত করলেন।

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৭৫-৭৭
[২] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৭৬
[৩] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৮৮-৮৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষোড়শ মজলিস

হৃদয়ের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

- ভালোবাসার শীর্ষ চূড়া
- ঈমানের মিষ্টতা : আল্লাহর প্রতি বান্দার উপচানো ভালোবাসার নির্যাস
- দাসত্বের হাকিকত ও স্বরূপ
- আল্লাহপ্রেমিকদের নানারকম অবস্থা
- আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভালোবাসার নীতি
- বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসার বিনিময়

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষোড়শ মজলিস

হৃদয়ের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

নামাজের জামাতে ইমামতি করলেন শাইখ। নামাজের পর আলিম, তালিবুল ইলম ও সাধারণ মুসল্লি—সবাই আজকের দরস বা চিন্তা শোনার জন্য যার যার জায়গায় বসে পড়ল। চিন্তা বলতে ফিকহি আলাপ ছাড়াই ছোট কোনো আলোচনা, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আত্মিক শুদ্ধি; শাইখের দোস্ত-আহবাব ও মুরিদগণ এমন আলোচনা নিয়মিত শুনে অভ্যস্ত। আলোচনার এমন পন্থার কারণেই সম্ভবত বিশাল মসজিদও সংকীর্ণ হয়ে যায় মজলিসের সময়; যেন দূর-দূরান্ত থেকে জুমা আদায় করতে এসেছে মানুষ।

অল্প সময়ের মধ্যেই শাইখ তাঁর তাসবিহ ও দুআ সেরে নিলেন। এরপর আসন গ্রহণ করে হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন, 'উপস্থিত প্রিয় বন্ধুগণ, গত মজলিসের আলোচনা ছিল মাহবুব (প্রেমাস্পদ) ও মাবুদ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বান্দার হৃদয়ের সম্পর্ক নিয়ে। তাই আজকের আলোচনাটা আমি করতে চাই বিগত আলোচনার পরিপূরক হিসেবে। কারণ, ভালোবাসার নানা রকম স্তর আছে, আগেও বলেছি। তবে আজকে বিশেষভাবে ভালোবাসার শীর্ষ ও শ্রেষ্ঠ চূড়াটি সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহই সাহায্যকারী ও তাওফিকদাতা।

ভালোবাসার শীর্ষ চূড়া

'আসলে, বন্ধুত্বই হলো ভালোবাসার শীর্ষচূড়া, যার আবশ্যিক ফলরূপে বান্দার মধ্যে প্রকাশ পায় রবের পূর্ণ দাসত্ব। আবার, রবের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বটা হলো তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি পূর্ণ রুবুবিয়্যাতের প্রকাশ, যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাঁকেও ভালোবাসে যারা। উবুদিয়্যাহ (দাসত্ব) শব্দটিতে চূড়ান্ত নীচুতা যেমন আছে, তেমন আছে চূড়ান্ত ভালোবাসাও। কারণ, আরবরা প্রেমাস্পদের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাসত্বে লিপ্ত অন্তরকে বলে— قَلْبٌ مُتَيَّمٌ । مُتَيَّمٌ এর অর্থ হলো দাস। আবার ওরা বলে—'تَيَّمَهُ اللهُ' (আল্লাহ তাকে 'তাইম' বানিয়েছেন); অর্থাৎ দাস বানিয়েছেন।

'ভালোবাসার এই চূড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল দুজনের, নবী ইবরাহিম ও নবীজি মুহাম্মাদ আলাইহিমাস সালাম-এর। এজন্য জগতে নবীজির কোনো 'বন্ধু' ছিল না; কারণ, বন্ধুত্বে অংশীদারত্ব চলে না। ওই যে কবি বলেছেন—

"তুমি আমার শ্বাসনালীতে এসে দাঁড়িয়েছ
আরে, এজন্যই তো বন্ধুকে 'বন্ধু' বলা হয়।"

'তবে সাধারণ ভালোবাসা তো ছিলই। সহিহ হাদিসে এসেছে, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নবীজি বলেছেন—

اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهما فأحِبَّهما وأحبَّ مَن يحبُّهما

> *"হে আল্লাহ, এদেরকে আমি ভালোবাসি, তুমিও ভালোবাসো; এবং তাদেরকেও ভালোবাসো, যারা এদেরকে ভালোবাসে।"*[১]

'আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—

أيُّ النّاسِ أحَبُّ إلَيْكَ ؟ قالَ: عائِشَةُ قُلتُ : مِنَ الرِّجالِ ؟ قالَ : أبُوها

> *'কোন মানুষটি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়?' তিনি বলেছিলেন, 'আয়েশা।' আমি বলেছিলাম, 'পুরুষদের মধ্যে কে?' নবীজি বলেছিলেন, 'আয়েশার বাবা।'"*[২]

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দিষ্ট করে নবীজি বলেছিলেন—

لَأُعْطِيَنَّ الرّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسولُهُ

> *"আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেবো, আল্লাহ ও রাসূলকে*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৭৪৯; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬১৫০
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৬৬২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : [illegible]

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *যে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও রাসূলও যাকে ভালোবাসেন।"[১]*

'ভালোবাসার এমন অনেক বর্ণনা আছে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন; ইহসানকারী ও ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন; তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী ও সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াইকারীদেরকেও ভালোবাসেন। মুমিন বান্দাদের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন—

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ

> *"শিগগির আল্লাহ এমন এক (মুমিন) সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও ভালোবাসবে তাঁকে।"[২]*

'আবার, তাঁর প্রতি মুমিনদের ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত করেছেন; ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> *"আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা প্রবল।"[৩]*

'অপরদিকে বন্ধুত্ব হলো বিশেষ। অনেকের ধারণা এমন যে, বন্ধুত্বের চেয়ে ভালোবাসা উপরের জিনিস। তাই তারা বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব (ভালোবাসার পাত্র); আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর খলিল (বন্ধু)। তাদের এই কথা ও ধারণা নিতান্তই দুর্বল। কারণ, প্রসিদ্ধ বহু সহিহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত, যে, নবীজি খলিলও। যে বর্ণনায় আছে "আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাশর একজন হাবিব ও একজন খলিলের মাঝে হবে"—এটা স্রেফ জাল বর্ণনা; এগুলোর ওপর ভিত্তি করে কোনো কিছু বলা শুদ্ধ নয়।

'বন্ধুগণ, আমরা আগেও বলেছি, আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন, সেসবকে ভালোবাসাও আল্লাহকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। বুখারি ও মুসলিমে যেমন এসেছে—

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৪০৪
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَن يَّكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَن يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ ، وَأَن يَّكْرَهَ أَن يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার কাছে অন্য সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবেন;

২. যে অন্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে;

৩. যে কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করবে।"[১]

'দেখুন, এখানে নবীজি জানালেন, এই তিনটি গুণ থাকলে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে; কেন? কারণ হলো, কোনো জিনিসকে ভালোবাসলে এর প্রভাব হিসেবে তার মাধ্যমে বিশেষ স্বাদ অনুভূত হয়। কেউ কোনো জিনিসের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ বোধ করার পর সেটা অর্জিত হয়ে গেলে এক অন্যরকম স্বাদ, মিষ্টতা ও খুশি অনুভব করে সে। কারণ, স্বাদ হলো এমন অনুভূতি, মনমতো আগ্রহ ও ভালোবাসার বস্তু অর্জিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় যা সৃষ্টি হয়।'

ঈমানের মিষ্টতা : আল্লাহর প্রতি বান্দার উপচানো ভালোবাসার নির্যাস

এ পর্যন্ত এসে শাইখ একটু থামলেন, যেন এতক্ষণের আলোচনাটুকু আমাদের আত্মস্থ হয়। আমরা এই ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'শাইখ, আপনি কি অনেক দার্শনিক ও ডাক্তারদের মতের বিরোধিতা করছেন, যারা বলে, স্বাদ হলো মনমতো কোনো কিছু অর্জন করা?'

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাইখ বললেন, 'হ্যাঁ, স্বাদ বলতে যারা বোঝে শুধু মনমতো বা অনুকূল কিছু অর্জন করা, আমি তাদের এ মতকে স্পষ্ট ভুল মনে করি। কারণ, অর্জন করাটা তো ভালোবাসা ও স্বাদ লাগার মধ্যবর্তী ব্যাপার। যেমন ধরুন, খাবারের প্রতি একজনের খুব আগ্রহ (এটা হলো তার ভালোবাসা)। সে প্রথমে খাবারটা গ্রহণ করে (এ-ই হলো ভালোবাসার বস্তুটা অর্জন)। তারপর স্বাদ অনুভব করে। এমনিভাবে, কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতের আগ্রহ হলে দৃষ্টি নিক্ষেপের পর স্বাদের অনুভূতি হয়; দৃষ্টি নিক্ষেপটাই কিন্তু স্বাদ না; বরং তাকানো ও দৃষ্টি দেওয়ার পরে যেই অনুভূতি হয়, সেটাই হলো স্বাদ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ

> *"সেখানে (জান্নাতে) আছে মনমতো ও দর্শনে স্বাদ অনুভব করার সব উপকরণ।"*[১]

'এভাবেই প্রিয় কিছুর অনুভবের ফলে অন্তরে স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয়, আর অপ্রিয় কিছুর অনুভবের পরিণতিতে কষ্ট ও পেরেশানি অনুভূত হয়। প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুর অনুভবটাই স্বয়ং ওই আনন্দ বা পেরেশানি নয়।

'ঈমানের যেই স্বাদ ও আনন্দমিশ্রিত মিষ্টতা অনুভব করে কোনো মুমিন, সেটা কেবল আল্লাহর প্রতি বান্দার হৃদয়-উপচানো ভালোবাসার পরেই হয়ে থাকে। তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে এটি হয়—১. ভালোবাসা পরিপূর্ণ করা; ২. ভালোবাসার বিস্তার ঘটানো; ৩. বিরোধী ও ক্ষতিকারক সব কিছু থেকে ভালোবাসাকে রক্ষা করা।

'প্রথম বিষয় ভালোবাসা পরিপূর্ণ করা। কীভাবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে; কারণ, এ দুজনের বেলায় সাধারণ ভালোবাসা যথেষ্ট নয়; বরং সর্বোচ্চ ভালোবাসা জরুরি।

'দ্বিতীয় বিষয় ভালোবাসার বিস্তার ঘটানো। কীভাবে? কাউকে (বা কোনো বস্তু-বিষয়কে) শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতে হবে।

'তৃতীয় বিষয় বিরোধী ও ক্ষতিকারক সব কিছু থেকে ভালোবাসাকে রক্ষা করা। কীভাবে? এর উপায় হলো, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও ঈমান-বিরোধী সব

[১] সূরা যুখরুফ; আয়াত-ক্রম : ৭১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুকে বেশি অপছন্দ ও ভয়াবহ মনে করা।

'উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে—রাসূল ও মুমিনদেরকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল নিজেও সেই মুমিনদেরকে ভালোবাসেন, যাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ; কারণ, তিনি (রাসূল) সব মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন; ফলে, আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে তিনিও ভালোবাসেন; আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন, তিনিও তাদেরকে অপছন্দ করেন; অপরদিকে, আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই তাঁর; তিনি তো বলেছেনই—

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا

> *"আমি কাউকে বন্ধু বানালে, আবু বকরকেই বানাতাম"*[১]

তাই বোঝা গেল, সাধারণ ভালোবাসার চেয়ে বন্ধুত্বের স্তর অনেক ঊর্ধ্বে।'

দাসত্বের হাকিকত ও স্বরূপ

এতক্ষণ শাইখ 'বন্ধুত্বে'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন; সাথে এই আলোচনাও করেছেন যে, স্বাদ অনুভূত হওয়া আর প্রিয় বস্তু অর্জন করা এক নয়; দুইটা আলাদা। একটা বিষয়ে অনেকে ভুল বোঝে, মনে করে, উবুদিয়্যাহ (দাসত্ব) মানে শুধু মাবুদের সামনে নীচতা ও হীনতা, ভালোবাসার কোনো ব্যাপার নেই এতে। অথচ ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমেই উবুদিয়্যাহ পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। তাই, শাইখ বললেন, 'প্রিয় বন্ধুগণ, আসলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বই মাবুদের দাসত্ব বাস্তবায়িত করে। সেসব লোক স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছে, যারা মনে করে, দাসত্বে শুধুই নীচতা ও হীনতা আছে, কোনো ভালোবাসা নেই। কিংবা যারা মনে করে, ভালোবাসা মানে শুধু অনৈতিক আনন্দের পসরা; অথবা ভালোবাসায়ও এমন সম্মানহানি মিশে থাকে, রবের শানে যা শোভা পায় না।

'এ কারণে শাইখ যুন্নুন রাহিমাহুল্লাহকে লোকেরা মহব্বত ও ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি বলেছিলেন, "ভাই, এটা আলোচনা করে লাভ নেই, কেউ শুনবে না; বাদ দাও।"

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৮৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'যারা ভয়বিহীন ভালোবাসার কথা বলে, বহু আলিম ও তাসাউফের অনেক শাইখ এমন লোকদের সঙ্গ-সাহচর্যের ব্যাপারে অপছন্দনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, "যে ব্যক্তি শুধু 'ভালোবাসা' নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, সে জিন্দিক; শুধু 'আশা' নিয়ে যে তাঁর ইবাদত করে, সে মুরজিয়া; শুধু 'ভয়' নিয়ে তাঁর ইবাদত যে করে, সে হারুরি; কিন্তু ভয়, আশা ও ভালোবাসা নিয়ে যে আল্লাহর ইবাদত করে সে-ই মূলত তাওহিদবাদী মুমিন।"

'এজন্যই সালাফের পরবর্তী যুগে এমন অনেককে দেখা যায় যারা ভালোবাসার দাবিতে ব্যাপকতা আনতে আনতে বিষয়টিকে একপ্রকারের ঔদাস্য ও বেখেয়ালিপনায় পরিণত করেছেন। অথচ যেই দাবি উবুদিয়্যাহর পরিপন্থী, যেই দাবির ফলে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রুবুবিয়্যাহতে বান্দারও কিছুটা দখল সাব্যস্ত হয়, এমনিভাবে উম্মাহর কোনো সদস্যের যেই দাবি নবীদের চেয়েও ওপরের স্তরের হয়, বা যেই দাবির মাধ্যমে এমন বিষয় কামনা করা হয়, যা কেবল আল্লাহর জন্য বিশেষায়িত—এসমস্ত দাবি-দাওয়ার কোনোটাই তো নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) জন্যও জায়েজ নেই।

আল্লাহপ্রেমিকদের নানারকম হালত

আমি বললাম, 'শাইখ! যারা ভালোবাসা ও এ-জাতীয় বিষয়ের বিকৃতি ঘটায়, অনুগ্রহপূর্বক তাদের ওই বিকৃতি ও বিচ্যুতির কারণ যদি বলে দিতেন, আমাদের বিরাট উপকার হতো তাহলে!'

শাইখ বললেন, 'আসলে, ওই বিচ্যুতি ও বিকৃতির কারণ হলো, রাসূলগণের বক্তৃতায় এবং তাঁদের নিয়ে লিখিত আদেশ ও নিষেধে যেই উবুদিয়্যাহর কথা বিবৃত হয়েছে, তা সম্পর্কে স্বল্প ও ভাসাভাসা জানাশোনা; বরং যেই বোধ-বুদ্ধি দিয়ে মানুষ উবুদিয়্যাহ অনুধাবন করতে পারবে, সেই বোধ-বুদ্ধির দুর্বলতাও ওই বিচ্যুতির অন্যতম কারণ। মানুষের বুদ্ধি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, সঙ্গে দ্বীনি ইলমেও ঘাটতি থাকে, কিন্তু হৃদয়ে থাকে ভালোবাসা, তখন অন্তর নানাবিধ বোকামিতে জড়িয়ে পড়ে।

'যেমন—মানুষ কারও ভালোবাসায় বোকামি ও অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করেও গর্বিত হয়; সংকোচ অনুভব করে না; বলে, আমি তো প্রেমিক, তাই কোনো কর্মের

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(হোক না সেটা অজ্ঞতা বা শত্রুতামূলক কিছু) জন্যই আমি জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হব না। হায় রে, এ তো সুস্পষ্ট ভ্রান্তি; ইহুদিদের কথার সঙ্গে এটা মিলে যায়; ওদের বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ

> *“ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে, ‘আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন’। আপনি বলুন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং সত্য তো এই যে, তোমরাও তাঁর সৃষ্ট (সাধারণ) মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।”*[১]

‘পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ হলো, তারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয় কেউ নয় এবং তাঁর সঙ্গে সন্তান হিসেবে তাদের কোনো সম্পর্কও নেই; বরং তারা তাঁর সাধারণ বান্দা ও মাখলুক।

‘আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে তাঁর পছন্দের কাজে নিয়োজিত রাখেন; সে কুফর, ফিসক (পাপাচার) ও অবাধ্যতার মতো আল্লাহর অসন্তোষের কোনো কিছুতে আর লিপ্ত হয় না। অপরদিকে, কেউ কবিরা (বড় ধরনের) গুনাহ বারবার করতে থাকলে এবং তাওবাও না করলে আল্লাহ তাআলা তার ওই ব্যাপারটায় অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাআলার চাওয়া, বান্দা ভালো ও নেক কাজগুলোতে লিপ্ত থাকুক। কারণ, বান্দার ঈমান ও তাকওয়া-অনুপাতে তিনি তাকে ভালোবাসেন।

‘কেউ যদি মনে করে—আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। তাই বারবার পাপ করলেও কোনো সমস্যা নেই; তার অবস্থা তো ওই ব্যক্তির মতো হয়ে গেল, যে নিয়মিতই বিষ পান করছে, কিন্তু সুস্থতার জন্য ওষুধ সেবন করছে না; আবার, মনে মনে ভাবছে—এই বিষ আমার কোনো ক্ষতি করবে না!

‘অনেক সালিককে দেখা গেছে, তারা আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করতে গিয়ে দ্বীনি বিষয়ে বিভিন্নরকম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে; কেউ হয়তো আল্লাহর

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ১৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসার দাবি করতে গিয়ে তাঁর সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে; কেউবা তাঁর হক নষ্ট করেছে; কেউ আবার এমনসব উদ্ভট ও ভ্রান্ত দাবি করে বসেছে, যা নিতান্তই ফালতু ও ভিত্তিহীন।

'যেমন—কোনো একজন বলেছে—"আমার কোনো মুরিদ কাউকে জাহান্নামে একা ছেড়ে আসলে ওই মুরিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই!" আরেকজন বলেছে— "আমার কোনো মুরিদ কোনো মুমিনকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দিলে ওই মুরিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই!"

'দেখুন, প্রথমজন তার মুরিদকে এমন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে যে, সে প্রতিটা জাহান্নামিকে মুক্ত করার ক্ষমতা রাখে! (নাউযুবিল্লাহ)। আর দ্বিতীয়জন তার মুরিদকে আরও শক্তিশালী সাব্যস্ত করে দিচ্ছে যে, কবিরা গুনাহকারীদেরকেও সে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বাঁচাতে পারবে!

'কোনো সালেক এমন কথাও বলেছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের সামনে তার তাঁবু খাটানো হবে, যেন একটি মানুষও জাহান্নামে দাখিল হতে না পারে!

'এ-জাতীয় বক্তব্য প্রসিদ্ধ অনেক শাইখের নামে বর্ণিত আছে; আসলে, এগুলো হয়তো তাদের নামে বানানো অথবা তারা বলে থাকলেও কথাগুলো তো ভুলই। অনেক সময় নেশাগ্রস্ত, আত্মিক অবস্থার নিকট পরাভূত ও আত্মবিলীন-হওয়া মানুষ এ-ধরনের কথাবার্তা বলে; যখন তার বিবেচনা-বোধ লোপ পায় বা তা দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে সে বুঝতে পারে না—কী করছে কী বলছে। সঙ্গে একটু বলে রাখি, 'নেশাগ্রস্ততা' হলো, বিবেচনা-বোধ লুপ্ত অবস্থায় একধরনের স্বাদ অনুভব করা। এজন্যই ওরকম মাশায়েখের অনেককেই দেখা গেছে, হুঁশ ফিরে আসলে তারা তাদের ওই ভুলভাল কথাবার্তা থেকে ইস্তিগফার করতেন।'

আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভালোবাসার নীতি

'অনেকে বিভিন্ন শাইখের মজলিসে অনেক কাসিদা (দীর্ঘ কবিতা) শুনেছেন। কাসিদাগুলো আল্লাহর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-ব্যাকুলতায় পূর্ণ থাকে; আবার, নফসের প্রতি তিরস্কার ও ভর্ৎসনাও থাকে সেগুলোতে। কাসিদার মাধ্যমে মূলত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নীতি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহপ্রেমিকদের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি পরীক্ষা নির্ধারণ করেছেন; তাঁকে যারা ভালোবাসবে,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদেরকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়—এটিই তাঁর ভালোবাসার নীতি। আল্লাহ ইরশাদ করেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"বলুন, তোমরা আল্লাহকে ভালবাসলে, আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"[১]

'সুতরাং সত্যিকারার্থে আল্লাহর প্রেমিক সে-ই হতে পারবে, যে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে; রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যই তো উবুদিয়্যাহ তথা আল্লাহর দাসত্বের বাস্তব রূপ। অথচ দেখা যায়, অনেকে এমন ভালোবাসার দাবি করে, যা নবীজির শরিয়াহ ও সুন্নাহর বাইরে। অনেকে বিভিন্ন কাল্পনিক বিষয়াদিরও দাবি করে বসে ওই ভালোবাসায়, যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না। এমনকি, কেউ কেউ তো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কথা বলে মনে করে শরিয়তের সব আদেশ তার জন্য রহিত হয়ে গেছে; এবং সব হারামও হালাল হয়ে গেছে তার জন্য! অথচ এটা তো রাসূলের শরিয়াহ, সুন্নাহ ও আনুগত্যের সঙ্গে চরম সাংঘর্ষিক বিষয়।

'কিন্তু লক্ষ করলে দেখবেন, কখনো কখনো জিহাদের মতো সবচেয়ে কঠিন বিষয়কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসারূপে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, জিহাদের মধ্যেই আল্লাহর সব আদিষ্ট বিষয়ের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ সব বিষয়ের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা সুপ্ত আছে। যেমন—আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও ভালোবাসে তাঁকে—এমন বান্দাদের গুণ বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেছেন—

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

"তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।"[২]

'এই জিহাদের কারণেই তো আল্লাহর প্রতি এই উম্মতের ভালোবাসা ও

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উবুদিয়্যাহ আগের সব উম্মতের চেয়ে বেশি ও পরিপূর্ণ। আর, এই উম্মতের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও উবুদিয়্যাহর অধিকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম; এরপর হলেন তাঁরা, সর্বদিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে যাঁদের অধিক মিল। এবার ভেবে দেখুন তো, ওইসব কাল্পনিক ভালোবাসার দাবিদাররা বাস্তব ভালোবাসা থেকে কত কত দূরে!'

এই পর্যন্ত এসে শাইখ যখন বুঝতে পারলেন, শ্রোতাবৃন্দ অত্যন্ত বিস্ময় ও ঘৃণা নিয়ে ওইসব ভণ্ডদের ভালোবাসা-বোধ ও বিকৃতির ব্যাপারে চিন্তা করছে, তখন তিনি বললেন, 'দোস্তগণ, এইটুকু শুনেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই; বরং একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনাদেরকে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কথা শোনাচ্ছি। কোনো কোনো শাইখ বলেছেন—"ভালোবাসা হলো এক আগুন, যা অন্তর থেকে প্রেমাস্পদ আল্লাহর 'ইচ্ছাকৃত বিষয়' ছাড়া আর সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দেয়।" এ কথা দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন—জগতের সবকিছু আল্লাহর 'ইচ্ছা'য় সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর বান্দা জগতের প্রত্যেকটা বস্তুকে ভালোবাসলেই হবে পরিপূর্ণ ভালোবাসা। এখন, যেহেতু কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাও জগতের 'সব কিছু'র অন্তর্ভুক্ত, তাই এগুলোকেও ভালোবাসতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)।

'দেখুন, একজন মানুষ কিন্তু জগতের সব কিছুই ভালোবাসতে পারে না; বরং যা কিছু তার অনুকূলে ও উপকারী তা সে ভালোবাসে, আর যা কিছু প্রতিকূলে ও ক্ষতিকারক তা অপছন্দ করে। তবু, আমাদের ওই বন্ধুরা এই ধরণের ভ্রান্ত কথা বলে; কারণ, এর মাধ্যমে তারা প্রবৃত্তিপূজার সুযোগ পায়। ফলে প্রবৃত্তির চাহিদামতোই তারা ভালোবাসে অশ্লীল ছবি, পদ-পদবি, সম্পদের অপচয় ও ভ্রষ্টকারী বিদআত; আর, মনে করে, এ-ই বুঝি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। অথচ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত তো এ-ও যে, তাঁর অপছন্দের বিষয় অপছন্দ করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করে জিহাদ করতে হবে।

'আসলে, তাদের ভ্রান্তির মূলে যেই কথাটি—"ভালোবাসা হলো এক আগুন, যা অন্তর থেকে প্রেমাস্পদ আল্লাহর 'ইচ্ছাকৃত বিষয়' ছাড়া আর সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দেয়।"—সেটিতে ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরয়ি ও দ্বীনি ইচ্ছা; অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা। সুতরাং ওই কথাটির সঠিক অর্থ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো—"ভালোবাসা এমন আগুন, যা অন্তর থেকে আল্লাহর সন্তোষজনক ও ভালোবাসার বিষয় ছাড়া অন্য সব কিছুকে জ্বালিয়ে দেয়।"

'কারণ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার দাবি হলো, তিনি যা ভালোবাসবেন বান্দা শুধু তা-ই ভালোবাসবে। বান্দার ভালোবাসাটা আল্লাহর ভালোবাসার বিরোধী হলে তাঁর প্রতি ভালোবাসাটা হবে অসম্পূর্ণ। তখন তাঁর কৃত ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি বান্দার মধ্যে (একধরনের) ক্ষোভ, ঘৃণা, অপছন্দ ও দূরে থাকার মানসিকতা তৈরি হবে। কিন্তু ক্ষোভ, ঘৃণা ও অপছন্দের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে তাঁর প্রেমিক হওয়া যাবে না; বরং তিনি যা অপছন্দ করেন, সেটার প্রেমিক হওয়া যাবে।

'একদিকে আল্লাহর প্রেমিক ও বন্ধুগণ, যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও ভালোবাসে তাঁকে; অপরদিকে তারা, যারা আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে তাঁর বিশাল ব্যাপক রুবুবিয়্যাহ দেখে, কিংবা যারা তাঁর ভালোবাসার দাবি করে শরিয়াহ-বিরোধী কিছু বিদআতের অনুসরণ করে। এই দুই পক্ষের মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্যের মাপকাঠি হলো, শরিয়তের অনুসরণ ও জিহাদ প্রতিষ্ঠা। কারণ, যারা শুধুই ভালোবাসার দাবিদার, কিন্তু শরিয়তের অনুসারী ও জিহাদ প্রতিষ্ঠাকারী নয়, তাদের মনে তো নিফাক আছে, যেই নিফাকের ফলে মানুষ একেবারে জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছুবে। আর, এমন ভালোবাসার দাবি কেবল ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবির সাথেই মেলে। অবশ্য, অনেক সময় ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবিটা এদের দাবির চেয়েও জঘন্য হয়, যখন এদের কুফরিটা ওদের পর্যায়ে না পৌঁছুয়। তাওরাত ও ইনজিলে আল্লাহর প্রতি এমন বহু ভালোবাসার কথা পাওয়া যায়, যেগুলোর ব্যাপারে ওরা সবাই একমত; বরং ওদের কাছে (ওদের) সেগুলোই শরিয়তের সবচেয়ে বড় অসিয়ত ও দাবি।'

বান্দা ও রবের মধ্যে ভালোবাসার বিনিময়

আমি বললাম, 'শাইখ, এক-পক্ষীয় ভালোবাসা কি হতে পারে? মানে, এটা কি সম্ভব যে, বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসবে, কিন্তু তিনি বান্দাকে ভালোবাসবেন না?'

শাইখ বললেন, 'বন্ধুগণ, যে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাঁকে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসবেনই; এটা হতেই পারে না যে, কোনো বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসবে কিন্তু তিনি তাকে ভালোবাসবেন না! বরং বান্দা তার রবকে যতটা ভালোবাসে রবও বান্দাকে ততটাই ভালোবাসেন। অবশ্য, রবের ভালোবাসা তো তাঁর শান অনুযায়ী—সুমহান। যেমন— সহিহ হাদিসে মহান আল্লাহর বাণী বিবৃত হয়েছে—

قال الله عز وجل: مَنْ تقرب إليَّ شبرًا تقربتُ إليهِ ذراعًا ومَن تقرب إلى ذراعًا تقربتُ إليه باعًا وإذا أقبلَ إليَّ يمشيْ أقبلتُ إليه أهرْولُ " .

> *'আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, "কেউ আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হলে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। কেউ এক হাত অগ্রসর হলে, আমি এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হই। কেউ আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসলে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।"*[১]

'আল্লাহ তাআলা তো ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ভালোবাসেন মুত্তাকিদের, ভালোবাসেন ইহসানকারী ও ধৈর্যশীলদের, ভালোবাসেন তাদেরও, যারা বেশি বেশি তাওবা করে আর পবিত্রতা অর্জন করে ভালোভাবে। বরং তাঁর নির্দেশিত আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক দায়িত্ব পালন করলেও বান্দা তাঁর ভালোবাসার পরশ পায়।

'সহিহ হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال : مَا يزال عبدي يتقربُ إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

> *'আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে; এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৪০৫; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৬৯৮,৬৭২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখে।'"[১]

'যুহদ ও ইবাদতের বেলায় অনেক শাইখের এমন কিছু ভ্রান্ত অনুসারী আছে, যারা খ্রিষ্টানদের মতো নানা গোমরাহির ফাঁদে পড়ে। যেমন, শরিয়াহ-বিরোধী পন্থায় আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করা; আল্লাহর পথে সংগ্রাম (জিহাদ) পরিত্যাগ করা।

'এরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন মানতে গিয়ে খ্রিষ্টানদের মতো বহু ভুল ও গলদ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। যেমন—এরা মানুষের সামনে বিভিন্ন অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে, এমন বহু গল্প-ঘটনা বর্ণনা করে, যার কথকের সততা জানা নেই; বরং কথককে সত্যবাদী ধরে নিলেও অন্তত নিষ্পাপ কেউ নয় সে। ফলে, এই ভ্রান্ত অনুসারীরা নিজেদের অনুসৃতদেরকে দ্বীনপ্রণেতা বানিয়ে ফেলে; খ্রিষ্টানরা যেমন পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে বানিয়েছিল ধর্মীয় সর্ববিষয়ের হর্তাকর্তা। এমনকি, আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামিও সীমিত করে ফেলে এরা; মনে করে, বিশেষ ব্যক্তিরা এই দাসত্বের ঊর্ধ্বে; ঠিক যেমন ধারণা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের। নবী ঈসা ও তাঁর মাতাকে খ্রিষ্টানরা যেমন আল্লাহর একরকম শরিক বানিয়ে ফেলে, এরাও তেমন বিশেষ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর অংশীদার আখ্যা দেয়। মোটকথা, এমন বহু ভ্রান্তি এদের আছে, সবগুলোর বর্ণনা এখানে দিতে গেলে কথা বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে।'

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে শাইখ তাঁর কথা থামিয়ে দিলেন। সম্ভবত তিনি আজকের মতো সমাপ্ত করতে চাইছিলেন। আমি বললাম, 'শাইখ, নানামুখী কথাবার্তায় আলোচনা বেশি বিস্তৃত হয়ে গেছে। পুরো আলোচনাটার সার যদি আমাদেরকে বলে দিতেন আমরা উপকৃত হতাম; আর আমরা সবসময়ের মতো এখনও আপনার প্রতি জ্ঞাপন করছি আন্তরিক শুকরিয়া।'

শাইখ বললেন, 'শুনুন তাহলে! আল্লাহ আপনাদের তাওফিক নসিব করুন; দ্বীনে হক হলো সর্বোতভাবে আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন এবং সর্বস্তরে তাঁর ভালোবাসার পরশ অর্জন। আসলে, রবের দাসত্বের পূর্ণতা অনুসারেই তাঁর প্রতি বান্দার ভালোবাসায় পূর্ণতা আসে; আবার, বান্দার প্রতি রবের ভালোবাসায়ও পূর্ণতার মাপকাঠি ওই দাসত্ব। অপরদিকে, রবের দাসত্বে কমতি হলে বান্দা ও

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫২০২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রবের ভালোবাসায়ও হানা দেয় ত্রুটি ও অপূর্ণতার আধার।

'বান্দার অন্তরে গাইরুল্লাহর ভালোবাসা থাকলে সেই অনুপাতে গাইরুল্লাহর দাসত্বও থাকে। এমনিভাবে অন্তরে গাইরুল্লাহর দাসত্ব থাকলে তার সমপরিমাণে থাকে গাইরুল্লাহর ভালোবাসাও। আর এ তো জানা কথা, যে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি নয় এবং যেই আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়—উভয়টা বাতিল, ব্যর্থ ও অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং যা আল্লাহর জন্য, তা ব্যতীত দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সব কিছু অভিশপ্ত। আর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু পছন্দ করে অনুমোদন করেছেন, তা-ই তো কেবল আল্লাহর জন্য।

'তাই যে আমলে গাইরুল্লাহ উদ্দেশ্য হয় কিংবা যে আমল শরিয়াহ-পরিপন্থী, তা আল্লাহর জন্য হতে পারে না। মোটকথা, যা কিছু কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার অনুগামী হবে, তা-ই শুধু আল্লাহর জন্য বলে গণ্য হবে। আর ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়গুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন— আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

> *"অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।"*[১]

'সুতরাং সৎকাজ (তথা, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো) করে যেতে হবে এবং তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কুরআনে যেমন এসেছে—

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> *"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"*[২]

[১] সূরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ১১০
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১১২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

" مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمْرُنا فهو رَدٌّ "

> *"যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"*[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

إنَّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ وإنَّما لامرئٍ ما نوى فمَن كانت هِجرتُه إلى اللهِ ورسولِه فهِجرتُه إلى اللهِ ورسولِه ومَن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه

> *"সকল কাজ নিয়ত অনুযায়ী হয়। কোনো ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটা তাই হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করল, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হলো এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থে অথবা কোনো নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করল, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে যা সে নিয়ত করেছে।"*[২]

'হাদিসে বর্ণিত এই নীতিই শরিয়তের মূলনীতি; এই নীতির বাস্তবায়ন যতটা ঘটবে, দ্বীনের আলোও ততটাই ছড়াবে। এই নীতির বার্তা নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন বহু রাসূল, অবতীর্ণ হয়েছে অগুনতি কিতাব। আমাদের নবীজিও এই নীতির দাওয়াতই দিয়েছেন মানুষকে, এই নীতির ভিত্তিতেই জিহাদ করেছেন, সৎকাজের আদেশ করেছেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই নীতিতে জীবন রাঙাতে; কারণ, এই নীতিই হলো দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় সমস্ত দ্বীনি বিষয়।'

এতটুকু বলে শাইখ তাঁর মজলিস সমাপ্ত করলেন। হামদ ও সানা পড়লেন; উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানালেন, আবার সাক্ষাত হবে আগামী মজলিসে ইনশাআল্লাহ।

---

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৬৯৭; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৩৮৫

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ০১; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : [illegible]; আবু [illegible], হাদিস-ক্রম : ২২০১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তদশ মজলিস

আত্মার পরিশুদ্ধিই মহাসাফল্য

- অসৎকর্ম বর্জন ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি
- আত্মাকে প্রবৃত্তির খপ্পর থেকে বাঁচানোই হলো প্রকৃত ইবাদত ও মুজাহাদা
- ইবাদতে নিষ্ঠা ও ইখলাস সব সন্দেহ-সংশয় ও প্রবৃত্তিপূজার অবসান ঘটায়
- আল্লাহর ভালোবাসায়ই লাভ হয় ঈমানের মিষ্টতা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তদশ মজলিস

আত্মার পরিশুদ্ধিই মহাসাফল্য

মসজিদের প্রতিটি কাতার মুসল্লিতে একেবারে পরিপূর্ণ; কোথাও কোনো ফাঁকা নেই। সর্বসামনে বসে আছেন মহামনীষী শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া। দেশের নানা প্রান্ত থেকে এই মুসল্লিরা ছুটে এসেছেন, শাইখুল ইসলামের পেছনে আজকের মাগরিবের নামাজ আদায় করতে।

শাইখের কোমল ও সুমিষ্ট তিলাওয়াতের সৌন্দর্যই যে অন্যরকম। তিলাওয়াতের সময় প্রতিটি শব্দ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন; প্রতিটি হরফে তাঁর বিনয় ঝরে পড়ে; প্রতিটি আয়াত সিক্ত-সজীব হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়ের ঝরনায়। ফলে, দীর্ঘ-দীর্ঘ কেরাতেও তাঁর প্রতি এতটুকুন বিরক্তি বা অনীহা হয় না শ্রোতা-মুসল্লিদের।

সালাতের পর প্রত্যেকে নিজ নিজ সুন্নত সমাপ্ত করলেন যখন, শাইখের সঙ্গী আলিম ও তালিবুল ইলমগণ তখন প্রথম কাতারে বসলেন; অন্য সবাই বসলেন তাঁদের সঙ্গে মিলে মিলে। ফলে, পুরো মসজিদ এক অপূর্ব সৌন্দর্যভরা মজলিসের রূপ ধারণ করল। এরপরেই শাইখুল ইসলাম তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। শাইখের দেহ-মুখাবয়বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বয়সের আলো-মাখা রূপ—যা দর্শনে তাঁর প্রতি বাড়ছে মানুষের সম্মান, শিক্ষা গ্রহণ করছে বহু 'হৃদয়ের চোখ'। কারণ, এই চেহারার মানুষটিই তো ইসলামের বহু দুশমনকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছেন; বহু সেনাবাহিনীকে ময়দানে টিকিয়ে রাখতে একাই পালন করেছেন বিশাল সাহসী মুজাহিদের ভূমিকা; ময়দানে অন্য মুজাহিদদের উপদেশ দান, সাহস সৃষ্টি, হিম্মত ও মনোবল উন্নত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ সব অবদান রেখেছেন।

অকাট্য প্রমাণাদি আর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বহু বিদআতের মূলোৎপাটন

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। অনেক বিচারকের কক্ষে তার মুখোমুখি হয়ে সত্য ও সঠিক ফয়সালার উপদেশ দিয়েছেন, মহাপরাক্রমশালী রবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই, কোনোরকম কথা বলা ছাড়াই যদি শাইখ বসে থাকতেন এভাবে, তবু শ্রোতা ও মুহিব্বিনগণ তাঁর সৌম্যদর্শন মুখাবয়বে খুঁজে পেতেন অসংখ্য স্মৃতি ও কীর্তির ছবি, যাতে রয়েছে তাঁদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ।

তবে শাইখ চুপচাপ বসে থাকলেন না; তাঁর ভরাট কণ্ঠে বরাবরের মতোই ধ্বনিত হলো করুণাময় রবের স্তুতি ও পরম প্রিয় নবীর দরূদ। এরপর সুধীবৃন্দকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আপনাদের প্রতি ইসলামের সুমহান সম্ভাষণ পেশ করছি—আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

'দেখুন, মনের মধ্যে তো নানারকম কথা-কল্পনা জমা হয়, আবার, সেসবের বহু অলি-গলি আর শাখা-প্রশাখাও থাকে। ফলে অনেক সময় এই অগুনতি কথার কানাগলির প্যাঁচে চিন্তাজগত সংকীর্ণ হয়ে আসে; মনে হয়, ওসব ছেড়ে বেরিয়ে আসার পথ বুঝি পাওয়া যাবে না কোনোদিন। আবার কখনো হৃদয়জগত এতটা প্রশস্ত হয়ে ওঠে যে, কখনো যেন আর সংকীর্ণতার আঁধার তাকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু এই দুই অবস্থার মাঝখানে আছে আবার নানা পথ-ঘাট, বোধ-অনুভব, আর হৃদয় শীতল করার ঠিকানা; আছে ভালোবাসা-দ্বেষ, ভয়-আশা, আগ্রহ-নিরাসক্তি এবং এমন অগণিত আবেগ ও সংবেদ, আপনাদের কাছে যেগুলো কারণসহ সবিস্তারে বয়ানের চেষ্টা করব আমি। আপনারা তো জানেনই—সর্বাবস্থায়, সর্বত্র সব চড়াই-উতরাইয়ে কুরআনে কারিম ও সুমহান সুন্নাহই আমার সঙ্গী; আমার মুরব্বি ও পথপ্রদর্শক। তাই আমার ও আপনাদের ইসলাহের জন্য আপনারা সর্বোতভাবে আমার সহযোগিতা করুন; আশা করি, এতে আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে শুদ্ধতা, সৌভাগ্য ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করবেন।

'আমি আজকে আমাদের সবার অতিপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়ে আলোকপাত করার ইচ্ছা করেছি। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, সেই বিষয়টি হচ্ছে, তাযকিয়াতুন নফস (আত্মার পরিশুদ্ধি)। কী করে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, কী করে হয় অশুদ্ধ ও অধঃপতিত, আল্লাহ তাওফিক দিলে তা আজ বর্ণনা করব।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অসৎকর্ম বর্জন আর সৎকর্ম সম্পাদনেই আত্মার পরিশুদ্ধি

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

> "সে-ই তো সফল হয়ে গেছে, যে (নিজের) আত্মা পরিশুদ্ধ করেছে।"[১]

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

> "যে পরিশুদ্ধি অর্জন করেছে, সে–ই লাভ করেছে সাফল্য।"[২]

'কাতাদা, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা-সহ অনেকে প্রথম আয়াতের তাফসিরে বলেন, সে সফল হয়েছে, যে নিজের নফস (আত্মা) পরিশুদ্ধ করেছে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে।

'আর ইমাম ফাররা ও যাজ্জাজ দ্বিতীয় আয়াতের তাফসিরে বলেন, সেই নফস সাফল্য লাভ করেছে, আল্লাহ যাকে পরিশুদ্ধি নসিব করেছেন; অপরদিকে ব্যর্থ হয়েছে সেই নফস, যাকে আল্লাহ ভ্রান্তির দিকে নিয়ে গেছেন। এই দ্বিতীয় তাফসিরটি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেছে ওয়ালবি; কিন্তু তাঁর সনদটি 'বিচ্ছিন্ন'। উপরন্তু, এটা আয়াতের উদ্দেশ্যও নয়; বরং শব্দ ও অর্থগত দিক বিবেচনায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রথমোক্ত তাফসিরই আয়াতের উদ্দেশ্য।

'এখন শব্দগত বিবেচনা দেখুন— مَنْ زَكَّاهَا'র মধ্যে 'مَنْ' হলো ইসমুল মাওসুল, বাক্যের পরবর্তী অংশে এর প্রতি নির্দেশক কোনো 'যমীর' থাকতে হবে (সেই যমীর আছে زكى'র মধ্যেই। তার মানে হলো, সাফল্য পেয়েছে সে, যে পরিশুদ্ধ করেছে। এখন আল্লাহকে পরিশুদ্ধকারী বলে তাফসির করলে এর ফল দাঁড়াবে—তিনি পরিশুদ্ধ করেছেন বলে সফল! অথচ কাউকে পরিশুদ্ধ না করলেও তিনি ব্যর্থ নন)। এরপর আসুন দ্বিতীয় কথায়। زَكَاة-এর মূল অর্থ হলো, ভালো ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এজন্য ফসল ও সম্পদ বৃদ্ধি পেলে বলা হয়— 'زكا الزرع و زكا المال'। আর, মন্দ ও অকল্যাণ বর্জন ব্যতীত তো ভালো

[১] সূরা শামস; আয়াত-ক্রম : ০৯
[২] সূরা আ'লা; আয়াত-ক্রম : ১৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও কল্যাণের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটতে পারে না। আমরা সর্বদাই দেখি, আগাছা সাফ না হলে ফসল ভালো হয় না, বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং বুঝতে হবে, নফসের পরিশুদ্ধি আর কল্যাণবৃদ্ধিও হবে তখন, যখন তা সম্পূর্ণরূপে সাফ হবে পরিশুদ্ধি-বিরোধী সবকিছু থেকে; এবং সবরকম মন্দ বিষয় বর্জন করলেই কেবল কোনো ব্যক্তি পরিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ, এই মন্দ ব্যাপারই নফসকে অপরিচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে।

'কুরআনের আয়াত وقد خاب من دساها (ব্যর্থ হয়েছে সে, যে নফসকে "তাদসিয়া" করেছে)। এর ব্যাখ্যায় ইমাম যাজ্জাজ বলেন—"অর্থাৎ আত্মাকে যে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে।" ইমাম ফাররা বলেন—"তাদসিয়া করেছে-এর মানে হলো, আচ্ছাদিত ও অবনমিত করেছে; কারণ, কৃপণ লোক নিজের সত্তা, সম্পদ ও সম্মান আচ্ছাদিত করে ফেলে।" ইবনু কুতাইবা বলেন—"এখানে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে—মানে, পাপ ও গোনাহর দ্বারা ঢেকে ফেলেছে।" মোটকথা, পাপাচারী নিজের আত্মাকে "তাদসিয়া" করে; অবদমিত ও শেকড়-ছিন্ন করে; পক্ষান্তরে, সৎকর্ম যে করে, সে নিজের হৃদয়কে করে তোলে সুবিখ্যাত ও সমুন্নত।

'আরবে অভিজাত ব্যক্তিদেরকে উঁচু টিলার সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেহেতু তারা নিজেদেরকে সমুন্নত ও সুবিখ্যাত করেছে; বিপরীতে, ইতরশ্রেণির লোকদের তুলনা হয় উপত্যকা ও প্রান্তসীমার সঙ্গে।

'সৎকর্ম ও তাকওয়া মানুষের হৃদয় প্রশস্ত করে, বক্ষ উন্মোচিত করে; ফলে, ব্যক্তি নিজের মধ্যে আগের চেয়ে অন্যরকম প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা অনুভব করে। কারণ, বান্দা তাকওয়া, সৎকর্ম ও ইহসানের মাধ্যমে প্রশস্ততা অর্জন করতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রফুল্লতা দান করেন এবং তার বক্ষ উন্মোচিত করেন। পক্ষান্তরে, পাপাচার ও কার্পণ্য বান্দার হৃদয়কে লাঞ্ছিত অপমানিত ও বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সারাক্ষণ এক সংকীর্ণ হৃদয়ের বোধই হতে থাকে তার ভেতর। একটি সহিহ হাদিসে এই ব্যাপারটিই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়ে দিয়েছেন চমৎকারভাবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

ضَرَبَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ: مَثَلَ البَخيلِ والمُتَصَدِّقِ،

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عليهما جُبَّتانِ مِن حَدِيد، قَدِ اضطُرَّتْ أيدِيهما الى ثُدِيِّهما وتَراقِيهما، فَجعَلَ المُتصدِّقُ كُلَّما تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ انْبَسَطتْ عنه، حتَّى تَغْشى أنامِلَهُ وتَعفُوَ أثَرَهُ، وجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّما هَمَّ بِصَدَقةٍ قَلَصَتْ، وأخَذَتْ كُلُّ حَلْقةٍ بِمَكانِها قالَ أبو هُرَيْرَةَ: فأنا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ بإصْبَعِهِ هَكَذا في جَيْبِهِ، فلوْ رَأيْتَهُ يُوَسِّعُها ولا تَتَوَسَّعُ

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিকে এমন দুব্যক্তির সাথে তুলনা করেন, যাদের পরনে লোহার দুটি বর্ম আছে। তাদের দু'হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে আছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি এমনভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং (প্রলম্বিত বর্মটি) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোক যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন তার বর্মটি শক্ত হয়ে যায়, এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিশে থাকে এবং প্রতিটি অংশ আপন স্থানে থেকে যায়।" আবু হুরায়রা বলেন, "আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আঙুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলছেন, তুমি যদি তা দেখতে! তিনি তা প্রশস্ত করতে চাইলেন কিন্তু প্রশস্ত হলো না।"[১]

'নিজের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ বা গোপন করাটাও মূলত হৃদয়ের ওই প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ফল। কুরআনে আল্লাহ যেমন বলেছেন—

يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ

> "তাকে শোনানো (কন্যসন্তান জন্মের) সুসংবাদের দুঃখে, লোকজন থেকে সে মুখ লুকিয়ে রাখে!"[২]

'যেই আত্মা সংকীর্ণ ও পাপে পূর্ণ, সেই আত্মার মানুষটা নিজের কাছেই নিজেকে কলুষিত ও অপমানিত করে ফেলেছে। ফলে, মৃত্যুর সময় এমন আত্মা দেহ ত্যাগ করতে গেলে ভেজা চামড়া থেকে শিক বের করার মতো কঠিন অবস্থা তৈরি হয়। কিন্তু পরিশুদ্ধ করার ফলে যেই আত্মা সৎ, স্বচ্ছ ও মুত্তাকি হয়ে উন্নত,

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫৭৯৭
[২] সূরা নাহল; আয়াত-ক্রম : ৫৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহিমান্বিত ও সুপ্রশস্ত হয়েছে এবং আভিজাত্যের চূড়ায় সমাসীন হয়েছে, সেই আত্মা মৃত্যুর সময় দেহ ত্যাগ করে মশক থেকে পানি ঝরার মতো কিংবা আটার খামির থেকে চুল বের হওয়ার মতো—খুব সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

'ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"সৎকর্মের ফলে হৃদয়ে একটা আলো জ্বলে ওঠে, মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, দেহে অনুভূত হয় অন্যরকম শক্তি, সাথে রিজিকে প্রশস্তি আসে, আর সৎকর্মের মানুষটির প্রতি সৃষ্টিকুলের অন্তরজগতে তৈরি হয় এক অপূর্ব ভালোবাসা। অপরদিকে, পাপ ও অসৎ কর্মের ফলে মনের মধ্যে আঁধার ছেয়ে যায়, মুখমণ্ডল যেন কুৎসিত রূপ ধারণ করে, শরীরে সর্বদাই অনুভূত হয় ক্লান্তি-অবসাদ, রিজিক সংকুচিত হয়ে আসে, আর জগদ্বাসীর মনে সেই মানুষটার প্রতি জাগে ঘৃণা-ক্ষোভ।"

'দেখুন, আল্লাহ তাআলা কৃপণ ও দানশীলের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন— والبلد الطيب (আর, উৎকৃষ্ট শহরের ফসল তো তার রবের ইচ্ছায়ই—অধিক পরিমাণে—উৎপন্ন হয়; আর, নিকৃষ্ট শহরে খুব সামান্য ফসলই উৎপন্ন হয়)।[১]

'আবার বলেছেন—

من يرد الله أن يهديه يشرح صدره

> *"আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেন'।[২]*

'অন্যত্র বলেছেন—

الله ولي المؤمنين

> *"আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।"[৩]*

'ব্যভিচারের অপবাদ যে দেয় বা যে চায় মুমিনদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ুক, আর অজানা বিষয়ে যে কথা বলে—এমন লোকদের ব্যাপারে সমালোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا

[১] সূরা আ'রাফ; আয়াত-ক্রম : ৫৮
[২] সূরা আন'আম; আয়াত-ক্রম : ১২৫
[৩] সূরা বাকারা; আয়াত-ক্রম : ২৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *“তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহম ও করুণা না হলে (অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচার বর্জন না করতে পারলে) তোমাদের কেউ কখনোই পরিশুদ্ধি লাভ করত না।”[১]*

‘এখানে বুঝিয়েছেন, ব্যভিচার বর্জন করা ব্যতীত পরিশুদ্ধি লাভ করা যায় না। এজন্যই অন্যত্র বলেছেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

> *“আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে।”[২]*

‘কারণ, গুনাহ বর্জন করাটা অন্তরেরই একটি কাজ; অন্তর তো জানে, পাপকর্মে লিপ্ত হওয়াটা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। তাই, বান্দা কুরআনকে সত্যায়ন করলে এবং রাসূলের সুন্নাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হলে নফসের পাপাচার ও অনৈতিক ইচ্ছার ক্ষেত্রে মুজাহাদা করবে, এবং সেই পাপ ও অনৈতিক কর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর, এই সত্যায়ন, বিশ্বাস, অপছন্দনীয়তা ও মুজাহাদার কিছু আমল আছে, যেগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করে পরিশুদ্ধ অন্তর। ফলে, তা আরও পরিশুদ্ধি লাভ করে। বিপরীতে, পাপ ও গুনাহের কাজ করলে অন্তর কলুষিত ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায় এবং পরিণামে আগাছা ভরা ফসলি জমির মতো বিনষ্ট ও অধঃপতিত হয়।

‘আরেকটি জরুরি প্রসঙ্গ—

زكاة তথা পরিশুদ্ধির আবশ্যিক একটি ফল হলো পবিত্রতা; কারণ, زكاة অর্থও পবিত্রতা। কুরআন বলছে—

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

> *“তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে (অকল্যাণ থেকে) পবিত্র ও (কল্যাণের মাধ্যমে) পরিশুদ্ধ করবে।”[৩]*

‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে কেরাত শুরুর আগে, রুকু

[১] সূরা নুর; আয়াত-ক্রম : ২১
[২] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ৩০
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১০৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে ওঠার পর এবং গোসলের সময় দুআ করতেন—

اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج

> "আল্লাহ, আমাকে পানি, শিলা ও বরফ দ্বারা পবিত্র করুন।"[১]

'এই জিনিসগুলোর কথা একত্রে বিবৃত হওয়ায়, বোঝা যাচ্ছে, এগুলো ঠাণ্ডা হবে। এ ছাড়াও, বরফ তো শরীরে শক্তি ও আলাদা দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। দেখুন, আনন্দদায়ক বস্তুকে বরফ ও চোখের শীতলতা বলে ব্যক্ত করা হয়। এজন্যই তো আনন্দের অশ্রু শীতল; আর, বেদনার অশ্রু উষ্ণ। কারণ, হৃদয়ে যা ব্যথা দেয়, তা পেরেশানি ও অস্থিরতা তৈরি করে; পক্ষান্তরে, হৃদয়ে যা আনন্দ দেয়, তা সুখ ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে; আর, এতেই ব্যক্তির ভেতর জগত শান্ত-শীতল হয়ে যায়। তাই তো নবীজি দুআ করেছেন, গুনাহসমূহ যেন সবচেয়ে বেশি শীতলতা দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়, যেই শীতলতায় আছে সুখ ও প্রশান্তি। ফলে, সেই সুখ ও প্রশান্তিতে দূর হয়ে যাবে হৃদয়ে দুঃখ জাগানিয়া যত গোনাহ ও পাপকর্ম।

'নবীজি বরফ, শিলা ও ঠাণ্ডা পানির কথা বলেছেন মূলত হৃদয়ের শীতলতাকে বাহ্যিক শীতলতার সঙ্গে উপমা দিয়ে; নইলে গোনাহ তো আর এসব দিয়ে ধোয়া যায় না। কিন্তু এরকম ব্যবহার আমাদের নিত্যদিনের কথাবার্তায় প্রচুর। যেমন— আমরা বলি— "আপনার ক্ষমার শীতলতা ও মাগফিরাতের মিষ্টতা আমরা অনুভব করেছি।" একবার আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু পাওনাদারকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দেওয়ার পর নবীজি বললেন— الآن بردت جلدته "এখন তুমি তার দেহ (মন) শীতল করেছ।"[২] আবার, বলা হয়—"সুনিশ্চিত বিশ্বাসের শীতলতা, আর সংশয়ের উষ্ণতা।" যখন হৃদয় কোনো একটা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে তাতে আনন্দ লাভ করে, এবং একপর্যায়ে সেই আনন্দ বরফ-শীতলতার মতো হয়ে যায়, তখন বলা হয়—"এই বিষয়টি তার বুক শীতল করে দেবে।"

'নফসের রোগ-ব্যাধি তো তিন প্রকার—সংশয়-সন্দেহ, প্রবৃত্তির কামনা আর রাগ-ক্ষোভ। এই তিনটির প্রত্যেকটিতেই একধরনের উত্তাপ-উত্তেজনা আছে।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৪৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৯৫৬ শব্দের কিছুটা তারতম্য আছে।

[২] মুসনাদু আহমাদ ৩/৩৩০ এর সনদে ইবনু আকীল নামে একজন আছে; যার ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ আছে; এ ছাড়া ...

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এজন্যই নফসকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে নবীজি বরফ-শিলা ও ঠাণ্ডা পানির কথা বলেছেন। কেউ তার উদ্দিষ্ট বস্তু পেয়ে গেলে বলা হয় তার অন্তর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; কারণ, খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধানের অস্থিরতা জনিত একটা উত্তাপ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ

> *"আর কতক আছে, যারা নিজেদের গুনাহের কথা স্বীকার করে... "*[১]

'এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন—

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

> *"আপনি গ্রহণ করুন তাদের সম্পদ থেকে এমন সাদাকাহ, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"*[২]

'এ থেকে বোঝা যায়, সৎকর্ম ও তার মাধ্যমে নফস তার কৃত গুনাহ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। উপর্যুক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ

> *"আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনত রাখে...।"*[৩]

'এখানেও একটি সৎকর্মের কথা বলে অন্তরের পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে তাওবা ও সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলার বক্তব্য এসেছে—

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا

> *"তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা করো।"*[৪]

'পুরো আলোচনার শেষে এসে সবাইকে তাওবা করার কথা বলা হয়েছে; কারণ, সবারই তো কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যায়; কেউই এ থেকে বাঁচতে পারে না।

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১০২
[২] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম ১০৩
[৩] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম ৩০
[৪] সূরা নুর, আয়াত-ক্রম : ৩০-৩১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহিহ হাদিসে এসেছে—"আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের তাকদিরে তার অংশের গুনাহ লিখে দিয়েছেন।" [১]

'এমনিভাবে সহিহ বর্ণনায় এসেছে—এক ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে সঙ্গম ব্যতীত আর সব করেছে, এরপর সে অনুতপ্ত হয়েছে, তখন কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে—

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

> *"নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মুছে দেয় অসৎকর্মসমূহকে।"* [২]

আত্মাকে প্রবৃত্তির খপ্পর থেকে বাঁচানোই হলো প্রকৃত ইবাদত ও মুজাহাদা

'এক্ষেত্রে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো—আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা এবং নফসকে প্রবৃত্তির খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে রাখা।'

আমি বললাম, 'শাইখের অনুমতি হলে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। কোনো ব্যক্তির মধ্যে নফস, প্রবৃত্তি ও কামনা থাকার কারণেই সে অপরাধী বলে গণ্য ও শাস্তির সম্মুখীন হবে, নাকি এগুলোর সঙ্গে তার অপরাধমূলক কর্মও থাকতে হবে?'

শাইখ বললেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু ও সুধীবৃন্দ, আসলে শুধু কামনা ও প্রবৃত্তি থাকার কারণে কাউকে দোষারোপ বা শাস্তির সম্মুখীন করা হবে না; বরং কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলেই ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাই কোনো অনৈতিক কাজের প্রতি নফসের হাতছানি দেখলে, সেটা থেকে বিরত থাকাটাই একটি সৎকর্ম ও আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য হবে।

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন—

> *"প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই, যে আল্লাহর সত্তার (তথা, তাঁর হুকুমের) বেলায়*

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬২৪৩; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৫৭; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ২১৫২; জামিউল উসুল ২/৩৭১

[২] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ১১৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই করে।"*[১]

'সুতরাং একজন মুমিনকে তার নফসের সঙ্গে জিহাদের আদেশ দেওয়া হচ্ছে, যেমনিভাবে তাকে আদেশ করা হয় পাপকর্মের আহ্বায়ক ও হুকুমদাতাদের মোকাবেলায় জিহাদ করতে।

'মুমিনের তো আসলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো তার নফসের সঙ্গে জিহাদ করা; কারণ, সাধারণ অবস্থায় নফসের সঙ্গে জিহাদ করা হলো ফরজে আইন, অপরদিকে কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করা হলো ফরজে কিফায়া। তাই, নফসের তাড়নার সামনে সবর করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ, নফসের সঙ্গে জিহাদ করাটাই ময়দানি জিহাদের মূল বিষয়; নফসের তাড়নার সামনে যে সবর করতে পারবে, সে ময়দানের জিহাদে গিয়েও সবর করতে পারবে। হাদিসে যেমন এসেছে—

> *"প্রকৃত হিজরতকারী তো সে, যে গুনাহের কাজ থেকে হিজরত করেছে।"*[২]

অর্থাৎ, গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করেছে।

'আবার, নফসের সঙ্গে জিহাদে জয় লাভ করা ব্যতীত সে-জিহাদটা প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না; কারণ, কুরআনে এসেছে—

وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا

> *"(মুজাহিদ) শহীদ হলে, অথবা, বিজয় লাভ করলে, অতি শিগগির বিরাট প্রতিদান পাবে।"*[৩]

'এর মানে হলো, ময়দানের জিহাদে বিজয় না পেলেও ব্যক্তি প্রতিদান পাবে; কিন্তু নফসের সাথে জিহাদটা তেমন নয়; কারণ, হাদিসে এসেছে—

> *"কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেওয়াটা প্রকৃত বীরত্ব নয়; ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই হলো আসল বীরত্ব।"*[৪]

[১] তাবরানি, হাদিস-ক্রম : ১১২৯; আলবানি সহিহ বলেছেন : সহিহুল জামে' ৬৫৫৫

[২] ইবনু মাজাহ ৩৯৩৪ ফুযালা ইবনু উবাইদের সূত্রে। বূসিরী 'যাওয়ায়েদ'-এ বলেছেন : এর সনদ সহিহ; বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ। আলবানীও বলেছেন সহিহ : সহীহুল জামি' ৬৫৩৪

[৩] সূরা নিসা; আয়াত-ক্রম : ৭৪

[৪] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬১১৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৫৩৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে আদেশ করেছেন প্রবৃত্তির কামনা থেকে অন্তর হেফাজতে রাখতে এবং মহামহিম রবের সামনে জবাবদিহিতাকে ভয় করতে। এতে ব্যক্তির মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা তাকে ময়দানের জিহাদে শক্তি যোগাবে। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে পরাজিত হলে ব্যক্তি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে; পক্ষান্তরে ময়দানের জিহাদে তো কখনো কখনো কাফির শত্রুই শক্তিশালী হয়। ফলে সেখানে বাহ্যিকভাবে পরাজয় বরণ করাটাও কোনো অপরাধের কিছু নয়।'

ইবাদতে নিষ্ঠা ও ইখলাস সব সন্দেহ-সংশয় ও প্রবৃত্তিপূজার অবসান ঘটায়

আমি বললাম, 'শাইখ, আমাদের প্রত্যেকেই তো প্রবৃত্তি ও মনের কামনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু চেষ্টা-মেহনত সত্ত্বেও গুনাহ হয়ে যায়; এক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় বলে মনে করেন?'

শাইখ বললেন, 'বন্ধুগণ, আসলে নফস যখন তার প্রতি আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়ের (তথা, অসৎকর্ম বর্জন ও সৎকর্ম সম্পাদন) অনুগত হয় না, তখন ওই গুনাহগুলো সংঘটিত হয়। কিন্তু নফস তার প্রতি আদিষ্ট বিষয়ের অনুগত হলে কখনোই গুনাহ হতে পারে না। কারণ, গুনাহে লিপ্ত হওয়া আর নফসের প্রতি আদিষ্ট বিষয়ের (তথা, অসৎকর্ম বর্জন করে সৎকর্ম সম্পাদন) আনুগত্য করা—এ দুটো পরস্পরবিরোধী।

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

> *"এভাবেই আমি তার থেকে পাপাচার দূরে রেখেছি; সে তো আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন।"*[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।"[১]

'বোঝা গেল, আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদেরকে শয়তান গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করতে পারে না। গোমরাহি হলো সুপথ প্রাপ্তির উল্টোটা। অর্থাৎ, প্রবৃত্তির অনুসরণ। সুতরাং কারও মন কোনো গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হলে তার কর্তব্য হলো—ইখলাস নিয়ে আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে আল্লাহর কোনো ইবাদত করা; সেই ইবাদতও ভয় আর ভালোবাসা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তার থেকে সব পাপ ও অসৎকর্ম দূরে রাখবেন।

'গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর বান্দা তাওবা করলে, সেটা অসম্পূর্ণ হলেও তার গুনাহ মোচন করে দেয়। তাওবা আসলে বিষের প্রতিষেধকের মতো; বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও বিষের প্রভাবকে যা রোধ করে দিতে পারে। বা, তাওবা হলো খাবার-পানীয় গ্রহণ করার মতো; ক্ষুধার্তের একমাত্র সমাধান। তাওবাকে আপনি হালাল উপভোগ্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন, যা মনকে হারাম বস্তুর চাহিদা থেকে বিরত রাখে, এবং যা পেলে মন থেকে সব হারামের খাহেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

'কোনো বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান যেমন সে বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতে দেয় না বা থাকলেও তা দূর করে দেয়, তাওবাও ঠিক তেমনই; কিবা চিকিৎসা যেমন সুস্থতা ঠিক রাখে এবং অসুস্থতা রোধ করে, তাওবা তেমন। এমনিভাবে তাওবা অন্তরে থাকা ঈমান ও এর সহায়ক আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির হেফাজত করে। যখন ঐ সংশয়-সন্দেহ বা প্রবৃত্তির কামনা জাতীয় কোন অসুখ অন্তরকে আচ্ছন্ন করে তখন তাওবা হয় সেই অসুখ এর প্রতিকার।

'আবার সুস্থতার উপায়-উপকরণে ঘাটতি হলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে তেমনই ঈমানে কমতি ও ত্রুটি হলেই অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর ঈমান ও কুফর তো হলো পরস্পরে বিরোধী বিষয় যার একটি অপরটিকে কখনো রোধ করে, কখনো করে মূলোৎপাটিত।'

[১] সূরা হিজর, আয়াত-ক্রম: ৪২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর ভালোবাসায়ই লাভ হয় ঈমানের মিষ্টতা

শাইখ কিছুটা সময় চুপ করে রইলেন। সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন যে, সকলে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে কিনা; এজন্য তিনি প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ যখন কোনো প্রশ্ন করল না, তখন তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন এবং দীর্ঘশ্বাস নিলেন যেন বুকের মধ্যে জমে থাকা কোনো কথা তিনি ব্যক্ত করতে চাইছেন। একটু পর বলতে শুরু করলেন, 'আল্লাহ আপনাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের ভরপুর তৌফিক দান করুন, আপনাদের অন্তরগুলোকে সুদৃঢ় ও বিশ্বাসের সৌরভে সিক্ত করুন। একটি কথা মনে রাখবেন, হৃদয়ের সঙ্গে যখন ঈমানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়ে ঈমানের আনন্দ-ভরা আলো, তখন এক অন্যরকম স্বাদ-আনন্দ ও উৎফুল্লতা তৈরি হয় সেখানে—যে এই স্বাদ উপভোগ করেনি তাকে কখনোই বোঝানো যাবে না। তবে ঈমানের এই স্বাদ উপভোগের ক্ষেত্রেও সব মানুষের অনুভূতি সমান নয়। আবার অন্তরে যেই আনন্দ ও উৎফুল্লতা অনুভূত হয় বাহ্যিকভাবেও তার একটা আলোকমাখা ছায়া পড়ে; যার ফলে অন্তরের সুখ কেবলই বাড়ে আর বাড়ে।

'আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

> *"বলুন, আল্লাহর দয়া ও করুণাতেই হয়েছে; সুতরাং তারা যেন তা নিয়ে আনন্দিত হয়; এটা তাদের জমাকৃত বস্তুর চেয়ে অনেক উত্তম।"*[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ

> *"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনার কাছে আমার অবতীর্ণ বিষয় নিয়ে আনন্দিত হয়, কিন্তু গোষ্ঠীগুলোর কিছু লোক আছে, যারা তা অপছন্দ করে।"*[২]

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৫৮

[২] সূরা রাদ, আয়াত-ক্রম : ৩৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

> *"যখনই কোনো সূরা নাজিল হয়, তখনই তাদের কেউ কেউ বলে, এই সূরা তোমাদের কার কার ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে? বস্তুত যারা ঈমানদার, সূরা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তা থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করে।"*[১]

'এখানে আল্লাহ তাআলা বললেন, মুমিনরা তার অবতীর্ণ কুরআন থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করে, আর সুসংবাদ গ্রহণ করাটাই খুশি ও আনন্দ; এটা তাদের এজন্য হয়, যেহেতু তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মনের মধ্যে এক অপূর্ব স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করেছে।

'স্বাদ ও আনন্দ তো সর্বদা ভালোবাসার অনুগামী। অর্থাৎ, কারও যদি কোনো বস্তুর প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেই বস্তু তার অর্জনের পর তার ভেতরে স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয়। যওক বা স্বাদ হলো, প্রিয় বস্তুটা অর্জিত হওয়া, এবং বাহ্যিক আনন্দ লাভ করা। যেমন—খাবারের ক্ষেত্রে মানুষ কোনো একটা খাবার পছন্দ করে সেটার প্রতি আগ্রহী হয়; একপর্যায়ে সেটা পেয়ে গেলে নিজের মধ্যে এক-ধরনের মিষ্টতা অনুভব করে এবং আনন্দিত হয়। বিয়ে ও এজাতীয় বহু বিষয় এটার উদাহরণ হতে পারে।

'মহান রবের প্রতি মুমিন বান্দাদের যে ভালোবাসা, তার চেয়ে মহান, উন্নত ও পরিপূর্ণ কোনো ভালোবাসা সৃষ্টিকুলের কারও নেই। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত জগতে এমন কেউ নেই, যে সত্তাগতভাবে সর্ববিবেচনায় ভালোবাসার উপযুক্ত হতে পারে; বরং তিনি ব্যতীত কাউকে ভালোবাসা যায় শুধু তার ভালোবাসার অনুগামী হয়েই; এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই ভালবাসতে হয়; আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারির জন্যই নবীজির অনুগত ও ফরমাবরদার হতে হয়। যেমন কুরআনে এসেছে—

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১২৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

> *"(নবীজি, আপনি) বলুন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।"*[১]

'হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> *"আল্লাহ তোমাদেরকে রিজিকস্বরূপ তাঁর যে নিয়ামত খাইয়েছেন, তার জন্য আল্লাহকে ভালোবাসো; আমাকে ভালোবাসো আল্লাহর ভালোবাসার কারণে; আর আমার কারণে ভালোবাসো আমার পরিবারকে।"*[২]

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

> *"তোমাদের মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদার, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, জমাকৃত সম্পদ, সেই ব্যবসা—যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করো এবং তোমাদের পছন্দের ঘর-বাড়ি যদি তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে, তবে তোমরা আল্লাহর শাস্তি চলে আসার অপেক্ষা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"*[৩]

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> *"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না সে আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানবজাতি থেকে বেশি ভালবাসবে।"*[৪]

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৭৮৯

[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ২৪

[৪] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪, ১৫; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৪৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সুনানে তিরমিযিতে এসেছে—

> "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ভালবাসে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে যে ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্যই যে দান করে এবং দান করা থেকে বিরত থাকে, সে-ই নিজের ঈমান পূর্ণ করেছে।"[১]

'কুরআনে এসেছে—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ

> "কতক মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর কিছু শরিক বানিয়ে নিয়েছে, যাদেরকে তারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে ভালোবাসে; কিন্তু যারা মুমিন, তারা তো আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে প্রবল ভালোবাসা পোষণ করে।"[২]

'বোঝা গেল, মুমিনগণ আল্লাহকে যতটা ভালোবাসে, দুনিয়ার কোনো প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রেমিকের অতটা ভালোবাসা হতে পারে না। এখানে এটা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মুমিনরা যে ভালোবাসা পোষণ করে, তার ফলরূপে তারা সেটার অন্যরকম একটা স্বাদ-আনন্দ অনুভব করে। এ কারণেই নবীজি ওই স্বাদ অনুভব করাটাকে শর্তযুক্ত করে বলেছেন—

> "তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে।
>
> এক. অন্য সবার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বেশি ভালবাসা পোষণ করবে;
>
> দুই. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে।
>
> তিন. পুনরায় কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিপতিত হওয়ার চেয়েও বেশি অপছন্দ করবে।"[৩]

'এ সবই হলো তাওহিদ, ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার সুফল।'

---

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫২১

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

[৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৬, ২১; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এতক্ষণে শাইখ যেন শান্ত হলেন; মনের কথাগুলো সুহৃদদের নিকটে ব্যক্ত করতে ও পৌঁছাতে পারায় শান্তি অনুভব করলেন, এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন, নবীজির প্রতি প্রেরণ করলেন দরূদ ও সালাম। এরপর আবার সকলের একত্র হওয়ার দুআ করে মজলিস সমাপ্ত করলেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টাদশ মজলিস

ভালোবাসার টান

- আল্লাহর মহান সত্তার প্রতি ভালোবাসা
- গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অশুভ পরিণতি
- তাওহিদি ভালোবাসার কয়েকটি আবশ্যক প্রতিক্রিয়া

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টাদশ মজলিস

ভালোবাসার টান

মজলিসে শাইখের আগমন হয়েছে। তাঁর চেহারায় খেলা করছে স্বভাবসুলভ হাসি। উজ্জ্বল ও হালকা গড়নের কিন্তু অত্যন্ত বাকপটু একজন চমৎকার মানুষ তিনি। দুচোখের মণিতে যেন সূর্যের কিরণ ঝিলিক দিচ্ছে। কথা বলার সময় মনে হয় যেন, তিনি কোনো বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যেন বিবৃত বিষয়টি পুরো বাস্তব হয়ে ওঠে। আত্মিক বা শারীরিক কোনো ব্যাধির ব্যাপারে কথা বলতে গেলে তাঁর এমন অবস্থা হয়, যেন এক অসহনীয় ব্যথা ও দহন তাঁকে শেষ করে দিচ্ছে; যেন ওই ব্যাধিটা তাঁর নিজেরই, কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের। কোনো অন্যায়-অবিচার বা বাস্তবিক গর্হিত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যায়; ঘাড়ের রগগুলো ফুলে ওঠে; কণ্ঠ উঁচু হয়ে যায়। আল্লাহর জন্য হক কথা বলতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করেন না; সাধ্যের অধীন কোনো অন্যায় ও গর্হিত কাজের মূলোৎপাটনে দ্বিধা করেন না; এমনকি, কোনো বিচারকন বা গভর্নরের দ্বারস্থ হতে হলেও।

তিনি তো শাইখুল ইসলাম, আলিমকুল শিরোমণি, আলিমদের আদর্শের মূর্তপ্রতীক, অধিকাংশ মুসলিমের মুখপাত্র।

সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা, তাদের আত্মিক ব্যাধি ও নানা রকম সংকট সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও সচেতন একজন ব্যক্তিত্ব তিনি। এই সবকিছুই তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ফুটে ওঠে; কারণ, তিনি তো কোনো বই-পুস্তক দেখে কথা বলেন না বরং মানুষের সঙ্গে চলাফেরা, তাদের আর্থিক ব্যাপারে জানাশোনা, জীবনব্যাপী লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিবৃত হয় তাঁর একেকটি বক্তৃতা।

এমন অনন্য একজন ব্যক্তিত্ব যখন কথা বলেন, দিকনির্দেশনা পেশ করেন,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন আমাদের মতো সাধারণদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো—কুঁড়ানো মানিক মনে করে প্রতিটি কথা অসাধারণ মনোযোগে শ্রবণ করা এবং যথাসাধ্য আমল করা।

ওই তো, শাইখ মজলিসে আসন গ্রহণ করছেন; তাঁর শির অবনত নয়—উন্নত; সিনা টান করে বসেছেন; কথার চেয়েও তাঁর ভাবের গাম্ভীর্য যেন আরও বেশি। হামদ ও সালাতের পর তিনি বলছেন, 'প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ভালোবাসা ও ভালোবাসার টান সম্পর্কে। কারণ, আপনাদের প্রত্যেকেই প্রেমিক কিংবা প্রেমাস্পদ। আবার, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই এমন এক ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরি, যার ওপরে আর কোনো ভালোবাসা হতে পারে না; বরং যার সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের—এমনকি কাছাকাছি পর্যায়েরও কোনো ভালোবাসা থাকতে পারে না দুনিয়ায়; সেই ভালোবাসা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তাই কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি গভীর পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ও যাপিত জীবনে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে আমি যা বলছি তা শুনুন! আশা করি এটা আপনাদের উপকার করবে। আল্লাহ একমাত্র তাওফিকদাতা।

আল্লাহর মহান সত্তার প্রতি ভালোবাসা

'যে প্রেমিক সে আকৃষ্ট হয়, নিজের ভেতরে টান অনুভব করে; আর যে প্রেমাস্পদ, সে টানে, আকর্ষণ করে। কেউ কোনো বস্তুকে ভালবাসলে সেই বস্তুটা নিজের শক্তি অনুযায়ী তাকে টানতে থাকে; আর কোনো ছবিকে ভালবাসলে, সেই ছবি নিজের শক্তি অনুযায়ী প্রেমিককে বাস্তব প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ করতে থাকে। কারণ, প্রেমিকের ভেতরে একটা কর্মচঞ্চল শক্তি কাজ করতে থাকে; বিপরীতে, প্রেমাস্পদ তো হলো ভালোবাসার ঠিকানা ও গন্তব্য। ফলে ভালোবাসার বাস্তবায়নে প্রত্যেকেরই অবদান থাকে।

'প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; এর কারণ হলো, সে যে তার মনের মধ্যে প্রেমাস্পদের ছবি এঁকে রেখেছে, সেই ছবি তাকে টানতে থাকে। অর্থাৎ, মনোজগতে অঙ্কিত সেই রূপের ফলে সে প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। এই টান বা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকাটা আলাদা কোনো কর্মযজ্ঞ নয়, বরং প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যা প্রেমিককে আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। মানুষ যেমন ক্ষুধা হলে খাবারের প্রতি, কাম জাগলে নারীসঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; কিংবা আল্লাহ ও

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলের প্রেমিকগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন; আল্লাহর নেককার বান্দারা তাঁর প্রতি নিজেদের ভেতরে টান অনুভব করেন; কারণ, তিনি এমনসব গুণে গুণান্বিত হয়ে আছেন, যা বান্দাকে তাঁর ভালোবাসা ও ইবাদতে বাধ্য করে; শুধু তাই নয়, বরং অস্তিত্বশীল কোনো কিছুকে তার সত্তার কারণে ভালোবাসা যাবে না—একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত; আল্লাহ ছাড়া আর যেকোনো কিছুকে ভালবাসতে হলে শুধু সেটার সত্তার কারণে ভালোবাসা যাবে না; বরং অন্য কোনো বৈধ কারণে ভালোবাসা যাবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলাকে কোনো গুণের কারণে নয়; বরং তাঁর সত্তার দিকে তাকিয়েই ভালোবাসা আবশ্যক—আল্লাহর উলুহিয়্যাতের একটা অর্থ এটাও। কুরআনে এসেছে—

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا

> *"আকাশ ও জমিনে একাধিক ইলাহ থাকলে আকাশ-জমিন ধ্বংস হয়ে যেত।"*[১]

'কারণ, আল্লাহ ছাড়া কোনো বস্তুকে শুধু তার সত্তার দিকে তাকিয়ে ভালোবাসাটা শিরক। শুধু সত্তার দিকে তাকিয়ে ভালোবাসা যাবে একমাত্র আল্লাহকে; কারণ, এটা তার ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। আর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কারও শরিকানা চলে না। এ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসতে হলে, ভালোবাসাটা আল্লাহর কারণেই হতে হবে; অথবা যাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হয়, তার কারণে হতে হবে; নতুবা সেই ভালোবাসা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।

'আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে খাদ্যের টান ও নারীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেন মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, এবং মানব জাতি পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকে; কারণ, খাদ্যের টান অনুভূত না হলে মানুষ খাবার গ্রহণ করবে না; ফলে, মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে; আর নারীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে, মানুষ বিয়ে করবে না; ফলে, বংশবৃদ্ধি না হয়ে মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষকে এইভাবে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন শুধু আল্লাহর ইবাদত করে এবং একমাত্র আল্লাহ যেন তাদের ইবাদত

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ২২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও সত্তাগত ভালোবাসার হকদার হন।

'নবী ও নেককারদের প্রতি ভালোবাসাটা আল্লাহর ভালোবাসারই অনুগামী; কারণ, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসাটা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরিপূরক; আর তিনি তো নবী ও সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন সৎকর্মসমূহকেও; সুতরাং তাঁর দিকে তাকিয়ে এসবকে ভালোবাসাও তাঁর ভালোবাসারই পূর্ণাঙ্গতার অংশ। কিন্তু কোনো কিছুকে তাঁর সমস্তরে রেখে ভালোবাসাটা মুশরিকদের কাজ; যারা আল্লাহর জন্য নিজেদের সাব্যস্তকৃত শরিকদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসত।

'মাখলুককে ভালোবাসাটা আল্লাহর জন্য হলে সেটা বান্দাকে আল্লাহর দিকেই আকৃষ্ট করে তুলবে। দু'জন ব্যক্তি যখন আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাঁর জন্যই যখন তারা একত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরজনকে আল্লাহর দিকে টেনে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *"যারা পরস্পরকে আমার জন্য ভালোবাসে, যারা আমার জন্য একে অপরের সঙ্গে ওঠা-বসা করে, যারা আমার দিকে তাকিয়ে একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহর কতক বান্দা নবী বা শহীদ নয়, কিন্তু নবী ও শহীদগণ তাঁদেরকে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য পেতে দেখে ঈর্ষা করবে। তাঁরা হলেন ওই সমস্ত লোক, কোনো সম্পদের লেনদেন বা আত্মীয়তা রক্ষার স্বার্থ ব্যতীত কেবল আল্লাহর জন্যই যাঁরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে থাকবে নূর, আলোর কুরসিতে তারা উপবেশন করবেন। হাশরবাসী মানুষেরা যখন ভীত ও পেরেশান হয়ে পড়বে, তখনও তাঁরা থাকবেন শঙ্কাহীন, নিশ্চিন্ত।"*[১]

'কারণ, কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হলে সেখানে মূলত আল্লাহকেই

[১] এখানে দুটি হাদিসকে একত্র করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এটি আনা হয়েছে মুসনাদু আহমাদ ৫/২৩৩; মুআত্তা মালিক ২/২৩৬; ইবনু হিব্বান বলেছেন, এটি সহিহ : মাওয়ারিদ ২৫১০; হাকেমও এই কথা বলেছেন ৪/১৬৮-১৬৯। আর দ্বিতীয় হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রা ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা'র হাদিসটি এনেছেন ইবনু হিব্বান/মাওয়ারিদ ২৫০৮। হযরত উমরের হাদিসটি এনেছেন আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৩৫২৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতি শুধু আকর্ষণ করতে থাকে। অথবা এই আকর্ষণ এমনিতেই; অমন কোনো বিশেষ ভালোবাসার পরিণামে নয়। যেমন—মানুষ খাবার গ্রহণ করে, পোষাক পরিধান করে, ঘর-বাড়িতে বসবাস করে—এইসবের প্রতি তার একটা টান থাকে, কিন্তু সেটা ওই প্রেমাস্পদের ভালোবাসার মতো নয়।'

গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অশুভ পরিণতি

'অনেক সময় ভালোবাসা হয় উপকার ও ইহসানের ফলে। কারণ, মনের গতি-প্রকৃতিই এমন যে, তাতে মুহসিন ও উপকারকারীর প্রতি ভালোবাসা জন্মে। এটা আসলে ওই উপকারেরই ভালোবাসা—উপকারকারীর নয়; এবং উপকার না পেলে এই ভালোবাসা খুব স্বাভাবিভাবেই হ্রাস পেয়ে বিলীন হয়ে যায়; এমনকি ঘৃণায়ও পরিণত হয়; কারণ, এই ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ছিল না।

'কারণ, কেউ আমাকে দান করবে এজন্য আমি তাকে ভালোবাসি—এমন যদি হয় ব্যাপারটা তাহলে তো এই ভালোবাসা বাস্তবে দানকারীর প্রতি নয়, বরং দানের প্রতি। কেউ যদি জবাবে বলে, "আমি তাকে ভালোবাসি, যে আমাকে আল্লাহর জন্য দান করে।" তাহলে এটা হবে মিথ্যা, বানোয়াট ও অবাস্তব একটা কথা। এমনিভাবে, কেউ সাহায্য করবে বলে তাকে ভালোবাসলে সেটা মূলত ওই সাহায্যের প্রতিই ভালোবাসা।

'এসব হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ; কারণ, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি তাকেই ভালোবাসে, যে তার স্বার্থোদ্ধার করে দিতে পারে; কিংবা তাকে কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। ফলে, তার ভালোবাসাটা হয় মূলত স্বার্থোদ্ধার বা ক্ষতিরোধের প্রতি; এবং স্বার্থ ও চাহিদার বিষয় অর্জনে যে ব্যক্তি মাধ্যম হয়, তার প্রতি সে ভালোবাসা দেখায়।'

আমি বললাম, 'এই ধরনের ভালোবাসার কোনো পুরস্কার কি বান্দা পরকালে পাবে?'

শাইখ বললেন, 'না, পরকালে এর কোনো পুরস্কার তারা পাবে না; এটা তাদের কোনো উপকারেও আসবে না; বরং এমন ভালোবাসা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে নিফাক ও চাটুকারিতা সৃষ্টি করে। ফলে, এটা এমন বন্ধুত্বের উৎস হয়, যা আখিরাতে সেই ব্যক্তিদেরকে পরস্পরের শত্রু হিসেবে দাঁড় করাবে; তবে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুত্তাকিগণের ভালোবাসা ও ভালোবাসার প্রতিদান এদের চাইতে আলাদা।

'আখিরাতে শুধু এমন ভালোবাসাই উপকারে আসবে—যা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়ে; এবং শুধু তাঁরই জন্য। পক্ষান্তরে কারও কাছ থেকে কোনো উপকার বা সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করলে এবং পরবর্তীতে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসাকে আল্লাহর জন্য বলে দাবি করলে তা নফসের ধোঁকা আর মিথ্যার বেসাতি বৈ কিছুই হবে না।

'তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর ভালোবাসার পাত্র যাঁরা আছেন (যেমন, নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম ও নেককারগণ) তাঁদেরকে ভালোবাসা বান্দার জন্য ফায়দাজনক ও উপকারী হবে। কারণ, এঁদের ভালোবাসাটা বান্দাকে ধীরে ধীরে আল্লাহপ্রেমের উদ্যানের নিকটবর্তী করতে থাকে; এবং এঁরাই নিজেদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্তির হকদার।

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রিয়জনদের বাদ দিয়ে অন্যদেরকে বিভিন্ন বস্তু দিয়ে দিতেন। আর তাঁর এমন (অর্থাৎ, প্রিয়জনদেরকে বঞ্চিত করা) করার কারণ ছিল—তাঁদের হৃদয়ে গাঁথা ঈমানের ওপর তাঁর প্রবল ভরসা এবং গ্রহীতাদের ঈমান বিষয়ক অন্তরস্থ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও নড়বড়ে অবস্থা। তিনি চাইতেন, এই দানের মাধ্যমে যেন সেই লোকদের হৃদয়ে ইসলাম ও আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

'দানের মাধ্যমে এই যে "আল্লাহর ভালোবাসা পোষণ" এবং 'সে-ভালোবাসার পরিপন্থী বিষয় বর্জন"-এর প্রতি নবীজি দাওয়াত দিতেন, এর কারণ ছিল সেই লোকদের তিনি জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতেন। যার ফলে, এমন লোকদেরও দান করতেন, যাদের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল যে, পাপের ফলে আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে (উপুড় করে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তাঁর দান করা ও না-করাটা হয়েছিল আল্লাহর জন্য। ওই যে তিনি ইরশাদ করেছেন—

> *"যার ভালোবাসা ও ঘৃণা আল্লাহর জন্য হয়, এবং যার দান করা ও না-করাটাও হয় আল্লাহর জন্যই; সে-ই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।"*[১]

'সহিহ বুখারিতে এসেছে—

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৬৮১; তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২৫২১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إنما أنا قاسم لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا ولكن أضع حيث أمرت

> *"আমি তো বিতরণকারী মাত্র; (নিজের ইচ্ছেমতো) কাউকে দিই না, আবার কাউকে না দিয়ে বিরত থাকতে চাই না; বরং যেখানে দিতে আমি আদিষ্ট হই সেখানেই দিই।"*[১]

'প্রেমাস্পদের যেই রূপ ও অবয়ব হৃদয়ে ভেসে থাকে, প্রেমিক সেটারই অনুগামী হয়। সেই রূপটা যেই ধরনেরই হোক—সেটার চাহিদা ও অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটে প্রেমিকের ঘৃণা-ভালোবাসা, হাসি-আনন্দ, মনের অস্থিরতা ও প্রফুল্লতা। ফলে, প্রেমিকের মনের মধ্যে প্রেমাস্পদের সেই রূপটা নিজের একটা আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব দাঁড় করিয়ে ফেলে; প্রেমিক অনুভব করে, যে, সেটা তাকে কখনো কোনো আদেশ করছে, আবার কখনো কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। যেমন—অনেকে স্বপ্নে নিজের ভালোবাসার মানুষ বা কোনো শ্রদ্ধাভাজনকে এভাবে দেখে যে, তিনি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করছেন কিংবা কোনো খবরাখবর দিচ্ছেন।

'আবার, মুশরিকদের বেলায় তাদের দেব-দেবি'র সুরতে শয়তানরাই তাদেরকে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ করে। আসলে, তারা নফসের চাহিদারই পূজা করে। আল্লাহর পছন্দমতো ও সন্তোষজনক পন্থার ইবাদত তাদের ভালো লাগে না; তারা মনে করে, এভাবে ইবাদত করলে, ওলির পর্যায় থেকে তাদের অবনতি ঘটবে। তাই, তারা নিজেদের ধারণামতো শক্তিশালী(!) এক ভালোবাসা আবিষ্কার করেছে, বানিয়েছে নিজেদের মনমতো ইবাদত ও ইলাহ'র স্বীকৃতির অন্য এক রূপ; এবং আবেগ ও দুনিয়াবিরাগের ভিন্নরকম পন্থা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু আফসোস, তাদের আবিষ্কৃত সবকিছুতে মিশে আছে শিরক ও বিদআতের সর্বনাশী বিষ। ফলে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে না হওয়ায়, আল্লাহর জন্য ভালোবাসাটাও কোনো কাজে আসবে না তাদের।

[১] মুসনাদু আহমাদ ২/৪৮২; বুখারি, হাদিস নং [illegible]

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাওহিদি ভালোবাসার কয়েকটি আবশ্যক প্রতিক্রিয়া

মজলিসের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে শাইখ 'তাওহিদি ভালোবাসা'র তাৎপর্য বলতে লাগলেন—

'তাওহিদি ভালোবাসা হলো রাসূলের অনুসরণে একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসা। কুরআনে যেমন এসেছে—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

> "বলুন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।"[১]

'একারণে যারা প্রকৃতই রাসূলের অনুসারী, তাদের ভালোবাসায় জিহাদের উপস্থিতি থাকে; জিহাদ না-থাকলে সেটির আকাঙ্ক্ষা অন্তত থাকে। তাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়; তারা থাকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সেই সাথিদের মিল্লাতের ওপর; যারা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিল—

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

> "আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা করো, তাদের থেকে মুক্ত; আমরা তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করলাম; এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগ পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রকাশ্য বিরোধ ও শত্রুতা স্থাপিত হলো।"[২]

'ওই সম্প্রদায়ের সম্বোধিত লোকেরা আল্লাহকে ভালোবাসলেও তাতে শিরক মিশ্রিত ছিল; তারা রাসূলের অনুসারী ছিল না; জিহাদ করত না; এর মানে হলো, তাদের ভালোবাসাটাই খাঁটি ও খালেস ছিল না; ছিল মেকি ও শিরক-তাওহিদের মিশ্ররূপ।

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১
[২] সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত-ক্রম : ০৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এই বিষয়টি আলোচনার জন্যই শাইখ আবু তালিব মাক্কি নিজের কিতাবের নাম দিয়েছেন—"কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব ওয়া ওয়াসফু তারিকিল মুরিদ ইলা মাকামিত তাওহিদ"।'

এই অবধি বলার পর শাইখ তাঁর মজলিসের সমাপ্তি টানলেন; মহান রবের নিকট দুআ করলেন এই আশা ব্যক্ত করে, তিনি যেন আবারও আমাদেরকে আগামী মজলিসে একত্র হওয়ার তাওফিক দান করেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঊনবিংশ মজলিস

আত্মার আমল

- আত্মার আমল ও তাতে মানুষের স্তরভেদ
- আল্লাহপ্রেমিকেরাও কখনো কখনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে
- সততা : মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্যরেখা
- কথা ও কাজের সততা
- আত্মিক বিষয়াদিই দ্বীনের মূল অংশ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উনবিংশ মজলিস

আত্মার আমল

আজকের মজলিসে শাইখ শুধু আত্মার আমল নিয়েই কথা বলেছেন; কোনো ব্যাধি বা ব্যাধির প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি 'আত্মার আমল' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন, আলোচ্য আমলগুলো কেবলই আত্মার জন্য। অবশ্য, এখানকার কিছু আমলের আলোচনা শাইখ আগেও করেছেন আরোগ্য ও ব্যাধি হিসেবে; তবে এখানে আবার সেগুলো ব্যাপক শব্দে উল্লেখ করে গুরুত্বপূর্ণগুলোর প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।

শাইখ আসন গ্রহণ করলেন; সামনে তাঁর অমূল্য কথামালার প্রতীক্ষায় চাতকপাখি হয়ে বসে আছেন উলামায়ে কেরাম, তালিবুল ইলম ও নানা শ্রেণি-পেশার জ্ঞানী গুণীজন। শাইখের কণ্ঠে তখন অনুরণিত হতে লাগল পরম করুণাময়ের হামদ এবং প্রিয়তম নবীজির দরূদ। এরপর তিনি আরজ করলেন—

আত্মার আমল ও তাতে মানুষের স্তরভেদ

'হৃদয় ও আত্মার আমলের বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বলতে চাচ্ছি; এগুলোকে আপনারা নির্বাচিত কিছু আলাপ ও অবস্থার বর্ণনাও বলতে পারেন, কিন্তু এগুলোই মূলত দ্বীন ও ঈমানের মূলনীতি। যেমন—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি ভরসা, নিজের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা, আল্লাহর শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা, তাঁর হুকুমের ওপর সবর ও ধৈর্য ধারণ করা, তাঁকে ভয় করা, এবং তাঁর কাছেই যেকোনো কিছুর আশা করা ইত্যাদি। মুমিনদের মধ্য থেকে আল্লাহর হক আদায়ে সচেষ্ট কিছু মানুষ এই কাজগুলো সম্পাদন করে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সব ইমামের মতেই উল্লিখিত আমলগুলো সর্বস্তরের মানুষের ওপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে শারীরিক আমল হিসেবে মানুষের যেমন তিনটি স্তর রয়েছে, তেমনি অন্তরের আমলের ক্ষেত্রেও তাদের তিনটি স্তর আছে। সেগুলো হলো—নিজের প্রতি অবিচারকারী, মধ্যমপন্থী, এবং কল্যাণে অগ্রগামী।

'এর মধ্যে নিজের ওপর অবিচারকারী হলো সে ব্যক্তি—যে আদিষ্ট করণীয় বিষয় বর্জন করে, নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হয়। মধ্যমপন্থী হলো সে—যে আবশ্যক বিষয়গুলো সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলো থেকে বেঁচে থাকে। আর কল্যাণে অগ্রগামী হলো ওই ব্যক্তি—যে সাধ্যানুসারে সুন্নত ও ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করে, হারাম ও মাকরূহ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকে এবং এভাবেই সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশ্য মধ্যমপন্থী ও কল্যাণে অগ্রগামীও কখনো কখনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা আবার তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তো তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। তো, আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন গুনাহমোচনকারী নেকআমলের মাধ্যমে কিংবা দুশ্চিন্তায় ফেলা কোনো মুসিবত বা এ-জাতীয় কিছু দ্বারা।

'তবে মধ্যমপন্থী ও কল্যাণে অগ্রগামী—এই উভয় স্তরের মানুষই আল্লাহর ওলি; যাদের কথা কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> *"শোনো, আল্লাহর ওলি যারা, তাদের কোনো ভয় ও পেরেশানি নেই।"*[১]

'বোঝা গেল, মুমিন ও মুত্তাকিগণই আল্লাহর ওলি। পার্থক্য এটুকু যে, মধ্যমপন্থীগণ হলেন ওলিদের মধ্যে সাধারণ আর অগ্রগামীগণ হলেন বিশেষ; বরং এই অগ্রগামীগণ অন্যদের চেয়ে অনেক ওপরের স্তরের হয়ে থাকেন; যেমন, নবী ও সিদ্দিক।

'হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উভয় শ্রেণিরই আলোচনা করেছেন। বুখারি শরিফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৬২

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

> *'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরজ করেছি, সেগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয় অন্য কিছু দ্বারা কেউ আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে; এমনকি, অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; এবং আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে নিশ্চিতভাবে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আশ্রয় প্রার্থনা করলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে; সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি; কিন্তু মৃত্যু তো তার অবধারিত।"[১]*

'আর, মুমিনদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের ওপর অবিচারকারী; ঈমান ও তাকওয়া অনুপাতে তার মধ্যেও ওলিত্ব আছে; যেমনিভাবে, গুনাহের পরিমাণে ওলির বিপরীতটাও তার মধ্যে বিরাজমান। এজন্যই তো অনেক সময় একই ব্যক্তিকে দেখা যায়, বিভিন্ন নেকআমল করে পুরস্কারযোগ্য হয়ে আছে, আবার নানারকম গুনাহে জড়িয়ে শাস্তির হকদারও হয়ে গেছে। এর অনিবার্য ফল হলো, আল্লাহর

---

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম :, হাদিস-ক্রম : ৬৫০২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষ থেকে ক্ষমা না পেলে সে পুরস্কার ও শাস্তি—উভয়টিই পাবে। সাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ ইমামগণ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সবাই একথাই বলেন, বিন্দু পরিমাণ ঈমানের ধারকও চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। তবে খারেজি ও মুতাযিলা গোষ্ঠী বলে, "আহলে কিবলা'র যারা জাহান্নামে একবার প্রবেশ করবে, তাদের আর সেখান থেকে বের করা হবে না; কবিরা গুনাহকারীদের বেলায় রাসূল বা অন্য কারও সুপারিশ চলবে না।"

'তাদের মতে একই ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কার এবং নেকআমল ও বদআমলের অধিকারী হতে পারে না, বরং যাকে পুরস্কৃত করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, আর যাকে শাস্তি দেওয়া হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে না। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের মতের পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের অনেক দলিল আছে এবং উভয় পক্ষের মতের ভিত্তিতে অনেক শাখাগত মাসআলাও আছে, সেগুলো আমি যথাস্থানে আলোচনা করেছি; এখানে সেগুলোর আলোচনা প্রয়োজন মনে করছি না।'

আল্লাহপ্রেমিকরাও কখনো কখনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে

আমি বললাম, 'মুহতারাম, আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যাপারে মনের নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার জন্য আরও কিছু উদাহরণ আর দৃষ্টান্ত পেশ করলে আমাদের উপকার হতো।'

শাইখ বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে শুনুন—'যে ব্যক্তি বাস্তবেই ঈমানকে ধারণ করবে, তার ভেতরে ঈমান অনুপাতে আল্লাহর প্রতি ভয়, ভরসা, ভালোবাসা, শোকর, ইখলাস ও আশা—ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই থাকবে, যদিও সে গুনাহগার হয়। সহিহ বুখারিতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক বর্ণনা এসেছে এভাবে—

أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله

> "নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক লোকের নাম ছিল আবদুল্লাহ, ডাকনাম হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহকে হাসাত। রাসূলুল্লাহ তাকে শরাব পান করার অপরাধে বেত্রাঘাত করতেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হলো। তখন উপস্থিত লোকদের মাঝ থেকে একজন বলল, 'হে আল্লাহ! তার ওপর লানত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হলো!' তখন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে লানত করো না; আল্লাহর কসম, আমি জানি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।'"[১]

'এই হাদিস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অনেক সময় মদ্যপ লোকও আল্লাহ-রাসূলপ্রেমী হয়; আর আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাই তো ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল। আবার, কখনো দেখা যায় আবেদ-যাহেদ (ইবাদতগুজার-দুনিয়াবিরাগী) ব্যক্তিও আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় হয়ে যায় অন্তরের নিফাক ও বিদআতের কারণে। হজরত আলি ও আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনায় অনেক সহিহ হাদিসেই এসেছে, যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজিদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "তোমাদের যে কারও সালাত তাদের সালাতের কাছে তুচ্ছ মনে হবে; তোমাদের যে কারও সিয়াম ও তিলাওয়াত তাদের সিয়াম ও তিলাওয়াতের তুলনায় নিতান্তই নিম্ন রূপে দেখা দেবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না। ইসলাম থেকে তারা বেরিয়ে যাবে, তির যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানে পাবে, হত্যা করবে; কারণ, তাদের হত্যাকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হবে। আর আমি যদি তাদেরকে পেতাম, আদ জাতির মতো হত্যা করতাম।"[২]

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম :, হাদিস-ক্রম : ৬৭৮০; জামিউল উসুল ৩/৫৯৪

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৬১০, ৩৩৪৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৩৪৬, ২৩৪১; জামিউল উসুল

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম আমিরুল মুমিনিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলে নবীজির সেই হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। আরেক সহিহ হাদিসে এই খারেজিদের ব্যাপারেই নবীজি বলেছেন—

> *"মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ অংশটির বিরোধিতায় লিপ্ত হবে একদল ধর্মত্যাগী লোক; এদেরকে হকের বেশি নিকটবর্তী লোকেরাই হত্যা করবে।"*[১]

একারণেই সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ সহ অনেক ইমাম বলেছেন, "ইবলিসের কাছে সাধারণ গুনাহের চেয়ে বিদআত বেশি পছন্দের; কারণ, সাধারণ গুনাহ থেকে তাওবা করা হলেও বিদআত থেকে তাওবা করা হয় না।"

শাইখ এই কথার সঙ্গে আরও আরও কথা যুক্ত করছিলেন; মাঝ দিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'মুহতারাম, ইমামদের ওই কথাটুকু একটু ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হতো।'

শাইখ বললেন, 'তাঁরা যে বলেছেন "বিদআত থেকে তাওবা করা হয় না" এর মানে হলো, বিদআতি ব্যক্তি যেই বিষয়টাকে দ্বীন রূপে গ্রহণ করেছে, সেটার অনুমোদন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেননি; বরং শয়তান তার সামনে মন্দকর্মকে উত্তমকর্ম-রূপে পেশ করেছে; আর, সে-ও ধোঁকায় পড়ে একে ভালো ও উত্তম বলে বিশ্বাস করে বসে আছে। তো, যতদিন সে একে ভালো মনে করবে, ততদিন তো আর তাওবা করবে না। কারণ, তাওবার প্রথম পর্যায়ই হলো, কাজটা যে মন্দ তা অনুধাবন করতে পারা; অথবা এটা বুঝতে পারা যে, এ কাজের কারণে একটি জরুরি বা জরুরি নয় কিন্তু উত্তম কাজ ছুটে গেছে। তাহলেই-না তাওবা ও ছুটে-যাওয়া-সৎকর্মটি করা যাবে। এখন, যেই কাজ মূলে অসৎ; সেটাকে যতদিন সৎ মনে করে পালন করা হবে; ততদিন তো সেটা থেকে তাওবা করা হবে না।

'তবে তাওবা করা সম্ভব হবে, যদি আল্লাহ তাআলা হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার সামনে হক ও সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেন। যেমনিভাবে তিনি হিদায়াত দান করেছেন অনেক কাফির, মুনাফিক, বিদআতি ও গোমরাহ লোককে। নিজের জ্ঞাত সত্যকে মেনে চললে অমন হিদায়াত পাওয়া যায়।

১০/৮৩

[১] মুসলিম ২/৭৪৫, আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সনদে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাধারণত, বান্দা যখন নিজের জ্ঞাত সত্যটুকুর ওপর আমল করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানও দান করেন। দেখুন, কুরআন বলছে—

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَنٰهُمْ تَقْوَنٰهُمْ

> "যারা সৎপথে চলে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত আরও বাড়িয়ে দেন; এবং তাদেরকে দান করেন তাকওয়া।"[১]

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا . وَإِذًا لَّأَتَيْنٰهُم
مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا . وَلَهَدَيْنٰهُمْ صِرٰطًا مُّسْتَقِيمًا

> "তাদেরকে যেই নসিহত করা হয়, তারা সেই নসিহত অনুযায়ী আমল করলে সেটাই তাদের জন্য উত্তম ও দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার মজবুত মাধ্যম হতো। আর, তখন আমি তাদেরকে নিজের তরফ থেকে বিরাট পুরস্কার দিতাম; এবং প্রদর্শন করতাম সরল-সোজা পথ।"[২]

'অন্যত্র এসেছে—

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ
وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ

> "মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো; তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন; এবং দান করবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে...।"[৩]

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ

> "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদেরকে আঁধার চিরে আলোর দিকে নিয়ে যান।"[৪]

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-ক্রম : ১৭
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৬৬-৬৮
[৩] সূরা হাদিদ, আয়াত-ক্রম : ২৮
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৫৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ. يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

> *"তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে; আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে যে চলে, তাকে তিনি সেই কিতাবের মাধ্যমে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।"*[১]

'মোটকথা, কুরআন ও সুন্নাহতে আমাদের উপর্যুক্ত কথাটির অগণিত দলিল বিদ্যমান।

'এমনিভাবে, প্রবৃত্তির মোহে পড়ে জ্ঞাত-সত্যের ওপর যে আমল করে না, সে কিন্তু মূর্খতা ও গোমরাহিতে পতিত হয়; এমনকি, একপর্যায়ে সুস্পষ্ট সত্যও তার কাছে ঘোলাটে মনে হয়, সূর্যের মতো দীপ্তিমান সত্যও তার অন্তর অনুধাবন করতে পারে না। যেমন—আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

> *"তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল; তখন আল্লাহও তাদের অন্তর বক্র করে দিলেন।"*[২]

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا

> *"তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত; আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।"*[৩]

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

> *"তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে—তাদের নিকট যদি কোনো*

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ১৫-১৬
[২] সূরা সাফ, আয়াত-ক্রম : ০৫
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *নিদর্শন আসত তবে তারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনত। বলুন, নিদর্শন (আনার ব্যাপারটি) হলো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। নিদর্শন আসলেও তারা যে ঈমান আনবে না, এ কথা কীভাবে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে? বস্তুত আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি...।"*[১]

'এ কারণে সাঈদ ইবনু জুবাইর সহ সালাফের অনেকেই বলেছেন, "সৎকর্মের পুরস্কার হলো, সেটার পরে আবারও সৎকর্ম করতে পারা; আর, অসৎকর্মের শাস্তি হলো, সেটার পরে আবারও অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়া।"

'বুখারি ও মুসলিম শরিফে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে, নবীজি বলেছেন,

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

> *"সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে পরিণামে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে পরিণামে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।"'*[২]

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১০৯-১১০

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬০৯৪, মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬০৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সততা : মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্যরেখা

আমি বললাম, 'আমাদের শাইখ তো সবসময় বলেন, সততা এমন এক নেককাজ, যা থেকে আরও বহু নেককাজের ঝর্ণা শুরু হয় এবং এজন্যই সততা হলো হৃদয়ের প্রাণসঞ্জীবনী উপাদান। তো, শাইখ, হৃদয়ের এই প্রাণসঞ্জীবনী উপাদানটির বিষয়ে আমাদেরকে যদি আরও একটু খোলাসা করে বলতেন; সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে সততা ও ইখলাসের পার্থক্যও যদি বুঝিয়ে দিতেন!'

শাইখ বললেন, 'এ বিষয়ে জানাটা তো আপনাদের হক; সুতরাং এ-নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলবই। তো, আল্লাহর তাওফিকে বলতে চাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সততা হলো এক অনন্য উৎস, যা থেকে আরও নেক ও ভালো সৃষ্টি হয়; পক্ষান্তরে, মিথ্যা ও অসততা এমন সর্বনাশী, যার প্রতিক্রিয়ায় আরও আরও অপকর্ম ঘটতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

> *"সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে; এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে।"*[১]

'এ-কারণেই বিভিন্ন শাইখ তাঁদের অনুসারীদেরকে তাওবার কথা বলতে গেলে এবং হৃদয়কে কষ্ট-ক্লান্ত ও আল্লাহর রহম থেকে বিতাড়িত না-হতে-দেওয়ার পন্থা বলতে চাইলে—সততার আদেশ করতেন। খেয়াল করলে দেখবেন, মহান ইমামগণ ও মাশায়েখে কেরামের বাণীগুলোতে খুব বেশি-পরিমাণে সততা ও ইখলাসের আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি, তাঁরা বলতেন, "যে সততা অবলম্বন করে না; তাকে আমার অনুসারী হতে মানা কোরো।"

'তাঁদের বাণী আছে—"সততা হলো আল্লাহর জমিনে এক তলোয়ার-স্বরূপ; একে যার ওপর রাখা হবে, তাকেই সে কেটে ফেলবে।" ইউসুফ ইবনু আসবাতসহ অনেক শাইখ বলতেন, "বান্দার সততা আসলে আল্লাহর মর্জি-মোতাবেকই হয়।" মোটকথা, মাশায়েখের এমন উক্তি অনেক।

'এরপরের কথা এই—সততা ও ইখলাস হলো ঈমান ও ইসলামের বাস্তবায়ন। কারণ, নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় দুই শ্রেণির লোক; মুমিন ও মুনাফিক; আর, এই দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যকারী হলো সততা। যেমন—কুরআনে আল্লাহ

[১] সূরা ইনফিতার, আয়াত-ক্রম : ১৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা ইরশাদ করেন—

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَـٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।"

'এর পরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ

> "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে, তারাই মূলত সত্যনিষ্ঠ।"[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ

> "ধন-সম্পদ ও দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"[২]

'এখানে আল্লাহ তাআলা বললেন যে, ঈমানের দাবিতে মুমিনরাই সত্যবাদী;

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত-ক্রম : ১৫

[২] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ০৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যারা ঈমান আনয়নের পর আবার পিছু হটেনি; বরং জান ও মাল ব্যয় করেছে আল্লাহর পথে জিহাদে। এই যে ঈমান আনয়ন, তার পরে ঈমানের ওপর বাস্তবিকভাবে অটল থাকাকে সততার মাপকাঠি নির্ধারণ, আল্লাহর রাহে সর্বাত্মক জিহাদ করা—এসবের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী—সবার কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۦنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ

> *"যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং জ্ঞান যা কিছু প্রদান করেছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক কোনো রাসূল যখন তোমাদের নিকট আসবে, তখন অবশ্য তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা অঙ্গীকার করলে তো? এবং যে বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলাম, তোমরা তা মানলে তো?'"*[১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> *"প্রতিজন নবীর কাছ থেকেই আল্লাহ তাআলা এই ওয়াদা নিয়েছেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তপ্রাপ্ত হলে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করবেন।"*[২]

'অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৮১
[২] মুখতাসারু তাফসিরি ইবনি কাসির ১/২৯৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

> *"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি; এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি; যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ; যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি ও মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ-জন্যে যে, আল্লাহ জেনে নেবেন, না দেখে কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"[১]*

'এখানে আল্লাহ তাআলা কিতাব ও ন্যায়নীতি অবতারণের কথা বললেন, ইনসাফ কায়েমের জন্য লোহা অবতারণের কথাও উল্লেখ করলেন, সাথে আবার বললেন, তিনি দেখে নেবেন—কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। অতএব বোঝা গেল, দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয় পথপ্রদর্শনকারী কিতাব আর সহায়তাকারী তরবারির মাধ্যমে। তবে প্রকৃত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী তো মহান রব নিজেই।

'আরেকটি বিষয়—কুরআন ও লোহা—যদিও উভয়ের ক্ষেত্রেই 'অবতরণ' শব্দ এসেছে; তবে দুটোই আলাদা আলাদা অবস্থান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

> *"প্রজ্ঞাময়-পরাক্রমশালী আল্লাহর তরফ থেকে এই কিতাব নাজিল হয়েছে।"[২]*

'অন্যত্র বলেছেন—

كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

> *"এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত; অতঃপর তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।"[৩]*

[১] সূরা হাদিদ, আয়াত-ক্রম : ২৫
[২] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ০১
[৩] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ০১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরেক জায়গায় এসেছে—

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

> "এবং আপনাকে কুরআন প্রদান করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহর কাছ থেকে।"[১]

'অপরদিকে, লোহা অবতীর্ণ হয়েছে তার সৃষ্টিস্থল পাহাড় থেকে। ঈমানের দাবিতে কারা সৎ—এই বর্ণনা যেমন আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তেমনি দ্বীনের মৌলিক উপাদান ন্যায় ও সততার দাবিতে কারা সৎ—সেই বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর ইরশাদ—

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ وَالنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ۖ وَالصَّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِۗ أُو۟لَٰٓئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا۟ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

> *"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ করেছে সে-ই, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত-দিবস, ফেরেশতাকুল, কুরআন ও সমস্ত নবী-রাসূলের ওপর; যে তাঁরই (আল্লাহরই) মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করেছে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে; সাথে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, (ফরয হয়ে থাকলে) যাকাত দান করেছে; আর, (তারাও প্রকৃত সৎকর্মশীল) যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী; তারাই প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী, আর, তারাই পরহেজগার।"*[২]

'অপরদিকে, মুনাফিকদেরকে বিভিন্ন আয়াতে মিথ্যুক বলে আখ্যা দিয়েছেন

[১] সূরা নামল, আয়াত-ক্রম : ০৬

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ। যেমন—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

> “তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত; আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন; আর তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।”[১]

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

> “মুনাফিকরা আপনার কাছে এলে, বলে, আমরা সাক্ষ্য দিই—আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল; (তবু) আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মুনাফিকরা (তাদের দাবিতে) মিথ্যুক।”[২]

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

> “তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ-জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল; এবং তারা মিথ্যা কথা বলত।”[৩]

‘মোটকথা, কুরআনে এমন বহু আয়াত বিদ্যমান আছে।’

কথা ও কাজের সততা

‘এ পর্যায়ে শাইখ যখন একটু থামলেন, আমি বললাম, ‘শাইখ, এই যে সততার কথা আমাদের শোনালেন, আমাদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন, ইনশাআল্লাহ, আমরা তো নিজেদেরকে তেমনই গড়ার চেষ্টা করব, কিন্তু এই সততা কি শুধু অন্তরের কথার বেলায়ই, নাকি কাজের ক্ষেত্রেও এই সততার প্রয়োজন আছে?’

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০
[২] সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-ক্রম : ০১
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ৭৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাইখ বললেন, 'প্রিয় বন্ধুগণ, এ-কথা আপনাদের জানা থাকা জরুরি, যে, সততা ও সত্যায়ন শুধু কথায় নয়, কাজের বেলায়ও হতে হয়। যেমন—সহিহ হাদিসে নবীজির বাণী এসেছে—

> *"আদম সন্তানের ওপর ব্যাভিচারের অংশ লিখে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেকে অবশ্যই নিজের অংশ পূরণ করে ফেলবে; চোখ-দুটি ব্যভিচার করবে; এদের ব্যাভিচার হলো কু-দৃষ্টি; কর্ণ দুটি ব্যাভিচার করবে; এদের ব্যাভিচার হলো অবৈধ শ্রবণ; হাত দুটো ব্যাভিচার করবে; এদের ব্যাভিচার হলো নিষিদ্ধ স্পর্শ; পা দুটি ব্যাভিচার করবে; এদের ব্যাভিচার হলো অনৈতিক পথে চলা; অন্তর এসবের চাহিদা ও কামনা করবে; আর, যৌনাঙ্গ সেটাকে হয়তো বাস্তবায়িত করবে নয়তো ব্যর্থ করে দেবে।"[১]*

'কেউ যখন হত্যার পুরোপুরি ইচ্ছা নিয়ে হামলা করে, তখন মানুষ বলে—অমুকেরা দুশমনের ওপর সত্যি সত্যিই হামলা করেছে। ভালোবাসার পূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে ভালোবাসলে, লোকে বলে—অমুক তো সত্যিই আশেক ও প্রেমিক। মোটকথা, ইচ্ছা ইরাদা ও আকাঙ্ক্ষায় যে সৎ, লোকে তাকেই সত্যবাদী বলে। আবার, এমন লোক নিজের কাজের বেলায়ও সততা ধারণ করে। কাজে সততা দেখালেই মানুষ বলে, লোকটি তার কথায় ও বক্তৃতায় সৎ। পক্ষান্তরে, মুনাফিক হলো সত্যবাদী মুমিনের বিপরীত; সে নিজের কথায় বা কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যেমন—রিয়াপূর্ণ (লোক-দেখানো) আমল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ

> *"মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে চাতুরি করে; আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রাখেন; তারা সালাতে দাঁড়ালে অলসতা নিয়ে দাঁড়ায়; (মূলত তারা) মানুষকে দেখায় (যে, আমরা সালাত পড়ছি)।"'[২]*

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৫৭

[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১৪২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মিক বিষয়াদিই দ্বীনের মূল অংশ

সততা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে শাইখ আমাদেরকে ইখলাসের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। বললেন, 'ইখলাসই ইসলামের মূল; কারণ, ইসলাম মানে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা, অন্য কারও কাছে নয়। যেমন কুরআনের ইরশাদ—

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

> *"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : একটি লোকের ওপর পরস্পর-বিরোধী কয়েকজন মালিক রয়েছে আর আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন; এদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?"*[১]

'যে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করল না, সে মূলত অহংকার দেখাল; অপরদিকে, যে নিজেকে আল্লাহ ও গাইরুল্লাহ—উভয়ের কাছে সমর্পণ করল, সে করল শিরক; আর, শিরক-অহংকার এবং ইসলাম—এরা হলো পরস্পরের চরম বিরোধী। এ কথা কুরআনের বহু আয়াতে আছে।

'এজন্যই তো ইসলামের মানে হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর এ কথার অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে, অন্য যে কারও উপাসনা বর্জন করতে হবে। এটি মূলত সর্বযুগের ইসলাম, যা ব্যতীত কোনো যুগের কারও ইবাদতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন কুরআনে আছে—

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> *"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না; আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"*[২]

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا

[১] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ২৯

[২] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৮৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

> *"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) ধর্ম হলো ইসলাম...।"[১]*

'উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, যে, বাস্তবে আমাদের দ্বীনের মূল অংশ হলো আত্মিক ইলম ও আমল; সেগুলো ব্যতীত বাহ্যিক আমলের কোনো কার্যকারিতা নেই। যেমন—মুসনাদে আহমাদে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> *"ইসলাম (আত্মসমর্পণ) হলো প্রকাশ্য বিষয়; আর ঈমান (বিশ্বাস) হলো অন্তরের।"[২]*

'এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> *"হালাল বিষয়াদি স্পষ্ট; হারামও স্পষ্ট; আর, এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়—যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে; আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়বে, সে ওই রাখালের মতো, যে তার পশুকে বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়; অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়বে—এ আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে; আর আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর পক্ষ থেকে (বিধিবদ্ধ) নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, সেটি ঠিক হয়ে গেলে গোটা শরীরই ঠিক হয়ে যায়, আর সেটি খারাপ হয়ে গেলে গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, গোশতের সেই টুকরোটি হলো অন্তর।"[৩]*

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৮-১৯

[২] যঈফুল জামি' আস-সগির, হাদিস-ক্রম : ২২৮০

[৩] মুখতাসারু সহিহিল বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১৮৩৯৬,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত—

> *"অন্তর হলো বাদশাহ, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সেনাদল; বাদশাহ ভালো হলে সেনাদলও ভালো হবে; আর বাদশাহ খারাপ হয়ে গেলে সেনাদলও খারাপ হয়ে যাবে।"*[১]

এ-পর্যায়ে এসে শাইখ থামলেন; এরপর কাউকে কিছু বলতে-না-দেখে, হামদ ও সালাত পড়ে মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

১১৮৪০; বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৫৯৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিংশ মজলিস

প্রতিটি মানুষ অন্তরের কর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে

- প্রতিটি মানুষ হৃদয়ের বিশেষ ক্রিয়াকলাপের জন্য আদিষ্ট
- সংশোধনযোগ্য কিছু ভুল
- ভাগ্য নির্ধারিত থাকাটা আমলের পরিপন্থী নয়
- সৃষ্টি-সংক্রান্ত ও দ্বীন-সংশ্লিষ্ট বিষয়

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিংশ মজলিস

প্রতিটি মানুষ অন্তরের কর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে

মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন বিদগ্ধ আলেম, যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ, উম্মাহর আকাশের উজ্জ্বল তারকা, ইমামুল আইম্মা, হাফেজ তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবদিল হালিম ইবনু আবদিস সালাম ইবনু তাইমিয়া আল-হাররানি। তাঁর জন্য নির্ধারিত উঁচু আসনে এইমাত্র তিনি আসন গ্রহণ করেছেন। এইভাবে আসনের ফলে পুরো মজলিসের সর্বদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করতে পারছেন। মজলিসে উপস্থিত প্রতিটি প্রাণ পিনপতন-নীরবতা নিয়ে তাঁর পানে চেয়ে আছে—কখন তাঁর জবান থেকে আলোকিত বর্ণের মুক্তো ঝরবে। বেশি-সময় প্রতীক্ষায় থাকতে হলো না; শিগগিরই শাইখের গুরুগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি বিরাজমান নীরবতার দেয়ালে আঘাত হানল। প্রতিটি শ্রোতা মুহূর্তেই মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে শুনতে থাকল তাঁর কালাম—

الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

> *‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা’আলার, যিনি নবীগণকে পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছেন সত্য কিতাব, যার দ্বারা মানুষের মাঝে তিনি বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত, সুস্পষ্টরূপে প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর*

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *কিতাবের ব্যাপারে নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত মতভেদ করেছে তারাই, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল; অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক লা শরিক আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; যেমনিভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন মহান রব নিজেই, যে, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন ফেরেশতা ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণ; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

'আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; যাঁর মাধ্যমে তিনি নবীগণের সিলসিলা সমাপ্ত করেছেন, ওলিগণকে হিদায়াত করেছেন এবং যাঁকে তিনি কুরআনের এই ঘোষণা দিয়ে পাঠিয়েছেন—

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ.

> *"তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (হে নবী) এ-সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে তবে বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই প্রতি ভরসা করি; এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।"*[১]

'তাঁর প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রহমত ও সর্বাঙ্গীন শান্তি বর্ষিত হোক।

'প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে অন্তর-সংশ্লিষ্ট সেসব কর্ম নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো করতে বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে। যেগুলো সম্পাদন করলে বান্দা তার রবের নিকটে হবে নন্দিত ও প্রশংসিত। এক্ষেত্রে বান্দাদের মাঝে সাধারণ ও বিশেষ বলে কোনো পার্থক্য নেই; বরং যারা এমন

[১] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ১২৮-১২৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পার্থক্যের দাবি করে, ইনশাআল্লাহ, আমরা তাদের ভুলও স্পষ্ট করে দেব।'

প্রতিটি মানুষ হৃদয়ের বিশেষ ক্রিয়াকলাপের জন্য আদিষ্ট

'সমস্ত সঠিকতার মালিক মহান আল্লাহর তাওফিকে বলতে চাই—আত্মিক ও ভেতরজগতের আমলসমূহের (যেমন, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা, ভরসা ও সন্তুষ্টি—ইত্যাদি) মধ্য থেকে প্রত্যেকটিরই সম্পাদন-ব্যাপারে সাধারণ-বিশেষ—নির্বিশেষে সব মানুষকে আদেশ করা হয়েছে। যে যত ওপরের স্তরেই উঠে যাক না কেন, এই আমলগুলো ছেড়ে দেওয়াটা কোনো অবস্থাতেই প্রশংসাযোগ্য নয়। আর এই আমলগুলোর বিপরীতে দুঃখ-দুশ্চিন্তা এমন এক ব্যাপার, যা করতে না আল্লাহ বলেছেন,আর না বলেছেন তাঁর রাসূল। বরং বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপারে তাঁদের নিষেধাজ্ঞা এসেছে; এমনকি, সেই দুঃখ-দুশ্চিন্তার সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> *"আর, তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কোরো না; মুমিন হয়ে থাকলে তোমরাই হবে বিজয়ী।"*[১]

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

> *"তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না; এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।"*[২]

إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ

> *"যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"*[৩]

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৩৯
[২] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ১২৭
[৩] সূরা তাওবা, আয়াত-ক্রম : ৪০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "তাদের কথা যেন আপনাকে পেরেশান না-করে।"[১]

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

> "এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও, তজ্জন্যে দুঃখিত না হও; এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তজ্জন্যে উল্লসিত না হও।"[২]

'অনেক আয়াতে এমন কথা আছে। এর কারণ হলো, পেরেশান হওয়ার দ্বারা কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই; বিশেষ কোনো ফায়দাও নেই; আর, যেই কাজ ফায়দাহীন-অনর্থক, আল্লাহ তাআলা সেটার আদেশ করেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ এই ধরনের পেরেশানি করলেও এর সঙ্গে কোনো হারামকে জড়িয়ে না ফেললে গুনাহগার হবে না। যেমন—বিপদাপদে পেরেশান হওয়া; এতে কোনো সমস্যা নেই।

'হাদিসে এসেছে—

> "আল্লাহ তাআলা চোখের অশ্রু আর অন্তরের পেরেশানির কারণে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু এটির ('এটি' বলে নবীজি জিহ্বার দিকে ইশারা করেছেন) কারণে পাকড়াও করবেন; আবার, রহমও করবেন।"[৩]

'অন্যত্র নবীজি বলেছেন—

> "চোখের অশ্রু ঝরবে, হৃদয় পেরেশান ও বেদনার্ত হবে, তবু রবের অসন্তোষের কিছু আমরা বলব না।"[৪]

'কুরআনে যেমন এসেছে—

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

> 'তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় ইউসুফ! দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল; অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৬৫
[২] সূরা হাদীদ, আয়াত-ক্রম : ২৩
[৩] জামিউল উসুল ১১/১০১
[৪] জামিউল উসুল ১১/১০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্লিষ্ট।"[১]

'অনেক সময় পেরেশানির সঙ্গে এমন কিছু থাকে, যার কারণে পেরেশান ব্যক্তিটি নন্দিত ও পুরস্কৃত হয়; তবে তখনও পুরস্কার ও প্রশংসা হয় পেরেশানির সঙ্গে-থাকা-বিশেষ দিকটির কারণে, পেরেশানির কারণে নয়। যেমন—কেউ নিজের দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে পেরেশানিতে পড়ল; বা সর্বত্র মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত হলো। এমন ব্যক্তি পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হবে তার মনে থাকা কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা ও অকল্যাণের প্রতি ঘৃণার কারণে।

'কিন্তু এই পেরেশানিতে পড়ে যদি সবর ও জিহাদের মতো করণীয় কাজ সে ভুলে যায়, বা নিষিদ্ধ কোনো ফায়দা হাসিল ও ক্ষতির নিরোধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তো সব শেষ। কিন্তু করণীয় ও বর্জনীয় না ভুলে দ্বীন ও উম্মাহ নিয়ে পেরেশান হলে এর মাধ্যমে তার অবস্থান-অনুপাতে গুনাহ মোচন হবে। পক্ষান্তরে, এইরকম "ভালো পেরেশানি"র কারণেও মন দুর্বল হয়ে পড়লে এবং পেরেশানির কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ ভুলে গেলে, এই বিবেচনায় দোষী ও নিন্দিত হবে সে; যদিও অন্য বিবেচনায় (অর্থাৎ, দ্বীন ও উম্মাহ নিয়ে চিন্তার বিবেচনায়) সে প্রশংসাযোগ্য।

'আর, আল্লাহর প্রতি ভরসা, ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতা—এগুলো শুধু ভালোই-ভালো; এগুলো এমন নেককাজ—নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সাধারণ নেককার—যেকোনো স্তরের মানুষের ক্ষেত্রেই যা প্রশংসনীয়।

'যারা বলে—"এগুলো সাধারণ বান্দাদের বেলায়, বিশেষদের জন্য-নয়" তাদের কথার উদ্দেশ্য যদি হয়—বিশেষ বান্দাগণ এইসব গুণ ও আত্মিক আমল ধারণ করেন না, তাহলে তারা সুস্পষ্ট ভুল কথা বলছে; কারণ, এগুলো তো এমন অপরিহার্য বিষয়, যা থেকে শুধু কাফির ও মুনাফিকই মুক্ত থাকতে পারে; কোনো মুমিন এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।'

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-৮৬
https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংশোধনযোগ্য কিছু ভুল

শাইখ এখানে কোনো কোনো সুফি হযরতের বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি করায় এ নিয়ে আমাদের আরও কথা শোনার আগ্রহ জন্ম নিল। তাই আমি বললাম, 'মুহতারাম, আপনি নিশ্চয় জানেন, সুফিগণ এসবের ব্যাপারে মানুষকে 'সাধারণ' ও 'বিশেষ' স্তরে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক স্তরের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা অবস্থান সাব্যস্ত করেন। তারা বলেন, "তাওয়াক্কুল হলো খাদ্যের তালাশের ক্ষেত্রে নফসের সঙ্গে সংগ্রাম করা। আর বিশেষ স্তরের বান্দাদের তো নিজের নফসের সঙ্গে সংগ্রাম বা লড়াই করা লাগে না; বরং যে তাওয়াক্কুল করে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সে প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু চেয়ে নেয়; আর যে মারেফাতকে ধারণ করে, সে তো সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে প্রতিটি বস্তুর বাস্তবতা অবলোকন করতে পারে; তাই, সে কোনো কিছুই চায় না।"'

'সবসময়ে, বিশেষত সুফিদের ভুল স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে শাইখের মুখমণ্ডলে যে অন্যরকম এক আভা দেখা যায়, আজও তা ভেসে উঠেছে; জবাবের জন্য তাঁকে পূর্ণ প্রস্তুত মনে হচ্ছে; তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আল্লাহর তাওফিকে বলতে চাই, প্রথমত, শরয়িভাবে তাওয়াক্কুলটা স্রেফ দুনিয়াবি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; কারণ, তাওয়াক্কুলকারী তো নিজের দ্বীন ও অন্তরের সংশোধন এবং জবান ও ইরাদার হেফাজতের জন্য আল্লাহর ওপরেই ভরসা করে; এগুলোই তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; এ-জন্যই তো প্রত্যেক নামাজে বান্দা তার রবকে ডেকে বলে—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

> *"আমরা তোমারই ইবাদত করি; তোমারই সাহায্য চাই।"*[১]

'কুরআন বলছে—

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

> *"সুতরাং তাঁরই (আল্লাহরই) ইবাদত করো এবং তাঁর ওপরেই ভরসা*

[১] সূরা ফাতিহা, আয়াত-০৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> করো।”[১]

‘খাঁটি মুমিনের বক্তব্যরূপে বিবৃত হয়েছে—

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> “আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।”[২]

‘কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায়ই ইবাদত ও তাওয়াক্কুলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, এ দুটোর মধ্যে পুরো দ্বীন চলে আসে। এজন্যই জনৈক সালাফ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা সব আসমানি কিতাবকে কুরআনের মধ্যে একত্র করে দিয়েছেন; পুরো কুরআনের ইলমকে মুফাসসালের (হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহ) মধ্যে একত্র করে দিয়েছেন; মুফাসসালের ইলম একত্র করে দিয়েছেন সূরা ফাতিহার মধ্যে; আর সূরা ফাতিহার ইলম জমা করে দিয়েছেন إياك نعبد وإياك ° -এর মধ্যে।”

‘এই শব্দজোড়া এমন, যেগুলো রব ও বান্দার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে এমন কথাই এসেছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> *“মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুভাগ করে নিয়েছি; এক ভাগ আমার; আরেক ভাগ আমার বান্দার; আমার বান্দা আমার কাছে যা চায়, তাকে তা-ই দেওয়া হয়।’”*

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> *“তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করো; বান্দা যখন বলে,* اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, *তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে; বান্দা যখন বলে,* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, *তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে,* مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, *তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর*

[১] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ১২৩
[২] সূরা শুরা, আয়াত-ক্রম : ১০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও বান্দার মধ্যকার বিষয়; আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তা-ই তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ, তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য; আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তা-ই দেওয়া হবে।"[১]*

'দুই ভাগের মধ্য থেকে মহান রবের ভাগটি হলো প্রশংসা ও দান করার, আর বান্দার ভাগটি হলো দুআ ও প্রার্থনার। এই দুটি ভাগ এমন, যা বান্দা ও রবের সমস্ত হকের সমন্বয় করে দেয়। তাই, إِيَّاكَ نَعْبُدُ হলো রবের জন্য আর إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ হলো বান্দার জন্য।

'বুখারি ও মুসলিমে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

> *"একবার আমি নবীজির পেছনে একটি গাধায় সওয়ার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছেন, 'মুআয, তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক?' আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' নবীজি বললেন, 'আল্লাহর হক হলো, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক না করা।' এরপর বললেন, 'তুমি কি জানো, তা করলে আল্লাহর নিকট বান্দার হক কী?' আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করলে তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া।'"[২]*

'ইবাদত হলো সেই উদ্দেশ্য, যার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; অর্থাৎ, তারা যেন তাঁর আদেশ মান্য করা, তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করে। কুরআনে এ-কথাই এসেছে—

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> *"আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ-জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার*

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৭৬৪; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৮২১
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৮৫৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৩০

https://t.me/islamicbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> ইবাদত করবে।"[১]

'এই উদ্দেশ্যেই নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছেন, এবং কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে। আর ইবাদত হলো এমন বিষয়, যার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের হীনতা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা প্রোথিত রয়েছে। সুতরাং হীনতা বিহীন ভালোবাসা, কিংবা ভালোবাসা বিহীন হীনতা কোনোটাই ইবাদত বলে গণ্য নয়; বরং হীনতা ও ভালোবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে যার মধ্যে থাকবে, সেটিই ইবাদত; আর, এজন্যই তো এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য ইবাদতের অনুমতি নেই।

'আবার, যদিও বান্দা ইবাদত করলে এতে তারই লাভ, আল্লাহ এ থেকে অমুখাপেক্ষী, তবু "ইবাদত আল্লাহর জন্য" কথাটি বলা হয় এই অর্থে যে, আল্লাহ ইবাদতকে ভালোবাসেন এবং এর দ্বারা খুশি হন। এজন্যই তো যে ব্যক্তি জনশূন্য মৃত্যু-উপত্যকায় নিজের খাদ্য-পানীয়সহ বাহনজন্তু হারিয়ে ফেলেছে এবং একপর্যায়ে জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, এরপর হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে জন্তুটিকে নিজের পাশে দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে, তারচেয়েও বহুগুণ বেশি খুশি হন আল্লাহ তাআলা সেই সময়—যখন তাঁকে ভুলে-যাওয়া-বান্দা তাওবা করে পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসে।

'আর, তাওয়াক্কুল ও সাহায্য চাওয়া হলো বান্দার জন্য; কারণ, এই পথ ও পন্থা অবলম্বন করেই বান্দা তার ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। استعانة বা সাহায্য চাওয়ার উদাহরণ হলো—দুআ ও প্রার্থনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> *"হে আদম-সন্তান, চারটি বিষয় এমন আছে, যেগুলোর মধ্য থেকে একটি আমার; একটি তোমার; একটি আমার ও তোমার মধ্যকার; আর বাকি একটি আমার সৃষ্টি ও তোমার মধ্যকার। আমারটি হলো—তুমি কাউকে আমার সঙ্গে শরিক করা ব্যতীত আমার ইবাদত করবে; তোমারটি হলো— আমলের বিনিময়ে আমি তোমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটি পূর্ণ করে দেবো; আমার ও তোমার মধ্যকার বিষয়টি হলো— তোমার দুআ আর আমার সাড়া দেওয়া; আর আমার সৃষ্টি ও তোমার মধ্যকার বিষয়টি*

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *হলো—মানুষের কাছ থেকে যেমন আচরণ পেতে চাও, ঠিক তেমন আচরণই তুমি করবে তাদের সঙ্গে।"*[১]

'এই যে কোনোটা আল্লাহর কোনোটা বান্দার বলা হচ্ছে, এসব মূলত প্রাথমিকভাবে ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির সম্পর্ক-বিবেচনায় বলা হচ্ছে। কারণ, বান্দা তো শুরুতে তা-ই ভালোবাসে, যা তার কাছে অনুকূল মনে হয়; পক্ষান্তরে, আল্লাহ পছন্দ করেন সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়ন; আর, ভালোবাসা হলো এক্ষেত্রে মাধ্যম ও অনুগামী বিষয়মাত্র। নতুবা, প্রতিটি হুকুমের লাভ ও উপকার তো বান্দাই পায়; তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

'এজন্যই আমরা বলব, যারা তাওয়াক্কুলকে সাধারণ স্তরের বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলে তারা মনে করেছে, তাওয়াক্কুল দ্বারা দুনিয়াবি বিষয়াদিই কামনা করা হয়; এমন ধারণা সুস্পষ্ট গলদ; বরং দ্বীনি বিষয়াদির মধ্যে তাওয়াক্কুলের অবস্থান অনেক উঁচুতে; এমনকি, দ্বীনি বিষয়াদিতে তাওয়াক্কুল হলো এমন, যা ব্যতীত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব (আবশ্যক ও ঐচ্ছিক) আমলগুলো পূর্ণতা পায় না; তাকওয়ার ব্যাপারে যে ব্যক্তি অনাগ্রহী, সে মূলত আল্লাহর হুকুম পছন্দ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারেই অনাগ্রহী। অথচ অনাগ্রহী হওয়া এমন বিষয়ে বৈধ, যা আখেরাতে ফায়দাহীন; আর, তা হলো বৈধ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা; যার দ্বারা আল্লাহর ইবাদতের বেলায় কোনো উপকার হয় না। এমনিভাবে, বৈধ তাকওয়া হলো, আখেরাতে ক্ষতির আশঙ্কা রাখে—এমন বিষয় বর্জন করা; তথা, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ সবকিছু পরিহার করা, যেগুলোকে পরিহার করলে আবার ওয়াজিব বিষয়গুলোকেও পরিহার করতে হয় না, যেই ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাটা পরিহার্যগুলোকে পরিহার করার চেয়েও বেশি আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ।

'আখিরাতে যা উপকারে আসবে বা আখিরাতের উপকারী বিষয়ে যা সহায়ক হবে, তাতে অনাগ্রহী হওয়াটা তো দ্বীনি কাজ হতে পারে না; বরং এমন ব্যক্তি কুরআনের ওই আয়াতের আওতায় চলে আসবে, যেখানে বলা হয়েছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ

[১] তাবারানি, দুআ অধ্যায়, হাদিস-ক্রম : ১৬, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনা। হাদিসটির সনদে সালিহ নামে একজন যঈফ রাবি আছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

> *"মুমিনগণ, তোমাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত উত্তম বস্তুগুলোকে তোমরা হারাম বানিয়ে ফেলো না; এবং সীমালঙ্ঘনও কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের অপছন্দ করেন।"*[১]

'অনুমোদিত বৈরাগ্যের বিপরীত হলো বৈধ বিষয়ে অতিরঞ্জনে জড়িয়ে পড়া। এরপর বৈধ বিষয়ে অতিরঞ্জন করতে গিয়ে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিলে বা কোনো হারামে লিপ্ত হয়ে গেলে গুনাহগার হবে। নতুবা, নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্তর থেকে নেমে গিয়ে মধ্যমপন্থীদের স্তরে এসে যাবে। সাথে এ-ও জানা থাকা দরকার যে, তাওয়াক্কুল আসলে আল্লাহর পছন্দনীয়, এবং তাঁর তরফ থেকে সর্বসময়ে করণীয় বলে হুকুমকৃত; আর, যা আল্লাহর পছন্দ ও সন্তুষ্টির বিষয় হয়, এবং তাঁর তরফ থেকে যা সর্বদা করতে আদেশ জারি করা হয়, তা কখনো নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে বাদ দিয়ে তাদের নীচের স্তরওয়ালাদের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না।

'তো, যারা বলে, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল করে, সে শুধু এর মাধ্যমে দুনিয়াবি বিষয়াদিই প্রার্থনা করে—এমন লোকদের কথার মোট তিনটি জবাব আমরা দিয়ে দিলাম।'

ভাগ্য নির্ধারিত থাকাটা আমলের পরিপন্থী নয়

শাইখ একটু থামলেও তাঁর মধ্যে আপত্তি নিরসনের আগ্রহ দেখে আমরা একে গনিমত মনে করলাম; ভাবলাম, শাইখ তাহলে এবার কতক সূফি কর্তৃক প্রচারিত তাকদির-বিষয়ক একটি ভুল মতের জবাব দেবেন। কতক সূফি বলেন, 'সবকিছু নির্ধারিত হয়ে গেছে'; এটা বলে তারা বোঝাতে চান, যে, সবকিছু তাকদির-অনুযায়ীই হয়; মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। তো, খানিক বাদেই শাইখ বলতে শুরু করলেন, 'অনেকে যে বলে, "সবকিছু স্থিরকৃত হয়ে গেছে (তাই, কোনো উপায়-উপকরণ গ্রহণের প্রয়োজন নেই)"; এটা ওই লোকদের কথার মতো, যারা বলে, "দুআর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ, প্রার্থিত বস্তুটি তাকদিরে থাকলে এটাকে দুআ করে চাওয়ার প্রয়োজন নেই;

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-৮৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর, তাকদিরে না-থাকলে, চেয়েও কোনো লাভ নেই।” এমন কথা আসলে বিবেক ও শরিয়ত—উভয় বিবেচনায়ই অত্যন্ত ফালতু ও গর্হিত। এমনিভাবে, কেউ কেউ বলে, “তাওয়াক্কুল ও দুআর মাধ্যমে না-কোনো ফায়দা হয়, আর না-কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়; বরং এগুলো স্রেফ ইবাদত। আর তাওয়াক্কুল আসলে নিজের সবকিছুকে চূড়ান্ত সমর্পণের নাম।”

‘এসব কথা যদিও একদল মাশায়েখই বলেছেন, তবু এগুলো ভুল ও গলদ। এমনিভাবে, কিছু লোক বলে, “দুআ শুধু একটি ইবাদতমাত্র।” এই ধরনের কথা যারা বলে, তাদের সবার মূল সমস্যা একটি জায়গায়; তা হলো, এরা সবাই মনে করেছে, সবকিছু তাকদিরে থাকা ও নির্ধারিত হওয়ার অর্থ সেগুলো মানুষের কর্মসংশ্লিষ্ট কোনো উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে না। অথচ এরা এ কথা জানে না যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর তাকদির ও ফয়সালা লিখে দেন এমন উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে, যেগুলোর কতক, মানুষের কর্মসংশ্লিষ্ট, আর কতক, সংশ্লিষ্ট নয়। এ-জন্যই মাশায়েখদের ওই বক্তব্য প্রকারান্তরে সমস্ত আমলকে বাতিল বানিয়ে দেওয়ার শামিল।

‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ-নিয়ে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; তিনি জবাবও দিয়েছিলেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফে ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত আছে—

> *“নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘জান্নাতি ও জাহান্নামিরা কি আগ থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ বলা হলো, ‘তাহলে আমল কীসের জন্য?’ তিনি বললেন, ‘প্রত্যেকের জন্য তার পরিণতির পথ সহজ করে দেওয়া হয়।’”*[১]

‘বুখারি ও মুসলিমে আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> *“আমরা রাসূলের সঙ্গে এক জানাযায় ছিলাম; তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল; একপর্যায়ে তিনি সেটি দ্বারা মাটিতে দাগ দিতে লাগলেন; কিছুক্ষণ বাদে মাথা তুলে বললেন, ‘প্রতিটি নবজাতকের ব্যাপারেও জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা লিখে দেওয়া হয়েছে; সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের তাকদির*

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৪৯; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৭০৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।'" আলি বলেন, "তখন উপস্থিতদের এক লোক বলল—'হে আল্লাহর নবী! তাকদিরের ওপর ঠিক থাকার জন্য আমাদের কি আমল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? কারণ যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে তো সৌভাগ্যের দিকে যাবেই; আবার দুর্ভাগা যে সে-ও তো দুর্ভাগ্যের পিছুই ছুটবে।' নবীজি বললেন—'আমল করতে থাকো; প্রত্যেকের জন্য তার পরিণতির পথ সহজ করে দেওয়া হবে; সৌভাগ্যবানের জন্য সৌভাগ্যের পথ সহজ করে দেওয়া হবে; আর, দুর্ভাগার জন্য দুর্ভাগ্যের ঠিকানা সহজ করে দেওয়া হবে।' এরপর নবীজি তেলাওয়াত করলেন; যার মর্ম হলো—'যে দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে, এবং সৌন্দর্যমাখা কালামকে সত্যায়ন করেছে, আমি তার জন্য সহজ করে দিই সুখের পথ; আর যে কৃপণতা করেছে, অমুখাপেক্ষিতার বড়াই দেখিয়েছে এবং সৌন্দর্যমাখা কালামকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দিই।'"*[১]

'কুতুবে সিত্তাহ (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনু মাজাহ)-সহ বিভিন্ন সুনান ও মুসনাদে এই হাদিসটি আনা হয়েছে।

'ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন—

> *"রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'যে সকল ওষুধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়ফুঁক করি, এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সেগুলো কি আল্লাহ-নির্ধারিত তাকদির কিছুমাত্র রদ করতে পারে?' তিনি বললেন, 'সেগুলোও তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত।'*[২]

'একই রকম কথা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে। নবীজি বলেছেন, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা হবে কারা—এটা আগ থেকেই আল্লাহ তাআলার ইলম ও তাকদিরে নির্দিষ্ট হয়ে থাকলেও তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যটা নেক ও বদ আমলের

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৪৯৪৯; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৬২৬; আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৭০৯; তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ২১৩৬; ইবনু মাজাহ ৭৮; জামিউল উসুল ১০/১০৮

[২] তিরমিযি এটিকে সহিহ বলেছেন, হাদিস-ক্রম : ২০৬৫; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ৩৪৩৭; জামিউল উসুল ৭/৫৫৪

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তো প্রতিটি বস্তুর পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত; ফলে, তিনি জানেন যে, অমুক লোকটি নেক আমলের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হবে আর অমুক লোকটা বদআমলের কারণে দুর্ভাগা হবে। তাই, তিনি সৌভাগ্যবানের জন্য নেকআমলের পথ সহজ করে দেন; আর দুর্ভাগার জন্য দুর্ভাগ্যের গহ্বর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে তার বদআমলের কারণে। মোটকথা, প্রত্যেকের জন্যই তার পরিণতির পথ সহজ করে দেওয়া হয়। এটা আসলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফল; যার কথা বলা হয়েছে কুরআনের এই আয়াতে—

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١١٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

> *“তোমার পালনকর্তা যাদের ওপর রহম করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে; আর এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।”[১]*

‘তবে যে বলা হয়—বান্দাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং আদেশ করা হয়—সেইমতে আমল করার, এটি মূলত তাঁর দ্বীন-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছা, যা তিনি কুরআনে বর্ণনা করেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> *“আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ-জন্যই সৃষ্টি করেছি, যে, তারা আমার ইবাদত করবে।”’[২]*

সৃষ্টি সংক্রান্ত ও দ্বীন-সংশ্লিষ্ট বিষয়

আমি বললাম, ‘শাইখ, আপনার কথা থেকে বুঝলাম, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা দুরকমের; সৃষ্টি সংক্রান্ত ও দ্বীন-সংশ্লিষ্ট। অনুগ্রহপূর্বক এ-বিষয়ে আমাদেরকে যদি আরও বিস্তারিত আলোচনা শোনাতেন!’ শাইখ বললেন, ‘আল্লাহ আপনাদেরকে তাওফিক দান করুন। জেনে রাখবেন, কুরআনে উল্লিখিত আদেশ, ইচ্ছা, অনুমতি, কিতাব, হুকুম, ফয়সালা, নিষেধ ও কালিমা ইত্যাদির

[১] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ১১৮
[২] সূরা যারিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৫৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যে দ্বীন-সংশ্লিষ্ট যত বিষয় আছে প্রত্যেকটির আলোচনাতেই এগুলোর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও শরয়ি-হুকুমের সম্পর্ক বয়ান করেছেন, এবং সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছার মিল দেখিয়েছেন। যেমন—দ্বীন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি বলেছেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ

> *"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ইনসাফ, ইহসান ও আত্মীয়দেরকে দান করার।"*[১]

'অন্যত্র বলেছেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

> *"আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন, তোমরা যেন আমানত পৌঁছে দাও এর হকদারের কাছে।"*[২]

আর সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বলেছেন—

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

> *"তাঁর অবস্থা হলো, কোনো কিছুর ইচ্ছা করলে সেটিকে বলেন, 'হও!' তখন তা হয়ে যায়।"*[৩]

وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ

> *"আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।"*[৪]

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৯০

[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৫৮

[৩] সূরা ইয়াসীন, আয়াত-ক্রম : ৮২

[৪] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ১৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আবার দেখুন, দ্বীন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান; কঠোরতা চান না।"[১]

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো কষ্ট-সমস্যা রাখতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।"[৩]

'সৃষ্টি সংক্রান্ত ইচ্ছা নিয়ে আরও বলেছেন—

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

"আল্লাহ চাইলে, তারা পরস্পরে লড়াই করত না; কিন্তু তিনি তো যা ইচ্ছা, তা-ই করেন।"[৪]

'আরও ইরশাদ করেছেন—

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৮৫
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ২৬
[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ০৬
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৫৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> দেন; আর, যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ ও সংকটগ্রস্ত করে দেন; যেন সে প্রবল বেগে আকাশে আরোহণ করছে।"[১]

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ

> "আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও, তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না; যদি আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান।"[২]

'দ্বীন-সংশ্লিষ্টতার আলোচনায় বলেছেন—

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

> "তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর-বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না-কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ ও অনুমতিতে।"[৩]

'সৃষ্টি-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বলেছেন—

وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

> "তারা আল্লাহর আদেশ/হুকুম ব্যতীত জাদু দ্বারা কারও ক্ষতি করতে পারত না।"[৪]

'দ্বীন-সংশ্লিষ্ট ফয়সালার ক্ষেত্রে বলেছেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ

> "তোমার রব ফয়সালা (তথা, আদেশ) করেছেন, যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।"[৫]

'সৃষ্টি সংক্রান্ত ফয়সালার বর্ণনায় বলেছেন—

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১২৫
[২] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৩৪
[৩] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ০৫
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১০২
[৫] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ২৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "ফলে, সেগুলোকে সাতটি আসমানরূপে ফয়সালা করেছেন (তথা, বানিয়েছেন) দুই দিনে।"[১]

'দ্বীন-সংশ্লিষ্ট হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

> "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে কোরো না; নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।"[২]

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

> "এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন।"[৩]

'ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এক পুত্রের জবানেও এই বিষয়টি এসেছে—

فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ

> "আমার বাবা অনুমতি না-দিলে, বা আল্লাহ আমার জন্য (কোনো) ফয়সালা না-করলে, আমি যাব না; তিনি তো শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।"[৪]

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

> "নবী বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৫]

---

[১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ১২
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ০১
[৩] সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত-ক্রম : ১০
[৪] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৮০
[৫] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ১১২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'দ্বীন-সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞায় তিনি বলেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ

> "তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকরের গোশত।"[১]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ

> "তোমাদের জন্য তোমাদের মা, মেয়ে ও বোনদেরকে (বিয়ে করা) হারাম করা হয়েছে।"[২]

'সৃষ্টি সংক্রান্ত নিষেধের উদাহরণ এসেছে—

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

> "এই দেশ তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম করা হলো; তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।"[৩]

'দ্বীন-সংশ্লিষ্ট কালিমার ক্ষেত্রে এসেছে—

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

> "ইবরাহিমের রব যখন তাকে কিছু কালিমা দ্বারা পরীক্ষা করেছেন; তখন তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছেন।"[৪]

'সৃষ্টি-সংক্রান্ত কালিমার উদাহরণ—

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟

> "এবং বনি ইসরাইলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে।"[৫]

'বিভিন্ন সহিহ হাদিসের সংকলন সুনান ও মুসনাদে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত

---

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ০৩
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ২৩
[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ২৬
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১২৪
[৫] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৩৭

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে, যে, নবীজি বলতেন—

> "আমি আল্লাহর সেসব কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলোকে অতিক্রম করতে পারে না কোনো নেককার বা বদকার।"[১]

জানা কথা—যে ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকবিন থেকে কেউই বের হতে পারে না, সেটা জগত-সংক্রান্তই; কারণ, দ্বীন-সংশ্লিষ্ট কালিমার বিরোধিতা তো কাফেররা গুনাহের মাধ্যমে করতেই থাকে। তাই, হাদিসের ওই কালিমাগুলো জগত-সংক্রান্তই।

'মোটকথা, নবীজি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষকে যেসব পরিণতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সেগুলোর জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে দেওয়া হয় এমন-সব-আমলের মাধ্যমে, যেগুলো তাদেরকে ওই পরিণতির ঘাটে পৌঁছে দেবে। অন্যান্য মাখলুকের অবস্থাও একই।

'বিয়ের মাধ্যমে দুজন নারী-পুরুষের একত্রবাসের ফলে কিংবা নর ও মাদি প্রাণীর বিশেষ 'পানি' মিশ্রণের পরিণামে আল্লাহ তাআলা নারী ও মাদির গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করেন। এখন, কোনো লোক যদি বলে, "আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম, স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করব না, আমার তাকদিরে সন্তান থাকলে এমনিতেই আসবে, নইলে সন্তান আমার দরকার নাই, তারপরও আমি স্ত্রী-মিলন করব না।' তাহলে, এই লোকের চেয়ে অথর্ব আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে, যদি মিলনের পর বীর্যপাত "বাইরে" করে, তাহলেও আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অনেক সময় ব্যক্তির অনিচ্ছাতেও বীর্য নারীর "ভেতরে" রয়ে যায়। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে সহিহ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন,

> "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা বনি মুস্তালিক যুদ্ধে ছিলাম; কিছু আরব যুদ্ধবন্দী আমাদের হস্তগত হয়; তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে; (কেননা) দূর-নিঃসঙ্গ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল। (সে সময়) আমরা আযল (যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) করতে চাইলাম, (বাঁদির সঙ্গে সহবাস করে); এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি

[১] মুআত্তা মালেকে ইয়াহয়া ইবনু সায়িদের সূত্রে মুরসাল সনদে হাদিসে আনা হয়েছে ২/৯৫০-৯৫১

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *বললেন, 'এরূপ না করলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম নির্ধারিত রয়েছে তাদের আগমন ঘটবেই।''*[১]

'সহিহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أن رجلا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " . فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت . فقال " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها

> *"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'আমার একটি দাসী আছে, যে আমাদের খিদমত ও পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। আমি তার নিকট 'আসা-যাওয়া' করে থাকি, কিন্তু আমি চাই না সে গর্ভবতী হোক।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে 'আযল (যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) করতে পারো। তবে তার তাকদিরে সন্তান থাকলে তা তার মাধ্যমে আসবেই।' লোকটি কিছু দিন পর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে এ মর্মে জানিয়েছিলাম যে, তার তাকদিরে যা আছে, তা আসবেই।''*[২]

'তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা চাইলে মা-বাবা ছাড়াই সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন; যেমন—আদম আলাইহিস সালামকে করেছেন; চাইলে কাউকে শুধু পুরুষ থেকে সৃষ্টি করতে পারেন; যেমন, হওয়া আলাইহাস সালামকে আদমের ছোট পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; চাইলে শুধু নারী থেকেও কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন; ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যেমন। তবে সেসবের বেলায়ও খেয়াল রাখতে হবে, যে, তাঁদের সৃষ্টিতেও আল্লাহ তাআলা কোনো-না-কোনো উপায়-উপকরণকে মাধ্যমরূপে রেখেছেন; যদিও উপকরণগুলো সাধারণ ও স্বাভাবিক ছিল না।'

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৫৪২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৩৪৩

[২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৩৪৪৮, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনা থেকে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ-পর্যন্ত বলে শাইখ মজলিসের ইতি টানেন; যদিও আরও অনেক কথাই বলতে পারতেন, তবু, যেহেতু বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং এ-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা এমনিতেও বেশ দীর্ঘ, তাই এখানে আর কথা লম্বা না-করে যা বলেছেন তা-ই যথেষ্ট হবে—এই বিবেচনায় এতটুকুতেই ক্ষান্তি দিয়েছেন; অতঃপর হামদ-সানা ও দরূদ-সালাম পাঠের মাধ্যমে মজলিসের সমাপ্তি টেনেছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবিংশ মজলিস

প্রশংসনীয় আত্মবিলোপ

- আপনাকে সর্বোতভাবে আল্লাহমুখী হতে হবে
- তাওয়াক্কুল ও রবের আনুগত্য : দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের আবশ্যকতা
- হৃদয়ের ভাঙন : আল্লাহর জন্য তার খুলুস ও একনিষ্ঠতার প্রমাণ
- প্রাণবিশিষ্ট কেউই ইচ্ছাশক্তি-বিহীন নয়
- ইচ্ছাশক্তির বিবেচনায় মানুষের প্রকারভেদ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবিংশ মজলিস

প্রশংসনীয় আত্মবিলোপ

আমাদের সঙ্গে শাইখের কথা ছিল, আজকের মজলিসে তিনি আমাদেরকে শাইখ আবদুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহর বহুল আলোচিত 'ফানা'-(তথা আত্মবিলোপ)-দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। কারণ, শাইখ জিলানির ওই বিষয়ক বক্তব্যকে অনেকেই উল্টো করে বুঝেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির কারণে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াও ওই বিষয়ের কিছু দিক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করতে চাইছিলেন; তাই, আজকের এই আয়োজন।

আজকের মজলিসের শ্রোতারাও ব্যতিক্রমী; নানা মত ও মাযহাবের উলামা, তলাবা ও জনসাধারণ একত্রিত হয়েছেন প্রিয় শাইখের দিল-খোশ বয়ান শোনার জন্য। মজলিসের মাঝে রাখা আসনটিতে বসে শাইখ তাঁর আলোচনা শুরুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন; আমরা শুধু দেখলাম—তাঁর ঠোঁট নড়ছে; বিড়বিড় করে সম্ভবত রবের দুয়ারে তিনি আর্জি পেশ করছেন—জবান যেন হকপথে পরিচালিত হয়, প্রবৃত্তি ও হীন কোনো স্বার্থের কালিতে যেন কলুষিত না-হয় কথা বলার এই অমূল্য নিয়ামত।

খানিক বাদেই তাঁর সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো করুণাময় রহমানের আবেগভরা স্তুতি। হৃদয়ের সবটুকু দরদ মেখে পাঠ করলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয় রাসূলের দরূদ। এরপর বললেন—

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বোতভাবে আল্লাহমুখী হোন

'শাইখ আবদুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর বিধান মানার জন্য মাখলুক থেকে নিজেকে বিলীন করো, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে সরো এবং তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করো, তাহলেই তুমি আল্লাহর ইলম ধারণের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।"

'এ কথার ব্যাখ্যায় আমি বলতে চাই—"আল্লাহর বিধান মানা" কথাটির মধ্যে মাখলুক ও তার আদেশ-নিষেধের ব্যাপার চলে এসেছে। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে তুমি মাখলুকের পূজা ও মাখলুকের প্রতি ভরসা করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো, আল্লাহর নাফরমানিতে মাখলুকের আনুগত্য কোরো না এবং কোনো কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ রোধে মাখলুক-মুখী হয়ো না।

'এরপর "আদেশ পালনের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে সরা; আর, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করা"—এ কথাটির মধ্যে বলতে চাওয়া হয়েছে, তোমার আমল যেন শরয়ি নীতির অনুগত হয়, প্রবৃত্তির অনুগামী না-হয়, এবং তোমার ইচ্ছা যেন আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বাধ্যগত হয়; কারণ, অনেক সময় বান্দার ইচ্ছা নিজের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, আবার কখনো এর সম্পর্ক হয় মাখলুকের সঙ্গে।

'প্রথমটি, তথা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকা যায় আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে; আর দ্বিতীয়টি, তথা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা যায় নিজের কোনো আলাদা ইচ্ছা না-থাকলে। এখানে আরেকটি কথা যোগ করা জরুরি, যে, বান্দার "ইচ্ছা না-থাকা" বলতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহর তরফ থেকে অনুমোদিত বা আদিষ্ট নয়—এমন কোনো ইচ্ছা। কিন্তু বান্দাকে তার স্বাভাবিক সাধ্যাধীন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ইচ্ছা করতে বলা হলে সেটার ইচ্ছা তো তার করাই লাগবে; চাই ওই বিশেষ মুহূর্তে কাজটি তার সাধ্যের অনুকূল থাকুক বা না-থাকুক। এখানে এসেই ভুল করেন বহু সালিকিন।

'সত্যিকার সালেকদের অধিকাংশই নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-মুক্ত হওয়ার কারণে শরিয়তের ইচ্ছাও বুঝতে সক্ষম হন না; ফলে, আপাত বিবেচনায় যা তাদের অসাধ্য মনে হয়, তা তারা ছেড়ে দেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'শাইখ জিলানি বলতে চেয়েছেন—"মাখলুক থেকে নিজেকে ফানা বা দূরে সরানোর আলামত হলো, মাখলুকের সাথে সত্তাগত ও মৌলিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করা। এই বিষয়টিকেই অনেকে এভাবে বলেন, যে, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর আনুগত্য—দুটোকেই পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা আবশ্যক।

তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর আনুগত্য : দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের আবশ্যকতা

শাইখ একটু থেমে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিলেন; যেন কেউ চাইলে তাঁকে শাইখ জিলানির সঙ্গে একমত ব্যক্ত করার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারে। তো, আমি বললাম, 'মুহতারাম, আপনি যে শাইখ জিলানির সঙ্গে ঐকমত্য ঘোষণা করলেন, এর কারণ বা ব্যাখ্যা কী?'

শাইখ বললেন, 'শুনুন তাহলে এর কারণ; বান্দার অন্তর যখন মাখলুকের প্রতি আশা বা ভয় পোষণ করবে না, তখন সে কোনো কিছু পাওয়ার আশায়ও তাদের কাছে যাবে না।

'কিন্তু যেক্ষেত্রে মাখলুকের কাছে যাওয়াটা আল্লাহর আদেশে আছে (যেমন—আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার হুকুম করার জন্য তাদের কাছে যাওয়া; রাসূলগণ যেমনিভাবে আল্লাহর ফরমান পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাখলুকের কাছে যান), সেক্ষেত্রে আদিষ্ট বিষয়টি (অর্থাৎ, মাখলুকের কাছে যাওয়া) পালনের মাধ্যমেই বান্দার তাওয়াক্কুল শুদ্ধ হবে, এবং সে হবে ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের খাঁটি অধিকারী। পক্ষান্তরে, আল্লাহর আদেশ পালন না-করে, শুধু তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকা তো শুদ্ধ নয়; কারণ, সে তাওয়াক্কুল বা এ-জাতীয় পন্থা কিংবা এরচেয়ে নিম্নস্তরের কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে যেই আমল করতে চেয়েছে, সেটার চেয়ে জরুরি ছিল ওই আদেশটা বাস্তবায়ন করা, যা সে নষ্ট করেছে। যেমনিভাবে এটাও শুদ্ধ নয় যে, কোনো একটি আদেশ পালন তো করল, কিন্তু এর সঙ্গে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করল না, আল্লাহর সাহায্য চাইল না। কারণ, সে তো তার দায়িত্বই পুরা করেনি, বরং যেই আদেশটি পালন করতে

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গিয়ে সে এমন করেছে; সম্ভবত সেটার চেয়ে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করাটা আরও বেশি জরুরি ছিল।

'শাইখ জিলানি বলেন—"তোমার নিজকে নিজ থেকে ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরানোর আলামত হলো, কোনো কিছু অর্জন করে ফেলার মানসিকতা বর্জন করা, কোনো লাভ-ক্ষতির বেলায় উপায় উপকরণ মুখী না হওয়া। এটা করতে পারলে তুমি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে না, নিজেই নিজের ভরসাস্থল হয়ে যাবে না, এবং হয়ে পড়বে না নিজেই নিজের রক্ষক; বরং সবকিছু সেই সত্তার নিকট সোপর্দ করবে, সৃষ্টির প্রথমে যিনি এসবের দায়িত্ব নিয়েছেন, শেষেও যিনি একইভাবে দায়িত্ব নেবেন, তোমার গর্ভকালেও যাঁর নিকট এসব সোপর্দকৃত ছিল, আবার তোমার দুগ্ধপানের সময়েও—যখন তুমি সৃষ্টির সবচেয়ে দুর্বল কোমলতম ফুলরূপে দোল খেতে এক দুর্বল মায়ের কোলে।"

'আমি বলতে চাই—শাইখের এই বক্তব্যের কারণ হলো, মানুষের মন তো নিজের পছন্দনীয় ও বাসনা-পূরণকারী বস্তু পেতে চায়; আর অপছন্দনীয় ও স্বার্থহানিকর সবকিছু রোধ করতে চায়; এখন, সেসব ক্ষেত্রে বান্দা নিজেকে ফানা করে দিলে, সেখান থেকে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা বিলুপ্ত করে দিলে, ঠিকই সে আল্লাহর পছন্দ-মাফিক কাজ করবে এবং তাঁর অপছন্দের সবকিছু বর্জন করবে; ফলে, নিজের পছন্দের বদলে সে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ করবে, এবং নিজের অপছন্দের প্রতি খেয়াল না-রেখে আল্লাহর অপছন্দগুলো বর্জন করবে। এতে তার মনের উপকার হাসিল হবে, আবার অপকারও দূর হবে—এভাবেই সে আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী বলে গণ্য হবে।

'আরেকটি কথা, শাইখ জিলানি এখানে তাওয়াক্কুলের কথা বলেছেন, আনুগত্যের কথা বলেননি। এর কারণ হলো, মানুষের নফস তো এমন, যে, উপকার হাসিল করা ও অপকার রোধ করা তার লাগবেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর আস্থা ও ভরসা স্থাপন না-করতে পারলেও যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকবে, আর নিজের ওসব ভালো-মন্দ স্বার্থ হাসিল করা থেকে নীরব বসে থাকবে—ব্যাপারটা এমন নয়; বরং স্বার্থ হাসিলের জন্য সে তখন আল্লাহর নাফরমানি করে বসবে। বোঝা গেল, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা ব্যতীত তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যও ঠিক থাকে না, সহিহভাবে হয় না; যেমনিভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য ব্যতীত শুধু তাওয়াক্কুলও ঠিক থাকে না,

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহিহভাবে হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

> “অতএব, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করো।”[১]

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

> *“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে) নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন; তাকে রিজিক দান করেন তার অকল্পনীয় জায়গা হতে; আর আল্লাহর ওপর যে ভরসা (তাওয়াক্কুল) করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হয়ে যান।”[২]*

‘অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন—

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

> *“আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা; কোনো উপাস্য নেই তিনি ছাড়া; অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।”[৩]*

‘মোটকথা, আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল ব্যতীত সাধারণত তাঁর আদেশ-পালন শুদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এই আস্থা রাখবে যে, তিনি আমার জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ করে দেবেন, সে-ই প্রবৃত্তির মোহ ছেড়ে আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত হতে পারবে। নতুবা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যা গ্রহণ করতে হয়, বান্দার নফস তাকে তা বর্জনের সুযোগ দেবে না।’

[১] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ১২৩

[২] সূরা তালাক, আয়াত-ক্রম : ২-৩

[৩] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত-ক্রম : ৮-৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হৃদয়ের ভাঙন : আল্লাহর জন্য তার খুলুস ও একনিষ্ঠতার প্রমাণ

'শাইখ জিলানি বলেন—"আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমার নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেওয়ার আলামত হলো, তুমি নিজ থেকে কখনো কোনো কিছুর ইরাদা করবে না; তোমার নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্যই রাখবে না; তোমার জানাশোনায় নিজের কোনো প্রয়োজন, বা লক্ষ্যের অস্তিত্বই থাকবে না; কারণ, তুমি তো আল্লাহর ইচ্ছা ও ইরাদার সামনে আলাদা কোনো ইচ্ছা রাখবে না। বরং তোমার সত্তায় জারি হবে আল্লাহর ফয়সালা; ফলে, তুমি খোদ পরিণত হবে আল্লাহর ইরাদা ও ফয়সালায়, তোমার অঙ্গ-প্রতঙ্গ হবে স্থির, হৃদয় হবে প্রশান্ত, বক্ষ হবে খোলা—উন্মোচিত, চেহারা হবে আলোকময়, ভেতর-জগত হবে সমৃদ্ধ, রহমানের অফুরান নিয়ামত পেয়ে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী, তোমার সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন হবে মহা ক্ষমতাধর রবের হাতে, এক অনাদি সত্তার অলৌকিক স্বর সর্বদা তোমাকে হেদায়েতের পথে ডাকবে, সমস্ত জগতের প্রতিপালক তোমাকে ইলম দান করবেন, তাঁর নিজের তরফ থেকে তোমাকে পরাবেন নূর ও ঐশী অলংকার, তোমাকে তিনি পূর্ববর্তী ইলমের শ্রেষ্ঠ ধারকদের পর্যায়ে পৌঁছে দেবেন, আর এর পরিণতিতে সর্বদাই তোমার মন থাকবে ভাঙা-ভাঙা, নরম-কোমল।"

'ফলে তোমার মধ্যে না কোনো প্রবৃত্তি কাজ করতে পারবে, না পারবে কোনো স্ব-ইচ্ছা তোমাকে প্রভাবিত করতে; বরং তুমি হয়ে যাবে সমান একটি কিনারাহীন পাত্রের মতো, যার মধ্যে তরল বা কর্দমাক্ত কোনো কিছুই জমতে পারে না। তখন তুমি মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে চলে যাবে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য কোনো কিছুতে তোমার অন্তর-জগত শান্তি পাবে না, তোমার দ্বারা আল্লাহ চাইলে বহু কুদরত ও অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করবেন, স্বাভাবিক নীতি ও বিবেকও তা মেনে নেবে, কারণ তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই।

'তখন তুমি সেই মন-ভাঙা লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে, যাদের মানবিক ইচ্ছা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি দূর করে দেওয়া হয়েছে এবং এর বদলে তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে রবেরই পবিত্র ইচ্ছা ও তাঁর দেওয়া সৌন্দর্যপূর্ণ বিভিন্ন চাহিদা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেছেন—

> *"তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্য থেকে (পবিত্র) নারী (তথা স্ত্রী) ও সুগন্ধি আমার নিকট প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে; আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে।"*[১]

'নবীজির মধ্য থেকে এই বস্তুগুলোর প্রতি মানবিক যেই দুর্বলতা, সেটা মুছে যাওয়ার পরে আল্লাহর তরফ থেকে এগুলোকে তাঁর প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টিই আমি এতক্ষণ বলতে চেয়েছি। আল্লাহ তাআলার বাণী এসেছে হাদিসে—"আমার সন্তুষ্টির জন্য যাদের মন ভেঙেছে, আমি তাদের অতি নিকটে...।" তার পরে বলা হয়েছে—"নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা ধীরে ধীরে আমার নিকটে পৌঁছুতে থাকে।"'[২]

প্রাণবিশিষ্ট কেউই ইচ্ছাশক্তি-বিহীন নয়

এ-পর্যায়ে শাইখ বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা তো নিশ্চয় শাইখ জিলানির বাণী পুরোপুরি অনুধাবন করতে এবং এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য জানতে আগ্রহী!'

আমি বললাম, 'জি, মুহতারাম, বিশেষত আমরা শাইখ জিলানির বক্তব্য থেকে বাহ্যত এটাই বুঝতে পেরেছি যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে বান্দার ইচ্ছা-ইরাদা বাতিল করছেন, কিন্তু এই বিষয়টা সহিহ হলেও তো মানতে পারছি না!' শাইখ বললেন, 'আমি আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করব, ইনশাআল্লাহ। তো, এই অংশটি শাইখের পুরো বক্তব্যের শেষাংশ। সংক্ষেপে তাঁর কথার মানে হলো, রবের তরফ থেকে কোনো কিছুর ইরাদা করার আদেশ থাকলেই শুধু বান্দা সেই বস্তুর ইরাদা করবে; নতুবা কোনো কিছুর ইচ্ছা-ইরাদা করবে না। তিনি যে বলেছেন "আল্লাহর ফয়সালার সামনে তুমি কখনো কোনো কিছুর ইরাদাই করবে না", এর অর্থ হলো, শরিয়তের পক্ষ থেকে যে বিষয়ের ইরাদা করতে বলা হয়নি সেটার ইরাদা তুমি করবে না; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার ইরাদা করতে বলেছেন, তার ইরাদা তো ওয়াজিব বা মুস্তাহাব; ফলে সেটার ইরাদা না-করাটা গুনাহ, ক্ষেত্রবিশেষে গুনাহ না হলেও অন্তত কমতি ও অসম্পূর্ণতার কারণ

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১২২৯৩; নাসায়ি, হাদিস-ক্রম : ৩৯৩৯
[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৫০২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে।

'এই ক্ষেত্রেই অনেক সালিক বুঝতে ভুল করেন। তারা মনে করেন, কামেল ও পরিপূর্ণ তরিকত হলো, বান্দা একেবারেই সবরকম ইচ্ছা-ইরাদা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

'আর আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ যে বলেছেন "আমার ইরাদা (ইচ্ছা) হলো, আমি কোনো কিছুর ইরাদা করব না"—এটি স্ববিরোধী ও অপূর্ণাঙ্গ একটি কথা। কারণ, তিনি ইরাদা না-করার কথা বলেও ইরাদা করে ফেলেছেন। অনেকে এ-নিয়ে এমন কতক শাইখের কথা দিয়ে দলিল দেয়, যারা নাকি সবরকম ইচ্ছা-ইরাদা ত্যাগ করে প্রশংসিত হয়েছেন। এ-কথা যারা বলে, তারা পুরোপুরি একটা ভুল কথা বলে; কারণ, এটা (সবরকম ইচ্ছা-ইরাদা পরিত্যাগ করাটা) কারও সাধ্যেও নেই, আবার শরিয়তও এমনটা করার আদেশ করেনি।

'আসলে প্রাণশীল যে, তার তো কোনো-না-কোনো ইরাদা থাকবেই; কারও প্রাণ আছে, কিন্তু তার কোনো ইরাদা-ই নেই—এটা অসম্ভব। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেই ইরাদা পছন্দ করেন, যেই ইরাদা করার প্রতি আবশ্যক বা ঐচ্ছিক আদেশ জারি করেন, সেটা তো (জরুরি আদেশের বেলায়) কোনো কাফির, ফাসিক ও পাপাচারী কিংবা (ঐচ্ছিক আদেশের বেলায়) কল্যাণ পরিত্যাগকারী ব্যতীত অন্য কেউই বর্জন করতে পারে না।

'আল্লাহ তাআলা এমন ইরাদা প্রসঙ্গে নবী ও সিদ্দীকগণের প্রশংসা করেছেন; ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

> *"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।"*[১]

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ . إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ

> *"তার ওপর কারও কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না, তার মহান*

[১] সূরা আনআম, আয়াত-সংখ্যা : ৫২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।"[১]

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

"তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"[২]

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৩]

وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

"আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় পরকালের জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।"[৪]

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাজিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে।"[৫]

[১] সূরা সূরা লাইল, আয়াত-ক্রম : ১৯-২০
[২] সূরা ইনসান/দাহর, আয়াত-ক্রম : ০৯
[৩] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ২৯
[৪] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ১৯
[৫] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : [illegible]

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي

> *"বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করি।"[১]*

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا

> *"আল্লাহর ইবাদত করো, এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না।"[২]*

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> *"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"[৩]*

'আর, আল্লাহ যে বিষয়টির ইরাদা করেছেন এবং যেটি করার আদেশ করেছেন, বান্দার জন্য সেটিই তো মূলত ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

> *"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে...।"[৪]*

'অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য নিয়তকে খালেস করেছে।

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

> *"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে খাঁটি করে...'।[৫]*

'আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করার অর্থ হলো, ইবাদতের বেলায় একমাত্র তাঁকেই উদ্দেশ্য বানানো। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

[১] সুরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ১৪
[২] সুরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩৬
[৩] সুরা যারিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৫৬
[৪] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১১২
[৫] সুরা বাইয়িনাহ, আয়াত-ক্রম : ০৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> “তিনি তাদেরকে ভালোবাসবেন; তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।”[১]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

> “মুমিনরা আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী।”[২]

অন্যত্র বলেছেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

> “বলুন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসবেন...।”[৩]

‘প্রত্যেক প্রেমিকই কিন্তু ইরাদা পোষণ করে। ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ

> “আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।”[৪]

‘এরপর বলেছেন—

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

> “আমি আমাকে ওই সত্তার অভিমুখী করেছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।”[৫]

‘এমন বহু আয়াত আছে কুরআনে; এগুলোতে আল্লাহ বান্দাকে তাঁর প্রতি এবং তাঁর আদিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইরাদা করতে বলেছেন; আবার গাইরুল্লাহর এবং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুর ইরাদা করতে মানা করেছেন।

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৫৪
[২] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫
[৩] সুরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১
[৪] সুরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৭৬
[৫] সুরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৭৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

> *"কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী; আর, মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে; তাই, যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের জন্য, অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই (গণ্য) হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।"*[১]

'এখানে ইরাদা ও নিয়ত দুটি; এর মধ্যে একটি আল্লাহর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক, অপরটি অপছন্দনীয় ও অসন্তোষজনক; বরং দ্বিতীয়টি হয়তো নিষিদ্ধ, অথবা নিষিদ্ধ না-হলেও আদেশকৃত নয়।'

ইচ্ছাশক্তির বিবেচনায় মানুষের প্রকারভেদ

আমি বললাম, 'তাহলে, সব মানুষই ইচ্ছার অধিকারী হলেও এ-ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রকারের হবে!' শাইখ বললেন, 'ইচ্ছার ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকারের।

এক প্রকারের লোক নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ইরাদা করে ফেলে। এরা আসলে নফস ও শয়তানের গোলাম।

আরেক প্রকারের লোক মনে করে, তারা সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা-ইরাদা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, আল্লাহর তাকদির ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোনো উদ্দিষ্ট বস্তু নেই; এই প্রকারের লোকদের ধারণা, তাদের ধরে-নেওয়া এই স্তরটিই সবচেয়ে কামালিয়ত ও পূর্ণাঙ্গতার স্তর; যে এই স্তরটি লাভ করে সে-ই হাকিকতে পৌঁছুয়; আর, হাকিকত হলো, সৃষ্টি ও তাকদিরগত বাস্তবতা; এবং এমন লোকই আল্লাহর সর্বব্যাপী বিরাজিত ক্ষমতার দর্শন লাভ করেছে। তারা আরও ধারণা করে যে, ফানা হলো রবের তাওহিদের দর্শন ও অনুভব লাভ করা; এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য ও গন্তব্য। তারা এই পুরো বিষয়টির নাম দিয়েছে—জমা, ফানা ও ইসতিলাম; তথা, একত্রকরণ, বিলীন হওয়া, এবং মূল থেকে উপড়ে আনা।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম : ০১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ২৩/৪৫ হাদিস-ক্রম : ১৯০৭; আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১৬৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এরকম বহু উদ্ভট কথাবার্তা সূফিদের মাঝে প্রচলিত আছে; বহু শাইখ যেখানে পদস্খলনের শিকার হয়েছেন।

'এই বিষয়টিতে এসে শাইখ জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ ও তাঁর একদল সূফি-সাথির মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে তাঁরা সবাই রবের তাওহিদের দর্শন এবং আল্লাহ তাআলা যে সবকিছুর স্রষ্টা, রব ও অধিকর্তা—এর অনুভবের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন "শুহুদুল কদর" তথা তাকদিরের দর্শন ও অনুভব। আবার একে "মাকামুল জমা"ও বলেছেন, অর্থাৎ, একত্রকরণ-স্তর; কারণ, এর মাধ্যমে বান্দা "প্রথম-বিচ্ছিন্নতা" থেকে বেরিয়ে যায়। "প্রথম বিচ্ছিন্নতা" হলো, "স্বভাবী বিচ্ছিন্নতা"; যার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোনো একটা কিছুর ইরাদা করে; আবার অন্য আরেকটাকে অপছন্দ করে; কোনো কাজ করা-না-করার বেলায় নিজস্ব মত ব্যক্ত করে। আসলে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রবের তাওহিদের অনুভব ও দর্শন লাভ না-করে, ততক্ষণ সে মাখলুকের জন্য কোনো একটা কাজ করে ফেলা বৈধ মনে করে, যেটার ফলে তার মন মাখলুকের কর্ম অনুভবের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে; পরিণামে, সে স্বভাব ও প্রবৃত্তির অনুসারীতে পরিণত হয়। এরপর, যখনই সে হক ও সত্যের ইরাদা করে, তখনই তার এই ইরাদার মাধ্যমে স্বভাব ও প্রবৃত্তির ইরাদা থেকে সে বেরিয়ে আসে। তখন সে অনুভব করতে পারে, যে, আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা; সবকিছুকে এইভাবে এক বিন্দুতে একত্র করার অনুভবের ফলে, সে আগের বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসে।

'এই বক্তব্যে যখন তাঁরা সবাই একমত হলেন, তখন জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁদের কাছে "দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা" তুলে ধরলেন; যা ওই "একত্রকরণ"-এর পরে হবে; আর, সেটা হলো "শরয়ি বিচ্ছিন্নতা"। তিনি বললেন, "দেখুন, শরিয়ত আমাদেরকে যেটার আদেশ করে, আমরা সেটারই ইরাদা করার (বৈধ) ক্ষমতা রাখি; যেটা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করে, সেটার ইরাদা করার (বৈধ) স্বাধীনতা আমাদের নেই; এমনিভাবে আমরা অনুভব করি , আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত, অন্য কেউ নয়; আবার, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যও হয় তাঁর রাসূলগণের অনুসরণের মাধ্যমে। তো, এভাবেই আল্লাহর আদেশকৃত ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্য তৈরি হয়, পার্থক্য হয় তাঁর দোস্ত-দুশমনদের মধ্যেও। এ-পর্যায়ে পৌঁছুলেই অনুভব করা যায় ইলাহ'র তাওহিদ।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এই বিচ্ছিন্নতার কথায় এসেই সাথিরা জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে দ্বিমত করে বসে।'

পাঠক! আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া'র চমৎকার ও দীর্ঘ দীর্ঘ মজলিসগুলোর এখানেই সমাপ্তি। এই মজলিসগুলোতে শাইখের একেকটি শব্দ-বাক্য শ্রোতাদের হৃদয়-গহীনে এমনভাবে রেখাপাত করেছে, যে, এমন মধু-বাক্য শ্রবণের প্রতি তারা আরও বেশি তৃষাতুর হয়ে উঠেছে; একপর্যায়ে সুস্থ রুচির হৃদয়গুলো ওই অমৃত শরাব পান করেই পরিতৃপ্তি লাভ করেছে এবং অবগাহন করেছে সৌভাগ্যের ঝরনাধারায়। কিছু ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরও ঈমানি চিকিৎসার প্রভাবে সুস্থতায় সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও আগের মতো অসুখী রয়ে গেছে দুর্ভাগা কিছু মন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্তমান সময়কে চিকিৎসাব্যবস্থার উৎকর্ষ সময় বলা যায়। প্রায় সব রোগেরই উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি বের হয়েছে। আমরা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। একইসঙ্গে সুস্থতার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নিচ্ছি। শারীরিক সুস্থতার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আমরা কোনো ধরনের ত্রুটি করছি না। অথচ শরীরের যেমন রোগব্যাধি হয়, অন্তরও রোগব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সে জন্য আমরা কোনো ধরনের চিকিৎসার কথা ভাবি না। অনেকেই এই রোগগুলোকে অবহেলা করে এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ তো জানেই না, শরীরের মতো অন্তরের রোগেরও চিকিৎসা করতে হয়। অথচ অন্তরের সুস্থতা শরীরের সুস্থতার চেয়েও বেশী জ়রুরী। অন্তরের রোগ কেমন হতে পারে অথবা অন্তরের রোগের প্রকার ও ধরন কতটি—এসব রোগ থেকে সুস্থতার জন্য কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে 'রূহের চিকিৎসা' গ্রন্থটিতে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার দীর্ঘ ও প্রয়োজনীয় আলোচনা রয়েছে। একজন মুসলিম হওয়ার পরও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা বিভিন্ন আত্মিক রোগে আক্রান্ত হই। যার ফলে আমাদের সমস্ত ইবাদাহ, সকল আমল অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থটিকে মুসলিম উম্মাহর আত্মিক ব্যাধি ও প্রতিকারের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়। একজন তরুণের জন্য, একজন বৃদ্ধের জন্য—বলা যায়, সকল মুসলিমের জন্যই এই বইটি পড়া জরুরী।

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং : ৪০, প্রথম তলা
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৭০৬৬০৪৭৪

ISBN

Cover: Abul Fatah | 01914783567

https://t.me/Islaminbangla2017/2668